بسم الله الرحمن الرحيم

وما ينطق عن الهوى - ان هو الا و حى يو حى- (القران)

"আর তিনি স্বীয় প্রবৃত্তির তাড়নায় কিছু বলেন না, এ সবই ওহী, যাহা তাঁহার প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়।" -(ইরশাদে ইলাহী জাল্লাজালালুহু)

انى تر كت فيكم شيئين لن تضلوا بعد هما ابدا كتاب الله و سنتى

"আমি তোমাদের মধ্যে দুইটি বস্তু রাখিয়া যাইতেছি। এই দুইটি বস্তুকে অনুসরণ করিতে থাকিলে তোমরা কখনো গোমরাহ্ হইবে না। উহা হইতেছে আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব (আল-কুরআন) আর আমার সুন্নাত (আল-হাদীছ) - (ইরশাদে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

সহীহ মুসলিম শরীফ

মূলঃ ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম বিন আল-হাজ্জাজ আল-কুশায়রী (রহঃ)

(প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাসহ বঙ্গানুবাদ)

৩য় খণ্ড
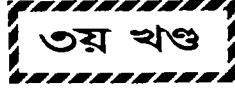
হাদিয়ে মিল্লাত, প্রখ্যাত মুফাস্সির ও মুহাদ্দিছ আল্লামা

আলহাজ্জ হযরত মাওলানা মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম দামাত বারাকাতুহুম

শায়খুল হাদীছ ও অধ্যক্ষ, জামিআ ইসলামিয়া ইউনুছিয়া ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-এর

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

মুহাম্মদ আবুল ফাতাহ্ ভূঞা

ফাযিলে দারুল উলূম হাটহাজারী (প্রথম) এম.এম. (হাদীছ, তফসীর), ঢাকা আলিয়া।

বি.এ. (অনার্স) এম.এ. (প্রথম শ্রেণীতে প্রথম), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সিনিয়র ইমাম, কেন্দ্রীয় মসজিদ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

সাবেক মুহাদ্দিছ, শরীআতিয়া আলিয়া মাদ্রাসা, বাহাদুরপুর।

কর্তৃক অনূদিত

প্রকাশনায়

আল-হাদীছ প্রকাশনী

৫৯ চকবাজার, ঢাকা-১২১১

প্রকাশক ঃ

মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহ্
আল-হাদীছ প্রকাশনী
২, ওয়ায়েছ কারণী রোড, মুহাম্মদনগর, মুন্সীহাটী,
আশ্রাফাবাদ, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা-১৩১০।

প্রথম সংস্করণঃ
শাওয়াল, ১৪১৩ হিজরী, ১৯৯৩ইং, ১৪০০ বঙ্গাব্দ।

দ্বিতীয় সংস্করণঃ
রমযান, ১৪১৮ হিজরী, ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৮ইং

বিনিময় ঃ ১৮০.০০টাকা

পরিবেশনায় ঃ
* **মোহাম্মদী লাইব্রেরী**
  চক বাজার, ঢাকা- ১২১১
* **নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনী**
  ৫৯, চক বাজার, ঢাকা- ১২১১
  ও
  ৫০, বাংলা বাজার, ঢাকা।

SAHIH MUSLIM SHARIF : 3rd volume translated with essential explanation into Bengali by Mowlana Muhammad Abul Fatah Bhuiyan and Published by Al-Hadith Prokashony, 2, Waise Qurani Road, Mohammad Nagar, Munshihati, Ashrafabad, Kamrangirchar, Dhaka-1310, Bangadesh. Price Tk.-180.00 US$ 5.00

সূচীপত্র

তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত

চতুর্থ খণ্ডে কিতাবুল ঈমান-এর অবশিষ্ট

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ۝

সহীহ মুসলিম শরীফ

بَابُ بَيَانِ كَوْنِ الْإِيمَانِ بِاللهِ تَعَالَى أَفْضَلَ الْأَعْمَالِ

অনুচ্ছেদঃ একক আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান আনা সর্বোত্তম আমল–এর বর্ণনা।

১৫৪ وَحَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ قَالَ نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ نَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ إِيمَانٌ بِاللهِ قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ حَجٌّ مَبْرُورٌ وَفِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ إِيمَانٌ بِاللهِ وَرَسُولِهِ ـ

হাদীছ–১৫৪. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মানসূর বিন আবী মুযাহিম (রহঃ)। তিনি–(সূত্র পরিবর্তন) এবং আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন জা'ফর বিন যিয়াদ (রহঃ)। তিনি–হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, কোন্ আমল সর্বোত্তম? তিনি (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে) বলিলেনঃ মহিমান্বিত আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান আনা। (পুনরায়) জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, অতঃপর কোন্টি? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে) বলিলেনঃ আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় (অর্থাৎ আল্লাহর জমিনে আল্লাহ তা'আলার দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে) জিহাদ করা। (অতঃপর) জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিলঃ তারপর কোন্টি? তিনি (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে) বলিলেনঃ মকবূল হজ্জ।[১] আর মুহাম্মদ বিন জা'ফর (রহঃ)–এর রিওয়ায়াতে রহিয়াছে যে, "তিনি (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে) বলিলেনঃ আল্লাহ তা'আলা ও তাঁহার (মনোনীত) রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)–এর প্রতি ঈমান আনা।"

টীকা–১. حج مبرور অর্থাৎ মকবূল হজ্জ। কেহ কেহ বলেন "مبرور" হইতেছে যাহার সহিত গুনাহ সংমিশ্রণ নাই অর্থাৎ পাপ মুক্ত হজ্জ। আর কেহ কেহ বলেনঃ যে হজ্জের মধ্যে রিয়া তথা লোক দেখানো উদ্দেশ্য না থাকে। বরং শুধু আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভই উদ্দেশ্য হয়। প্রথম অর্থে এই হিসাবে প্রশ্ন হয় যে, হজ্জ মকবূল হইবার বিষয়টি তো অজানা। তাই এই আমল কিরূপে করা যাইবে? উত্তর এই যে, হজ্জ মকবূল হইবার লক্ষণসমূহের মধ্যে ইহা যে, যে হজ্জ করিবার পর নেক কাজ অধিক করিবে এবং নেক কর্মের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পাইবে। সাথে সাথে গুনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকিবার প্রবণতাও বৃদ্ধি পাইবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। (ফতহুল মুলহিম)

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

আলোচ্য হাদীছ শরীফে 'কোন্ আমল সর্বোত্তম' প্রশ্নকারীর এই প্রশ্নের উত্তরে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন যে, মহিমান্বিত আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান গ্রহণ। এই উত্তর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আমলের প্রয়োগ ঈমানের উপরও হয়। আর ইহা দ্বারা ঐ ঈমান মর্ম যাহা দ্বারা বান্দা দ্বীনে ইসলামে প্রবেশ করে। আর ইহা হইতেছে শাহাদাতাইনের উপর আন্তরিক বিশ্বাস এবং মুখে স্বীকারোক্তি। কাজেই শাহাদাতাইনের উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা অন্তরের আমল এবং উহার স্বীকারোক্তি করা মুখের আমল।

বলাবাহুল্য আল্লাহ তা'আলা মানুষকে জ্ঞান–বুদ্ধি ও বিবেক–বিবেচনা শক্তি দান করিয়াছেন এবং আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক অঙ্গ–প্রত্যঙ্গসমূহের মাধ্যমে সকল প্রকার কার্যাবলী সম্পাদন করিবার জন্য কর্মক্ষমতাও দান করিয়াছেন। সেই জ্ঞান–বুদ্ধি ও বিবেক–বিবেচনা শক্তি দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া স্বেচ্ছায় কর্মক্ষমতা প্রয়োগ করতঃ আভ্যন্তরীণ অথবা বাহ্যিক কোন অঙ্গের দ্বারা কোন কার্য সমাধা করিবার নামই হইতেছে আমল। এতদদৃষ্টে ঈমানও একটি আমল। কেননা ঈমানের উৎপত্তিস্থল 'কলব' বা 'অন্তর'। আর 'কলব'ও মানুষের একটি আভ্যন্তরীণ অঙ্গ। কাজেই মানুষ স্বীয় কর্মক্ষমতা প্রয়োগ করতঃ চেষ্টা ও সাধনার দ্বারা স্বীয় 'কলব' অঙ্গের দ্বারা ঈমান অর্জন করিতে পারে। আর এইরূপ চেষ্টা ও সাধনা দ্বারা অর্জিত ঈমানই শরীআতে উত্তম ঈমান বলিয়া গণ্য। তাহা ছাড়া অন্যান্য অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ দ্বারা সম্পাদিত যাবতীয় দ্বীনে শরীআতের কার্যাবলী ঈমানেরই শাখা প্রশাখা। ঈমানের মূল অন্তরের অন্তঃস্থলে প্রোথিত এবং উহার শাখা প্রশাখা সমস্ত অঙ্গ–প্রত্যঙ্গে প্রসারিত ও পরিব্যাপ্ত। গাছের মূল ব্যতীত যেমন শাখা প্রশাখা কল্পনা করা যায় না তদ্রূপ ঈমান ব্যতীত অন্যান্য নেক আ'মাল আমল হিসাবে গণ্য হয় না। আবার শাখা প্রশাখা ছাড়াও পূর্ণাঙ্গ গাছ বলা যায় না। কাজেই প্রকৃত ঈমান কেবল শুকনা বিশ্বাস–
–এর নামই নহে যাহাতে নেক আ'মালের শাখা প্রশাখা না থাকে। বরং উহাকে অঙ্গ–প্রত্যঙ্গের নেক আ'মালের দ্বারা সরস, সতেজ ও শ্যামল রাখিবার নাম যাহার মধ্যে আ'মালে সালেহার অসংখ্য শাখা প্রশাখা বিদীর্ণ থাকিবে এরং বিবিধ রংয়ের ইবাদতের ফুল–ফল প্রষ্ফুটিত হইবে।

শাহাদাতাইনের উপর আন্তরিক বিশ্বাস এবং মুখে স্বীকারোক্তি নিঃসন্দেহে ঈমানের প্রধান ও সর্বোত্তম আমল। কিন্তু ইহা ঐ সময় পর্যন্ত হাকীকত দ্বারা সম্পূর্ণতা লাভ করিবে না যতক্ষণ না আ'মালে সালেহার সাক্ষ্য উহার সহিত উপস্থিত থাকিবে। আর ইসলামের অঙ্গীকার পূর্ণাঙ্গভাবে পূরণ করিয়াছে বলিয়া ঐ সময় বলা যাইবে যখন বান্দার মধ্যে নেক আ'মালের প্রতি উৎসাহ উদ্যমশীলতা দৃষ্ট হইবে। তাহা হইলেই বান্দার ঈমান হইবে জিন্দা ঈমান, না হয় উহাকে রূহহীন ঈমান বলা হইবে।

"ঈমান বিল্লাহ"–এর পর দুইটি বস্তু উত্তম বলিয়া এরশাদ হইয়াছে। এই দুইটির মধ্যে একটির সম্পর্ক জানের সহিত এবং দ্বিতীয়টির সম্পর্ক সম্পদের সহিত। মানুষের স্বীয় জানই সব চাইতে অধিক প্রিয় হয়। এমনকি একজন মানুষের সামনে যদি জান এবং মালের ক্ষতি হইবার আশংকা দেখা দেয়, আর যদি সম্পদ ক্ষতি করিয়াও জানকে বাঁচানো সম্ভব হয় তাহা হইলে মানুষ জানের সংরক্ষণের ব্যাপারে সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির কোন ভ্রুক্ষেপ করে না; বরং স্বীয় জান বাঁচানোর চেষ্টা করে। মহান আল্লাহ তা'আলার প্রতি পূর্ণাঙ্গ ঈমান প্রমাণিত করিবার জন্য প্রয়োজনে সেই জানকেই উৎসর্গ করিতে হয়। এই পরীক্ষায় যে পূর্ণভাবে উত্তীর্ণ হইবে সেই ব্যক্তি প্রকৃত মুমিন ও পূর্ণাঙ্গ সফলকাম। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) ছিলেন ঈমানী দৌলতে পরিপূর্ণ, তাই তাহাদের মধ্যে ছিল শাহাদাতের জাওক শাওক এবং আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনে স্বীয় জানেরও কোন পরোয়া করেন নাই। ফলে আনন্দচিত্তে শাহাদত বরণ করিতেন।

জিহাদ তথা জান উৎসর্গের পরেই মাল উৎসর্গের সহিত সফর কষ্ট সহ্য করা অর্থাৎ হজ্জের স্তর। স্বভাবগতভাবে সম্পদ মানুষের প্রিয় হয় এবং সে উহা সঞ্চয় করিবার আপ্রাণ চেষ্টা করে। কিন্তু ইসলাম সম্পদের মহাব্বত কমানোর জন্য এবং আখেরাতের পাথেয় সঞ্চয়ের লক্ষ্যে আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় খরচের শিক্ষা ও

প্রেরণা দিয়াছে। হজ্জ উহারই একটি কষ্টিপাথর যে, মানুষ আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় কি পরিমাণ সম্পদ খরচ এবং সফরে কষ্টসমূহ সহ্যের মধ্যে উত্তীর্ণ হয়। যদি সে পূর্ণাঙ্গ ইখলাসে নিয়্যাত, গুনাহ হইতে নিরাপদ এবং বায়তুল্লাহ শরীফের যিয়ারতের আগ্রহে পূর্ণ আবেগের সহিত হজ্জের সফর অবলম্বন করে তবে তাহার ঈমান কামিল হইবার উজ্জ্বলতম প্রমাণ। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

১৫৫। وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ ـ

হাদীছ–১৫৫. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর উপরোক্ত হাদীছ আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন মুহাম্মদ বিন রাফি' ও আবদ বিন হুমায়দ (রহঃ)। তাহারা---যুহরী (রহঃ)–এর সূত্র ও এই সনদে অনুরূপ হাদীছ রিওয়ায়াতকরিয়াছেন।

১৫৬। حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ نَا هِشَامُ ابْنُ عُرْوَةَ ح وَحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ الإِيمَانُ بِاللهِ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ قَالَ قُلْتُ أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ قَالَ أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا وَأَكْثَرُهَا ثَمَنًا قَالَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ قَالَ تُعِينُ صَانِعًا أَوْ تَصْنَعُ لأَخْرَقَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ ضَعُفْتُ عَنْ بَعْضِ الْعَمَلِ قَالَ تَكُفُّ شَرَّكَ عَنِ النَّاسِ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ ـ

হাদীছ–১৫৬. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ রবী আয–যাহরানী (রহঃ)---(সূত্র পরিবর্তন) এবং আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন খালফ বিন হিশাম (রহঃ)। তাহারা----হযরত আবূ যর (রাযিঃ)[১] হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি বলিলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! কোন্ আমল সর্বোত্তম? তিনি (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে) বলিলেনঃ আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান গ্রহণ করা এবং তাঁহার রাস্তায় (অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার কলেমা সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যে) জিহাদ করা। হযরত আবূ যর (রাযিঃ) বলেন, আমি (পুনরায়) বলিলাম, কোন্ প্রকারের গোলাম (ক্রীতদাস) আযাদ করা উত্তম? তিনি (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে) বলিলেনঃ সেই ক্রীতদাস আযাদ করা উত্তম যে মুনিবের নিকট খুবই প্রিয় এবং মূল্যের দিক দিয়াও অধিক। হযরত আবূ যর (রাযিঃ) বলেন, আমি (পুনরায়) আরয করিলাম, যদি ইহা (অর্থাভাবের দরুণ) করিতে না পারি? তিনি (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে) বলিলেনঃ তাহা হইলে কোন কারিগরকে সাহায্য কর অথবা কাজ কর্মে অক্ষম এমন ব্যক্তির কাজ করিয়া দাও।[২] হযরত আবূ যর (রাযিঃ) বলেন, আমি বলিলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! যদি আমি এমন কোন কাজ করিতে অপারগ হই তখন কি করিব? তিনি (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে) বলিলেনঃ তোমার মন্দ আচরণ হইতে লোকদেরকেনিরাপদরাখিও[৩] (অর্থাৎ লোকদিগকে কষ্ট দিও না)। ফলে নিশ্চয় ইহা তোমার পক্ষ হইতে তোমার উপর সদকা।

টীকা–১: "ابو ذر" আবূ যর (গিফারী) (রাযিঃ)–এর নাম জুনদুব বিন জুনাদা বিন কা'ব বিন সাঈর বিন আলোকা বিন সুফিয়ান বিন হারাম বিন গিফার। তাহার মাতার নাম রামলা বিনতুর রকীকা গিফারিয়া ছিল। তিনি উপনামেই সমধিক পরিচিত ও প্রসিদ্ধ। তাহার গোত্র বনূ গিফার–এর আদি পুরুষ ছিলেন গিফার বিন খালীল বিন দামীর। উর্ধ্বতন পঞ্চম পুরুষ

বাকী অংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

পূর্ণ গোলাম আযাদ করা নিজের পক্ষে বড়ই ছাওয়াবের কাজ। কিন্তু এইরূপ গোলাম আযাদ করিতে অক্ষম হইলে এমন কারিগর মুকাতিব গোলাম (অর্থাৎ সেই ক্রীতদাস যাহার মুনিব তাহাকে তাহার ক্রয় মূল্য উপার্জন করিয়া দেওয়ার শর্তে মুক্তির কথা দিয়াছে)–কে সাহায্য করা বড় ছাওয়াব যে নিজেকে আযাদ করিবার জন্য হস্ত কর্মের দ্বারা অর্থ কড়ি সঞ্চয় করিতে থাকে যে উক্ত সঞ্চিত অর্থের বিনিময়ে নিজেকে মুনিব হইতে মুক্ত করিবে। অথবা এমন অকারিগর মুকাতিব গোলামকে চেষ্টার মাধ্যমে কর্মী বানানো যে অর্থের বিনিময়ে নিজেকে মুনিব হইতে আযাদ করিতে ইচ্ছুক কিন্তু উক্ত অর্থ সঞ্চিত করিবার কোন ব্যবস্থা করিতে না পারে। এইরূপ ব্যক্তিকে

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার টীকার বাকী অংশ

আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর বিশেষ তাওয়াজ্জুহ ও দয়ারই চিহ্ন ছিল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে তাকওয়া পরহেজগারী ছাঁচে ঢালিয়া উহার নমূনা পেশ করিতে চাহিয়াছিলেন।

"হুলইয়াতুল আওলিয়া" গ্রন্থকার হযরত আবূ যর (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, আমাকে আমার মাহবুব (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছয়টি বস্তুর ওসীয়ত করিয়াছেন। মিসকীন ও অনাথদের মুহাব্বত করার, আমি আমার নিম্নের দিকে (সম্পদের দিক দিয়া) দৃষ্টি করার ও আমার হইতে উপরের দিকে দৃষ্টি না করার, সত্য কথা বলার যদিও উহা তিক্ত হয়, আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় এবং শরীআতের আহকাম বর্ণনা করিতে গিয়া নিন্দা, ভৎর্সনাকারীদের ভ্রুক্ষেপ না করা। হযরত আবূ যর (রাযিঃ) সম্পূর্ণ জীবন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর এই এরশাদের উপর পুঙ্খানুপুঙ্খ আমল করিয়াছেন। হক কথা বলিবার মধ্যে হযরত আবূ যর (রাযিঃ) খুবই অটল ছিলেন। যাহার কারণে অনেক সময় মানুষের সহিত তাঁহার তিক্ততাও সৃষ্টি হইত।

শেষ বয়সে তিনি মদীনা মুনাওয়ারার নিকটস্থ একটি লোকালয় 'রাবাযা' নামক স্থানে স্বীয় পরিবার পরিজনের সহিত বসবাস করিতেন। সেই স্থানেই জলীলুল কদর সাহাবী (রাযিঃ) ৮ই জিলহজ্জ ৩২ হিজরী সনে ইনতিকাল করেন। ফকীহুল উম্মত হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিঃ) তাঁহার জানাযার ইমামাত করেন। হযরত ইবন মাসউদ (রাযিঃ) ছাড়াও অন্যান্য ফুকাহার জামাআত যাহারা উম্মতের বয়োজ্যেষ্ঠগণের মধ্যে ছিলেন যেমন আল কামা বিন কায়স, আসওয়াদ বিন ইয়াযীদ (রাযিঃ) প্রমূখ তাঁহার জানাযায় অংশগ্রহণ করেন।

হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ আবূ যর অপেক্ষা সত্যবাদী কাহাকেও আকাশ ছায়া দেয় নাই এবং পৃথিবী ধারণ করে নাই। (জামি' তিরমিযী ২য় খণ্ড–২২১)

হযরত আবূ যর (রাযিঃ)–এর সত্যানুরাগ, অসত্যের মুকাবিলায় ইস্পাত কঠিন দৃঢ়তা এবং বিলাস স্পৃহা মুক্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে 'মসীহ হাযিহিল উম্মাহ' (مسيح هذه الامة) "এই উম্মতের ঈসা মসীহ" বলিয়া ডাকিতেন।

এক হাদীছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো এরশাদ করিয়াছেনঃ যে ব্যক্তি হযরত ঈসা (আঃ)কে দেখিয়া আনন্দিত হইতে ইচ্ছুক তবে সে যেন আবূ যর (রাযিঃ)কে দেখিয়া লয়। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

টীকা–২ "تعين صانعا او تصنع لاخرق" বাক্যে "صانعًا" শব্দটি صنعة হইতে। ইহার অর্থ কারিগর, যে হস্ত কর্মে পারদর্শী, আর اخرق বলা হয় এমন গোলামকে যে হস্ত কর্ম জানে না। যেমন বলা হয় رجل اخرق وامرأة خرقاء (অর্থাৎ বুদ্ধি ও হস্ত কর্মহীন পুরুষ এবং হস্ত কর্মহীন মহিলা।) আর যদি পুরুষ উত্তম কারিগর হয় তবে বলা হয় رجل صنع এবং মহিলাদের জন্য ব্যবহৃত হয় امرأة صناع। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। (ফতহুল মুলহিম)

টীকা–৩ تكف شرك عن الناس তোমার মন্দ আচরণ হইতে লোকদের মুক্ত রাখিবে। ইহা দলীল যে, মন্দ আচরণ হইতে বিরত থাকা মানুষের কর্ম ও উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত। এই কারণেই ইহার উপর ছাওয়াব দেওয়া হয় এবং শাস্তিও দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে নিয়্যাত ও ইচ্ছা ব্যতীত বিবেচনা শূন্যতা ও ভুলক্রমে মন্দ হইতে বিরত থাকার মধ্যে সাওয়াব প্রদান করা হয় না। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। (কুরতুবী, ফতহুল মুলহিম)

সাহায্য করা আল্লাহ তা'আলার নিকট বড়ই ছাওয়াবের কারণ হইবে। আর যদি উহার মধ্যে কিছুই করিতে সক্ষম না হও তবে নিম্ন স্তরের সদকা ইহা যে, নিজে অন্য কাহাকেও কষ্ট না দেওয়া এবং অন্যের জন্য দুর্ভোগের কারণ না হওয়া। ইহাই নিজের পক্ষ হইতে নিজের প্রতি সদকা। কেননা সদকার উদ্দেশ্য হইতেছে অন্যের উপকার করা এবং নিজের জন্য ছাওয়াব লাভ করা। কাজেই নিজে মন্দ আচরণ না করিবার দ্বারাও অন্যের উপকার হয় এবং সে দুর্ভোগে পতিত হওয়া হইতে বাঁচিয়া থাকে। ফলে তুমি এবং অন্যে উভয়েরই দুনিয়ায় শান্তি অর্জিত হইবে এবং তুমি আখেরাতে ছাওয়াব লাভ করিবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

ইবন আল মুনীয (রহঃ) বলেন, আলোচ্য হাদীছ শরীফে এই দিকে ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, অকারিগর (তথা কর্মহীন অভাবী লোক) হইতে কারিগর (তথা কর্মঠ লোক)কে সাহায্য করা উত্তম। কারণ অকারিগর দরিদ্র হইবার দরুণ সাহায্য পাওয়ার যোগ্য বলিয়া সকলই ধারণা করে। ফলে সাধারণতঃ প্রত্যেকই তাহাকে সাহায্য করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে কারিগর, সে নিজ হস্ত পরিচালনা করিয়া বিভিন্ন বস্তু তৈরীর মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করায় তাহাকে সাহায্য করার প্রতি লোকেরা অমনোযোগী থাকে। মানুষ ধারণা করে যে, সে তো কাজ করিয়া সচ্ছলভাবেই সংসার পরিচালনা করিতেছে অথচ তাহার পরিবার পরিজন নিয়া অভাবের মধ্যে দিন কাটায়। এইরূপ ব্যক্তিকে সাহায্য করা বড়ই ছাওয়াবের কাজ। কেননা ইহা গোপনীয় সদকার অন্তর্ভুক্ত। (ফতহুল মুলহিম)

১৫৭ وحدثنى محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد انا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال انا معمر عن الزهرى عن حبيب مولى عروة بن زبير عن ابى مراوح عن ابى ذر عن النبى صلى الله عليه وسلم بنحوه غير انه قال فتعين الصانع او تصنع لاخرق -

হাদীছ-১৫৭. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি এবং আবদ বিন হুমায়দ (রহঃ)। তাহারা---হযরত আবূ যর (রাযিঃ) হইতে পূর্ব হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে অত্র রিওয়ায়াতে، تعين صانعا او تصنع لاخرق বাক্যের স্থলে তিনি বলিয়াছেনঃ فتعين صانعا او تصنع لا خرق "। (অর্থাৎ তুমি যদি মূল্যবান দাস আযাদ করিতে অপারগ হও।) "তবে কোন কারিগরকে সাহায্য কর অথবা কোন প্রকার কাজ কর্মে অক্ষম এমন কর্মহীন ব্যক্তির কাজ করিয়া দেওয়ার মধ্যে সাহায্য কর।" (تعين শব্দের পূর্বে " ف " ব্যবহারের দরুণ শাব্দিক পার্থক্য হইলেও মর্মার্থে কোন পার্থক্য হয় নাই বরং একই রহিয়াছে।

১৫৮ حدثنا ابو بكر بن ابى شيبة قال نا على بن مسهر عن الشيبانى عن الوليد بن العيزار عن سعد بن اياس ابى عمرو الشيبانى عن عبد الله بن مسعود قال سئلت رسول الله صلى الله عليه وسلم اى العمل افضل قال الصلوة لوقتها قال قلت ثم اى قال بر الوالدين قال قلت ثم اى قال الجهاد فى سبيل الله فما تركت استزيده الا ارعاء عليه -

হাদীছ-১৫৮. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বাকর বিন আবী শায়বা (রহঃ)। তিনি---হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেনঃ আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, সর্বোত্তম আমল কোনটি? তিনি (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে) বলিলেন, ওয়াক্ত মত নামায আদায় করা। ইবন মাসউদ (রাযিঃ) বলেন, আমি (পুনরায়) আরয করিলাম, অতঃপর কোনটি? তিনি (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিলেনঃ পিতা-

মাতার সহিত সদ্ব্যবহার করা।[১] ইবন মাসউদ (রাযিঃ) বলেন, আমি (তৃতীয়বার) আরয করিলাম, অতঃপর কোন্‌টি? তিনি (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিলেনঃ আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় জিহাদ করা। (হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিঃ) বলেন যে,) তারপর আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তক্‌লীফ তথা কষ্ট হইতে পারে এই সম্ভাবনায় অতিরিক্ত প্রশ্ন করা হইতে বিরত রহিলাম।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

বস্তুতঃ ইসলামী আহকামসমূহের মধ্যস্থতায়ই আন্তরিক বিশ্বাস তথা ঈমানের প্রকৃত মূলতত্ত্ব প্রকাশিত হয়। উক্ত আহকামসমূহের মধ্যে যাহা হইতে আন্তরিক বিশ্বাস তথা ঈমানের সুস্পষ্ট প্রকাশ ও ঘোষণা হয় উহাই হইতেছে নামায। নামায ফরয হইবার কারণে উহা আদায় করা অপরিহার্য এবং সময় সীমাবদ্ধ হইবার দরুণ যথা সময়ে আদায় করা জরুরী। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেনঃ

إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا ـ

অর্থাৎ "নিশ্চয় নামায মুমিনদের উপর ফরয নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে।" (সূরা নিসা-১০৩)

এই কারণেই আলোচ্য হাদীছে ও অন্যান্য হাদীছের মধ্যে নামাযের অত্যধিক গুরুত্ব ও উহার ফযীলত এবং উহা পরিত্যাগকারীর প্রতি ভয়-ভীতি প্রদর্শন ও শাস্তির প্রতিজ্ঞা বর্ণিত হইয়াছে।

এইস্থানে কাহারও এইরূপ প্রশ্ন করা বাঞ্ছনীয় নহে যে, আলোচ্য হাদীছে নামাযকে সর্বোত্তম আমল বলা হইয়াছে। অথচ উপরোল্লিখিত হাদীছে ঈমানকে সর্বোত্তম আমল বলিয়া এরশাদ করিয়াছেন। বস্তুতঃ উভয়ই নিজ নিজ স্থানে সহীহ। অত্র হাদীছে শারীরিক ইবাদত হিসাবে নামাযকে সর্বোত্তম বলা হইয়াছে আর উপরোক্ত হাদীছে অন্তরের আমল-এর দৃষ্টিতে ঈমানকে সর্বোত্তম বলা হইয়াছে। কাজেই ইহা স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, উভয়ই স্বীয় স্থানে নিজ নিজ গুণ গ্রাহিতায় যথার্থ ও সঠিক রহিয়াছে।

বলাবাহুল্য বিভিন্ন হাদীছ শরীফে "সর্বোত্তম আমল কোন্‌টি"- এই একই প্রশ্নের বিভিন্ন উত্তর দেওয়া হইয়াছে। যেমন হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) বর্ণিত হাদীছে সর্বোত্তম আমলের ধারাবাহিকতায় প্রথমে ঈমান, অতঃপর জিহাদ, অতঃপর হজ্জের কথা বর্ণনা করা হইয়াছে। আর হযরত আবূ যর (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছে সময়মত নামায আদায়, অতঃপর পিতা-মাতার সহিত সদ্ব্যবহার, অতঃপর জিহাদের কথা বলা হইয়াছে। এই সকল রিওয়ায়াতে ও অন্যান্য রিওয়ায়াতে একই প্রশ্নের বিভিন্ন উত্তরের যথার্থতা ও উহার সমন্বয়ের উপর বিশেষজ্ঞ ওলামায়ে কেরাম (রহঃ) দুইভাবে উত্তর দিয়াছেন। প্রথমতঃ পারিপার্শ্বিকতা এবং বিভিন্ন ব্যক্তির অবস্থার বিবেচনায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই প্রশ্নের উত্তর যথোপযুক্ত বিভিন্নভাবে দিয়াছেন। যেমন বলা হয়ঃ । خير الاشياء كذا "বস্তুসমূহের উত্তম এইরূপ।" ইহার মর্ম এই নহে যে, যাবতীয় বস্তু সকল দিক দিয়া এবং সকল অবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ইহা উত্তম হইবে বরং এক অবস্থায় হইবে এবং অন্য অবস্থায়

টীকা-১. " بر الوالدين " পিতা-মাতার সহিত সদ্ব্যবহার করা অর্থাৎ পিতা-মাতার সহিত সৌজন্য, উদারতা, দয়ার্দ্রতা, নম্রতা ও ভালবাসার ব্যবহার এবং কর্মরীতি অবলম্বন করা যাহা তাঁহাদের জন্য সুখ ও আনন্দের কারণ হয়। এমন কি তাহাদের বন্ধু-বান্ধব ও সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিগণের সহিতও এমন কোন আচরণ করা যাইবে না যাহাতে পিতা-মাতা মানসিকভাবে আহত হইতে পারেন বরং তাহাদের সহিতও উত্তম আচরণ করিতে হইবে। সহীহ হাদীছে বর্ণিত হইয়াছেঃ " ان من ابر البران يصل الرجل اهل ود ابيه " অর্থাৎ "নিশ্চয় সদাচরণের উত্তম আচরণ হইতেছে যে, মানুষ স্বীয় পিতার বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত সদ্ব্যবহার করা।"

সারকথা, পিতা-মাতাকে সুখী করিবার জন্য, তাহাদের মানসিক শান্তির নিমিত্তে যে সকল পন্থা অবলম্বন করিতে হয় তাহা সবই করিবে। পিতা-মাতা যদি সন্তান-সন্ততির হক আদায়ের ক্ষেত্রে শৈথিল্যও প্রদর্শন করেন, তথাপি তাহাদের সহিত কোনরূপ অসদাচরণ করিবার সুযোগ সন্তানের নাই। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। (ফতহুল মুলহিম)

নাও হইতে পারে। সুতরাং কখনও কোন আমলকে সর্বোত্তম বলার দ্বারা এই মর্ম নহে যে, সকল ক্ষেত্রে সকলের জন্য উত্তম হইবে বরং ইহার মর্ম হইতেছে যে, বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ কোন ব্যক্তির জন্য উত্তম। ইহার প্রমাণ হাদীছ শরীফে বিদ্যমান রহিয়াছে। যেমন হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত–

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجة لمن لم يحج افضل من اربعين غزوة وغزوة لمن حج افضل من اربعين حجة

অর্থাৎ "রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ যে ব্যক্তি (ফরয) হজ্জ আদায় করে নাই তাহার জন্য হজ্জ করা চল্লিশটি (নফল) জিহাদ অপেক্ষা অধিক উত্তম। আর যে ব্যক্তি হজ্জ আদায় করিয়াছে তাহার জন্য জিহাদ করা চল্লিশটি (নফল) হজ্জ অপেক্ষা অধিক উত্তম।"

দ্বিতীয়তঃ ইহার মর্ম এই হইতে পারে যে, من افضل الاعمال كذا উত্তম আ'মালের মধ্য হইতে এইএই অর্থাৎ ঈমান এবং জিহাদ। অথবা "من خيرها" উত্তম আ'মালের মধ্যে। অথবা من خيركم من فعل كذا তোমাদের উত্তমদের মধ্যে যে এইরূপ করে। এই স্থানে "من" উহ্য রহিয়াছে। এইরূপ মর্ম গ্রহণের দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। যেমন বলা হয়– فلان اعقل الناس وافضلهم "অমুক ব্যক্তি মানুষদের মধ্যে অধিক জ্ঞান–বুদ্ধি সম্পন্ন এবং তাহাদের উত্তম।" ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে যে, انه من اعقلهم وافضلهم "নিশ্চয় সে জ্ঞান–বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের এবং তাহাদের অতি উত্তমদের একজন।" এই কারণেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেনঃ خيركم خيركم لاهله অর্থাৎ "তোমাদের মধ্যে উত্তম ঐ ব্যক্তি যে স্বীয় পরিবার পরিজনের জন্য উত্তম।"

আর ইহা জ্ঞাত বিষয় যে, পরিবার পরিজনের জন্য উত্তম হইবার দ্বারা সে সম্পূর্ণভাবে উত্তম মানুষ বলিয়া প্রমাণিত হয় না। এই অভিমত পোষণ করেন আল্লামা কফাল (রহঃ)। উল্লেখ্য যে, দ্বিতীয় জবাবের ভিত্তিতে কেবল ঈমানই সম্পূর্ণভাবে সর্বোত্তম আমলের অন্তর্ভুক্ত। উহা ব্যতীত অন্যান্য সকল আ'মাল উত্তমতার দিক দিয়া সমপর্যায়ের। অতঃপর দলীল প্রমাণাদির দ্বারা বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যক্তির জন্য একটি অপরটি হইতে উত্তম বিবেচিত হইবে। ইহাতে যদি প্রশ্ন করা হয় যে, কোন কোন রিওয়ায়াতে ثُمَّ শব্দসহ বর্ণিত হইয়াছে। আর "ثم" শব্দটি তরতীব বিন্যাসের জন্য ব্যবহৃত হয়। ফলে প্রথমে বর্ণিত আমলটি "ثم"এর পরে বর্ণিত আমল হইতে উত্তম বুঝা যায়। উত্তর এই যে,এই স্থানে ثم শব্দটি তরতীব বিন্যাসের জন্যই ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু উহা শুধুমাত্র উল্লেখের ক্ষেত্রে তরতীব বিন্যাস, মর্যাদাগত তরতীব বিন্যাস বুঝানো উদ্দেশ্য নহে। ইহার প্রমাণ কুরআন মজীদেও রহিয়াছে। যেমন–

وَمَآ أَدْرٰىكَ مَا الْعَقَبَةُ ۝ فَكُّ رَقَبَةٍ ۝ أَوْ إِطْعٰمٌ فِىْ يَوْمٍ ذِىْ مَسْغَبَةٍ ۝ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۝ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ۝ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ اٰمَنُوا

অর্থাৎ "আর আপনি কি জানেন, সে দুর্গম গিরিপথ কি? তাহা হইতেছে দাস মুক্ত করা অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে অন্ন দান করা, ইয়াতীম আত্মীয়কে, অথবা দারিদ্রে নিষ্পেষিত নিঃস্বকে। অতঃপর সে ছিল ঐ সকল ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত যাহারা ঈমান গ্রহণ করিয়াছে।" (সূরা বালাদ–১২–১৭)

এই আয়াতে ثم- (অতঃপর) বর্ণটি শুধু শাব্দিক পর্যায়ক্রমকে বর্ণনা করিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। মর্যাদাগত পর্যায়ক্রম বর্ণনা উদ্দেশ্য নহে।

কাযী আয়্যায (রহঃ) একই প্রশ্নের বিভিন্ন উত্তর প্রদানের দুইটি কারণ বলিয়াছেন। (১) যাহা উপরোল্লেখিত প্রথমে বর্ণনা করা হইয়াছে অর্থাৎ পারিপার্শিকতা ও বিভিন্ন ব্যক্তির অবস্থার দৃষ্টে বিভিন্ন গোত্রের মানুষকে তাহার নিজ নিজ গোত্রের জন্য ঐ আমল উত্তম বলিয়া দিয়াছেন যাহা তাহাদের জন্য অতি জরুরী ছিল। অথবা যাহাকে তাহারা লাভ করে নাই, অথবা বুঝিতে পারে নাই তাহাই বলিয়া দিয়াছেন। (২) যে সকল হাদীছে রসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিহাদকে হজ্জের পূর্বে প্রাধান্য দিয়াছেন, উহার কারণ ইহা যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে জিহাদ খুবই অপরিহার্য ছিল।

তাহরীর গ্রন্থকার বলেন যে, যে সকল হাদীছে জিহাদকে হজ্জের পূর্বে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে উহার একটি কারণ এই যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে যখন জিহাদ অনেক জরুরী ছিল। তাহা ছাড়া কাফিরদের আক্রমণ হইলে জিহাদ সকলের উপর ফরয হয়। অধিকন্তু জিহাদ দ্বারা সকল মুসলমান উপকৃত হয়। আর হজ্জ পরেও আদায় করা যায়। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। (শরহে নববী)

ফায়দাঃ ছাত্র উস্তাদের সহিত উদার ব্যবহার, উপযোগিতার বিবেচনা ও সহানুভূতিশীল হওয়া বাঞ্ছনীয়। যেমন আলোচ্য হাদীছে রাবী বলেন, "অতঃপর আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ওয়াসাল্লাম-এর কষ্ট হইতে পারে এই সম্ভাবনায় অতিরিক্ত প্রশ্ন করা হইতে বিরত রহিলাম।" (শরহে নববী)

১৫৯ **حدثنا** مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ عُمَرَ الْمَكِّىُّ قَالَ نَا مَرْوَانُ الْفَزَارِىُّ قَالَ نَا اَبُوْ يَعْفُوْرٍ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ الْعَيْزَارِ عَنْ اَبِىْ عَمْرٍو الشَّيْبَانِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ اَىُّ الْاَعْمَالِ اَقْرَبُ اِلَى الْجَنَّةِ قَالَ الصَّلٰوةُ عَلٰى مَوَاقِيْتِهَا قُلْتُ وَمَاذَا يَا نَبِىَّ اللّٰهِ قَالَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قُلْتُ وَمَاذَا يَا نَبِىَّ اللّٰهِ قَالَ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

হাদীছ—১৫৯. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন মুহাম্মদ বিন আবী ওমর আল-মক্কী (রহঃ)। তিনি---হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহ তা'আলার নবী। কোন্ আমল (বান্দাকে) জান্নাতের অতি নিকটবর্তী করিয়া দেয়? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে) বলিলেনঃ নামাযকে স্বীয় সঠিক সময়সমূহে আদায় করা। (পুনরায়) আমি জিজ্ঞাসা করিলাম আর কোন্টি? হে আল্লাহ তা'আলার নবী? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে) বলিলেনঃ পিতা-মাতার সহিত সদ্ব্যবহার করা। (তারপর তৃতীয় বার) আমি জিজ্ঞাসা করিলামঃ আর কোন্টি? হে আল্লাহ তা'আলার নবী। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে) বলিলেনঃ আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় জিহাদ করা।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

(১৫৮ নং হাদীছ শরীফের ব্যাখ্যা ও টীকা দ্রষ্টব্য)

١٦٠ وحدثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ نَا أَبِي قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ قَالَ حَدَّثَنِي صَاحِبُ هٰذِهِ الدَّارِ وَأَشَارَ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللهِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي بِهِنَّ وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي

হাদীছ—১৬০. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন ওবায়দুল্লাহ বিন মু'আয আল—আনবারী (রহঃ)। তিনি--আবূ আমর আশ—শায়বানী (রহঃ) হইতে শ্রবণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন এই ঘরের মালিক (বাসিন্দা) আর আবদুল্লাহ (বিন মাসউদ (রাযিঃ))—এর ঘরের দিকে ইঙ্গিত করিলেন। তিনি (আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিঃ)) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলাম; কোন্ আমল আল্লাহ তা'আলার নিকট সর্বাধিক প্রিয়? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিলেনঃ নামায সঠিক সময়ে আদায় করা। আমি (পুনরায়) জিজ্ঞাসা করিলামঃ তারপর কোন্‌টি? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে) বলিলেনঃ তারপর হইতেছে পিতা—মাতার সহিত সদ্ব্যবহার করা। আমি (পুনরায়) জিজ্ঞাসা করিলামঃ অতঃপর কোন্‌টি? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে) বলিলেনঃ আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় জিহাদ করা। (রাবী আবূ আমর শায়বানী (রহঃ) বলেন) এই কথাগুলি আমার নিকট বর্ণনা করিয়া তিনি (হযরত ইবন মাসউদ (রাযিঃ)) বলেনঃ আর যদি আমি আরও অধিক প্রশ্ন করিতাম তাহা হইলে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরও অধিক বলিতেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

ইসলামী রুকনসমূহ আদায়ের মধ্যে নামায—এর চাইতে অধিক প্রসারিত অন্য কোন রুকন আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার দাসত্ব, বিনয় ও উৎসর্গ প্রকাশিত হয় না, যাহা আল্লাহ তা'আলার নিকট অতি পছন্দনীয়। আর ইহার কারণ হইতেছে যে, নামাযী ব্যক্তির উপর আল্লাহ তা'আলার রহমতের বিশেষ দৃষ্টি হয় এবং নামাযরত অবস্থায় বান্দার উপর আল্লাহ তা'আলার রহমত বৃষ্টির ন্যায় বর্ষিত হইতে থাকে।

জামি' তিরমিযী শরীফে হযরত আবূ উমামা (রাযিঃ) হইতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম—এর এই এরশাদ বর্ণিত আছে যে, বান্দা যতক্ষণ নামায পড়িতে থাকে ততক্ষণ তাহার উপর নববিবাহিতা কন্যার উপর ফুলের তোড়া পতিত হইবার ন্যায় আল্লাহ তা'আলার রহমতের বৃষ্টি হইতে থাকে।

ইসলামী শরীআতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পদমর্যাদা স্তম্ভস্বরূপ যাহার উপর ইসলামের অট্টালিকা প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এমন ব্যক্তি যে নামায তরক করে তাহার ঈমানও কবূলের স্তরে পৌছে না এবং সে কঠিন শাস্তি হইতে বাঁচিতে পারিবে না। (হ্যাঁ, আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করিলে ভিন্ন কথা)।

হযরত ইবন ওমর (রাযিঃ) বর্ণিত একটি রিওয়ায়াতে আছে যে, দ্বীন পাঁচটি বস্তুর সম্বলিত নাম। উক্ত পাঁচটি বস্তুর মধ্যে পরস্পর এমন সম্পর্ক রহিয়াছে যে, একটি ব্যতীত অপরটি মকবূল হয় না। প্রথমতঃ ঐ কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, প্রকৃত মা'বূদ শুধুমাত্র একক আল্লাহ তা'আলা এবং মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার (প্রিয়) বান্দা ও (তাঁহার মনোনীত সর্বশেষ) রসূল এবং তাঁহার ফেরেশতাগণের উপর, কিতাব সমূহের উপর, রসূলগণের উপর, জান্নাতের উপর, জাহান্নামের উপর এবং মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবনের উপর (পূর্ণ) দৃঢ় বিশ্বাস রাখা। আর পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পদমর্যাদা দ্বীন ইসলামের স্তম্ভস্বরূপ। আল্লাহ তা'আলা নামায ব্যতীত ঈমানকে কবূলযোগ্য গণ্য করিবেন না। আর যাকাতের পদমর্যাদা গুনাহের কাফ্‌ফারা স্বরূপ যাহা ব্যতীত আল্লাহ তা'আলার নিকট ঈমান এবং নামায মকবূল হয় না। অতঃপর এই সকল রুকন আদায় করিবার পর পবিত্র রমযান মাস

আগমন করিলে যদি (ওযর ছাড়া) ইচ্ছাকৃত রোযা ছাড়িয়া দেয় তবে আল্লাহ তা'আলার নিকট তাঁহার ঈমান, নামায ও যাকাত কিছুই মকবূল হইবে না। আর ঐ ব্যক্তি, যে এই চারিটি রুকন আদায় করিল বটে কিন্তু (শারীরিক ও মালী) সামর্থ থাকা সত্ত্বেও সে যদি ফরয হজ্জ আদায় না করে তবে তাহার ঈমান, নামায, যাকাত ও রোযা কিছুই মকবূল হইবে না।

এই রিওয়ায়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামের মধ্যে উক্ত পাঁচটি রুকনের পরস্পর কতখানি দৃঢ় সংযোগ রহিয়াছে এবং কিভাবে একে অপরের সহিত পারস্পরিক সম্বন্ধ বিদ্যমান যে, একটিকে যদি পরিত্যাগ করে তবে সে যেন সকল রুকনগুলিই পরিত্যাগ করিল। কাজেই সকল রুকনসমূহের উপর নিয়মানুবর্তীতায় আমলই বস্তুতঃ কামিল মুমিন। আর তাহাকেই ইসলামের রূহ অনুধাবনকারী ও আমলকারী বলা যাইতে পারে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

ফায়দাঃ আলোচ্য হাদীছ শরীফ বর্ণনা করিবার পর হযরত ইবন মাসউদ (রাযিঃ) বলেনঃ ولو استزدته لزادني "আর যদি আমি আরো অধিক প্রশ্ন করিতাম তবে তিনি আমাকে আরো অধিক বলিতেন।" অর্থাৎ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট দ্বীনী বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে বিরক্ত হইতেন না বরং অতি গুরুত্ব ও আগ্রহের সহিত প্রশ্নকারীর জবাব দিয়া যাইতেন। ইহা দ্বারা কয়েকটি বিষয় অনুধাবিত হয়।

(১) ফতোয়া বা জ্ঞান অন্বেষণকারী অধিক মাসআলা জিজ্ঞাসা ও উহার বিবরণ দীর্ঘায়িত হওয়ার সম্ভাবনায় মুফতী ও মুআল্লিম সাহেবকে ধৈর্য্য ধারণ বাঞ্ছনীয়।

(২) যে কাজটি এখনও হয় নাই উহা হইবার সম্ভাবনার উপর ভিত্তি করিয়া এইরূপ খবর দেওয়া জায়েয আছে যে, যদি এইরূপ করা হইত তাহা হইলে কাজটি সম্পাদন হইত। والله اعلم (শরহেনববী)

١٦١ حدثنا محمد بن بشار قال نا محمد بن جعفر قال نا شعبة بهذا الإسناد مثله وزاد وأشار إلى دار عبد الله وما سماه لنا -

হাদীছ-১৬১. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন মুহাম্মদ বিন বাশ্শার (রহঃ)। তিনি---হযরত শু'বা (রহঃ)-এর সূত্রে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে এই রিওয়ায়াতে واشار الى دار عبد الله وما سماه لنا - অর্থাৎ "আর তিনি হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিঃ)-এর ঘরের দিকে ইঙ্গিত করিলেন, কিন্তু তাহার নাম আমাদের সামনে উল্লেখ করেন নাই।" বাক্যটি অতিরিক্ত রহিয়াছে।

١٦٢ حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال نا جرير عن الحسن بن عبيد الله عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الأعمال أو العمل الصلوة لوقتها وبر الوالدين -

হাদীছ-১৬২. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ওছমান বিন আবী শায়বা (রহঃ) ও তিনি---হযরত আবদুল্লাহ (বিন মাসউদ (রাযিঃ)) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ আমলসমূহের মধ্যে অথবা (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন) আমলের মধ্যে সর্বোত্তম হইতেছে নামায উহার ওয়াক্ত মত আদায় করা এবং পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করা।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

(এই হাদীছ শরীফের ব্যাখ্যা, অনুচ্ছেদের উপরোল্লিখিত হাদীছসমূহের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

باب بيان كون الشرك اقبح الذنوب وبيان اعظمها بعده

অনুচ্ছেদঃ শিরক সকল গুনাহের ঘৃন্যতম গুনাহ হওয়ার বিবরণ এবং শিরকের পরে সর্বাপেক্ষা বড় গুনাহের বর্ণনা।

١٦٣ | **حدثنا** عثمان بن ابى شيبة واسحق بن ابراهيم قال اسحق انا جرير وقال عثمان ثنا جرير عن منصور عن ابى وائل عن عمرو بن ابى شرحبيل عن عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم اى الذنب اعظم عند الله قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك قال قلت له ان ذلك لعظيم قال قلت ثم اى قال ثم ان تقتل ولدك مخافة ان يطعم معك قال قلت ثم اى قال ان تزانى حليلة جارك -

হাদীছ—১৬৩ঃ(ইমাম মুসলিম [রহঃ] বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন ওছমান বিন আবী শায়বা ও ইসহাক বিন ইব্রাহীম (রহঃ)। তিনি--হযরত আবদুল্লাহ (বিন মাসউদ [রাযিঃ]) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, কোন্ গুনাহটি আল্লাহ তা'আলার কাছে সর্বাপেক্ষা বড়?[১] তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে) বলিলেনঃ আল্লাহ তা'আলার জন্য সদৃশ (অর্থাৎ তাঁহার জন্য অন্য কাহাকেও অংশীদার) স্থির করা অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। রাবী হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করিয়া আরয করিলাম, নিশ্চয় ইহা বড় গুনাহ। রাবী বলেন (পুনরায়) আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, অতঃপর কোন্‌টি? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে) বলিলেন, তারপর তোমার সন্তানকে তুমি এই আশংকায় হত্যা করিবে যে, সে তোমার সহিত পানাহারে সঙ্গী হইবে (এবং তোমার দায়িত্বে সে লালিত পালিত হইবে)। রাবী বলেন, আমি (পুনরায়) আরয করিলাম, তারপর কোন্‌টি? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে) বলিলেনঃ অতঃপর তুমি তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হইবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

যাবতীয় গুনাহসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জঘন্যতম এবং মারাত্মক গুনাহ হইতেছে একক আল্লাহ তা'আলার সহিত শিরক করা। কুরআন মজীদ ও হাদীছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম—এর মাধ্যমে উহার কঠোর শাস্তির প্রতিজ্ঞা বর্ণিত হইয়াছে। মহিমান্বিত আল্লাহ যিনি যাবতীয় বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন, প্রাণীকে প্রাণ দান

টীকা—১. " اى الذنب اعظم " "সর্বাপেক্ষা বড় গুনাহ কোন্‌টি?" উল্লেখ্য যে, ইসলামী শরীআত যে সকল গুনাহের মন্দাবলী সম্পর্কে সতর্ক করিয়াছে উহা চার প্রকার। (এক) এক প্রকার গুনাহ যাহা তাওবা ব্যতীত ক্ষমা হয় না, উহা হইতেছে কুফর। এই সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

فَاعْتَرَفُوا بِذَنۢبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَٰبِ السَّعِيرِ ۝

অর্থাৎ "অতঃপর তাহারা তাহাদের অপরাধ স্বীকার করিবে। জাহান্নামীরা দূর হউক" (সূরা মুলক—১১) (দুই) ইসতিগফার এবং নেক আমলের দ্বারা ক্ষমা হইবার আশা করা যায়। ইহা হইতেছে সগীরা গুনাহসমূহ। (তিন) এমন গুনাহ যাহা খালিছ তাওবা দ্বারা ক্ষমা হয় এবং তাওবা ব্যতীত আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাধীন। আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করিলে ক্ষমা করিবেন অথবা গুনাহ পরিমাণ শাস্তি দিবেন। ইহা হইতেছে কবীরা গুনাহসমূহ। (চার) বান্দা তথা মানুষের হক। ইহা ফেরৎ দেওয়া আবশ্যক। আর ফেরৎ দেওয়া হয়ত দুন্‌ইয়াতে যেমন মালিকের সম্মতি গ্রহণ অথবা মূলবস্তু ফেরৎ অথবা উহার বদল ফেরৎ দেওয়া। আর আখিরাতে অত্যাচারীর ছাওয়াব অত্যাচারিতকে প্রদান অথবা অত্যাচারিতের গুনাহ অত্যাচারীর উপর প্রদান অথবা আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ফযল ও করমে তাহার প্রতি রাযি হইবেন। (ফতহুল মুলহিম)

করিয়াছেন, মানুষকে জ্ঞান-বুদ্ধি, বিচার-বিচক্ষণতা ও বোধ শক্তির দৌলত দান করিয়াছেন, দুনইয়াতে যাবতীয় আরাম-আয়েশ ও শান্তির সাজ-সরঞ্জাম সরবরাহ করিয়াছেন, ধন-সম্পদ, পরিবার পরিজন এবং দুনইয়ার অমূল্য নিয়ামত দ্বারা ধন্য করিয়াছেন, উহা হইতে বড় না-শোকরী, নিয়ামতের অকৃতজ্ঞতা ও অবাধ্যতা আর কি হইতে পারে যে, সেই করুণাময়ের একত্ববাদ স্বীকার করিবার স্থলে অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুকে তাঁহার সহিত শরীক করিবে। আর এই শিরকের মাধ্যমে শয়তানী, নাফরমানী, অবাধ্যতা ও অকৃতজ্ঞতার মোহর অন্তরের উপর লাগাইয়া মানুষ আখিরাতের অপমান, চিরস্থায়ী ক্ষতিসমূহ এবং প্রতিপালকের আযাব গ্রহণ করিবে। মহান আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁহার মনোনীত রসূল দয়াপরবশ হইয়া পুনঃপুনঃ উক্ত জঘন্য গুনাহসমূহ উল্লেখপূর্বক উহা করিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং উহা হইতে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য জোর তাকীদ করিয়াছেন। এখন যাহার অন্তরে রোগ আছে এবং তাকদীরে পাপিষ্ঠতাই লিপিবদ্ধ রহিয়াছে সে তো উক্ত ইরশাদসমূহের প্রতি কান দিবে না। আর আমালে সালেহা করিবার স্থলে শয়তানের জালে আবদ্ধ হইবে। অপরদিকে আল্লাহ তা'আলা যাহাদের তাকদীরে পূণ্যবান লিখিয়া দিয়াছেন তাহারা উহা হইতে দূরে থাকিবেন এবং শয়তানের জালে আবদ্ধ হইবেন না।

একদা প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিঃ) আরয করিলেন যে, ইয়া রসূলাল্লাহ! আল্লাহ তা'আলার নিকট গুনাহসমূহের মধ্যে কোন্ গুনাহ সর্বাপেক্ষা মারাত্মক বলিয়া গণ্য হয়। জবাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেনঃ কাহাকেও মহিমান্বিত আল্লাহর সহিত শরীক স্থির করা অথচ তোমার মহান স্রষ্টা একক আল্লাহ তা'আলাই।

চাই জীবনে যতই বিপদাপদ আসুক না কেন, কেহ হত্যা করুক না কেন, শরীর টুকরা টুকরা বা প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে নিক্ষেপ করুক না কেন কোন অবস্থায়ই শিরক করিবার অনুমতি নাই।

হযরত আবু যার (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ আল্লাহ তা'আলা ঐ সময় পর্যন্ত বান্দার গুনাহ ক্ষমা করিতে থাকেন যতক্ষণ না বান্দা এবং রহমতে এলাহী-এর মধ্যবর্তী কোন পর্দা বাধা হইয়া দাঁড়ায়। সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ) আরয করিলেন যে, পর্দা দ্বারা কি মর্ম? জবাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ বাধাযুক্ত পর্দা হইতেছে যে, শিরকী আকীদাসহ কেহ মৃত্যু মুখে পতিত হওয়া। মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ ،

অর্থাৎ "আল্লাহ তা'আলার সহিত শিরক করার গুনাহ আল্লাহ তা'আলা মাফ করেন না। তাহা ছাড়া অন্যান্য গুনাহ আল্লাহ তা'আলা যাহাকে মাফ করার ইচ্ছা করেন মাফ করিয়া থাকেন।"

সারকথা শিরক এমন গুনাহ যাহা কোন অবস্থাতেই ক্ষমাযোগ্য নহে। আর শিরক ব্যতীত অন্যান্য গুনাহ এইরূপ যে, উহার আযাব ভোগ এবং নির্দিষ্ট শাস্তি ভোগ করিবার পর এক সময় না এক সময় ক্ষমা ও পরিত্রাণ পাইবে। "رحمت حق بہانہ می جوید" (আল্লাহ তা'আলার রহমত উসিলা তালাশ করে।) এর সাক্ষ্য স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই। তিনি কোন না কোনভাবে স্বীয় বান্দাকে ক্ষমা করিতে চাহেন। এখন যদি স্বয়ং বান্দাই কোন অজুহাতের সুযোগ করিয়া না দেয় বরং শিরক-এর মধ্যে জড়িত হইয়া পড়ে তবে ভিন্ন কথা।

হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইহা বলিতে শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তি শিরক হইতে পবিত্র অবস্থায় ইন্তেকাল করে সে (একবার না একবার) জান্নাতে প্রবেশ করিবে।

আলোচ্য হাদীছ শরীফে শিরক-এর পরের স্তরের আরো দুইটি জঘন্য গুনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকার জন্য বিশেষভাবে তাকীদ করা হইয়াছে। প্রথমতঃ অভাব-অনটনের ভয়ে নিজ সন্তানকে হত্যা করা। ইহা শিরক-এর পরে সর্বাপেক্ষা বড় গুনাহ।

যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

وَلَا تَقْتُلُوٓا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۚ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْأً كَبِيرًا ۝

অর্থাৎ "আর তোমরা নিজেদের সন্তানদিগকে দারিদ্রতার আশংকায় হত্যা করিও না, আমি তাহাদিগকেও রিযক দেই এবং তোমাদিগকেও দেই; নিশ্চয় তাহাদিগকে হত্যা করা গুরুতর পাপ।"

(সূরা বনী ইসরাঈল–৩১)

বলাবাহুল্য ইসলাম পূর্ব জাহিলিয়্যাত যুগে মানুষের জীবনের কোন মূল্য ছিল না। রক্তপাত, বাসনা ও দেহ পূজারীর ছিল এই জগত। মানুষ মূর্খতার এমন চরম সীমা অতিক্রম করিয়াছিল যে, নির্দয়–পাষণ্ডরা আপন সন্তানদিগকে জীবন্ত পুঁতিয়া হত্যা করিত। কখনও তো মেয়ে সন্তান লাভের লজ্জায় যে, অন্য কাহাকেও জামাতা করিতে হইবে আর কখনও তাহারা এই ভয়ে সন্তানদিগকে হত্যা করিত যে, তাহাদের নিকট রক্ষিত খাদ্যদ্রব্যে ঘাটতি হইবে। সে নিজেই অভাবী, নিজের ও বিবির পানাহারের সংগ্রহই যেখানে কষ্টসাধ্য সেখানে সন্তানদিগকে কোথা হইতে খাওয়াইবে। এই ধারণার বশবর্তী হইয়া সন্তানদিগকে হত্যা করা এমন গুনাহ যাহা শিরকের পর অন্যান্য সকল কবীরা গুনাহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মারাত্মক গুনাহ। কারণ, না–হক হত্যা করাই কবীরা গুনাহ। আর এইখানে না–হক হত্যা কবীরা গুনাহের সহিত আল্লাহ তা'আলার রায্যাকিয়্যাতের (রিযিকদাতার) গুণের প্রতি দুর্বল বিশ্বাস করা একত্রিত হইয়াছে। কুরআন মজীদ এই কুপ্রথাকে চিরতরে রহিত করিয়া দিয়াছে। উল্লেখিত আয়াতে তাহাদের সেই মানসিক ব্যাধিরও প্রতিকার বর্ণিত হইয়াছে, যে কারণে তাহারা এই জঘন্য ঘৃণ্য অপরাধে লিপ্ত হইত। সন্তানের পানাহারের সংস্থান কোথা হইতে হইবে এই ভাবনাই ছিল তাহাদের মানসিক রোগ। আল্লাহ তা'আলা আয়াতে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, পানাহার করানো এবং জীবিকা প্রদানের আসল দায়িত্ব তোমাদের নহে। এই কাজ সরাসরি আল্লাহ তা'আলার। স্বয়ং তোমরা জীবিকা ও পানাহারে তাঁহারই মুখাপেক্ষী। তিনি প্রদান করিলে তোমরা নিজ সন্তানদিগকে দিয়া থাক। তিনি প্রদান না করিলে তোমাদের কি সাধ্য আছে যে একটি গম কিংবা চাউলের দানা নিজে সৃষ্টি করিবে? শক্ত মাটির বুক চিরিয়া বীজকে অঙ্কুরিত করা অতঃপর তাকে বৃক্ষের আকার দানকরতঃ ফুলে ফলে সমৃদ্ধ করা কাহার কাজ? পিতা–মাতা এই কাজ করিতে সক্ষম কি? পিতা–মাতা কেন বরং জগতের সকল গবেষক ও প্রকৌশলীরা মিলিত হইয়া গম সৃষ্টির কারখানা তৈরী করুক না দেখি, পারিবে কি? কখনও পারিবে না। এইগুলি সর্বশক্তিমান আল্লাহর কুদরতের কারসাজি। এই কাজে মানুষের কোন হাত নাই। কাজেই পিতা–মাতার এই ধারণা অমূলক যে, তাহারা সন্তানদিগকে রিযিক প্রদান করে। বরং আল্লাহ তা'আলার অদৃশ্য ভাণ্ডার হইতে সন্তানরাও পায় এবং পিতা–মাতাও। এই স্থানে প্রথমে সন্তানদের উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে, আমি তাহাদিগকে রিযিক দিব এবং তোমাদিগকেও। ইহাতে ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, আমার নিকট রিযিকের প্রথম হকদার দূর্বল ও অক্ষম সন্তানরা, তাহাদের উদ্দেশ্যেই তোমাদিগকে দেওয়া হয়।

আর 'সূরা আনআম'–এ এই বিষয়টি বর্ণিত হইয়াছে। তবে সে স্থানে রিযিকের ব্যাপারে প্রথমে পিতা–মাতার উল্লেখ করা হইয়াছে যে, نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ অর্থাৎ "আমি তোমাদিগকেও রিযিক দিব এবং তাহাদিগকেও।" এই স্থানে ইঙ্গিত হইতে পারে যে, তোমাদিগকে রিযিক এই জন্য প্রদান করা হয়, যাহাতে তোমরা তোমাদের সন্তানদের নিকট পৌছাইয়া দাও।

এক হাদীছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ

انما تنصرون وترزقون بضعفائكم ۔

অর্থাৎ "তোমাদের দূর্বল ও অক্ষম লোকদের খাতিরে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সাহায্য করেন এবং রিযিক প্রদানকরেন।"

এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন যে,

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا

অর্থাৎ "যমীনের উপর অবস্থিত সকল প্রাণীর রিযিকের দায়িত্ব মহান আল্লাহ তা'আলার।" (সূরাহুদ-৬)

প্রাণী সৃষ্টি করার সহিত তাহার রিযিকের ব্যবস্থা আল্লাহ তা'আলাই করিয়া থাকেন। তাহা ছাড়া রক্ত সম্পর্ক ছিন্ন করা, কৃপণতা করা, খাদ্যের প্রতি লোভ, প্রভৃতি কবীরা গুনাহ, না-হক হত্যায় কবীরা গুনাহের সহিত একত্রিত হইয়া অভাব অনটনের আশংকায় সন্তান হত্যার গুনাহ-এর মধ্যে জঘন্যতা বৃদ্ধি করিয়াছে।

সন্তানদিগকে দ্বীনে শরীআত শিক্ষা ও চরিত্র গঠন না করা এবং ধর্ম বিমুখতার জন্যে স্বাধীন ছাড়িয়া দেওয়া এক প্রকার সন্তান হত্যা

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ আয়াতে বর্ণিত সন্তান হত্যা যে অপরাধ ও কঠোর গুনাহ তাহা বাহ্যিক হত্যা ও মারিয়া ফেলিবার অর্থে তো সুস্পষ্টই। কিন্তু চিন্তা করিলে প্রতীয়মান হয় যে, সন্তানকে দ্বীন শিক্ষা না দেওয়া এবং তাহার চরিত্র গঠন না করা, যাহার কারণে সে আল্লাহ তা'আলা, তাঁহার রসূল ও পরকালের প্রতি উদাসীন হইয়া পড়ে এবং চরিত্রহীন ও নির্লজ্জ কর্মে জড়িত হইয়া পড়ে, ইহাও সন্তান হত্যা হইতে কম মারাত্মক নহে। কুরআন মজীদের ভাষায় সে ব্যক্তি মৃত, যে আল্লাহ তা'আলাকে চিনে না এবং তাঁহার আনুগত্য করে না।

أَفَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ - আয়াতে উহাই বর্ণিত হইয়াছে। যাহারা সন্তানদিগকে কাজকর্ম ও চরিত্র সংশোধনের প্রতি মনোযোগ দেয় না, তাহাদেরকে স্বাধীনভাবে ছাড়িয়া দেয় অথবা এমন ভ্রান্ত শিক্ষা দেয় যাহার ফলে ইসলামী চরিত্র ধ্বংস হইয়া যায়, তাহারাও একদিক দিয়া সন্তান হত্যার অপরাধে অপরাধী। বাহ্যিক হত্যার প্রভাবে তো শুধু ক্ষণস্থায়ী জাগতিক জীবন বিপর্যয় হয়। কিন্তু এই হত্যা মানুষের জাগতিক ও পারলৌকিক চিরস্থায়ী উভয় জীবন ধ্বংস করিয়া দেয়। (মা'আরিফুল কুরআন)

শায়খুল হাদীছ আল্লামা সিরাজুল ইসলাম সাহেব দামাত বারাকাতুহুম অত্র ব্যাখ্যা শ্রবণের পর বলেন যে, আয়াতে সন্তান হত্যার বিষয়টি ব্যাপক। উহাতে বাহ্যিক তথা শারীরিক হত্যার সহিত রূহানী হত্যাও অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। অর্থাৎ শারীরিক ও রূহানী উভয় হত্যাই হারাম। শরীর হইতে রূহ দামী। তাই শরীর হত্যা হইতে রূহ হত্যা অধিক জঘন্য। জাহিলিয়্যাত যুগের লোকেরা শারীরিকভাবে কন্যা সন্তান হত্যা করিত। ইহাতে কেবল হত্যাকারীই অপরাধী সাব্যস্ত হইবে নিহত শিশু নহে। কিন্তু চাকুরী-নকরী ও রুটি জোগাড় করিতে পারিবে না, এই ভয়ে সন্তানদিগকে দ্বীন শিক্ষা তথা আল্লাহ, রসূল ও আহকামে শরীআতের শিক্ষা হইতে বঞ্চিত করিয়া শুধু দুনইয়ার শিক্ষায় লাগাইয়া আহকামে শরীআত হইতে স্বাধীনভাবে উদাসীন ছাড়িয়া দেওয়ার দ্বারা সন্তানের রূহকে হত্যা করা হয়। রূহ হত্যাকারী ও নিহত উভয়ই অপরাধী সাব্যস্ত হইবে। শুধু তাহাই নহে সন্তানের পরবর্তী বংশধর যাহারাই ধর্ম বিমুখতার মধ্যে নিমজ্জিত থাকিয়া গুনাহ করিবে, সকলের গুনাহই পিতা-মাতার আমলনামায় যোগ হইতে থাকিবে। (সংক্ষিপ্তভাবে সমাপ্ত)

দ্বিতীয়তঃ 'শিরক' ও 'দারিদ্রতার আশংকায় সন্তান হত্যার' পরেই 'আপন প্রতিবেশীর স্ত্রীর সহিত ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার' গুনাহ। যে কোন নারীর সহিত ব্যভিচার করা কবীরা গুনাহ। আর এইখানে 'ব্যভিচার কবীরা গুনাহ'-এর সহিত ফিৎনা-ফাসাদ, বিশ্বাসঘাতকতা ও নিরাপত্তা রক্ষা না করা কবীরা গুনাহ একত্রিত হইয়া 'আপন প্রতিবেশীর স্ত্রীর সহিত ব্যভিচার করার' কবীরা গুনাহে মারাত্মকতা বৃদ্ধি করিয়াছে। কেননা, প্রতিবেশী অনেক দিক দিয়া আত্মীয় হইতেও নিকটবর্তী। আদর্শ প্রতিবেশী মাত্রই পরস্পর একে অপরের দুঃখ বেদনা এবং শোক ও আনন্দে অংশীদারী হয়। সাধ্যানুযায়ী পরস্পর সাহায্য-সহায়তায় আগাইয়া আসা এবং খবরা-খবর নেওয়া প্রয়োজন হয়। এই সকল নৈকট্যতার দরুণ ঐ বাধা এবং উক্ত দূরত্ব ও কষ্ট অবশিষ্ট থাকে না যাহা দূরত্বের দরুণ হইয়া থাকে। এই কারণেই ইহাতে মানুষের অনিষ্টকর চাহনীতে সমাবৃত হওয়ার এবং উহা হইতে

আগাইয়া কোন গুনাহ এবং মন্দ কর্মে লিপ্ত হইয়া যাওয়ার অধিক আশংকা বিদ্যমান থাকে। অধিকন্তু সাধারণতঃ প্রতিবেশী একে অপরের প্রতি বিশ্বাস ও ভরসা করিয়া মেলামেশা করে। আর প্রতিটি প্রতিবেশীই আশা করে যে, তাহার প্রতিবেশী তাহাকে সাহায্য করিবে। প্রয়োজনীয় সময়ে তাহার পরিবার পরিজনকে হিফাযত করিবে। এমতাবস্থায় তাহার নিকট হইতে যদি সুবিচারের স্থলে অনিষ্টকর মন্দাবলী সম্পাদিত হয়, আর এই পরিবেশগত অবস্থার সুযোগে বিশ্বাসের অপব্যবহারকরতঃ খিয়ানতের পথ অবলম্বন করিয়া আপন প্রতিবেশীর স্ত্রীর অন্তর জয় করিয়া ব্যভিচার করে ইহা কতই না জঘন্য। এই কারণেই ইহা অন্যান্য ব্যভিচার অপেক্ষা অধিক মারাত্মক কবীরা গুনাহ। মানুষ যাহাতে মানবিক স্বভাবের দুর্বলতার শিকার না হয়, সেই জন্যই উহাকে বিশেষভাবে জ্ঞাত করাইয়া উক্ত সুযোগ হইতে অত্যধিক সতর্কতাসহ বাঁচিয়া থাকিবার জন্য তাকীদ করা হইয়াছে।

বলাবাহুল্য যেই সকল বড় বড় গুনাহ হইতে বিশেষ সতর্কতার সহিত বাঁচিয়া থাকার জন্য অত্যধিক তাকীদ করা হইয়াছে, উহার মধ্যে অধিকাংশ হযরত মু'আয (রাযিঃ) বর্ণিত হাদীছে এক স্থানে পাওয়া যায়। যেমন–

عن معاذ بن جبل رضـ قال اوصانی رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات قال لا تشرك بالله شيئًا وان قتلت وحرقت ـ ولا تعقن والديك وان امراك ان تخرج من اهلك ومالك ولا تتركن صلوٰة مكتوبة متعمدًا فان من ترك صلوٰة مكتوبة متعمدًا فقد برئت منه ذمة الله ولا تشربن خمرًا فانه رأس كل فاحشة واياك والمعصية فان بالمعصية حل سخط الله واياك والفرار من الزحف وان هلك الناس وان اصاب الناس موت فاثبت وانفق على اهلك من طولك ولا ترفع عنهم عصاك ادبا واخفهم فى الله ـ

অর্থাৎ "হযরত মু'আয বিন জাবাল (রাযিঃ) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দশটি ব্যাপারে অসীয়ত করিয়াছেনঃ (১) আল্লাহ তা'আলার সহিত অন্য কাহাকেও শরীক না করা যদিও হত্যা করা হয় বা জ্বালাইয়া দেওয়া হয়, (২) পিতা–মাতার নাফরমানী না করা যদিও তাহারা তোমার পরিবার পরিজন এবং বিষয় সম্পত্তি ছাড়িয়া যাইতে হুকুম করেন, (৩) জানা সত্ত্বেও ফরয নামায তরক না করা। যে ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া ফরয নামায পরিত্যাগ করে তাহার উপর হইতে আল্লাহ তা'আলার জিম্মাদারী চলিয়া যায়, (৪) মদ্যপান না করা, কেননা ইহা যাবতীয় মন্দ ও অশ্লীল কাজের মূল, (৫) আল্লাহ তা'আলার নাফরমানী না করা, কারণ ইহাতে আল্লাহ তা'আলার গজব ও কাহহার নাযিল হয়, (৬) জিহাদ হইতে পলায়ন না করা যদিও সকল সাথী শহীদ হইয়া যায়, (৭) কোথাও মহামারী দেখা দিলে সেই স্থান ত্যাগ না করা, (৮) সাধ্যানুযায়ী আপন পরিবারস্থ লোকদের জন্য খরচ করা, (৯) তাহাদের উপর হইতে শাসনের লাঠি না হটানো এবং (১০) তাহাদিগকে আল্লাহ তা'আলার ভয় প্রদর্শন করিতে থাকা। (আহমদ)

এই হাদীছে দশটি হারাম বিষয় বর্ণনা করা উদ্দেশ্য, কাজেই সবগুলিকে নিষেধাজ্ঞার ভঙ্গিতে বর্ণনা করাই ছিল যথার্থ। কিন্তু এই হাদীছে কুরআন মজীদের অনুকরণে বিজ্ঞজনোচিত পদ্ধতি অনুসারে তন্মধ্যে কয়েকটি বিষয়কে ধনাত্মকভাবে আদেশের ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হইয়াছে। উহার উদ্দেশ্য হইতেছে যে, ইহার বিপরীত করা হারাম। হাদীছে বর্ণিত দশটি বিষয় এইঃ (১) আল্লাহ তা'আলার সহিত ইবাদতে ও আনুগত্যে অন্য কাহাকেও অংশীদার স্থির করা (২) পিতা মাতার নাফরমানী করা (৩) জানিয়া বুঝিয়া ফরয নামায ত্যাগ করা (৪) মদ্যপান করা (৫) আল্লাহ তা'আলার নাফরমানী করা। (৬) জিহাদ হইতে পলায়ন করা (৭) কোথায়ও মহামারী দেখা দিলে সেই স্থান ত্যাগ করা (৮) সাধ্যানুযায়ী আপন পরিবার পরিজনের লোকদের জন্য খরচ না করা (৯) তাহাদের উপর হইতে শাসনের লাঠি হটানো (১০) তাহাদিগকে আল্লাহ তা'আলার ভয় প্রদর্শন না করিতে থাকা। (আহমদ)

ফায়দাঃ আলোচ্য হাদীছ শরীফ হইতে শরীআতের বহু আহকাম নির্গত হয়। (ক) সর্বাধিক মারাত্মক গুনাহ হইতেছে 'শিরক'। (খ) না–হক হত্যা–এর গুনাহ হইতেছে শিরক–এর পর সর্বাপেক্ষা জঘন্য কবীরা গুনাহ। আর এই কবীরা গুনাহদ্বয় ব্যতীত ব্যভিচার, লাওয়াতাৎ, পিতা–মাতার অবাধ্যতা, জাদু, মিথ্যা অপবাদ, জিহাদ হইতে পশ্চাদপদতা ও সূদ প্রভৃতি কবীরা গুনাহ। এই সকল কবীরা গুনাহসমূহ অবস্থার প্রেক্ষিতে জঘন্যতার তারতম্য হইয়া থাকে। এই বিষয়ে বিবিধ আহকাম ও বিস্তারিত বিবরণ রহিয়াছে যাহা দ্বারা কবীরা গুনাহের স্তরের পরিচিতি লাভ হয়। তবে ইহা নিশ্চিত যে, স্থান–কাল–পাত্র ভেদে কবীরা গুনাহের জঘন্যতা কম–বেশী হয়। এই কারণেই বলা হয় যে, উল্লিখিত প্রত্যেকটিই এককভাবে সর্বাপেক্ষা মারাত্মক কবীরা গুনাহ। সুতরাং যে স্থানে বর্ণিত হইয়াছে যে, انها اكبر الكبائر (ইহা সর্বাধিক মারাত্মক কবীরা গুনাহ) ইহা দ্বারা মর্ম হইল من اكبر الكبائر (ইহা সর্বাধিক মারাত্মক কবীরা গুনাহসমূহ হইতে)। তাহা ছাড়া পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে اى الاعمال افضل - (কোন্ আমল সর্বোত্তম?) বাক্যে যে সকল উত্তর আলোচনা করা হইয়াছে এই স্থানে উক্ত জবাবগুলি প্রযোজ্য হইবে। (নবভী)

١٦٤ **حدثنا** عُثْمَانُ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ جَمِيْعًا عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيْلَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الذَّنْبِ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ قَالَ اَنْ تَدْعُوَ لِلّٰهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ قَالَ ثُمَّ اَىٌّ قَالَ اَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ اَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قَالَ ثُمَّ اَىٌّ قَالَ اَنْ تُزَانِىَ حَلِيْلَةَ جَارِكَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ تَصْدِيْقَهَا وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا -

হাদীছ–১৬৪ঃ (ইমাম মুসলিম [রহঃ] বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ওছমান বিন আবী শায়বা ও ইসহাক বিন ইব্রাহীম (রহঃ)। তাহারা···আমর বিন শুরাহবীল (রহঃ) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিঃ) বলেন, এক ব্যক্তি আরয করিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আল্লাহ তা'আলার নিকট সর্বাপেক্ষা বড় গুনাহ কোন্‌টি? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে) বলিলেনঃ তুমি কাহাকেও একক আল্লাহ তা'আলার সহিত অংশীদার সাব্যস্ত করিবে অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি (পুনরায়) আরয করিলেন, অতঃপর কোনটি? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে) ইরশাদ করিলেনঃ তুমি তোমার সন্তানকে এই আশংকায় হত্যা করিবে যে, সে তোমার আহারের মধ্যে শরীক হইবে। তিনি (পুনরায়) আরয করিলেন, অতঃপর কোন্‌টি? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে) বলিলেন, তুমি তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সহিত ব্যভিচারে লিপ্ত হইবে। আর ইহার সত্যায়নে মহান আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করিয়াছেন যে,

وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا ۝

অর্থাৎ "আর তাহারা আল্লাহ তা'আলার সহিত অন্য কোন মা'বুদের উপাসনা করে না এবং আল্লাহ তা'আলা যাহাকে (হত্যা করা) হারাম করিয়া দিয়াছেন, তাহাকে হত্যা করে না, তবে শরীআত সম্মত কারণে (অর্থাৎ হদূদ, কিসাস ইত্যাদি কায়িমের লক্ষ্যে) এবং তাহারা ব্যভিচার করে না। আর যেই ব্যক্তি এইরূপ (হারাম) কার্য করিবে, তবে তাহাকে শাস্তির সম্মুখীন হইতে হইবে।" (সূরা ফুরকান–৫:৬৮)

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিঃ) এইরূপ বলিয়াছেন যে, - فانزل الله عزوجل تصديقها (আর হাদীছ শরীফে উল্লিখিত বিষয়সমূহের সমর্থনে মহিমান্বিত আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন।) উল্লেখ্য যে, সত্যায়নে উল্লিখিত আয়াতে হত্যা ও ব্যভিচার উভয়টি শর্তহীন ব্যাপক নিষিদ্ধ হারাম ঘোষিত হইয়াছে। আর হাদীছ শরীফে উভয়টি শর্তসহ বর্ণিত হইয়াছে অর্থাৎ হত্যার ক্ষেত্রে শর্ত যে, আহারে সঙ্গী হইবার আশংকায় সন্তান হত্যা এবং ব্যভিচারের ক্ষেত্রে শর্ত যে, নিজ প্রতিবেশীর স্ত্রীর সহিত ব্যভিচার করা।

আয়াত শরীফে শর্তহীন ব্যাপক এবং হাদীছ শরীফে শর্তসহ বিশেষভাবে বর্ণিত হইলেও হাদীছ শরীফে বর্ণিত সন্তান হত্যা ও প্রতিবেশীর স্ত্রীর সহিত ব্যভিচার করা জঘন্য কবীরা গুনাহ-এর সত্যায়ন কুরআন মজীদের এই আয়াত দ্বারা প্রমাণ উথাপন করা যথার্থ। কেননা যদিও আয়াতে ব্যাপকভাবে হত্যা ও ব্যভিচার নিষিদ্ধ ও হারাম হইবার বিষয়টি বর্ণিত হইয়াছে কিন্তু হাদীছে বর্ণিত এই বিশেষ হত্যা অর্থাৎ আহারে সঙ্গী হওয়ার আশংকায় সন্তান হত্যা ও প্রতিবেশীর স্ত্রীর সহিত ব্যভিচার করা আরও বড় মারাত্মক ও জঘন্য। কাজেই হাদীছে বর্ণিত বিষয়াবলীর সমর্থনে আলোচ্য আয়াত আরো উত্তমভাবে দলীল হিসাবে প্রযোজ্য হইবে।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অন্য এক হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রতিবেশীর স্ত্রীর সহিত ব্যভিচার করা দশটি ব্যভিচার হইতেও অধিক মারাত্মক। ইমাম আহমদ (রহঃ) রিওয়ায়ত করিয়াছেন যে,

عن المقداد بن الاسود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون فى الزنا قالوا حرام قال لان يزنى الرجل بعشرة نسوة ايسر عليه ان يزنى بامرأة جاره -

অর্থাৎ "হযরত মিক্‌দাদ বিন আল-আসওয়াদ (রাযিঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাগণকে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করেন, ব্যভিচার সম্পর্কে তোমরা কি বল? উপস্থিত সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ) জবাবে বলিলেন, হারাম। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে, কোন ব্যক্তির জন্য দশজন মহিলার সহিত ব্যভিচার করা অধিক হাল্‌কা উহা হইতে যে, সে তাহার নিজ প্রতিবেশীর স্ত্রীর সহিত ব্যভিচার করে।" (ফতহুল মুলহিম)

(হাদীছের অন্যান্য বিস্তারিত ব্যাখ্যা ১৬৩ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

بَابُ الْكَبَائِرِ وَاَكْبَرِهَا.
অনুচ্ছেদঃ কবীরা গুনাহ এবং তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় গুনাহসমূহ

١٦٥ حَدَّثَنِىْ عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُكَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ قَالَ نَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سَعِيْدِ الْجُرَيْرِىِّ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِىْ بَكْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَلَا اُنَبِّئُكُمْ بِاَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلَاثًا اَلْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ اَوْ قَوْلُ الزُّوْرِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَمَازَالَ يُكَرِّرُهَا حَتّٰى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ

হাদীছ—১৬৫ঃ (ইমাম মুসলিম [রহঃ] বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমর বিন মুহাম্মদ বিন বুকায়র বিন মুহাম্মদ আন-নাকিদ (রহঃ)। তিনি ··· আবদুর রহমান বিন আবী বাকরা হইতে, আবদুর রহমান স্বীয় পিতা হযরত আবূ বাকরা (রাযিঃ)[১] হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে উপস্থিত ছিলাম। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করিলেনঃ আমি কি তোমাদিগকে সর্বাপেক্ষা বড় গুনাহ সম্পর্কে অবহিত করিব না? এই কথা (তাকীদের লক্ষ্যে) তিনবার বলিলেন। (অতঃপর গুনাহগুলি উল্লেখ করিলেন যে,) আল্লাহ তা'আলার সহিত (অন্য কোন সৃষ্ট বস্তুকে) শরীক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া কিংবা (তিনি বলিয়াছেন) মিথ্যা কথা বলা। আর (এই সময়) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেলান দিয়া বসা ছিলেন। অতঃপর তিনি সোজা হইয়া বসিলেন এবং কথা কয়টি (এর জঘন্যতা ও মারাত্মকতা প্রকাশার্থে) পুনঃ পুনঃ বলিতে থাকেন। এমনকি আমরা (তাঁহার কষ্ট হইতেছে ভাবিয়া মনে মনে) আকাংক্ষা করিতেছিলাম[২] যে, হায়! তিনি যদি নীরবতা অবলম্বন করিতেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

শিরক সর্বাপেক্ষা জঘন্য কবীরা গুনাহ

কুফরের যেকোন প্রকারই হউক না কেন উহার প্রকৃত রূপ যদি প্রত্যক্ষ করা হয় তবে দেখিবে যে, উহা মানবতার নামের উপর একটি কুশ্রী দাগ ও জঘন্যতম কলঙ্ক যাহা আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে বিশ্বাসের উপর

টীকা—১. ابى بكرة। আবূ বাকরা (রাযিঃ)। তাহার আসল নাম নাফী' বিন আল-হারিছ। তিনি হিজরী ৮ম সনে তায়েফের জিহাদের সময় ইসলাম গ্রহণ করেন এবং হিজরী ৫৩ সনে হযরত আমীরে মু'আবিয়া (রাযিঃ)-এর শাসনামলে ইন্তেকাল করেন। তাঁহার নিকট হইতে তাঁহার সুযোগ্য পুত্র হযরত আবদুর রহমান এবং অন্যান্য অনেক রাবী হাদীছ রিওয়ায়তকরিয়াছেন।

টীকা—২. হাদীছে বর্ণিত গুনাহগুলি খুবই জঘন্য ও মারাত্মক কবীরা গুনাহ। তাই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই গুনাহসমূহের পরিণামের উপর চিন্তা করিয়া স্বীয় উম্মতের ব্যাপারে আশংকা করিতেছিলেন না জানি তাহারা এই সকল কর্ম করিয়া বসে। এইজন্যই উক্ত গুনাহগুলি হইতে অত্যধিক সতর্কতা প্রদর্শনের লক্ষ্যে বার বার বলিতেছিলেন। একদিকে উম্মতের জন্য মানসিক চিন্তা অপর দিকে পুনঃ পুনঃ কথাগুলি উচ্চারণ করিতে গিয়া ক্লান্ত হওয়া স্বাভাবিক। আর এই মানসিক ও শারীরিক ক্লান্তির লক্ষণ তাহার মধ্যে প্রকাশ পাইতেছিল। উহা প্রত্যক্ষ করিয়া উপস্থিত সাহাবাগণ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি অত্যধিক প্রেম-প্রীতি, ভালবাসার ফলশ্রুতিতে তাঁহার কষ্ট লাঘবের জন্য বাসনা করিতেছিলেন। কিন্তু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মুখে কিছু বলা আদবের খিলাফ হইবে ভাবিয়া মনে মনে আকাংক্ষা করিতেছিলেন যে, আহা! তিনি যদি ক্ষান্ত হইয়া স্বস্তি গ্রহণ করিতেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

আঘাত হানে। মানুষ স্বীয় মহান স্রষ্টা ও প্রতিপালককে ভুলিয়া অবাধ্যতা, বিদ্রোহীতা এবং সীমা অতিক্রম করিয়া যুলুম (অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার আল্লাহিয়্যাত-এর মধ্যে অন্য কোন সৃষ্ট বস্তুকে শরীক) করার পাপে পাপ করা হইতে অধিক অপরাধ আর কিছুই হইতে পারে না। দুনইয়ার রাজা-বাদশাহর নিকট দুনইয়ার দৃষ্টিতেও ঐ ব্যক্তিই সর্বাপেক্ষা বড় অপরাধী বলিয়া গণ্য হয়, যে কোন বাদশাহর বাদশাহাত এবং রাজত্বের মধ্যে অন্য কাহাকেও অংশীদার সাব্যস্ত করে। তাহা হইলে বাদশাহগণের একক বাদশাহ আহকামুল হাকেমীনের হাকেমিয়্যাতের মধ্যে শরীক সাব্যস্তকারী হইতে অধিক যালিম ও পাপী কে হইতে পারে? আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদে এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীছ শরীফসমূহে এই বিষয়টি পরিষ্কার করিয়া বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন যে, প্রাকৃতিক স্বভাবজাত ও সৃষ্টিগতভাবে মানব প্রকৃতি শিরকের প্রত্যেক প্রকার ও প্রত্যেক শ্রেণীর আবর্জনা ও বোকামি হইতে পরিপূর্ণ পাক-সাফ স্বচ্ছ আয়নার ন্যায় হয় যে, তাহার মধ্যে শিরক এবং উহার যাবতীয় মালিন্য ও ধূলিকণা কিছুই থাকে না। ফলে তাহার মধ্যে হককে কবূল করার এবং শিরক ও কুফর হইতে অসন্তুষ্টের পরিপূর্ণ যোগ্যতা বিদ্যমান থাকে। যদি মানুষ নিজের প্রাকৃতিক পবিত্রতাকে অক্ষুন্ন রাখে এবং শিরক ও কুফরের মালিন্যতায় সিক্ত হইতে বাঁচাইয়া রাখে তাহা হইলে ইহা তাহার জন্য পূণ্যবান এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট সফলকাম হইবার প্রমাণ। আর যদি সে নিজ অনিশ্চিত অনুভূতি ও অশুদ্ধ স্বপ্ন দ্বারা উহাকে কুফর ও শিরকের মালিন্যতায় মাখায় যাহার জিম্মাদারী স্বয়ং তাহারই উপর, তবে ইহা তাহার জন্য সর্বাপেক্ষা বড় গুনাহ। আর এই অসতর্কতা ক্ষমাযোগ্য বিবেচিত হইবে না ফলে উহার শাস্তি চিরকাল ভোগ করিবে। কাফির মুশরিকদের জন্য আল্লাহ তা'আলা জান্নাত ও উহার নিয়ামতসমূহ হারাম করিয়া দিয়াছেন এবং তাহার বাসস্থান চিরস্থায়ী জাহান্নাম।

আল্লামা ইবন কাইয়্যিম (রহঃ) শিরকের উপর বিস্তারিত এবং প্রমাণযোগ্য একটি রিসালা রচনা করিয়াছেন। উহাতে তিনি ইহাও লিখিয়াছেন যে, শিরক বস্তুতঃ ইহা যে, ক্ষত ও বক্র দৃষ্টির কারণে কোন সৃষ্টিকে এমন ধাপ বা সোপান প্রদান করা যে, সৃষ্টি স্রষ্টার সদৃশ হইয়া যায় অথবা নিজ গুমরাহী ও বক্র দেখুনির ভিত্তিতে স্বয়ং নিজ সত্তাকেই পরওয়ারদিগারে আলমের সদৃশ বলিয়া গণ্য করিয়া লওয়া।

বস্তুতঃ পরওয়ারদিগারে আলম-এর সত্তার হাকীকত এই যে, তিনি নিজ সত্তায় ও প্রত্যেক গুণ গ্রাহিতায় স্বয়ংসম্পূর্ণ। কোন প্রকার দোষ-ক্রটির নামগন্ধও তাঁহার মধ্যে বিদ্যমান নাই। কাজেই সর্বোচ্চ সম্মান ও উৎসর্গ কেবল তাঁহারই বিচারালয়ের উপযুক্ত। আর উহারই অন্য ব্যাখ্যা ইবাদত দ্বারা করা যায়। তাঁহার ইবাদতের মধ্যে অন্য কেহ শরীক হওয়া সম্ভব নহে আর না তাহার কামালিয়্যাতের মধ্যে অন্য কেহ সমকক্ষ রহিয়াছে। যদি কোন ব্যক্তি বোকামি ও মূর্খতার কারণে কোন সৃষ্ট বস্তুকে তাঁহার সমকক্ষ গণ্য করে তবে উহার পরিষ্কার মর্ম এই হইবে যে, সে উহারও প্রবক্তা যে তাহার মধ্যে ইলাহ হইবার গুণও বিদ্যমান। ইহার আকৃতি এই যে, সে স্রষ্টার সোপানে কোন সৃষ্টিকে রাখিয়া দিয়াছে।

এখন রহিল স্বয়ং নিজে স্রষ্টার সদৃশ হওয়া। উহার আকৃতি এইরূপ যে, অহংকারের বশবর্তী হইয়া মানুষের নিকট হইতে নিজের প্রশংসা লাভের আকাংক্ষা হয়। আর এই আকাংক্ষা পোষণ করে যে, মানুষ তাহাকে ভয় করুক এবং আশাও রাখুক। আর যখন কোন চিন্তা বা জটিলতা সম্মুখে আসে তখন তাহার দিকে প্রত্যাবর্তন করুক। অথচ মহান রাব্বুল আলামীনের বিচারালয়ে কোন প্রকার প্রথা ও পদ্ধতিগত সাদৃশ্যতাও জায়েয বলিয়া বিবেচিত নহে বরং ইহার কঠোর নিষেধাজ্ঞা রহিয়াছে। আর বলা হইয়াছে যে, কোন ব্যক্তি যেন স্বীয় নাম 'মালিকুল আমলাক' (বাদশাহগণের বাদশাহ) না রাখে।

ইসলাম যে কিরূপ তাওহীদের বিশ্বাসকে নির্বাচন করিয়াছে এবং শিরকের গন্ধ হইতে বাঁচাইয়াছে উহার অনুমান নিম্নোক্ত হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয়।

সুনানে নাসাঈ শরীফে হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত যে, "একবার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মুখে এক ব্যক্তি এই শব্দ বলিয়া উঠিল "ماشاء الله وشئت" (যাহা

আল্লাহ তা'আলা এবং আপনি চাহেন।) (ইহা শ্রবণের পর) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন যে, তুমি তো আমাকে জাতে রব্বানী (আল্লাহ তা'আলার সত্তায়) শরীক গণ্য করিয়াছ। এইরূপ বলিবে না বরং ইহা বলা বাঞ্ছনীয় যে, - ما شاء الله وحده - (যাহা একক আল্লাহ তা'আলা চাহেন)। ইসলাম শুধু কথা এবং জিহ্বা হইতে তাওহীদের স্বীকার যথেষ্ট মনে করে না, আর না কেবল ইলম পর্যন্ত উহা সীমিত। বরং কথার সাথে সাথে উহার আমলী পদমর্যাদা দেওয়ার এবং কথা ও কাজ উভয়ের মাধ্যমে তাওহীদের প্রকাশ করিতে হইবে। আর শিরক হইতে বরং শিরকের গন্ধ হইতেও অসন্তোষের জোর তাকীদ করিয়াছে।

উদাহরণতঃ আল্লাহ তা'আলার পবিত্র নামসমূহ যেই অভিপ্রায়ানুযায়ী উচ্চারণ করিবে সেইরূপ অন্যান্য নামসমূহকে মুখে উচ্চারণ করিতেও বারণ করিয়াছে এবং উহার তাকীদ করা হইয়াছে যে, আল্লাহ তা'আলার পবিত্র নামসমূহ মুখে উচ্চারণের সময় তাঁহার শ্রেষ্ঠতা ও আড়ম্বরতার গভীর চিত্র অন্তর ও মস্তিষ্কের উপর হওয়া চাই। আর চাই কোন ব্যক্তি যত বড় ব্যক্তিত্বই হউক না কেন আল্লাহ তা'আলার পবিত্র নামের সহিত তাহার নামের ব্যাখ্যামূলক সাম্যও যেন না হয়। আর না তাহার স্বভাব এক মুহূর্তের জন্যও উক্ত ব্যাখ্যামূলক সাম্যও সহনযোগ্য হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত না মুসলমানের কথা ও কাজ হইতে এইরূপ তাওহীদ প্রকাশিত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত কি তাওহীদ ও শিরকের মধ্যবর্তী আমলী পার্থক্য হওয়া সম্ভব? কখনও নহে বরং এই আকৃতির মধ্যে তাওহীদের পদমর্যাদা দার্শনিক মস্তিষ্কের চাইতে আগে বাড়িবে না।

ইসলাম প্রত্যেক ঐ কথা ও কর্মকে কঠোরভাবে বিরত করে যাহার কারণে শিরকের কোন শিরা চলন্ত হয় বরং উহাকে ধ্বংস করিবার নির্দেশ দিয়াছে। উদাহরণতঃ সূর্যের উদয় ও অস্তের সময় নামায পড়া নিষিদ্ধ হওয়া। এই নিষেধাজ্ঞার বিশেষ কারণ ইহা যে, উক্ত সময়ে মুশরিকরা পূজা করে। আর মুসলমানদের ইবাদত যেইরূপ উহার উদ্দেশ্যও সেইরূপ বিন্যাস ও আকৃতির দিক দিয়া পার্থক্যের পদমর্যাদা রাখে। এই কারণেই সময়ের মধ্যেও পার্থক্য। সুতরাং মুশরিকদের পূজার সময় হইতে মুসলমানদের ইবাদতের সময় পার্থক্য থাকা বাঞ্ছনীয়।

ঠিক এই রহস্যই মুশরিকদের পোষাক পরিচ্ছেদ, চাল-চলন ফ্যাসনরীতি ও সামাজিক আদান-প্রদান ইত্যাদি হইতে পার্থক্যের নির্দেশের মধ্যে লুক্কায়িত রহিয়াছে যে, আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে বিশ্বাসী মুমিন এবং মুশরিকদের মধ্যে প্রত্যেক দিক হইতে যেন খোলাখুলি স্বাতন্ত্রতা বজায় থাকে এবং তাওহীদের আকীদা, ইলম, আমল এবং কথা ও কর্ম হইতে প্রকাশিত হয়।

'রিয়া' তথা বাহ্যাড়ম্বর, মাহাত্ম্যগ্রাহী এবং খ্যাতিলাভের বাসনা হইতে বাধা দেওয়ার কারণ ইহাই যে, একজন একত্ববাদে বিশ্বাসীর আমলের মধ্যে মুশরিকদের কর্মের আকৃতি আসিয়া পড়ে। আর একজন অবিশ্বাসী মুশরিক উক্ত বিষয়সমূহের সন্ধানী হয়। পক্ষান্তরে উক্ত বিষয়সমূহ একত্ববাদী মুমিনের মাহাত্ম্য হইতে পতিত ও পরিত্যক্ত হয়। (শিরকের প্রকারভেদ সম্পর্কে ১৫২নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।)

পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া হারাম ও জঘন্য কবীরা গুনাহ

আলোচ্য হাদীছ শরীফে বড় গুনাহসমূহের মধ্যে শিরকের পর পিতা-মাতার অবাধ্যতাকে গণ্য করা হইয়াছে। পিতা-মাতা হাজারো দুঃখ-কষ্ট সহ্যকরতঃ বড় মুহাব্বত ও স্নেহের সহিত লালন পালন করিয়াছেন। বড় করিয়া তুলিয়াছেন, ইলম ও আমলের অলঙ্কার দ্বারা সজ্জিত করিয়াছেন। বাল্যকালে যখন নিজের কোন চেতনা শক্তি ছিল না তখন তাঁহারাই রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছেন এবং আদব-কায়দা শিক্ষা দিয়াছেন। এই সকল নানাবিধ অনুগ্রহ, দয়ার্দ্রতা ও মুহাব্বতের চাহিদা তো ইহাই যে, প্রাপ্ত বয়স্ক হইয়া তাঁহাদের আনুগত্য করা, তাঁহাদের সাহত নম্র-ভদ্র ব্যবহার করা এবং প্রত্যেক মুহূর্তে তাহাদের সহিত সৌন্দর্য্য ও সৌজন্যমূলক আচরণ অপরিহার্য করিয়া নেওয়া। কুরআন মজীদে ও হাদীছ শরীফসমূহে তাঁহাদের হকসমূহ বর্ণনা করিয়া তাহাদের আনুগত্য করার তাকীদ করাহইয়াছে।

এই সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

অর্থাৎ "আর তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়াছেন যে, তোমরা তাঁহাকে ব্যতীত অন্য কাহারও ইবাদত করিও না এবং পিতা–মাতার সহিত সদ্ব্যবহার করিও, যদি তাঁহাদের একজন অথবা উভয়েই তোমার সম্মুখে বার্ধক্যে উপনীত হন তাহা হইলে তুমি তাঁহাদের প্রতি উহঃ (ঘৃণা বা দুঃখব্যঞ্জক) শব্দটিও বলিও না এবং তাঁহাদিগকে ধমক দিও না। বরং তাঁহাদের সহিত আদবের সহিত কথা বলিও। (সূরা বনী ইসরাঈল–২৩)

অচেতন জগতের মধ্যে যখন শিশুর কোনরূপ বোধ শক্তি থাকে না তখন কেবল পিতা–মাতাই কষ্ট স্বীকার করিয়া লালন পালন করেন এবং নিজেরা কষ্ট সহ্য করিয়া শিশুর আরামের জন্য যাবতীয় পথ অবলম্বন করিয়া থাকেন। ইহা কতই না বিরাট ইহসান। এই ইহসানের প্রতিদান ইহাই যে, সর্বদা তাঁহাদের সম্মুখে আনুগত্যের মস্তক নত রাখিবে এবং তাঁহাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার দরবারে এই দু'আ করিতে থাকিবে যে, হে আমার পরওয়ারদিগার! তাঁহাদের উভয়ের প্রতি দয়া করুন যেইরূপ তাহারা শৈশবে আমাকে লালন পালন করিয়াছেন।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

অর্থাৎ "আর তাঁহাদের জন্য দয়াপরবশ হইয়া বিনয়ের বাহু অবনমিত কর এবং বল, "হে আমার প্রতিপালক। তাঁহারা শৈশবে আমাকে যেমন স্নেহ যত্নে লালন পালন করিয়াছেন, আপনি তাঁহাদের প্রতি তেমনিভাবে সদয় হউন।" (সূরা বনী ইসরাঈল–২৪)

হযরত লুকমান (আঃ) স্বীয় পুত্রকে যেই নসীহত করিয়াছিলেন কুরআন মজীদে তাহা এইভাবে অবতীর্ণ হইয়াছেঃ

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ۝ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

অর্থাৎ "আর যখন লুকমান (আঃ) স্বীয় পুত্রকে নসীহত প্রদানসূত্রে বলিলেন, হে বৎস! আল্লাহ তা'আলার সহিত কাহাকেও শরীক করিও না। নিঃসন্দেহে শিরক অতি গুরুতর পাপ। আর আমি মানুষকে তাহার পিতা–মাতার সম্পর্কে হুকুম দিয়াছি তাহার মাতা ক্লেশের পর ক্লেশ সহ্য করিয়া তাহাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছে এবং দুই বৎসর তাহার দুধ ছাড়ান হয় (অনুরূপ পিতাও নিজের অবস্থানুযায়ী কষ্ট করিয়া থাকেন।) যেন তুমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর আমার এবং তোমার পিতা–মাতার, আমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে।"

(সূরা লুকমান–১৩–১৪)

শারেহ নববী (রহঃ) লিখেন যে, অত্র হাদীছের বাক্য عقوق الوالدين এর عقوق শব্দটি عق হইতে নিসৃত। উহার অর্থ কর্তন করা, রক্ত সম্পর্ক ছিন্ন করা, মান্য না করা। আর স্বীয় পিতা–মাতার আনুগত্য ত্যাগ করাকে عاق বলা হয়। শারেহ নববী (রহঃ) বলেনঃ শরীআতের দৃষ্টিতে "عقوق" (অবাধ্যতা) হারাম। আর عقوق (অবাধ্যতা)–এর সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা কম বিশেষজ্ঞই প্রদান করিয়াছেন।

ইমাম আবূ মুহাম্মদ বিন আবদিস সালাম (রহঃ) বলেন, আমি عقوق الوالدين (পিতা–মাতার অবাধ্য হওয়া) এবং তাহাদের হকসমূহের ব্যাপারে সুনির্ধারিত কোন কানূন পাই নাই। এই কারণে যে, বিশেষজ্ঞ

ওলামায়ে কিরাম (রহঃ)-এর সর্বসম্মত মতে প্রত্যেক আদেশ এবং নিষেধসমূহের মধ্যে পিতা-মাতার আনুগত্য জরুরী এবং ওয়াজিব নহে। অবশ্য পিতা-মাতার অনুমতি ব্যতীত জিহাদে অংশ গ্রহণ করা হারাম। কারণ জিহাদ পিতা-মাতার নিকট খুবই ভারী বস্তু, তাহারা স্বীয় ছেলের মৃত্যু অথবা জখম হইবার ভয় করে। ফলে ইহাতে তাহাদের খুবই কষ্ট হয়। অন্যান্য সফরের ক্ষেত্রে জিহাদের উপর কিয়াস করিয়া লইবে। অর্থাৎ যে সফরে যাওয়ার দরুণ তাহার জান বা অঙ্গহানি হইবার বিষয়ে তাহাদের কোনরূপ ভয় হয় উহাতে যাওয়া বৈধ নহে।

ইমাম আবূ আমর ইবনুস সিলাহ (রহঃ) বলেনঃ যেই عقوق (অবাধ্যতা) হারাম উহা হইতেছে এমন সকল কর্ম সম্পাদন করা যাহার কারণে পিতা-মাতার কষ্ট হয়। তবে উক্ত কর্ম শরীআতের বিধানে ওয়াজিব এবং ফরয না হওয়া চাই।

আর কেহ কেহ বলেন যে, গুনাহের কাজের নির্দেশ ব্যতীত যাবতীয় নির্দেশের বিপরীত করাই হইতেছে عقوق (অবাধ্যতা)।

অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ ওলামায়ে কিরামের মতে সন্দেহযুক্ত কর্মসমূহে পিতা-মাতার আনুগত্য করা ওয়াজিব। তবে আমাদের ওলামায়ে কিরাম যে বলিয়াছেন, পিতা-মাতার অনুমতি ব্যতীত ইলম অর্জন এবং ব্যবসার জন্য সফর করা জায়েয, উহা আমাদের বর্ণিত বিবরণের বিপরীত নহে। (নববী)

বলাবাহুল্য পিতা-মাতার আনুগত্য অন্যান্য ফরযের ন্যায় ফরয। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য তাঁহাদের আনুগত্যের উপর প্রধান্য পাইবে। তাই তাঁহাদের কথা মান্য করিয়া আল্লাহ তা'আলার ফরয তরক করা যাইবে না। এই বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

অর্থাৎ "আর যদি তাহারা (পিতা-মাতা) উভয়ে তোমাকে এই বিষয়ের চাপ সৃষ্টি করে যে, তুমি আমার সহিত এমন কোন বস্তুকে শরীক গণ্য কর, যাহার (উপাস্য হওয়ার) পক্ষে তোমার নিকট কোন প্রমাণ নাই (বস্তুতঃ এমন কোন সৃষ্ট বস্তুই নাই যাহার উপাস্য হওয়ার যোগ্যতা সম্বন্ধে কোন অনুকূল প্রমাণ থাকিতে পারে।) তবে তুমি তাহাদের কথা মানিবে না এবং পার্থিব বিষয়ে সদ্ভাবে তাঁহাদের সাহচার্য করিয়া যাইবে।"

(সূরা লুকমান-১৫)

আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পিতা-মাতার নির্দেশ মান্য করিতে যাইয়া আল্লাহ তা'আলার ফরয ত্যাগ করা যাইবে না। তবে মুবাহ, সুনান এবং মুস্তাহাব তরক করা যাইবে। কেননা ফরয আদায় পূর্বগামী। আর জিহাদে অংশ গ্রহণ ফরযে আইন নহে। এই কারণেই পিতা-মাতার অনুমতি ব্যতীত অংশ গ্রহণ করা হারাম। আর অত্যাবশ্যক ইলম শিক্ষা করা ফরযে আইন। অনুরূপ সন্তান-সন্ততির ব্যয় বহনের জন্য হালাল উপার্জন করাও ফরযে আইন। তাই ইহাতে তাহাদের অনুমতি অত্যাবশ্যক নহে। যাহা হউক ইলম অর্জন এবং রুটি উপার্জনের বিষয়টিও যদি তাহাদের অনুমতির মাধ্যমে হয় তবে অনেক উত্তম। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

আর যে কবীরা গুনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য অত্র হাদীছে তাকীদ করা হইয়াছে এবং অন্যান্য হাদীছ শরীফে উহার মারাত্মকতা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনঃ পুনঃ ইরশাদ ফরমাইয়া প্রকাশ করিয়াছেন উহা হইতেছে, মিথ্যা সাক্ষ্য অথবা মিথ্যা কথা যাহা বহু ফিতনা-ফাসাদের জন্মদাতা ও উৎস। (বিস্তারিত পরবর্তী ১৬৭ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।) অধিকন্তু ইহা দ্বারা মুসলমানকে কষ্ট দেওয়া হয় যাহার নিষেধাজ্ঞা অনেক হাদীছ শরীফে বর্ণিত হইয়াছে। হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেনঃ পূর্ণাঙ্গ মুসলমান সেই ব্যক্তি যাহার মুখ এবং হাত উভয়ের অনিষ্ট হইতে অপর মুসলমান নিরাপদ থাকে।

এই সূক্ষ্মতার আরো অধিক স্পষ্ট বর্ণনা হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীছ শরীফ দ্বারা হয়। তিনি বলেনঃ এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর খিদমতে আরয করিলেন যে, অমুক মহিলা নামায–রোযা ও দান–খয়রাতে খুবই প্রসিদ্ধ। কিন্তু তাহার মধ্যে একটি ত্রুটি রহিয়াছে। উহা এই যে, তাহার প্রতিবেশীকে মন্দ কথা বলিয়া কষ্ট দেয়। ইরশাদ করিলেন যে, সে জাহান্নামী। অতঃপর উক্ত ব্যক্তি পুনরায় আরয করিলেন যে, হে আল্লাহ তা'আলার রসূল! অমুক মহিলা সম্পর্কে প্রসিদ্ধ যে, সে নামায, রোযা এবং দান–খয়রাত তো অধিক করে না (কেবল ফরযসমূহ আদায় করে) এবং শুধু 'পনীর'–এর কিছু অংশ আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় দান করে। তবে সে স্বীয় প্রতিবেশীকে মুখ দ্বারা কষ্ট পৌঁছানো হইতে বাঁচিয়া থাকে। ইরশাদ করিলেন, সে জান্নাতী।

বলাবাহুল্য ইসলাম পূর্ব জাহিলিয়্যাত যুগে আরবের লোকেরা হত্যা, লুণ্ঠন ও আত্মসাৎ ইত্যাদিতে এমন অভ্যস্ত হইয়াছিল যেন তাহারা হত্যা ও লুটপাটের ঘাটিতে অবতীর্ণ ছিল। তাহারা 'সাধারণ বিষয়ে' মতানৈক্য করিয়াই গোত্রে গোত্রে বৎসরের পর বৎসর যুদ্ধ চালাইয়া যাইত। হত্যাকাণ্ড, ব্যভিচার, ইয়াতীমের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ, মিথ্যা, মদখোরী, সুদখোরী ও জুয়াচুরি ইত্যাদি তাহাদের প্রথায় পরিণত হইয়াছিল। পবিত্র ইসলামী শরীআত তাহাদের প্রজ্জ্বলিত ধমনীতে অঙ্গুল রাখিয়া উহা হইতে বিরত থাকিতে এবং এই অমানবতার গতি পরিহার করিবার জন্য কঠোর নির্দেশ দিয়াছে এবং বর্ণনা করিয়া দিয়াছে যে, ঈমান ও ইসলাম কেবল মুখে স্বীকার করারই নাম নহে বরং সহীহ অর্থে ইসলাম ইহা যে, কার্যতঃভাবে যাবতীয় অন্যায়–অত্যাচার, ফিতনা–ফাসাদ, মিথ্যা, বিশ্বাসঘাতকতা, হত্যা ও লুণ্ঠন ইত্যাদি হারাম কার্যাদি হইতে বাঁচিয়া থাকা।

শারেহ নবভী (রহঃ) বলেনঃ পিতা–মাতার নাফরমানী এবং মিথ্যা সাক্ষ্য উভয়টি কবীরা গুনাহ হইলেও শিরকের সমপর্যায়ের নহে। তাই হাদীছের তাবীল করা জরুরী। কাজেই من শব্দ উহ্য মানিতে হইবে অর্থাৎ من اكبر। الكبائر। এই সকল বস্তু সর্বাপেক্ষা বড় কবীরা গুনাহসমূহের মধ্য হইতে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

কবীরা গুনাহ্–এর বিস্তারিত বিবরণ

শারেহ নবভী (রহঃ) বলেনঃ 'কবীরা গুনাহ'–এর সংজ্ঞায় বিশেষজ্ঞ ওলামায়ে কিরামের মতানৈক্য রহিয়াছে। হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত যে, যে সকল বিষয় হইতে আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করিয়াছেন উহা করাই কবীরা। এই মত পোষণ করেন উস্তাদ আবু ইসহাক (রহঃ)। কাযী আয়্যায (রহঃ) উহাকে মুহাক্কেকীনের মাযহাব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। উহার প্রমাণ এই যে, প্রত্যেক বিরোধীতা মাহিমান্বিত আল্লাহ তা'আলার আড়ম্বরের দিকে দৃষ্টিতে কবীরা গুনাহ। আর পূর্বাপর জমহুর ওলামা (রহঃ) বলেনঃ গুনাহ দুই প্রকার (ক) কবীরা (খ) সগীরা। ইহা হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত। অধিকন্তু এই অভিমতের স্বপক্ষে কিতাব, সুন্নাত ভিত্তিক প্রমাণাদিও রহিয়াছে। ইমাম গায্যালী (রহঃ) স্বীয় 'বসীত' গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, কবীরা ও সগীরা গুনাহের মধ্যে যে পার্থক্য রহিয়াছে উহা অস্বীকার করা ফিকাহ শাস্ত্রের বহির্ভূত। কেননা শরীআতের প্রমাণাদি দ্বারা এই বিষয়টি প্রমাণিত।

আল্লামা আবূ হামিদ (রহঃ) ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞ ওলামাগণ বলেনঃ নিশ্চয় আল্লাহ জাল্লাজালালুহু–এর বিরোধীতা, চাই যতই ছোট হউক না কেন উহা মারাত্মক মন্দ। কিন্তু কতক বিরোধীতা কতক বিরোধীতা হইতে বড়। ফলে গুনাহসমূহের শ্রেণী বিভক্ত হইয়াছে। কতক গুনাহ এমন রহিয়াছে যাহা নামায, রোযা, হজ্জ, ওমরা এবং উযূ ইত্যাদি ইবাদত দ্বারা মাফ হইয়া যায়, যেমন সহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। আর কতক গুনাহ এমন আছে যাহা (তাওবা ব্যতীত) ক্ষমা হয় না। কাজেই নামায ইত্যাদি ইবাদত দ্বারা যে গুনাহ, ক্ষমা হইয়া যায় উহা সগীরা গুনাহ আর যে গুনাহ (তাওবা ব্যতীত) ক্ষমা হয় না তাহা কবীরা গুনাহ।

এই বিষয়টি যখন প্রমাণিত হইল যে, গুনাহ দুই প্রকার (১) সগীরা (২) কবীরা, তখন বিশেষজ্ঞ ওলামাগণের মধ্যে উহার সম্বরণ (ضبط)–এর ব্যাপারে অনেক মতপার্থক্য হইয়াছে।

হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত যে, কবীরা ঐ সকল গুনাহ যাহার পরিণামে আল্লাহ তা'আলা জাহান্নাম অথবা ক্রোধ অথবা অভিশাপ অথবা শাস্তি অথবা অন্য কোন অনুরূপ শব্দ উচ্চারণ করিয়াছেন। হাসান বাসরী (রহঃ) হইতে অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে। আর কেহ কেহ বলেন, কবীরা ঐ সকল গুনাহ যাহার সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আখিরাতে জাহান্নামের এবং দুনইয়াতে কোন শাস্তির (حد) অঙ্গীকার করিয়াছেন।

ইমাম আবূ হামিদ আল–গাযযালী (রহঃ) স্বীয় 'বসীত' গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, উত্তম সংজ্ঞা এই যে, যে গুনাহ মানুষ হালকা বুঝিয়া করে এবং উহাকে ভয় না করে আর না লজ্জিত হয় উহাই কবীরা গুনাহ। আর যাহা হইতে লজ্জিত হয় এবং ভবিষ্যতে না করিবার পাক্কা এরাদা থাকে উহা কবীরা গুনাহ নহে।

ইমাম আবূ আমর ইবনুস সিলাহ (রহঃ) বলেনঃ কবীরা বড় গুনাহকে বলে এবং ইহার কতগুলি আলামত রহিয়াছে। (১) যাহাতে হদ আছে (যেমন ব্যভিচার, ব্যভিচারের অপবাদ, চুরি, মদ্যপান অথবা ডাকাতি), (২) যাহার পরিণামে জাহান্নামের আযাবের ওয়াদা রহিয়াছে, (৩) যে, গুনাহ করিবার কারণে গুনাহকারীকে ফাসিক বলা হয়, (৪) যাহার উপর অভিশাপ করা হইয়াছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা জমিনের সীমানা পরিবর্তনকারীর উপর অভিশাপকরিয়াছেন।

ইমাম আবূ মুহাম্মদ বিন আবদিস সালাম (রহঃ) স্বীয় কিতাব 'আলকাওয়াঈদ'–এ লিখিয়াছেন– যখন তুমি সগীরা এবং কবীরা গুনাহকে অনুধাবন করিতে চাও তবে উক্ত গুনাহের মন্দের উপর গভীর চিন্তা কর। যদি উহার মন্দাবলী ঐ গুনাহসমূহের মন্দাবলী হইতে যাহাকে হাদীছ শরীফে কবীরা গুনাহ বলিয়াছে উহার সমপর্যায়ের অথবা উহা হইতে অধিক হয়, তবে উহা কবীরা গুনাহ। আর কম হইলে সগীরা গুনাহ। কাজেই যে ব্যক্তি মহিমান্বিত আল্লাহ তা'আলাকে মন্দ বলে অথবা তাঁহার মনোনীত রসূলকে গালি দেয় অথবা কোন পয়গাম্বর (আঃ)কে অবজ্ঞা বা অপমান করে অথবা কোন পয়গাম্বর (আঃ)কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে অথবা পবিত্র কাবা ঘরে নাপাক লাগায় অথবা পবিত্র কুরআন মজীদকে উঠাইয়া নাপাক স্থানে নিক্ষেপ করে তবে সে সর্বাপেক্ষা মারাত্মক কবীরা গুনাহ করিয়াছে। কারণ এই সকল অপরাধের মন্দাবলী হাদীছে বর্ণিত কবীরা গুনাহের জঘন্য অনাচার হইতে কম নহে, অথচ শরীআত উল্লেখিত কাজগুলিকে স্পষ্টভাবে কবীরা গুনাহ বলিয়া উল্লেখ করে নাই। অনুরূপ যদি কোন ব্যক্তি একজন পবিত্রা মহিলাকে জোরপূর্বক ধরিয়া ব্যভিচার করিবার ধারণাকারীর নিকট সোপর্দ করে অথবা কোন মুসলমানকে ধরিয়া হত্যা পরিকল্পনাকারীর নিকট সোপর্দ করে তাহা হইলে ইহাতে সন্দেহ নাই যে, ইহার জঘন্যতা এতীমের সম্পদ ভক্ষণ হইতে অধিক মারাত্মক। যদিও এতীমের সম্পদ ভক্ষণ করা কবীরা গুনাহের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। অনুরূপ যদি কোন ব্যক্তি ফাসাদ সৃষ্টিকারী কাফিরদিগকে মুসলমানগণের স্ত্রী ও সন্তান–সন্ততির সন্ধান বলিয়া দেয় এবং সে জানে যে উক্ত কাফির তাহাদিগকে কষ্ট দিবে এবং স্ত্রীদের বে–ইজ্জত করিবে তবে উহার জঘন্যতা (ওযর ব্যতীত) জিহাদের ময়দান হইতে পলায়ন করা হইতে অধিক মারাত্মক। অথচ ওযর ব্যতীত জিহাদের ময়দান হইতে পলায়ন করা কবীরা গুনাহ।

অনুরূপ যদি কোন ব্যক্তি কোন মানুষের উপর এমন মিথ্যা বলে এবং সে জানে যে উক্ত মিথ্যার কারণে লোকটি নিহত হইবে তবে ইহা কবীরা গুনাহ। হ্যাঁ, তবে যদি সে লোকের মাত্র একটি খেজুর হাত ছাড়া হয় তবে এই মিথ্যা আপেক্ষিক হিসাবে কবীরা গুনাহ নহে। অথচ শরীআতের বিধানে মিথ্যা সাক্ষ্য ও এতীমের সম্পদ ভক্ষণ উভয়ই কবীরা গুনাহ হইতে বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। অতঃপর যদি এই দুইটি কর্ম হইতে বড় ক্ষতি হয় তবে উহা স্পষ্ট যে, কবীরা গুনাহ।

কুরআন ও হাদীছ শরীফে স্পষ্টভাবে বর্ণিত কবীরা গুনাহসমূহের মধ্যে ক্ষতি যদি কমও হয় তাহা হইলেও ইহা কবীরা গুনাহে গণ্য হইবে যাহাতে উক্ত গুনাহের মূল উচ্ছেদ হইয়া যায় এবং মানুষ উহা হইতে সম্পূর্ণভাবে বিরত থাকে। যেমন মদ্য–এর এক ফোটাও পান করা কবীরা গুনাহ। যদিও উহাতে কোন ফাসাদ নাই (অর্থাৎ নিশা না হয়)।

অনুরূপ না–হক ফায়সালা করাও কবীরা গুনাহ। কেননা না–হক ফায়সালা করার কারণ হইয়াছে মিথ্যা সাক্ষ্য। কারণ যখন কবীরা গুনাহ, উহার কার্য উত্তমভাবে কবীরা গুনাহ হইবে। ফলে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান যেহেতু কবীরা গুনাহ সেহেতু না–হক ফায়সালা এবং হুকুম করা অবশ্যই কবীরা গুনাহ হইবে।

কতক বিশেষজ্ঞ ওলামায়ে কিরাম (রহঃ) কবীরা গুনাহের এই সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন যে, কবীরা ঐ গুনাহ যাহার পরিণামে কোন শাস্তির প্রতিজ্ঞা অথবা হদ (পাপাচারের পার্থিব শাস্তি) অথবা অভিশাপ বর্ণিত হইয়াছে। অতঃপর যেই সকল গুনাহ মন্দের দিক দিয়া ঐ সকল গুনাহের সমপর্যায়ের হইবে (অর্থাৎ যাহার পরিণামে শাস্তির প্রতিজ্ঞা বা হদ বা অভিশাপ বর্ণিত হইয়াছে) অথবা উহা হইতে অধিক মন্দ রহিয়াছে তবে উহা কবীরাগুনাহ।

ইমাম আবুল হাসান ওয়াহেদী (রহঃ) বলেনঃ সহীহ ইহা যে, কবীরা গুনাহের কোন সংজ্ঞা নাই বরং শরীআত কতক গুনাহকে কবীরা গুনাহ আর কতক গুনাহকে সগীরা গুনাহ বলিয়াছে। আর কতক গুনাহের কথা শরীআত উল্লেখ করে নাই উহাতে কবীরাও আছে এবং সগীরাও। কতক গুনাহের ব্যাপারে শরীআত উল্লেখ না করিবার হিকমত হইতেছে যে, মানুষ যাবতীয় গুনাহ হইতে এই ভয়ে বাঁচিয়া থাকুক যে, না জানি ইহা কবীরা গুনাহ। যেমন শরীআত শবে কদরের সঠিক তারিখ গোপন করিয়াছে যাহাতে অলিআল্লাহগণ প্রত্যেক রাত্রিতে শবে কদরের অনুসন্ধানে ইবাদতে লাগিয়া থাকে।

আল্লামা শাব্বীর আহমদ ওছমানী (রহঃ) বলেনঃ কবীরা ও সগীরা কখনও কতক গুনাহের উপর মূলতত্ত্বে (حقيقة) প্রয়োগ হয় আর কখনও উপযোগ তথা আপেক্ষিক (اضافة) হিসাবে অর্থাৎ ইহা ছাড়া অন্যান্য গুনাহের তুলনায় আপেক্ষিক হিসাবে। তুলনা মূলক একটি অপরটি হইতে বড় বা ছোট। প্রথম প্রকার হাকেকী (حقيقى) কবীরা ও সগীরা গুনাহ এবং দ্বিতীয়টি আপেক্ষিক (اضافى) কবীরা ও সগীরা গুনাহ। আল্লাহসর্বজ্ঞ।

বিশেষজ্ঞ ওলামায়ে কিরাম (রাযিঃ) আরো বলেন যে, সগীরা গুনাহ পুনঃ পুনঃ করার দ্বারা কবীরা গুনাহে পরিণত হয়। হযরত ওমর (রাযিঃ) ও হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত যে, তাওবা ও ইসতিগফারের সহিত কোন গুনাহ থাকে না এবং পুনঃ পুনঃ (اصرار)–এর সহিত কোন গুনাহ সগীরা থাকে না। অর্থাৎ কবীরা গুনাহ তাওবা ও ইসতিগফারের দ্বারা মাফ হইয়া যায় এবং সগীরা গুনাহ পুনঃ পুনঃ করিবার কারণে কবীরা হইয়া যায়।

ইবন আবদিস সালাম (রহঃ) বলেন "اصرار" (পুনঃ পুনঃ)–এর সীমা ইহা যে, এত অধিক বার কোন গুনাহকে করা যাহার কারণে উক্ত গুনাহ হইতে বেপরোয়াভাব প্রকাশিত হয়। অনুরূপভাবে যখন কতক সগীরা গুনাহ মিলিত হইয়া কবীরা গুনাহের মন্দ পর্যন্ত পৌছিয়া যায়।

আল্লামা আবূ আমর ইবনুস সিলাহ (রহঃ) বলেনঃ "اصرار" (পুনঃ পুনঃ) ইহা যে, গুনাহ করিবার পর উহা হইতে প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা না করা বরং অতঃপর পুনরায় করার ইচ্ছা করা অথবা সর্বদা করিতে থাকা।

বলাবাহুল্য "اصرار" (পুনঃ পুনঃ)–এর সর্বশেষ ব্যাখ্যাই অধিক সহীহ। কারণ পুনঃ পুনঃ তথা বার বার করা اصرار নহে, যদি পুনঃ পুনঃ তাওবা করে এবং লজ্জিত হয়। এক হাদীছ শরীফে বর্ণিত হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি ইসতিগফার করে সে اصرار করে নাই, যদিও দিনে সত্তর বার উক্ত গুনাহ করে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

১৬৬। وحدثنى يحيى بن حبيب الحارثى قال نا خالد وهو ابن الحارث قال نا شعبة قال انا عبيد الله بن ابى بكر عن انس عن النبى صلى الله عليه وسلم فى الكبائر قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور -

হাদীছ—১৬৬ঃ(ইমাম মুসলিম (রহঃ)বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হযরত ইয়াহইয়া বিন হাবীব আল–হারিছী (রহঃ)। তিনি…হযরত আনাস (রাযিঃ)–এর সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে কবীরা গুনাহসমূহ সম্পর্কে বর্ণনা করেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেনঃ (সর্বাপেক্ষা বড় গুনাহ) আল্লাহ তা'আলার সহিত কাহাকেও শরীক করা, (অতঃপর) পিতা–মাতার অবাধ্য হওয়া, (না–হক) হত্যা করা এবং মিথ্যা কথা বলা।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

আলোচ্য হাদীছ শরীফে কবীরা গুনাহসমূহের তালিকায় " قتل النفس " (খুন করা)কেও অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। চাই নিজের জানকে হত্যা করুক অর্থাৎ আত্মহত্যার বড় গুনাহে লিপ্ত হউক অথবা শরীআতের কারণ ব্যতীত অন্য কাহাকেও হত্যা করুক। উভয়টি সম্পর্কে কুরআন মজীদ ও হাদীছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর মধ্যে কঠোর শাস্তির প্রতিজ্ঞা বর্ণিত হইয়াছে। ইচ্ছাকৃত জানিয়া বুঝিয়া স্থির মস্তিষ্কে অন্য কাহাকেও হত্যা করা অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত নিয়ামত প্রাণকে পদদলিত করিয়া উক্ত নিয়ামত হইতে কাহাকেও বঞ্চিত করিয়া দেওয়া সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ۝

অর্থাৎ "আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে স্বেচ্ছায় হত্যা করে, তবে তাহার শাস্তি জাহান্নাম, তাহাতেই অনন্তকাল থাকিবে। আর আল্লাহ তা'আলা তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন এবং তাহার প্রতি অভিসম্পাত করিয়াছেন, আর তাহার জন্যে ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত করিয়াছেন।" (সূরা নিসা–৯৩)

হত্যাকারীর উপর ইহা হইতে মারাত্মক কঠোর শাস্তি আর কি হইতে পারে যে, সে আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্রুদ্ধের বস্তু এবং অভিসম্পাদিতদের দলে গণ্য হয়। আর উহার প্রতিশোধে জাহান্নামের কঠোর শাস্তি ভোগ করিবে। উল্লেখ্য যে, হত্যাকারী মুমিন হইলে সে যদি হত্যা করাকে হালাল মনে করে তবে চিরস্থায়ী জাহান্নামের আযাব ভোগ করিতে হইবে। আর যদি হত্যাকে হারাম মনে করিয়া করে তবে আল্লাহ তা'আলার কৃপায় অথবা দীর্ঘকাল জাহান্নামের আযাব ভোগ করিবার পর অবশেষে ঈমানের কল্যাণে নাজাত পাইবে। হযরত থানবী (রহঃ) অত্র আয়াতের তফসীরে লিখিয়াছেন যে, আহকামে শরীআত জারী হওয়ার মধ্যে মুমিনকে মুমিন হওয়ার জন্য শুধু বাহ্যিক ইসলামই যথেষ্ট। যে ব্যক্তি ইসলাম প্রকাশ করে তাহাকে হত্যা করা হইতে বিরত হওয়া ওয়াজিব। ধরণ পদ্ধতি হইতে অভ্যন্তরীণ অবস্থা অনুসন্ধান করা এবং আহকামে ইসলামকে জারী করার মধ্যে ইহার প্রতিপাদনে (সাক্ষ্যে) অপেক্ষমান থাকা জায়েয নাই।

আল্লাহ তা'আলা না–হক কোন এক ব্যক্তিকে হত্যা করা সকল মানুষকে হত্যা করার ন্যায় গণ্য করিয়াছেন এবং এক ব্যক্তিকে না–হক হত্যা হইতে বাঁচাইয়া দেওয়া যেন সকল মানুষের যিন্দিগী দান করার ন্যায় গণ্য করিয়াছেন।

এই সম্পর্কে ইরশাদে ইলাহী জাল্লাজালালুহু এই যে,

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا

قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ؕ

অর্থাৎ "এই (ঘটনার) জন্যই (যাহা দ্বারা অন্যায়ভাবে হত্যার অনিষ্ট বুঝা যায়) আমি (ইসলামী শরীআতের সকল আদিষ্টদের প্রতি সাধারণভাবে এবং) বনী ইসরাঈলের প্রতি (বিশেষভাবে এই নির্দেশ) লিখিয়া দিয়াছি যে, যে ব্যক্তি অন্য কোন প্রাণের (অর্থাৎ অন্যায়ভাবে নিহত ব্যক্তির) বিনিময় ব্যতীত অথবা তাহার দ্বারা ভূমণ্ডলে কোন অনিষ্ট ও) গোলযোগ ব্যতীত (অনর্থক) কাহাকেও হত্যা করিবে সৃষ্টি করা, তবে যেন সে সকল মানুষকে হত্যা করিল। আর যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে (অন্যায়ভাবে হত্যা হওয়া হইতে) রক্ষা করে, তবে যেন সে সকল মানুষকে রক্ষা করিল।"
(সূরা মায়েদা–৩২)

এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অন্যায়ভাবে হত্যা করা যেমন মহাপাপ তেমনি কাহাকেও অন্যায় হত্যা হইতে বাঁচাইবার ছাওয়াবও তেমনি মহাপূণ্য। উল্লেখ্য যে, এই স্থানে অন্যায় হত্যা বলার কারণ হইতেছে যে, শরীআতের বিধানে যাহাকে হত্যা করা অপরিহার্য, তাহার সাহায্য, সহানুভূতি ও সুপারিশ করা হারাম।

অন্য আয়াতে ইরশাদ হইয়াছেঃ

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝

অর্থাৎ "আর যাহাকে হত্যা করা আল্লাহ তা'আলা হারাম করিয়াছেন তাহাকে হত্যা করিও না। তবে (শরীআতের বিধান মুতাবিক) ন্যায়ভাবে, এই বিষয়ে তোমাদিগকে তাকীদসহ হুকুম দিয়াছেন, যেন তোমরা উপলব্ধি কর।"
(সূরা আনআম–১৫১)

অত্র আয়াতে উল্লেখিত " الا بالحق " (কিন্তু ন্যায়ভাবে)–এর তফসীর প্রসঙ্গে এক হাদীছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ তিনটি কারণ ব্যতীত কোন মুসলমানকে হত্যা করা হালাল নহে। (১) বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও ব্যভিচারে লিপ্ত হইলে 'রজম' অর্থাৎ যিনার শাস্তিস্বরূপ পাথর মারিয়া হত্যা করা, (২) অন্যায়ভাবে স্বেচ্ছায় কাহাকেও হত্যা করিলে কিসাস অর্থাৎ খুনী ব্যক্তিকে খুনের দায়ে প্রাণদণ্ড দেওয়া এবং (৩) দ্বীনে ইসলাম ত্যাগ করিয়া মুরতাদ হইলে উহার শাস্তিতে হত্যা করা।

বলাবাহুল্য না–হক কোন মুসলমানকে খুন করা যেমন হারাম, তেমনিভাবে এমন কোন অমুসলিমকে হত্যা করাও হারাম, যে কোন ইসলামী রাষ্ট্রের প্রচলিত বিধি–বিধান মান্য করিয়া বসবাস করে অথবা যাহার সহিত মুসলমানদের চুক্তি হইয়া থাকে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ যে ব্যক্তি কোন যিম্মী অমুসলিমকে হত্যা করে সে আল্লাহ তা'আলার অঙ্গীকার ভঙ্গ করে। যে ব্যক্তি অঙ্গীকার ভঙ্গ করে সে জান্নাতের গন্ধও পাইবে না। অথচ জান্নাতের সুগন্ধি সত্তর বৎসরের দূরত্ব পর্যন্ত পৌঁছিয়া থাকে। –(জামি তিরমিযী ও ইবন মাযাহ)

জানের মালিক আল্লাহ তা'আলা ও ইহা তাঁহারই প্রদত্ত নিয়ামত। কাজেই কাহাকেও খুন করিয়া আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামত হইতে বঞ্চিত করা যেমন হারাম তেমনি স্বেচ্ছায় স্বহস্তে নিজেকে খুন করা হারাম। হাদীছ শরীফে উহার কঠোর শাস্তির কথা বর্ণিত হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি যেইভাবে আত্মহত্যা করিবে আল্লাহ তা'আলা তাহাকে সেইভাবে আযাবে পতিত করিবেন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেনঃ যে ব্যক্তি নিজেকে লোহার আঘাতে হত্যা করিবে, তবে তাহার হাত (ধারালো) লোহা হইবে এবং সে উহা দ্বারা স্বীয় পেটে বিদ্ধ করিতে থাকিবে। (এবং) সে এইভাবে দীর্ঘকাল জাহান্নামের অগ্নিতে থাকিবে। আর যে ব্যক্তি বিষ পান করিয়া নিজেকে হত্যা করে তবে সে (পরকালে) বিষই পান করিতে থাকিবে এবং (অনুরূপ) দীর্ঘকাল

জাহান্নামের অগ্নিতে আযাব ভোগ করিবে। আর যে ব্যক্তি পাহাড় হইতে লাফাইয়া পড়িয়া নিজেকে হত্যা করিবে সে দীর্ঘকাল জাহান্নামের অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইয়া এই কর্মই করিতে থাকিবে।

বলাবাহুল্য আত্মহত্যাকারী যদি আত্মহত্যাকে হারাম মনে করিয়া করে তবে সে মুমিন থাকিবে। ফলে সে দীর্ঘকাল জাহান্নামের আযাব ভোগ করিবার পর অথবা আল্লাহ তা'আলার কৃপায় অবশেষে পরিত্রাণ পাইয়া জান্নাতে যাইবে। আর যদি আত্মহত্যা হারাম জানা সত্ত্বেও হালাল মনে করিয়া করে তবে সে ইসলাম হইতে বহিষ্কার হইয়া কাফির হইয়া যাইবে। হারামকে হালাল গণ্য করা কুফরী। কাজেই সে চিরকালের জন্য জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হইবে। কখনো উহা হইতে নাজাত পাইবে না। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

١٦٧ **وحدثنا** مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيْدِ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِيْ بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ ذَكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَبَائِرَ اَوْ سُئِلَ عَنِ الْكَبَائِرِ فَقَالَ الشِّرْكُ بِاللّٰهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَالَ اَلَا اُنَبِّئُكُمْ بِاَكْبَرِ الْكَبَائِرِ قَالَ قَوْلُ الزُّوْرِ اَوْ قَالَ شَهَادَةُ الزُّوْرِ قَالَ شُعْبَةُ وَاَكْبَرُ ظَنِّيْ اَنَّهُ شَهَادَةُ الزُّوْرِ۔

হাদীছ—১৬৭ঃ (ইমাম মুসলিম [রহঃ] বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন ওলীদ বিন আবদিল হামীদ (রহঃ)। তিনি---ওবায়দুল্লাহ বিন আবী বাকর (রহঃ) হইতে। তিনি বলেন, আমি হযরত আনাস বিন মালিক (রাযিঃ)কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে এই ইরশাদ বর্ণনা করিতে শুনিয়াছি যে, (একদা) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবীরা গুনাহ সম্পর্কে আলোচনা করেন। অথবা (আমি শুনিয়াছি যে,) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কবীরা গুনাহসমূহের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেনঃ আল্লাহ তা'আলার সহিত শরীক করা, (না হক) হত্যা করা এবং পিতা-মাতার নাফরমানী করা। তিনি আরো ইরশাদ করিলেনঃ আমি কি তোমাদিগকে কবীরা গুনাহসমূহের মধ্যে (শিরকের পর) সর্বাপেক্ষা বড় গুনাহ সম্পর্কে অবহিত করিব না? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিলেনঃ (তাহা হইল) মিথ্যা কথা বলা অথবা তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেনঃ মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া। বর্ণনাকারী হযরত শু'বা বলেন, আমার প্রবল ধারণা যে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 'মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার' কথাটিই বলিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান হারাম ও জঘন্য কবীরা গুনাহ

'তফসীরে তাবারী' গ্রন্থে আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ " وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ " এর তফসীর করিতে গিয়া আল্লামা তাবারী (রহঃ) লিখিয়াছেন যে, " زور " প্রকৃতপক্ষে কোন বস্তুর সংজ্ঞা উহার প্রকৃত গুণের বিপরীত এইরূপে করা যে, শ্রোতার এই ধারণা জন্ম হয় যে, এই বস্তু মূলতঃ অন্য বস্তু। তিনি আরো বলেন যে, আমার মতে উত্তম হইল যে, আয়াতে বাতিল তথা অনর্থক বিষয়টি হইতে যাহারা বাঁচিয়া থাকে তাহাদের প্রশংসা করা উদ্দেশ্য। আল্লামা কুরতুবী (রহঃ) বলেন, " شهادة الزور হইল মিথ্যা সাক্ষ্য, যাহার উদ্দেশ্য হইতেছে বাতিল পন্থায় কাহাকেও মৃত্যুর ঘাটে পতিত করা, সম্পদ অর্জন করা, হালালকে হারাম করা অথবা হারামকে হালাল করা। আর ইহা প্রকাশ্য যে, মিথ্যা সাক্ষ্যের পীড়ন ও পরিণামসমূহের প্রতি দৃষ্টিতে শিরকের পর কবীরা গুনাহসমূহের মধ্যে উহা হইতে অধিক ক্ষতিকারক অন্য কোন বড় কবীরা গুনাহ হইতে পারে না।

এই কারণেই পবিত্র কুরআনে সালেহীন এবং মুমিনগণের মাহাত্ম্য ইহা বর্ণনা করা হইয়াছে যে, তাহারা

অনর্থক বিষয় এবং মিথ্যা সাক্ষ্য হইতে দূরে থাকেন এবং উহার সহিত স্বীয় অন্তরের মধ্যে গর্ব ও অহংকারের স্থান দেন না বরং পবিত্র অন্তর ও পরিস্কার দেহ বিশিষ্ট হইয়া থাকেন।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ ۙ وَاِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا

অর্থাৎ "আর যাহারা মিথ্যা কথায় ও কাজে যোগদান করে না। আর যদি (ঘটনাক্রমে) মিথ্যা–বেহুদা কথাও কাজের সংশ্রবে পতিতও হয় তবে ভদ্রভাবে এড়াইয়া যায়।" –(সূরা ফুরকান–৭২)

আল্লামা মুফতী শফী' (রহঃ) স্বীয় 'তফসীরে মাআরিফুল কুরআন'–এ লিখেন যে, আর তাহারা (অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দারা) মিথ্যা ও বাতিল মজলিসে যোগদান করে না। সর্ববৃহৎ মিথ্যা ও বাতিল তো শিরক ও কুফর। ইহার পর ব্যাপক পাপ কর্ম হইতেছে মিথ্যা কাজ। আয়াতের উদ্দেশ্য হইতেছে যে, আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দাগণ এইরূপ মজলিস হইতেও বিরত থাকেন।

রইসুল মুফাসসিরীন হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, ইহার অর্থ মুশরিকদের ঈদ, মেলা, মিনা বাজার ইত্যাদি। হযরত মুজাহিদ ও ইবন হানাফিয়া (রহঃ) বলেনঃ এই স্থানে গান–বাজনার আসরকে বুঝানো হইয়াছে। আমর বিন কায়িম (রহঃ) বলেন; নিলর্জ্জতা ও নৃত্য–গীতের আসরকে বুঝানো হইয়াছে। ইমাম যুহরী ও ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, মদ্যপান করা ও করানোর মজলিসকে বুঝানো হইয়াছে। (ইবন কাসীর)

সত্য এই যে, এই সকল উক্তির মধ্যে কোনরূপ বিরোধ নাই বরং এইগুলি সবই মিথ্যা ও বাতিল মজলিস। আল্লাহ তা'আলার নেক বান্দাগণকে এইরূপ মজলিস পরিহার করা অপরিহার্য। কেননা ইচ্ছা করিয়া বেহুদা ও বাতিল কর্ম দেখাও উহাতে যোগদানের নামান্তর। (মাযহারী)

কোন কোন বিশেষজ্ঞ তফসীরবিদ অত্র আয়াতের " لَا يَشْهَدُوْنَ " শব্দটিকে " شهادة " অর্থাৎ সাক্ষ্য দেওয়ার অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাদের মতে পবিত্র আয়াতের অর্থ হইবে যে, তাহারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না। মিথ্যা সাক্ষ্য যে মহাবিপদ ও জঘন্য কবীরা গুনাহ আলোচ্য হাদীছ শরীফই ইহার প্রমাণ।

আয়াতের দ্বিতীয় অংশে আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দাদের অপর একটি বিশেষ গুণ বর্ণনা করা হইয়াছে যে, আর যদি (ঘটনাক্রমে) তাহারা কোন সময় অনর্থক বেহুদা মজলিসের পাশ দিয়া গমন করেন তাহা হইলে গাম্ভীর্য ও ভদ্রভাবে এড়াইয়া চলিয়া যায়। ইহার দ্বারা উদ্দেশ্য হইতেছে যে, এই প্রকার অনর্থক বাতিল মজলিসে যেমন তাহারা স্বেচ্ছায় গমন করেন না, তেমনি যদি ঘটনাচক্রে তাহারা এমন মজলিসের নিকট দিয়াও চলাচল করে তাহা হইলে পাপাচারের এই সকল মজলিসের নিকট দিয়া ভদ্রতা বজায় রাখিয়া চলিয়া যায়। অর্থাৎ মজলিসের কর্মকে মন্দ ও ঘৃণার্হ জানা সত্ত্বেও পাপাচারে লিপ্ত ব্যক্তিদের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে না এবং নিজদিগকে তাহাদের হইতে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া গর্ব–অহংকারে জড়িত হয় না। এইরূপ ব্যক্তিদের পরিণাম খুবই উত্তম। পক্ষান্তরে মিথ্যুক, ধোকাবাজ এবং মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানকারীদের পরিণাম খুবই ভয়াবহ।

শারেহ নবভী (রহঃ) বলেনঃ আলোচ্য হাদীছ শরীফ দ্বারা বাহ্যতঃ প্রতীয়মান হয় যে, মিথ্যা সাক্ষ্য সর্বাপেক্ষা বড় কবীরা গুনাহ। অথচ শিরক ইহা হইতে বড় কবীরা গুনাহ। তাই হাদীছ শরীফের তাবীল করা জরুরী হইয়াছে। ইহার সঠিক ব্যাখ্যা এই যে, اكبر الكبائر । এর পূর্বে من শব্দ উহ্য মানিতে হইবে অর্থাৎ من اكبر الكبائر । "(মিথ্যা সাক্ষ্য) সর্বাপেক্ষা বড় কবীরা গুনাহের মধ্য হইতে।"

(নবভী, ফতহুল মুলহিম, মাআরিফুল কুরআন)

বলাবাহুল্য যদিও প্রকৃতপক্ষে শিরকই সর্বাপেক্ষা বড় কবীরা গুনাহ তবুও এই হাদীছে মিথ্যা কথা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়াকে সর্বাপেক্ষা বড় কবীরা গুনাহ বলিবার কারণ হইতেছে যে, অত্র হাদীছে মিথ্যা কথা বলা

ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া হইতে মানব জাতিকে বিশেষভাবে সতর্ক করা উদ্দেশ্য। কেননা মানুষের এই গুনাহে লিপ্ত হওয়ার অধিক আশংকা করা হইয়াছে। আর একটি বিশেষ রহস্য হইতেছে যে, বস্তুতঃ শিরক এক প্রকার মিথ্যা অথবা মিথ্যা সাক্ষ্য। কারণ একক আল্লাহ তা'আলার শরীক সাব্যস্ত করার অর্থ হইতেছে যে, আল্লাহ তা'আলার অদ্বিতীয়তা সম্পর্কে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া। কাজেই যাহার পক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া সম্ভব তাহার পক্ষে শিরক করাও সম্ভব। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এইরূপ প্রতীয়মান হয় যে, মিথ্যা সাক্ষ্য ঐ ব্যক্তিই দিতে পারে যাহার অন্তরে আল্লাহ তা'আলার আড়ম্বর বিদ্যমান না থাকে। তখনই সে (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহ তা'আলার নাম লইয়া মিথ্যা কথা সাক্ষ্য দেয় এবং মিথ্যা কসম করে। দুই এক পয়সার লোভে ঈমানী দৌলতকে বরবাদ করে। তাই এইরূপ ব্যক্তিবর্গ শিরক করিবার মধ্যে এবং শিরক কথা বলা হইতে কিরূপে বিরত হইবে যদি তাহাকে সামান্যও পার্থিব লোভ দেখানো হয়। সুতরাং মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান শিরকের সূচনা স্বরূপ। তাই উহা শিরকের ন্যায় সর্বাপেক্ষা কবীরা গুনাহের অন্তর্ভূক্ত। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

১৬৮। حَدَّثَنِي هَرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْاَيْلِيُّ قَالَ نَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اَبِي الْغَيْثِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللّٰهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَاَكْلُ الرِّبَا وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ ـ

হাদীছ—১৬৮ঃ (ইমাম মুসলিম [রহঃ] বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারুন বিন সাঈদ আল-আয়লী (রহঃ)। তিনি---হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেনঃ তোমরা মারাত্মক ধ্বংসকারী সাতটি বস্তু হইতে বাঁচিয়া থাকিও। কেহ আরয করিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! সেইগুলি কি কি? তিনি (জবাবে) বলিলেনঃ আল্লাহ তা'আলার সহিত শরীক করা, জাদু করা, যাহাকে হত্যা করা আল্লাহ তা'আলা হারাম করিয়াছেন তাহাকে হত্যা করা, তবে (শরীআতের বিধান মুতাবিক) ন্যায়ভাবে, ইয়াতীমের ধন-সম্পদ (অন্যায়ভাবে) ভক্ষণ করা, সুদ খাওয়া, জিহাদের ময়দান হইতে পলায়ন করা এবং সতী সাধ্বী সরলমনা মুমিনা নারীগণের প্রতি যিনার অপবাদ লাগানো।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

জাদু হারাম এবং ক্ষেত্র বিশেষে কুফরী

আলোচ্য হাদীছে সাতটি হারাম ও নিষিদ্ধ বস্তুসমূহের তালিকায় শিরকের পর পরই মারাত্মক ধ্বংসকারী জাদু হইতে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য সতর্ক করা হইয়াছে।

سحر (জাদু) শব্দের আভিধানিক অর্থ এমন প্রতিক্রিয়া যাহার কারণ প্রকাশ্য নহে। উক্ত কারণটি অর্থগতও হইতে পারে, যেমন বিশেষ বিশেষ বাক্যের প্রতিক্রিয়া। আবার উহা ইন্দ্রিয় বহির্ভূত বস্তুর প্রতিক্রিয়াও হইতে পারে, যেমন জ্বিন-পরী ও শয়তানের প্রতিক্রিয়া অথবা মেসমেরিজমে কল্পনা শক্তির প্রতিক্রিয়াও হইতে পারে অথবা এমন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়াবলীর প্রতিক্রিয়াও হইতে পারে যাহা দৃশ্য নহে, যেমন দৃষ্টির অন্তরাল হইতে চুম্বকের প্রতিক্রিয়া লোহার জন্য বা অদৃশ্য ঔষধের প্রতিক্রিয়া হইতে পারে বা গ্রহ-নক্ষত্রের প্রতিক্রিয়া হইতে পারে।

এই কারণেই জাদুর প্রকারভেদ রহিয়াছে। তবে সাধারণ পরিভাষায় জাদু বলিতে এমন বিষয়কে বুঝায় যাহাতে জ্বিন ও শয়তানের কর্মকাণ্ড, কোন কোন শব্দ ও বাক্যের প্রভাব অথবা মেসমেরিজমে কল্পনা শক্তির প্রভাব। কেননা যুক্তি ও বাস্তব অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত যে, অক্ষর ও শব্দাবলীর মধ্যেও বিশেষভাবে কিছু

কার্যকারিতা রহিয়াছে। কোন কোন অক্ষর অথবা বিশেষ সংখ্যা পাঠ করিলে অথবা লিপিবদ্ধ করিলে বিশেষ বিশেষ প্রভাব প্রত্যক্ষ করা যায়। মানব দেহের চুল, নখ ইত্যাদি অথবা ব্যবহৃত বস্ত্রের সহিত অন্যান্য বস্তু একত্রিত করিয়াও কিছু কার্যকারিতা লাভ হয়। সাধারণ পরিভাষায় এই সকল বস্তু তন্ত্র-মন্ত্র বা টোনা-টোটকা নামে অভিহিত। এই সকলই জাদুর মধ্যে শামিল।

কুরআন মজীদ ও হাদীছ শরীফের পরিভাষায় এমন আশ্চর্যকর কাজকে জাদু বলে যাহার মাধ্যমে শয়তানকে সন্তুষ্ট করে এবং তাহাদের সাহায্য গ্রহণ করা হয়। বাবেল শহরের জাদু ছিল ইহাই। এই জাদুকেই কুরআন মজীদে কুফর বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। আবূ মনসূর (রহঃ) বলেন, বিশুদ্ধ অভিমত হইতেছে যে, সকল প্রকার জাদু কুফর নহে বরং যাহাতে ঈমানের বিপরীত কথাবার্তা এবং কর্মকাণ্ড অবলম্বন করা হয় তাহাই কুফর।

এই কারণেই যাহারা সর্বদা নোংরা ও নাপাক থাকে আল্লাহ তা'আলার নাম মুখেও উচ্চারণ করে না এবং অশ্লীল কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকে, তাহারাই কেবল জাদু প্রয়োগে সফলতা অর্জন করিতে পারে। হায়িয অবস্থায় মহিলারা জাদু করিলে উহা অধিক ফলপ্রসূ হয়। তাহাছাড়া রূপক অর্থে ভেক্কিবাজী, টোটকা, হাত সাফাই ও মেসমেরিজম ইত্যাদিকেও জাদু বলা হয়। (রুহুল মাআনী)

জাদুর প্রকারসমূহঃ ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, হাত সাফাইয়ের সাহায্যে তড়িৎ গতিতে কোন ঘটনা ঘটাইয়া তন্ত্রমন্ত্রকে উহার কারণ হিসাবে বর্ণনা করিয়া দর্শকের মধ্যে বিস্ময় উৎপন্ন করা এক প্রকার জাদু। তিনি আরো বলেনঃ তন্ত্র-মন্ত্রও এক প্রকার জাদু। দুষ্ট জ্বিন কর্তৃক সংঘটিত ঘটনাও জাদু। আবার বিস্ময়কর ক্ষমতার অধিকারী বিভিন্ন ঔষধ এবং তেলও জাদু। আবার আল্লাহ তা'আলার নামসমূহের সমন্বয়ে গঠিত দু'আও এক প্রকার জাদু। এতদ্ব্যতীত জাদুর অন্যান্য প্রকারও রহিয়াছে। ইমাম কুরতুবী (রহঃ) আরো বলেন, কোন কোন বক্তৃতাও জাদু। যেমন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا "নিশ্চয় বক্তৃতার মধ্যেও এক প্রকার জাদু।" রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই ইরশাদ দ্বারা কি বক্তৃতার প্রশংসা করা উদ্দেশ্য না কি নিন্দা বর্ণনা উদ্দেশ্য, এই বিষয়ে দুইটি অভিমত রহিয়াছে। কতক ব্যাখ্যাকার বলেন, উহা প্রশংসামূলক। আর একদল ব্যাখ্যাকার বলেন, উহা নিন্দামূলক অর্থাৎ উহা দ্বারা বাকচাতুর্যের নিন্দা বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, শেষোক্ত ব্যাখ্যাই শুদ্ধ ও সঠিক। কারণ বক্তার বাকচাতুর্য মিথ্যাকে শ্রোতার নিকট সত্য বলিয়া প্রতীয়মান করিয়া থাকে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ এইরূপ ঘটা বিচিত্র নহে যে, তোমাদের কেহ স্বীয় অসততামূলক বাকচাতুর্যের জোরে বিপক্ষের যুক্তির উপর নিজের যুক্তিকে জয়ী করিয়া দেওয়ার ফলে আমি তাহার পক্ষে রায় দিব।"

ইমাম রাগিব ইস্পাহানী (রহঃ) স্বীয় 'মুফরাদাতুল কুরআন' লিখিয়াছেন যে, জাদু বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। তন্মধ্যে এক প্রকার তো কেবল নযরবন্দি ও কল্পনাপ্রসূত। উহাতে কোন প্রকার বাস্তবতা বিদ্যমান নাই। যেমন কোন কোন ভেক্কিবাজ হাত সাফাইয়ের মাধ্যমে এমন কাজ করে যাহা সাধারণ লোক করিতে সক্ষম নহে। কুরআন মজীদে বর্ণিত ফেরাউনের জাদুকরদের জাদু ছিল এই প্রকারেরই। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ سَحَرُوْا أَعْيُنَ النَّاسِ অর্থাৎ "তাহারা মানুষের দৃষ্টি শক্তিতে জাদু করিল।" (সূরা আ'রাফ-১১৬)

দ্বিতীয় প্রকার জাদু হইতেছে মেসমেরিজম তথা কল্পনা শক্তির মাধ্যমে কাহারও মস্তিষ্কে ও দৃষ্টি শক্তিতে এমন প্রভাব সৃষ্টি করিয়া দেওয়া যাহাতে সে অবাস্তব বস্তুকে বাস্তব বলিয়া মনে করিতে থাকে। এই সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ ۝ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ۝

অর্থাৎ "আমি কি তোমাদিগকে বলিয়া দিব যে, শয়তানের দল কাহার প্রতি অবতীর্ণ হয়? এমন সকল লোকদের উপর অবতরণ করিয়া থাকে যাহারা অতিশয় মিথ্যা অপবাদ রটনাকারী গুনাহগার।"(সূরা শুআরা ২২১-২২২)

তৃতীয় প্রকার জাদু হইতেছে, যে জাদুর দ্বারা কোন বস্তুর সত্তা পরিবর্তন করিয়া দেওয়া, যেমন কোন মানুষ অথবা প্রাণীকে পাথর বা অন্য কোন প্রাণীতে রূপান্তর করিয়া দেওয়া। তবে ইমাম রাগিব ইস্পাহানী, আবু বকর জাস্সাস প্রমূখ বিশেষজ্ঞগণ এই তৃতীয় প্রকার জাদুর অস্তিত্ব অস্বীকার করেন এবং বলেন যে, জাদুর দ্বারা কোন বস্তুর মূল সত্তা পরিবর্তন করা যায় না। বরং উহার প্রভাব কেবল নযর ও কল্পনার মধ্যেই সীমিত থাকে। মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের অভিমত ইহাই।

ইমাম আবূ আবদুল্লাহ কুরতুবী (রহঃ) বলেনঃ আমরা বিশ্বাস করি যে, জাদু একটি বাস্তব বিষয়, উহার অস্তিত্ব রহিয়াছে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বিশেষজ্ঞ ওলামায়ে কিরামের সুচিন্তিত অভিমত হইতেছে যে, জাদুর দ্বারা বস্তুর সত্তা পরিবর্তন যুক্তি ও শরীআতের দিক দিয়া অসম্ভব নহে। জাদুকর ব্যক্তি জাদুর সাহায্যে আকাশে উড়িতে পারে এবং মানুষকে গাধায় এবং গাধাকে মানুষরূপে রূপান্তরিত করিতে পারে। তাহারা আরও বলেন যে, জাদুকর যখন তাহার জাদু-মন্ত্র উচ্চারণ করে তখন আল্লাহ তা'আলা এক বস্তুকে অন্য বস্তুতে রূপান্তরিত করিয়া দেন। উহা আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক সৃষ্টি হইয়া থাকে। উহার সৃষ্টিতে নক্ষত্র ও আকাশের কোন হাত নাই। তাহাদের প্রমাণ আল্লাহ তা'আলার ইরশাদঃ

وَمَا هُمْ بِضَارِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ـ

অর্থাৎ "আর তাহারা (জাদুকররা) উহার (জাদুর) সাহায্যে আল্লাহ তা'আলার অনুমতি ব্যতিরেকে কাহাকেও ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারে না।" (সূরা-বাকারা-১০২)

এই আয়াতাংশে একাধারে জাদুর অস্তিত্ব এবং উহার দ্বারা একমাত্র আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক বস্তুর মধ্যে প্রতিক্রিয়া হইবার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে যে, এক সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি জাদু প্রয়োগ করা হইয়াছিল। উহা তাঁহার মুবারক দেহে প্রতিক্রিয়াও সৃষ্টি করিয়াছিল।

তবে কুরআন মজীদে ফেরাউনের জাদুকরদের জাদুকে কল্পনাপ্রসূত বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে। উহার অর্থ এই নহে যে, সকল প্রকার জাদুই কাল্পনিক হইবে, কল্পনার উর্ধ্বে জাদু হইবে না।

জাদুর দ্বারা যে বস্তুর সত্তা রূপান্তরিত করা সম্ভব এই সম্পর্কে প্রমাণ হইতেছে যে, 'মুয়াত্তা ইমাম মালিক' গ্রন্থে কা'ব আহবার-এর সনদে হযরত কা'কা বিন হাকীমের বর্ণিত হাদীছ

لولا كلمات اقولهن لجعلتنى اليهود حمارًا ـ

অর্থাৎ "আমি কতগুলি বাক্য নিয়মিত পাঠ করি। এই বাক্যগুলি পাঠ না করিলে ইয়াহুদীরা আমাকে গাধায় রূপান্তরিত করিয়া দিত।"

অবশ্য 'গাধা বানানোর' রূপক অর্থ হইতেছে 'বোকা বানানো'। কিন্তু কোন প্রকার জরুরী প্রয়োজন ব্যতীত প্রকৃত অর্থ পরিহার করিয়া রূপক অর্থ গ্রহণ করা যথার্থ নহে। কাজেই হাদীছ শরীফের প্রকৃত অর্থ হইতেছে যে, বাক্যগুলি নিয়মিত পাঠ না করিলে ইয়াহুদী জাদুকররা আমাকে গাধা বানাইয়া দিত।

এই পবিত্র হাদীছ দ্বারা দুইটি বিষয় প্রমাণিত হয় যে, (এক) জাদু দ্বারা মানব দেহকে গাধায় রূপান্তরিত করা সম্ভব। (দুই) তিনি যেই সকল বাক্য নিয়মিত পাঠ করিতেন উহার প্রভাবে জাদু নিষ্ক্রিয় হইয়া যাইত।

হযরত কা'ব আহবারকে উক্ত বাক্যগুলি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি নিম্নোদ্ধৃত বাক্যগুলি উল্লেখ করেনঃ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ الَّذِىْ لَيْسَ بِشَيْئٍ اَعْظَمُ مِنْهُ وَبِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ الَّتِىْ يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَّلَا فَاجِرٌ وَّبِاَسْمَاءِ اللّٰهِ الْحُسْنٰى كُلِّهَا مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ اَعْلَمْ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَبَرَءَ وَذَرَءَ ـ

অর্থাৎ "আমি মহান আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় গ্রহণ করি, যাঁহার হইতে মহান আর কেহ নাই। আমি আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ কালামের আশ্রয় গ্রহণ করি, যাহা কোন পূণ্যবান কিংবা পাপাচারী অতিক্রম করিতে সক্ষম নহে। আমি আল্লাহ তা'আলার সুন্দর নামসমূহের আশ্রয় গ্রহণ করি যেইগুলি আমি জানি বা জানি না; প্রত্যেক ঐ বস্তুর অনিষ্ট হইতে যাহা আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করিয়াছেন, অস্তিত্ব দিয়াছেন এবং বিস্তৃত করিয়াছেন।"

(মাআরিফুল কুরআন)

বলাবাহুল্য জাদুর বিভিন্ন প্রকার রহিয়াছে বলিয়া উহার মন্দাবলীর মধ্যে পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক। তবে কুরআন মজীদে ও হাদীছ শরীফে যাহাকে জাদু বলা হইয়াছে তাহা বিশ্বাসগত কুফর অথবা অন্ততঃ কর্মগত কুফর হইতে মুক্ত নহে। শয়তানকে সন্তুষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে কিছু শিরক ও কুফরী বাক্য পাঠ করিলে বা অবলম্বন করিলে তাহা হইবে বিশ্বাসগত কুফর, পক্ষান্তরে এই সকল হইতে আত্মরক্ষা করিয়া অন্যান্য গুনাহ অবলম্বন করা হইলে উহা কর্মগত কুফর হইতে মুক্ত হইবে না। কুরআন মজীদের আয়াতসমূহে এই কারণেই কুফর বলা হইয়াছে।

আলোচ্য হাদীছে শিরকের পরই জাদু হইতে বাঁচিয়া থাকার জন্য সর্তক করা হইয়াছে এবং উহাকে মারাত্মক ধ্বংসকারী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইমাম নবভী (রহঃ) বলেন, আলোচ্য হাদীছ আমাদের মাযহাবের দলীল যাহা সহীহ ও প্রসিদ্ধ যে, জাদু–মন্ত্র হারাম এবং কবীরা গুনাহ অর্থাৎ জাদু প্রয়োগ করা, চালানো, শিক্ষা করা, শিক্ষা দেওয়া সবই হারাম। তবে আমাদের কতক বিশেষজ্ঞ ওলামায়ে কিরাম বলেনঃ জাদুকরের পরিচয়ের লক্ষ্যে, জাদু ভঙ্গ করার জন্যে এবং জাদুকরকে কিরামতে আওলিয়া হইতে পার্থক্যকরণের উদ্দেশ্যে জাদু শিক্ষা করা হারাম নহে বরং জায়েয। তাহাদের নিকট আলোচ্য হাদীছ জাদুর প্রয়োগের উপর প্রযোজ্য অর্থাৎ জাদু প্রয়োগ করা হারাম ও কবীরা গুনাহ।

জাদু শিক্ষা করা ও উহা প্রয়োগ করার বিষয়ে শরীআতের হুকুম

জাদু শিক্ষা করা এবং উহা প্রয়োগ করা সম্পর্কে ফকীহগণের মতভেদ রহিয়াছে। ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ), ইমাম মালিক (রহঃ) এবং ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি জাদু শিক্ষা করে ও উহা প্রয়োগ করে সে কাফির। ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)–এর জনৈক শিষ্য বলেন, জাদুর ক্ষতি হইতে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে উহা শিক্ষা করা কুফর নহে। কিন্তু উহাকে জায়েয বা উপকারী মনে করিয়া শিক্ষা করা কুফর। এইরূপে যদি কেহ বিশ্বাস করে যে, জ্বিনেরা তাহার যে উপকার করিতে চায় তাহাই করিতে পারে, তবে সে ব্যক্তি কাফির হইয়া যাইবে। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন, কেহ জাদু শিক্ষা করিলে আমরা তাহাকে তাহার শিক্ষাকৃত জাদুর বর্ণনা দিতে বলিব। তাহার বর্ণনায় যদি জানিতে পারি যে, সে কুফরী আকীদা পোষণ করে, তবে আমরা তাহাকে কাফির মনে করিব। যেমন কেহ যদি বাবিল শহরের অধিবাসীদের ন্যায় বিশ্বাস করে যে, সূর্যের চতুর্দিকে ঘূর্ণায়মান সাতটি তারকা মানুষের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারে এবং উহাদের পূঁজা করিলে উহাদের সন্তুষ্টি লাভ করা যায়, তাহা হইলে সে কাফির হইয়া যাইবে অথবা তাহার বর্ণনায় জানিতে পারি যে, সে কোন কুফরী আকীদা পোষণ করে না বটে কিন্তু জাদু শিক্ষা করাকে জায়েয মনে করে তবেও আমরা তাহাকে কাফির মনে করিব।

মুসলমান জাদুকরের জাদুর মধ্যে যদি কুফরী কালাম থাকে তবে ইমাম চতুষ্টয় এবং অন্যান্য ফকীহগণের সর্বসম্মত মতে সে কাফির হইয়া যাইবে। তাহাদের প্রমাণ হইল আল্লাহ তা'আলার ইরশাদঃ

وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ،

অর্থাৎ "আর তাহারা দুইজনে এই কথা না বলিয়া কাহাকেও (জাদু) শিক্ষা দিত না যে, আমরা পরীক্ষার জন্য আসিয়াছি, অতএব কুফর করিও না।" (সূরা বাকারা–১০২)

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে ধারাবাহিকভাবে কায়েস বিন উববাদ, রবী বিন আনাস ও আবূ জাফর রাযী বর্ণনা করিয়াছেনঃ হারুত ও মারূত ফেরেশতাদ্বয়ের নিকট কেহ জাদু শিক্ষা করিতে আসিলে তাহাকে তাহারা তাহা শিক্ষা করিতে কঠোরভাবে নিষেধ করিতেন। তাহারা তাহাকে বলিতেন, আমরা পরীক্ষার মাধ্যম বৈ কিছু নহে। আল্লাহ তা'আলা তাহাদেরকে ঈমান ও কুফর উভয়ের পরিচয় শিক্ষা দিয়াছেন। উহা দ্বারা তাহারা জানিতে পারিয়াছিলেন যে, জাদু হইতেছে কুফর। শিক্ষার্থী ব্যক্তি তাহাদের পরামর্শ না মানিলে তাহারা তাহাকে নির্দিষ্ট স্থানে যাইতে বলিতেন। সে তথায় যাইয়া শয়তানকে দেখিতে পাইত, শয়তান তাহাকে জাদু শিক্ষা দিত। যে জাদু শিক্ষা করিত তাহার নিকট হইতে ঈমানের নূর বাহির হইয়া যাইত এবং সে ইহা আকাশে উড়িয়া যাইতে দেখিত এবং উহা দেখিয়া বলিত, আফসূস, আমার কপাল মন্দ, আমি কি করিলাম।

সারকথা উম্মতের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে, শিরক ও কুফরযুক্ত জাদু কুফরী। যেমন শয়তানের সাহায্য গ্রহণ করা এবং স্বতন্ত্রভাবে গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব আছে বলিয়া স্বীকার করা ইত্যাদি। আর গুনাহযুক্ত জাদু কবীরা গুনাহ।

বিশ্বাসগত এবং কর্মগত কুফর হইতে মুক্ত নহে এমন জাদু শিক্ষা করা, শিক্ষা দেওয়া এবং উহা প্রয়োগ করা হারাম। তবে কোন কোন ফিক্‌হবিদ মুসলমানদের ক্ষতি দূর করি...র উদ্দেশ্যে প্রয়োজন অনুপাতে কেবল জাদু শিক্ষা করা জায়েয বলিয়া অভিমত পোষণ করেন।

কুরআন মজীদ ও হাদীছ শরীফের পরিভাষায় যাহাকে জাদু বলা হয় উহা ব্যতীত অন্যান্য জাদুর মধ্যেও শিরক ও কুফর অবলম্বন করা হইলে তাহাও হারাম।

ঝাড়, ফুক ও দু'আ কালাম যদি শরীআতের অনুমোদিত ও জায়েয বিষয়াদির সাহায্যে হয় এবং বৈধ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ব্যবহৃত হয় তাহা হইলে জায়েয।

ইসলামের মৌল আকীদা বিশ্বাসের ভিত্তিতে কুরআন মজীদের বিভিন্ন আয়াত এবং হাদীছে বর্ণিত কালাম দ্বারা রোগ আরোগ্য, নিরাময় এবং বালা-মুসীবত হইতে রক্ষার উসিলাকল্পে ঝাড়, ফুক করা বৈধ। কারণ পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন সূরা ও আয়াতের ফযীলতে দেখা যায় যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরাম ঝাড়-ফুক দিতেন। যেমন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা ফাতিহাকে সকল রোগের শেফা বলিয়াছেন। হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) বলেনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করিয়া হযরত হাসান ও হুসাইন (রাযিঃ)কে ফুঁক দিতেন-

اعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة

অর্থাৎ "আমি তোমাদের উভয়কে আল্লাহ তা'আলার পূর্ণাঙ্গ কালামের আশ্রয় দিতেছি। প্রত্যেক কষ্টদায়ক শয়তান হইতে এবং প্রত্যেক মন্দ চক্ষু হইতে।"

কিন্তু ইসলামী শরীআতের আকীদা বিশ্বাসের পরিপন্থী কোন কুফরী কালাম দ্বারা উহা করা কোন ক্রমেই জায়েয নহে বরং হারাম ও কুফরী। ইহার দ্বারা ঈমান নষ্ট হইয়া যায়।

তাবিয-গণ্ডায় জ্বিন ও শয়তানের সাহায্য গ্রহণ করা হইলে তাহাও জাদুর ন্যায় হারাম। যদি অস্পষ্টতার দরুণ বাক্যাবলীর অর্থ অজানা থাকে এবং যে সকল শব্দ দ্বারা শয়তানের সাহায্য নেওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহা হইলে উহাও হারাম।

অনুমোদিত ও জায়েয বিষয়াবলীর সাহায্যে হইলে এবং উহা অবৈধ উদ্দেশ্য হাসিলের লক্ষ্যে ব্যবহার না করিবার শর্তে জায়েয। কুরআন মজীদ ও হাদীছ শরীফের বাক্যাবলীর সাহায্যে হইলেও যদি উহা দ্বারা অবৈধ

উদ্দেশ্য লাভে ব্যবহার করা হয় তাহা হইলে জায়েয নহে। যেমন কাহারও ক্ষতি করিবার উদ্দেশ্যে তাবিয করা অথবা অযীফা পাঠ করা। এই প্রকার অযীফায় আল্লাহ তা'আলার নাম ও কুরআন মজীদের আয়াত সম্বলিত হইলেও হারাম। (কাযী খান ও শামী, মাআরিফুল কুরআন হইতে ও অন্যান্য)

ইয়াতীমের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করা হারাম

আলোচ্য হাদীছ শরীফে ইয়াতীমের ধন সম্পদ ভক্ষণ করাকে সাতটি ধ্বংসকারী হারাম বস্তুসমূহের মধ্যে গণ্য করা হইয়াছে। কুরআন মজীদের এক আয়াতে ইয়াতীমের সম্পদকে জাহান্নামের অগ্নি আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ۝

অর্থাৎ "নিশ্চয় যাহারা ইয়াতীমের অর্থ সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে, তাহারা নিজেদের উদরে অগ্নি ভিন্ন আর কিছুই ভর্তি করে না এবং অতি সত্বরই তাহারা জাহান্নামের জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করিবে।" (সূরা নিসা-১০)

মানুষ সৎ-অসৎ যে সকল কাজ করে, এইগুলিই জান্নাতের বৃক্ষ, ফল-ফুল অথবা জাহান্নামের অঙ্গার; যদিও এইগুলির বর্তমান আকার অন্যরূপ। কিন্তু কিয়ামত দিবসে সবকিছুই স্বীয় রূপ ধারণপূর্বক সম্মুখে আসিবে। কুরআন মজীদে ইরশাদ হইয়াছেঃ

وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا۔

অর্থাৎ "কিয়ামত দিবসে তাহারা যে সকল আযাব ও ছাওয়াব প্রত্যক্ষ করিবে বস্তুতঃ সেইগুলি হইবে তাহাদেরই কাজ কর্ম।" (সূরা-কাহ্‌ফ-৪৯)

কোন কোন রিওয়ায়তে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইয়াতীমের অর্থ সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণকারী কিয়ামত দিবসে এমন অবস্থায় উত্থিত হইবে যে, তাহার পেটের ভিতর হইতে আগুনের লেলিহান শিখা মুখ, নাক ও চক্ষু দিয়া উপচিয়া পড়িতে থাকিবে।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কিয়ামত দিবস এক সম্প্রদায় এমন অবস্থায় উত্থিত হইবে যে, তাহাদের মুখ আগুনে প্রজ্জ্বলিত হইতে থাকিবে। সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ) আরয করিলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! তাহারা কাহারা? তিনি জবাবে বলিলেনঃ তোমরা কি কুরআন মজীদের আয়াত الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا - الخ পাঠ কর নাই? আয়াতের মর্মার্থ এই যে, অন্যায়ভাবে ভক্ষিত ইয়াতীমের অর্থ সম্পদ প্রকৃতপক্ষে জাহান্নামের আগুন হইবে, যদিও উপস্থিত ক্ষেত্রে আগুন হওয়া অনুভূত নহে। এই কারণেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহা হইতে অত্যধিক সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়াছেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন- احرج مال الضعيفين المرأة واليتيم

অর্থাৎ "আমি তোমাদিগকে বিশেষভাবে দুই প্রকারের অসহায় মাল হইতে বাঁচিয়া থাকিবার ব্যাপারে সতর্ক করিতেছি, একজন নারী ও অপরজন ইয়াতীম।" (ইবন কাছীর ১ম খণ্ড-৪৫৬ পৃঃ)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ۝

অর্থাৎ "আর ইয়াতীমদেরকে তাহাদের অর্থ সম্পদ বুঝাইয়া দাও। মন্দের সহিত উত্তমের অদল বদল করিও না। আর তাহাদের অর্থ সম্পদকে নিজেদের অর্থ সম্পদের সহিত সংমিশ্রণ করিয়া উহা গ্রাস করিও না। নিশ্চয় ইহা বড়ই মন্দ কাজ।" (সূরা নিসা-২)

এই আয়াতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, ইয়াতীমের ধন সম্পদ তাহাদের নিকট পৌছাইয়া দাও। ইহার মর্মার্থ হইতেছে যে, সে বালিগ হইলেই শুধু তাহার কাছে তাহার গচ্ছিত অর্থ সম্পদ পৌছাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। কাজেই ইয়াতীমের অর্থ সম্পদ তাহার নিকট পৌছাইয়া দেওয়ার প্রমাণ এই যে, ইয়াতীমের অর্থ সম্পদ পুরাপুরিভাবে সংরক্ষণ করা এবং বালিগ হইলে যথা সময়ে তাহার নিকট তাহার বিষয় সম্পত্তি হস্তান্তর করা। আর আয়াতের দ্বিতীয় অংশে ইয়াতীমের উত্তম সম্পদ মন্দ সম্পদের সহিত বদল করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। অনেক লোক এমন আছে যে, সংখ্যার দিক দিয়া কোন প্রকার পরিবর্তন না করিলেও উত্তম উত্তম জিনিষগুলি নিজের ভাগে এবং মন্দগুলি ইয়াতীমের ভাগে নির্ধারণ করিয়া থাকে। যেমন এক পাল ছাগলের মধ্য হইতে মোটা–তাজা এবং সবল ছাগলগুলি নিজের ভাগে এবং অত্যন্ত দুর্বল ও কৃশ ছাগলগুলি ইয়াতীমের ভাগে বরাদ্দ করিয়া থাকে। ইহা আত্মসাৎ ও খিয়ানত ছাড়া কিছুই নহে। অতঃপর আয়াতের তৃতীয় অংশে বলা হইয়াছে, ইয়াতীমের অর্থ সম্পদ নিজেদের অর্থ সম্পদের সহিত সংমিশ্রণ করিয়া ভক্ষণ করিও না বরং নিজেদের সম্পদের সহিত তোমরা ইয়াতীমের বিষয় সম্পত্তি পৃথক পৃথকভাবে সংরক্ষণ কর এবং উহা পৃথকভাবেই ব্যয় কর। আর যদি একত্রে হয় তাহা হইলে হিসাব নিকাশ করিয়া রাখিবে যাহাতে বুঝিতে পার যে, তাহাদের অর্থ সম্পদ তোমাদের ব্যক্তিগত ভোগ ব্যবহারে খরচ হয় নাই।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ

অর্থাৎ " আর তোমরা ইয়াতীমের বিষয় সম্পত্তির নিকটও যাইও না কিন্তু এইরূপে যাহা উত্তম হয় যে পর্যন্ত না তাহারা বালিগ হয়।" (সূরাআনআম–১৫২)

অর্থাৎ ইয়াতীম বালিগ না হওয়া পর্যন্ত তাহার ধন সম্পদ উত্তম পন্থায় ব্যবহারের অনুমতি রহিয়াছে। বালিগ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার অর্থ সম্পদ তাহার নিকট সোপর্দ করিতে হইবে। অবশ্য সে যদি অত্যন্ত বোকা হয় এবং স্বীয় সম্পদের ভোগ দখল ও রক্ষনাবেক্ষণ করিবার মত বিবেক বুদ্ধি না থাকে তবে বালিগ হইবার পরেও ইয়াতীমের ধন সম্পদ ওলী বা ওসীর তত্ত্বাবধানেই থাকিবে (বয়ানুল কুরআন)। হ্যাঁ, ইয়াতীমের অর্থ সম্পদ সংরক্ষণ করা এবং স্বভাবতঃ লোকসানের আশংকা নাই এইরূপ কারবারে বিনিয়োগ করিয়া উহা বৃদ্ধি করা উত্তম ও জরুরী পন্থা। ইয়াতীমদের অভিভাবকের এই পন্থা অবলম্বন করাই বাঞ্ছনীয়।

মোট কথা ইয়াতীমদের ধন সম্পদ সংরক্ষণ করা, তাহাদের সম্পদকে নিজের সম্পদ করিয়া না লওয়া এবং ওয়ারেছী সূত্রে প্রাপ্ত ধন সম্পদ হইতে তাহাদের অংশ যথাযথ দেওয়ার শরীআতী নির্দেশ। তাহারা বড় হইয়া যাইবে এই আশংকায় তাহাদের অর্থ সম্পদ উড়াইয়া দেওয়া, ইয়াতীম মেয়েদিগকে বিবাহ করিয়া মুহরানা কম প্রদান করা অথবা তাহাদের বিষয় সম্পত্তি হস্তগত করিয়া নেওয়া ইত্যাদি সকল বিষয়ই হারাম ও নিষিদ্ধ।

ইয়াতীমের অর্থ সম্পদ ভক্ষণ তো হারাম। অধিকন্তু মহান আল্লাহ তা'আলা ইয়াতীমদের সহিত সহৃদয়পূর্ণ ব্যবহার করিবার জোর তাকীদ করিয়াছেন। তাই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াতীমের সহিত সহৃদয় ব্যবহার করিবার কঠোর নির্দেশ দিয়াছেন এবং বেদনাদায়ক ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন। হাদীছ শরীফে বর্ণিত হইয়াছে–

روى انه صلى الله عليه وسلم قال خير بيت فى المسلمين بيت فيه يتيم يحسن اليه وشر بيت فى المسلمين بيت فيه يتيم يساء اليه ثم باصبعيه أنا وكافل اليتيم فى الجنة هكذا وهو يشير باصبعيه۔

অর্থাৎ "বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মুসলমানদের সেই গৃহই সর্বোত্তম যাহাতে কোন ইয়াতীম রহিয়াছে এবং তাহার সহিত সদ্ব্যবহার করা হয়। আর মুসলমানদের সেই গৃহ সর্বাধিক

মন্দ যাহাতে কোন ইয়াতীম রহিয়াছে অথচ তাহার সহিত অসদ্ব্যবহার করা হয়। অতঃপর দুই আংগুল মুবারক দেখাইয়া বলিলেন, আমি ও ইয়াতীমের তত্ত্বাবধায়ক জান্নাতের মধ্যে এইরূপ, এই সময় দুইটি আংগুল দ্বারা ইঙ্গিতকরিয়াছেন। (সাভী)

হযরত কাতাদাহ বলেন, كن لليتيم كالاب الرحيم - অর্থাৎ "হও ইয়াতীমের জন্য দয়ালু পিতার ন্যায়।" (ইবন কাছীর)

'মুসনাদে আহমদ' কিতাবে হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর নিকট স্বীয় অন্তর শক্ত হওয়ার (এবং কাহারও উপর দয়া না হওয়ার বিরুদ্ধে) অভিযোগ করিলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহার চিকিৎসা হিসাবে ইরশাদ করিলেন যে, ইয়াতীমদের মস্তকের উপর সহানুভূতির হস্ত রাখিতে থাক এবং মিসকীনদেরকে পানাহার করাইতে থাক।"

একজন সুস্থ প্রকৃতি স্বভাব চাই যতই পাষাণ অন্তর হউক কিন্তু যখন সে কোন ইয়াতীমকে স্নেহের সহিত প্রত্যক্ষ করে এবং তাহার অন্তর এই চিন্তা করে যে, যদি তাহার পিতা থাকিত তবে সে ঠিক অনুরূপ তাহার সহিত স্নেহ ও মেহেরবাণীর আচরণ করিত যেইরূপ আমি আমার সন্তানের সহিত করিতেছি তখন অবশ্যই তাহার অন্তর গলিয়া যাইবে। আর এই অনুভূতি যখন সাড়া দেয় তখন নিজে নিজেই রহমত এবং স্নেহের সাগর তাহার অন্তরে দোলায়িত হইবে এবং তাহার অন্তরের পাষাণত্ব শেওলার ন্যায় কাটিয়া রহমত ও স্নেহের জন্য স্থান শূন্য করিয়া দিবে। আর তাহার অন্তরের নির্মমতা কোমলতার দ্বারা পরিবর্তন হইবে।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্নেহের হস্ত ইয়াতীমের মস্তকের উপর রাখিবার এবং তাহার সহিত মুহাব্বত ও দয়ার্দ্রতার আচরণের মধ্যে এই রহস্যও অনুধাবিত হয় যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর শান 'রহমাতুললিল আলামীন'ও রহিয়াছেন। যে ব্যক্তি ইয়াতীমের উপর সহানুভূতিশীল হয় এবং আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনে মুহাব্বতের আদান প্রদান করে ও তাহার উপর দয়া করে, ইহা দূর নহে যে, 'নফসী' 'নফসী' এবং হতবুদ্ধির জগত কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলা যিনি 'আরহামুর রাহিমীন' তিনি উক্ত ব্যক্তির সামান্য সদৃশ অনুগ্রহের পরিণামে তাহার উপর দয়া করিয়া স্বীয় রহমতের অন্তর্ভূক্ত করিয়া লইবেন। ফলে তাহার জন্য ইয়াতীমের সহিত মুহাব্বত ও অনুগ্রহের আচরণের পরিণামেই নাজাতের উপায় হইয়া যাইবে।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় উম্মতের উপর বিরাট অনুগ্রহ করিয়াছেন যে, অন্তরের পাষাণত্ব যাহার চিকিৎসা কোন চিকিৎসক স্থির করিতে পারে নাই উহার সর্বোত্তম চিকিৎসা তিনি স্থির করিয়া স্বীয় উম্মতকে আখিরাতের কল্যাণের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। অধিকন্তু উহার মাধ্যমে ইয়াতীমের লালন পালনের সুদৃঢ় মাহাত্ম্যের নীতি আসিয়া গিয়াছে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

সুদ মারাত্মক ধ্বংসকারী হারাম বস্তু

আলোচ্য হাদীছ শরীফে সাতটি ধ্বংসকারী বস্তুসমূহের মধ্যে সুদখোরকেও অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

সুদখোরী অত্যাচার ও অতিরিক্ততার সহিত দরিদ্র, অসহায় ও দুর্বলের রক্ত চোষণের অপর নাম। সুদখোররা কঠোর প্রাণ ও নির্দয়। দরিদ্রদের দারিদ্র এবং স্বল্প পুঁজিওয়ালাদের পুঁজির স্বল্পতার সুযোগ গ্রহণ করাই তাহাদের পেশা। অসহায় দরিদ্রদের রক্ত চোষিয়া তাহারা নিজেদের উদর স্ফীত করিয়া তোলে। সুদ অর্থনৈতিক ভারসাম্য বিনষ্ট করে এবং বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর অর্থ মুষ্টিমেয় লোকের কুক্ষিগত হইয়া পড়ে। ফলে সমাজে অধিকাংশ লোক ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত হয়। কুরআন মজীদ ও হাদীছ শরীফসমূহের মধ্যে উহার চলন্ত অনিষ্টসমূহের কারণে কঠোর শাস্তির প্রতিজ্ঞা বর্ণিত হইয়াছে। সুদখোরদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا

الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ؕ فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ ؕ وَاَمْرُهٗۤ اِلَى اللّٰهِ ؕ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

অর্থাৎ "যাহারা সুদ ভক্ষণ করে তাহারা (কিয়ামত দিবসে কবর হইতে) দন্ডায়মান হইবে না, কিন্তু যেইভাবে দণ্ডায়মান হয় ঐ ব্যক্তি যাহাকে শয়তান আছর করিয়া মোহাবিষ্ট করিয়া দেয় (অর্থাৎ হতবুদ্ধি মাতালের ন্যায় দণ্ডায়মান হইবে)। এই শাস্তির কারণ এই যে, তাহারা (অর্থাৎ সুদখোররা, সুদের বৈধতা প্রমাণের জন্য) বলিয়াছিল, ক্রয়-বিক্রয়ও তো সুদের মত। অথচ (উভয়ের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রহিয়াছে। কেননা) আল্লাহ তা'আলা ক্রয়-বিক্রয়কে বৈধ করিয়াছেন এবং সুদকে হারাম করিয়া দিয়াছেন। অতঃপর যাহার নিকট তাহার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে উপদেশ আসিয়াছে এবং সে বিরত হইয়াছে, তাহা হইলে যাহা কিছু পূর্বে (নেওয়া) হইয়াছে উহা তাহার। আর তাহার (অভ্যন্তরীণ) ব্যাপার আল্লাহ তা'আলার উপর ন্যস্ত। আর যাহারা পুনরায় সুদ নেয় তাহারাই জাহান্নামে যাইবে। তাহারা সেই স্থানে চিরকাল থাকিবে। (সূরা বাকারাহ-২৭৫)

সুদ খাওয়া যে আল্লাহ তা'আলার কাছে কিরূপ মারাত্মক অপরাধ উহার অনুমান ইহা দ্বারা হওয়া সম্ভব যে, সুদকে যাহারা পরিত্যাগ না করে তাহাদের সহিত আল্লাহ তা'আলা ও তাঁহার মনোনীত রসূল জিহাদের ঘোষণা দিয়াছেন। আর মুমিনদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহের দরুণ উহা হইতে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য ধর্মোপদেশের মাধ্যমে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যাহাতে তাহারা উহার কঠোর পরিণাম হইতে বাঁচিয়া থাকে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۚ

অর্থাৎ "হে মুমিনগণ। তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর এবং সুদের যে সমস্ত বকেয়া আছে, উহা পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা মুমিন হইয়া থাক। অতঃপর যদি তোমরা (উহার উপর আমল) না কর (অর্থাৎ পরিত্যাগ না কর) তাহা হইলে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁহার রসূলের পক্ষ হইতে যুদ্ধের বিজ্ঞপ্তি শুনিয়া নাও" (অর্থাৎ তোমাদের বিরুদ্ধে এই কারণেই জিহাদ ঘোষণা করা হইবে।) (সূরা বাকারাহ-২৭৮-২৭৯)

সুদখোরী যেমন অন্যদের উপর যুলুম হয় যে, তাহাদের রক্ত চোষার মাধ্যমে সম্পদ গ্রহণ করা হয় তেমনি নিজের জানের উপরও যুলুম হয় যে, দুনিয়াতে সম্পদের প্রাচুর্যতা প্রত্যক্ষ করিলেও বাস্তবে উহার ঘাটতি হয়। অনেক ক্ষেত্রে ভোগ করা ভাগ্যে হয় না। আর সর্বাপেক্ষা হতভাগ্যতা যে, সে নিজেকে সাইয়্যেদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অভিসম্পাত এবং আখিরাতে আল্লাহ তা'আলার কঠোর শাস্তির উপযুক্ত করে নেয়।

যুলুমের পরিণামের দিকে ইঙ্গিত এবং উহার অনিষ্টসমূহের স্পষ্টতা হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীছ দ্বারা হয়।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত যে, তিনি এক ব্যক্তিকে ইহা বলিতে শুনেন যে, অত্যাচারী ব্যক্তি কাহারও উপর অত্যাচার করিয়া কাহারও কিছু ক্ষতি করিতে সক্ষম হয় না বরং খোদ নিজেকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে। উহার ভিত্তিতে হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) বলিলেন, কেননা, আল্লাহ তা'আলার কসম, অত্যাচারীর অত্যাচারে হুবাবাও (এক প্রকার পাখি) নিজ বাসায় শুকাইয়া শুকাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সুদখোরী ইত্যাদি যুলুমের ফলসমূহ কেবল ব্যক্তির মধ্যে সীমিত থাকে না বরং বিশ্বব্যাপী ইহার প্রতিক্রিয়া হইয়া থাকে। মানুষ যখন যুলুমের জন্য প্রস্তুত হয় তখন স্থানে স্থানে এবং প্রত্যেক বস্তুর উপর যুলুমের দুর্বিপাক প্রকাশিত হইতে থাকে। মানুষ নানা ধরণের মসীবতসমূহের শিকার হয়। আল্লাহ তা'আলার রহমত বন্ধ হইয়া যায়,

দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, মানুষের অনাহারে মৃত্যু হইতে থাকে। এমনকি উপায়হীন জন্তু-জানোয়ারের উপরও উহার প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। খাদ্যের অনুসন্ধানের মধ্যে মরিয়া হইয়া ঘুরিতে থাকে কিন্তু দানা প্রাপ্ত হয় না। যুলুম চাই যেইরূপই হউক না কেন, ইহা এমন একটি মারাত্মক ধ্বংসশীল ও বিধ্বস্ত পীড়া যাহার দোষসমূহ দূর দূরান্ত পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়া মারাত্মক ধ্বংসের কারণ হয়। কাজেই প্রত্যেক ব্যক্তিকে যুলুমের অভিশাপ হইতে আচল পবিত্র রাখা একান্ত অপরিহার্য।

'মুসনাদে আহমদ' গ্রন্থে এক হাদীছে বর্ণিত আছে–

مَامن قوم يظهر فيهم الربا الا اخذوا بالسنة وما من قوم يظهر فيهم الرشا الا اخذوا بالرعب

والسنة العام المقحط نزل فيه غيث ام لا-

অর্থাৎ "যে সম্প্রদায়ের মধ্যে সুদের লেন-দেন ব্যাপক হইয়া যায়, তাহাদের মধ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। আর যাহাদের মধ্যে ঘুষ ব্যাপক হইয়া পড়ে তাহারা শত্রুর ভয়ে সব সময় আতংকগ্রস্ত থাকে এবং বৃষ্টিপাত হউক বা না হউক সর্বাবস্থায় দুর্ভিক্ষে জর্জরিত থাকে।"

পার্থিব জগতে সুদের অর্থ সম্পদে প্রাচুর্য যে মরীচিকা সদৃশ, উহার প্রমাণ হইতেছে, ইবন মাজাহ ও হাকিম (রহঃ)–এর রিওয়ায়তঃ

ما احد اكثر من الربا الا كان عاقبة امره الى قلةٍ-

অর্থাৎ "অর্থ সম্পদের প্রাচুর্যের উদ্দেশ্যে যে কেহ সুদের লেন-দেন করিবে, পরিণামে ঘাটতি ব্যতীত কিছুই হইবেনা।"

হাকিম (রহঃ) আরও রিওয়ায়ত করিয়াছেন যে,

الربا وان كثر فان عاقبته الى قل

অর্থাৎ "সুদ যদিও প্রচুর পরিমাণের হয়, তবুও উহার শেষ ফল নিশ্চিত হ্রাসের দিকে।"

সহীহ বুখারী ও সুনানে আবী দাউদ শরীফে বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শরীরের চামড়া ক্ষতকরতঃ চিত্রাঙ্কনের দ্বারা সৌন্দর্য বৃদ্ধিকারীণী এবং যে করিয়া দেয়, সুদ গ্রহীতা এবং সুদ দাতার প্রতি অভিসম্পাত করিয়াছেন।

অন্য হাদীছে আছে,

হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ সুদের মধ্যে সত্তরটি গুনাহ রহিয়াছে। তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিম্নতম গুনাহ হইতেছে যে, মাতার সহিত ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া।

এক হাদীছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ আমাকে যেই রাত্রে মি'রাজ করানো হইয়াছে, আমি যখন সেই রাত্রে সপ্তম আকাশে পৌঁছিয়াছি তখন উপরর দিকে দৃষ্টি করিয়া দেখি যে শুধু বজ্রপাত, বিদ্যুৎ এবং ঘোর অন্ধকার। তারপর একদল লোকের নিকট গমন করিলাম। তাহাদের পেট ছিল বিরাট ঘরের ন্যায়। বাহির হইতে তাহাদের পেটের অভ্যন্তরে সাপ, বিচ্ছু দৃষ্ট হইতেছিল। আমি হযরত জিব্রাঈল (আঃ)–এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহারা কাহারা? তিনি জবাবে বলিলেন, ইহারা সুদখোর।–(মুসনাদে আহমদ, ইবন মাজাহ)

জিহাদ ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করা হারাম

জিহাদের ময়দান হইতে বাহির হইয়া পলায়ন করা এবং ধর্মযুদ্ধে কাফিরদেরকে পৃষ্ঠ প্রদর্শনপূর্বক পশ্চাদপসরণ করা সাতটি বড় কবীরা গুনাহের মধ্যে মারাত্মক কবীরা গুনাহ। কাফির মুসলমানের দ্বিগুণ হওয়া

পর্যন্ত ফুকাহাগণ পশ্চাদপসরণের অনুমতি প্রদান করেন নাই। হ্যাঁ, পশ্চাদপসরণ যদি জিহাদের কোন উপযুক্ততার ভিত্তিতে হয় যেমন, পশ্চাদপসরণের পর আক্রমণ করা অধিক কার্যকর হয় অথবা যদি এক জামাআত সৈন্যের কেন্দ্রের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া পড়ে এবং নিজেদের নিরাপত্তার জন্য কেন্দ্রের সৈন্যগণের সহিত মিলিত হইতে চায় তাহা হইলে এইরূপ পশ্চাদপসরণে কোন গুনাহ নাই। গুনাহ কেবল ঐ সময় যখন পশ্চাদপসরণ শুধু জিহাদ হইতে জান বাঁচানো উদ্দেশ্য হয়। আর যদি একজন মুসলমানের মুকাবালায় দুই–এর অধিক কাফির হয় তাহা হইলে পশ্চাদপসরণ জায়েয আছে।

আল্লামা আলোসী আল–বাগদাদী (রহঃ) স্বীয় 'রুহুল মাআনী' গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, আয়াত

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوْهُمُ الْاَدْبَارَ ۝ وَمَنْ يُّوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهٗٓ اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلٰى فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَاْوٰىهُ جَهَنَّمُ ۗ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝

(অর্থাৎ "হে মুমিনগণ! যখন তোমরা কাফিরদের মুকাবালায় জিহাদে লিপ্ত হও তখন তাহাদের দিকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিও না, আর সেই সময় যেই ব্যক্তি তাহাদের দিকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে তবে হ্যাঁ, যে ব্যক্তি জিহাদের কৌশল অবলম্বন করে অথবা যে ব্যক্তি নিজ দলের সহিত আশ্রয় লইতে আসে তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। এতদ্ব্যতীত আর যে ব্যক্তি এইরূপ করিবে, সে আল্লাহ তা'আলার গযবে পতিত হইবে এবং তাহার ঠিকানা হইবে জাহান্নাম; আর উহা অতিশয় মন্দ আবাসস্থল।" (সূরা আনফাল–১৫–১৬) প্রমাণ করে যে, কৌশল অবলম্বন কিংবা স্বীয় দলের সহিত মিলিত হইবার উদ্দেশ্য ব্যতীত জিহাদের ময়দান হইতে পৃষ্ঠ প্রদর্শনপূর্বক পলায়ন করা হারাম। আর কতক বিশেষজ্ঞ ওলামায়ে কিরাম বলেন যে, এই হুকুম তখনই যখন কাফিরদের সৈন্য সংখ্যা মুসলমান সৈন্যের দ্বিগুণের অধিক না হইবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

اَلْئٰنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا ۚ فَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَّغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ۚ

অর্থাৎ "এখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর হইতে (ভার) লঘু করিয়া দিলেন এবং জানিয়া লইলেন যে, তোমাদের মধ্যে সাহসের অভাব রহিয়াছে। অতএব যদি তোমাদের মধ্যকার একশত জন দৃঢ়পদ থাক, তাহা হইলে তাহাদের দুইশতের উপর জয়লাভ করিবে।" (সূরা আনফাল–৬৬)

আর যদি কাফির সৈন্যদের সংখ্যা দুইগুণের অধিক হয় তবে পশ্চাদপসরণ জায়েয। কাজেই প্রথমে উল্লেখিত আয়াতের হুকুম পূর্বেকার। আহলে ইলমের অধিকাংশের অভিমত ইহাই। 'দূররে মানসূর' গ্রন্থে রহিয়াছে যে, দশগুণ কাফির সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করার নির্দেশটি পূর্ববর্তী কালের জন্য। তখন দশগুণের সম্মুখ হইতে পলায়ন হারাম ছিল। বর্তমানে হুকুম এই যে, দ্বিগুণ কাফির সৈন্যের মুকাবালা হইতে পলায়ন হারাম।

সহীহ বুখারী শরীফে হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত যে, ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় মুসলমানদিগকে দশগুণ কাফিরের বিরুদ্ধে দৃঢ়পদ থাকিবার নির্দেশ ছিল। যখন মুসলমানের উপর উহা ভারী অনুভূত হইল তখন আয়াত اَلْئٰنَ خَفَّفَ الخ নাযিল হইল। অর্থাৎ "আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মধ্যে এক প্রকার দুর্বলতা ও অলসতা অবলোকন করিয়া প্রথম হুকুম উঠাইয়া নিলেন। এখন কেবল নিজেদের দুইগুণ কাফিরের মুকাবালায় দৃঢ়পদ থাকা অপরিহার্য এবং পলায়ন করা হারাম।" আর এই দুর্বলতা কিংবা অলসতা যাহার দরুণ হুকুম সহজ করা হইয়াছে, উহার কয়েকটি কারণ হইতে পারে। (১) হিজরতের প্রাথমিক অবস্থায় নির্দিষ্ট সংখ্যক কয়েকজন মুসলমান ছিলেন যাহাদের শক্তি ও আড়ম্বর ছিল অসাধারণ। অধিকন্তু ইসলাম ও নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে প্রত্যেকের মনে উৎসাহের প্রাবল্য ছিল। (২) পরবর্তী সময়ে তাহাদের মধ্যে অনেকেই বৃদ্ধ ও দুর্বল হইয়া পড়েন। আর যাহারা নতূন ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে প্রবীণ মুহাজির ও আনসারগণের ন্যায় অন্তর্দৃষ্টি, অটলতা, বশ্যতা ও জিম্মাদারী ছিল না। (৩) পরে সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে

সম্ভবতঃ কোন না কোন স্তরে নিজ আধিক্যের উপর দৃষ্টি এবং আল্লাহ্ তা'আলার উপর পূর্ণ ভরসার ক্ষেত্রে খানিকটা হ্রাস পাইতে পারে। (৪) আর ইহাও মানবিক স্বভাব বটে যে, কোন কঠিন কাজ অল্প সংখ্যক লোকের উপর ন্যস্ত হইলে কার্য সম্পাদনকারীদের মধ্যে কর্মোদ্যম অধিক হয় এবং প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ সামর্থের অধিক সাহস করিয়া থাকে। কিন্তু ঐ কাজই যখন বিরাট দলের উপর ন্যস্ত হয় তখন প্রত্যেকেই একে অপরের জন্য অপেক্ষমান থাকে এবং এই ধারণা পোষণ করে যে, পরিশেষে এই দায়িত্ব তো তাহার একক নহে। এইরূপে কর্মোদ্যম, উৎসাহ ও সাহসের মধ্যে ভাটা পড়ে।

হযরত শাহ আনোয়ার কাশমেরী (রহঃ) বলেনঃ ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমানগণের শক্তি-সামর্থ, মনোবল প্রভৃতি সকল দিক দিয়া কামিল পর্যায়ে বিদ্যমান ছিল। তাই তাহাদের উপর নির্দেশ ছিল যে, দশগুণ কাফিরের মুকাবালায় দৃঢ়পদ থাকিবার। পরবর্তী মুসলমানগণ পূর্ববর্তীগণ হইতে এক পা পশ্চাতে ছিল তাই এই হুকুম অবতীর্ণ হইয়াছে যে, দুইগুণ কাফির সৈন্যের মুকাবালায় দৃঢ়পদ থাক। এই হুকুম বর্তমানেও রহিয়াছে। কিন্তু যদি দুইগুণের অধিক কাফির সৈন্যের উপর আক্রমণ করে তবে ইহা বিরাট পূণ্যের কর্ম। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময়কালে এক হাজার মুসলিম সৈন্য আশি হাজার কাফির সৈন্যের বিরুদ্ধে জিহাদ করিয়াছেন। গযূয়া-ই-মাউন-এর মধ্যে তিন হাজার মুসলমান দুই লক্ষ কাফির সৈন্যের মুকাবালায় অটল ছিলেন। এইরূপ ঘটনা ইসলামের ইতিহাসে অনেক। (ফাওয়াঈদে ওছমানী)

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) ও ইবন আবী শায়বা (রহঃ) হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, তিনি বলেনঃ

من فر من ثلاثة فلم يفر ومن فر من اثنين فقد فر -

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি তিনজন কাফিরের মুকাবালায় পশ্চাদপসরণ করিল সে বস্তুতঃ পলায়ন করে নাই। আর যে ব্যক্তি দুইজন কাফিরের মুকাবালায় পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল সে বস্তুতঃই পলায়ন করিল।"

মুহাম্মদ বিন হাসান হইতে বর্ণিত যে, মুসলমানের সংখ্যা যদি বার হাজার হয় তাহা হইলে পশ্চাদপসরণ জায়েযনাই।

আলোচ্য হাদীছ শরীফের বাহ্যিক অর্থ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কোন অবস্থাতেই কাফিরদের মুকাবালা হইতে পলায়ন জায়েয নাই। কারণ মুসলমানগণ সংখ্যায় অল্প হইলেও পরাজিত হয় না। (ফতহুল মুলহিম)

সতী সাধ্বী সরলমনা মুমিনা নারীগণের প্রতি যিনার অপবাদ লাগানো হারাম

সতী সাধ্বী সরলমনা মুমিনা নারীগণের প্রতি যিনার অপবাদ লাগানো সাতটি ধ্বংসকারী মারাত্মক কবীরা গুনাহের মধ্যে একটি জঘন্য কবীরা গুনাহ। قذف المحصنات - "পবিত্রা মহিলার প্রতি মিথ্যা যিনার অপবাদ অর্থাৎ এমন মহিলাদের প্রতি যিনার অপবাদ লাগানো যাহাকে আল্লাহ তা'আলা পবিত্রা রাখিয়াছেন এবং যে নিজেকে হিফাযত করিয়াছে কিংবা যে মহিলা স্বীয় লজ্জার স্থান যিনা হইতে হিফাযত করিয়াছেন। আর অশ্লীলতার জঘন্যতা প্রকাশার্থে المحصنات। এর সহিত الغافلات। (অনবহিত) বিশেষণটি উল্লেখ করা হইয়াছে অর্থাৎ উহার দ্বারা কলঙ্কমুক্ত পাক পবিত্রা বুঝানো হইয়াছে। কেননা পাক পবিত্রা ঐ বিষয়ে অনবহিত থাকে যাহা তাঁহার উপর অপবাদ লাগানো হয়। অতঃপর المؤمنات। (মুমিনা)-এর বিশেষণ উল্লেখ করিয়া কাফির মহিলাদের প্রতি অপবাদ লাগানোর বিষয়টি পৃথক করা হইয়াছে। কারণ কাফির নারীদের প্রতি যিনার অপবাদ লাগানো কবীরা গুনাহ নহে। তবে যদি যিম্মীয়া (ইসলামী রাষ্ট্রের বিধর্মী মহিলা প্রজা) নারী হয় তবে তাহার প্রতি যিনার অপবাদ লাগানো সগীরা গুনাহ। ইহা দ্বারা অপবাদ প্রদানকারীর উপর 'হদ' (শরীআতের নির্ধারিত শাস্তি) ওয়াজিব হইবে না। আর যদি মুসলিম দাসীদের উপর যিনার অপবাদ দেয় তবে অপবাদ দানকারীর

উপর ধমকমূলক শাস্তি (تعزير) হইবে, 'হদ' ওয়াজিব হইবে না। তবে এই বিষয়টির ফায়সালা ইমাম তথা বিচারকের ইজতিহাদের সহিত সম্পর্কিত। আর যদি কোন পবিত্র মুমিন পুরুষ ব্যক্তির উপর মিথ্যা যিনার অপবাদ লাগানো হয় তবে ইহাও কবীরা গুনাহ এবং অপবাদ প্রদানকারীর উপর 'হদ' ওয়াজিব হইবে।

এখানে একটি প্রশ্ন হয়, সতী সাধ্বী নারী ও সৎ পুরুষ উভয়ের প্রতি যিনার মিথ্যা অপবাদ প্রদানকারীর উপর 'হদ' ওয়াজিব হইবে, তবে আলোচ্য হাদীছে المحصنات। (সতী সাধ্বী নারী)-এর সহিত বিশেষত্ব প্রদানপূর্বক উল্লেখ করার কারণ কি? ইহার দুইটি কারণ হইতে পারে। (এক) কুরআন মজীদের আয়াতের অনুকরণে المحصنات। । (সতী সাধ্বী নারীদের)কে বিশেষত্ব প্রদানপূর্বক উল্লেখ করা হইয়াছে। (দুই) সাধারণতঃ নারীদের প্রতিই যিনার মিথ্যা অপবাদ লাগানো হইয়া থাকে। এই কারণেই সতী সাধ্বী নারীদের কথা বিশেষত্বসহ উল্লেখ করা হইয়াছে। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। (ফতহুল মুলহিম)

বিভিন্ন রিওয়ায়তের সমন্বয়

আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে যে, জঘন্য কবীরা গুনাহ সাতটি। অন্য এক রিওয়ায়তে তিনটি, আর কোন রিওয়ায়তে চারটি। ইহার কারণ হইতেছে যে, এই সকল গুনাহ সর্বাপেক্ষা মারাত্মক কবীরা গুনাহ এবং অধিক সংঘটিত হইয়া থাকে। বিশেষ করিয়া জাহিলিয়্যাত যুগে এই সকল গুনাহ অধিক হইত। অতঃপর এক হাদীছ শরীফে আরও একটি কবীরা গুনাহের উল্লেখ করা হইয়াছে যে, নিজ পিতা-মাতাকে গালি খাওয়ানো। অন্য এক হাদীছে চুগলখোরী তথা পরসমালোচনা এবং পেশাব হইতে অপবিত্রতার কথা উল্লেখ হইয়াছে। আর সহীহ মুসলিম ছাড়া অন্যান্য হাদীছের কিতাবসমূহে মিথ্যা কসম খাওয়া এবং বায়তুল্লাহের সম্মান ক্ষুন্ন করার কথাও উল্লেখিত হইয়াছে। এই সকল হাদীছ শরীফসমূহের সমন্বয়ে বিশেষজ্ঞ ওলামায়ে কিরাম বলিয়াছেন যে, কবীরা গুনাহসমূহ এইগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে বরং আরও অনেক কবীরা গুনাহ রহিয়াছে। হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত যে, তাঁহার নিকট কোন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কবীরা গুনাহ কি সাতটি? তিনি উত্তরে বলিলেন, সাত হইতে সত্তর পর্যন্ত বরং সাতশত পর্যন্ত। (শরহে নবভী)

١٦٩ حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللّٰهِ وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ نَعَمْ يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ -

হাদীছ-১৬৯ঃ (ইমাম মুসলিম [রহঃ] বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহঃ)। তিনি--হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আল-আস (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ কোন ব্যক্তির পক্ষে স্বীয় পিতা-মাতাকে গালমন্দ করা কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ) (বিস্ময়ে) আরয করিলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! কোন ব্যক্তি কি স্বীয় পিতা-মাতাকে গালমন্দ করিতে পারে? তিনি ইরশাদ করিলেন, হ্যাঁ (করিতে পারে, এইভাবে যে) কোন ব্যক্তি অন্য কাহারও পিতাকে গালি দেয় প্রতি উত্তরে সেও তাহার পিতাকে গালি দেয়। আর কেহ অন্য কাহারও মাতাকে গালি দেয় প্রতি উত্তরে সেও তাহার মাতাকে গালি দেয়। (কাজেই তাহার নিজের পিতা-মাতার প্রতি বর্ষিত গালি যেহেতু তাহার প্রদত্ত গালিরই প্রতিক্রিয়া সেহেতু প্রকারান্তরে সে যেন নিজেই নিজের পিতা-মাতাকে গালি দিল)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

আলোচ্য হাদীছ শরীফে কবীরা গুনাহের তালিকায় "পিতা–মাতাকে গালি দেওয়ার" বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করা হইয়াছে। কুরআন মজীদের স্থানে স্থানে পিতা–মাতার সহিত উত্তম আচরণের জোর তাকীদ করা হইয়াছে এবং তাহাদেরকে কষ্ট দেওয়া হইতে বাঁচিয়া থাকিবার প্রতি কঠোর নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। অধিকন্তু যাহারা পিতা–মাতাকে কষ্ট দেয় তাহাদের প্রতি কঠিন শাস্তির প্রতিজ্ঞা বর্ণিত হইয়াছে। অত্র হাদীছ শরীফে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি সতর্ক করা হইয়াছে যাহার দিকে সাধারণতঃ মানুষ গাফিল ও বেখবর থাকে– যাহাকে মুর্খতার ভ্রূভঙ্গ ইঙ্গিত বলা যায় যে, সে স্বীয় পিতা–মাতাকে যেন নিজেই গালি দেয় এবং গালমন্দ করে যাহা আল্লাহ তা'আলার নিকট মারাত্মক গুনাহ। মর্ম এই যে, সরাসরি তো নিজ পিতা–মাতাকে গালি দেওয়ার মত মানুষের সংখ্যা অল্পই হইয়া থাকে। এই কারণেই সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ) আশ্চর্যান্বিত হইয়া আরয করিলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! কোন ব্যক্তি কি নিজ পিতা–মাতাকে গালি দিতে পারে? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে বলিলেনঃ হ্যাঁ, বস্তুতঃ চরিত্রবান ভদ্র মানুষেরা তো অশ্লীল কথা মুখ হইতে নিসৃতই করে না। আর অভদ্ররাও সাধারণতঃ নিজ পিতা–মাতাকে গালি দেওয়ার অশুভ আচরণ অবলম্বন করে না বটে কিন্তু সে উহার কারণ হইয়া দাঁড়ায়। ফলে প্রত্যক্ষভাবে গালি দেওয়া না হইলেও পরোক্ষভাবে গালি দেওয়া হয়। মানুষের স্বভাবগত চরিত্র হইতেছে যে, ক্রোধ হইয়া কোন ব্যক্তি অন্য কাহারও পিতা–মাতাকে গালি দিয়া বসে আর প্রতি উত্তরে সেও তাহার পিতা–মাতাকে গালি দেয়। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রথম ব্যক্তি স্বীয় পিতা–মাতাকে গালি খাওয়ানোর কারণ হওয়ায় সে যেন নিজেই নিজের পিতা–মাতাকে গালি দিল। আর সে এই কর্মের দ্বারা নিজ পিতা–মাতার অসন্তুষ্টি কুড়ায়। মুসলিমকে গালি দেওয়া ফিসক ও গুনাহ। আর এই গুনাহের সহিত মাতা–পিতাকে কষ্ট দেওয়ার কবীরা গুনাহ একত্রিত হইয়া কবীরা গুনাহের জঘন্যতা বৃদ্ধি করিয়াছে। কাজেই ইহার ব্যাখ্যা عقوق الوالدين (পিতা–মাতার নাফরমানী) দ্বারা করা যায়। (পিতা–মাতার নাফরমানী–এর বিষয়ে বিস্তারিত ১৬৫ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।) উল্লেখ্য যে, মানুষের ইজ্জত সম্মান খোদ তাহার হাতেই রহিয়াছে। কাহাকেও গালি দেওয়া আর উহার জবাবে গালি খাওয়া যে কত বড় আহমকী ও বোকামী তাহা ভাবিয়া দেখা উচিৎ। কারণ সে যদি অন্যের পিতা–মাতাকে গালি দেওয়া হইতে নিজেকে বিরত রাখিত তবে অন্যের কি প্রয়োজন রহিয়াছে অযথা তাহার পিতা–মাতাকে গালি দিবে।

অত্র হাদীছে পিতা–মাতার সম্মান ও মর্যাদা এবং বুযুর্গী ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রকাশ পাইয়াছে। সকলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক যাহার সহিত মানুষের সম্বন্ধ প্রয়োজন হয়, উহার মধ্যে সর্বাধিক দয়ার্দ্রতা, মুহাব্বত, মেহেরবাণী ও অপরকে নিজ হইতে শ্রেষ্ঠতর ভাবিবার বস্তু তাহার পিতা–মাতা হয়। পিতা–মাতা স্বীয় সন্তান–সন্ততির আরাম–আয়েশ, সুস্থতা, নিরাপত্তা ও উন্নতির লক্ষ্যে বড় হইতে বড় উৎসর্গ হইতেও পশ্চাদপসরণ করেন না। পিতা–মাতা স্বীয় সন্তান–সন্ততির অসংখ্য প্রয়োজন পূরণের যিম্মাদার হয়ে এবং তাহাদের প্রত্যেক মুসীবত স্বীয় মস্তকে বহন করিবার জন্য প্রস্তুত থাকেন।

যেই উদ্দেশ্যহীন এবং এখলাসপূর্ণ মুহাব্বত ও দয়ার্দ্রতার প্রকাশ পিতা–মাতার পক্ষ হইতে হয় উহার পরিশোধ মানব শক্তির বহির্ভূত। এই কারণেই আল্লাহ তা'আলা মানুষকে স্বীয় পিতা–মাতার পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়াছেন। বিশেষভাবে ঐ সময়, যখন পিতা–মাতা বৃদ্ধ ও দুর্বল হইয়া পড়েন এবং স্বীয় সন্তানদের সাহায্য গ্রহণের প্রয়োজন হয় তখন সন্তানদের উপর ফরয যে, যথাসম্ভব তাঁহাদের শ্রান্তি ও আরামের জন্য যাহা কিছু করার সবকিছুই করিবার চেষ্টা করা।

সৌভাগ্যবানদের চাহিদা তো ইহাই যে, পিতা–মাতার ইন্তেকালের পরেও তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিবে। মিশকাত শরীফে হযরত আবূ সাইয়্যেদ সায়েদী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর পার্শ্বে বসা ছিলাম। এমন সময় তাঁহার নিকট বনী সালমা গোত্রের এক ব্যক্তি আগমন করিয়া আরয করিলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! পিতা–মাতার সহিত সদ্ব্যবহার করার কি কার্যতঃ কোন পদ্ধতি

অবশিষ্ট থাকে যে, তাঁহাদের ওফাতের পরে আমি উহা পূর্ণ করি? ইরশাদ করিলেনঃ হ্যাঁ, তাঁহাদের নামাযে জানাযা পড়, তাহাদের জন্য মাগফিরাতের দু'আ কর, তাঁহাদের পরে তাহাদের অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ কর এবং আত্মীয়তার চাহিদা তাঁহাদের লক্ষ্যে পূরণ কর এবং তাঁহাদের বন্ধু–বান্ধব ও সহকর্মীদের সম্মান কর। এই সকল কার্য অবলম্বনের মাধ্যমে তাঁহাদের ওফাতের পরও তাঁহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করা হয়।

গালি–এর প্রতি উত্তরে গালি না দেওয়া উত্তম

السب। অর্থ গালি। ইমাম গাযযালী (রহঃ) বলেন, السب। হইতেছে যে, স্পষ্ট বাক্যাবলী দ্বারা অন্য কাহারও সম্পর্কে মন্দ বস্তুসমূহে সম্বোধন করা। আর ইহাতে অধিকাংশই অশ্লীল ও উহার অনুরূপ শব্দ ব্যবহার করা হয়। কারণ কুলুষ ও দুশ্চরিত্র লোকদের উচ্চারিত কতক স্পষ্ট অশ্লীল বাক্যাবলী রহিয়াছে যাহা তাহারা গালি দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহার করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে ভদ্র ও চরিত্রবান লোকগণ উহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক থাকেন। অশ্লীল কথা মুখ হইতে বাহির করেন না। তাহারা ক্রোধ হইলে বেশীর চাইতে বেশী ইঙ্গিতবহ তাচ্ছিল্য প্রকাশক শব্দ ব্যবহার করেন।

অশ্লীল গালি ব্যবহারের উদ্দেশ্য হয়তঃ অন্যকে কষ্ট দেওয়া বা উহা তাহাদের স্বভাবগত। কেননা ফাসিক, মন্দ, কুলুষদের স্বভাব–প্রকৃতি হইতেছে কথায় কথায় গালি দেওয়া।

এক হাদীছ শরীফে বর্ণিত হইয়াছে–

قال اعرابى لرسول الله صلى الله عليه وسلم اوصنى فقال عليك بتقوى الله وان امرء عيرك بشئ يعلمه فيك فلا تعيره بشئ تعلمه فيه يكن وباله عليه واجره لك ولا تسبن شيئا قال فما سببت شيئا بعده۔

অর্থাৎ "একজন বেদুঈন ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর নিকট আরয করিলেন যে, আমাকে কিছু উপদেশ দিন। উত্তরে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেনঃ বিশেষভাবে তুমি তাকওয়া পরহেজগারী অবলম্বন কর। আর যদি কোন ব্যক্তি এমন বস্তু উল্লেখপূর্বক তোমাকে লজ্জা দেয় যাহা তোমার মধ্যে আছে উহা সে জানে, তবে প্রতি উত্তরে তুমি তাহাকে এমন কোন বস্তু উল্লেখপূর্বক লজ্জা দিও না যাহা তাহার মধ্যে আছে এবং উহা তুমি জান। ফলে উহার মন্দ পরিণামসমূহ তাহার উপর পতিত হইবে। আর (ধৈর্য্যধারণের কারণে) তুমি উহার ছাওয়াব লাভ করিবে। আর তোমরা কাহাকেও গালি দিও না।" বেদুঈন লোকটি বলেনঃ এই উপদেশ শ্রবণের পর আমি কাহাকেও গালি দেই নাই।

অন্য হাদীছে বর্ণিত আছেঃ

قال عياض بن حماد قلت يارسول الله ان الرجل من قومى يسبنى وهو دونى هل على من بأس ان انتصر منه فقال المستبان شيطانان يتعاونان يتهاتران۔

অর্থাৎ "হযরত আয়্যায বিন হাম্মাদ (রাযিঃ) বলেনঃ আমি আরয করিলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি আমাকে গালি দেয় এবং সে আমার পশ্চাতে লাগিয়াই আছে। এখন আমার পক্ষে কি কোন ক্ষতি আছে যে, আমিও উহার বদলা দেই (অর্থাৎ প্রতি উত্তরে তাহাকে গালি দেই)। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে বলিলেনঃ পরস্পর গালি প্রদানকারীদ্বয় উভয়ই একে অপরের প্রতি মিথ্যা অভিযোগে সাহায্যকারী শয়তান।"

আল্লামা আয–যুবাইদী (রহঃ) স্বীয় 'শরহুল এহ্ইয়া' কিতাবে লিখেন যে, উপরোক্ত হাদীছ (المستبان। شيطانان۔) দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, গালি–এর প্রতি উত্তরে গালি দেওয়া নাজায়েয। তিনি আরও বলেন,

অনুরূপ অন্যান্য যাবতীয় গুনাহের কর্মেও ইহা প্রযোজ্য অর্থাৎ গুনাহের প্রতি উত্তরে গুনাহ কর্ম নাজায়েয। তবে হত্যার পরিবর্তে কিসাস এবং জরিমানা শরীআতের বিধান। ইহা দ্বারা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জান সংরক্ষিত হয়।

একদল বিশেষজ্ঞ বলেনঃ মিথ্যা অবলম্বন ব্যতীত মন্দের প্রতি উত্তরে সমপরিমাণ মন্দ জায়েয আছে। তবে মন্দের প্রতি উত্তরে মন্দ অবলম্বনের যে নিষেধ বর্ণিত হইয়াছে, উক্ত নিষেধ দ্বারা তানযীহী জাতীয় নিষেধ মর্ম। অবশ্য গাল-মন্দের প্রতি উত্তর গাল-মন্দ না হওয়াই উত্তম। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি গাল-মন্দের প্রতি উত্তরে সমপরিমাণ গাল-মন্দ করে তবে সে গুনাহগার হইবে না। যেমন হাদীছ শরীফে বর্ণিত হইয়াছেঃ

قال النبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم المستبان ما قالا فعلی البادی حتی یتعدی المظلوم

অর্থাৎ "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ পরস্পর গালি প্রদানকারীদ্বয় উভয়ই যাহা বলে, আরম্ভকারীর উপরই উহার ক্ষতিসমূহ পতিত হইবে যতক্ষণ পর্যন্ত না যাহাকে গালি দেওয়া হইয়াছে সে সীমা অতিক্রম করে (অর্থাৎ আরম্ভকারী ব্যক্তি হইতে অধিক মন্দ বলে।) (ফতহুল মুলহিম)

ফায়দাঃ আল্লামা নববী (রহঃ) বলেনঃ আলোচ্য হাদীছ শরীফ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, যে ব্যক্তি কোন কার্যের কারণ হয় সে ব্যক্তির সহিত উক্ত কার্যটির সংযোগ করা বৈধ। কেননা, খোদ সে গালি দেয় নাই কিন্তু সে যেহেতু উহার কারণ হইয়াছে সেহেতু গালি দেওয়ার সংযোগ তাহার সহিত করা হইয়াছে।

আলোচ্য হাদীছ শরীফ দ্বারা আরো প্রমাণিত হয় যে, যাহা মন্দ কার্যের কারণ হয় উহাও মন্দ। কাজেই আঙ্গুরের রস ঐ ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করা জায়েয নাই, যে মদ্য প্রস্তুত করে এবং মরণাস্ত্র ঐ ব্যক্তির নিকট বিক্রয় জায়েয নাই, যে ডাকাতি করে। অনুরূপ অন্যান্য কার্যেও প্রযোজ্য। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। (শরহে নববী)

١٧٠ **حدثنا** أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا سُفْيَانُ كِلَاهُمَا عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ -

হাদীছ-১৭০ঃ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বাক্র বিন আবী শায়বা, মুহাম্মদ বিন মুছান্না এবং ইবন বাশ্শার (রহঃ)। তাহারা---শো'বা হইতে, (সূত্র পরিবর্তন) এবং আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহঃ)। তিনি---হযরত সা'আদ বিন ইব্রাহীম (রাযিঃ) হইতে এই সনদে উপরোক্ত হাদীছ শরীফের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

بَابُ تَحْرِيْمِ الْكِبْرِ وَبَيَانِهِ

অনুচ্ছেদঃ অহংকার হারাম হওয়া এবং উহার বিবরণ

١٧١ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاِبْرَاهِيْمُ بْنُ دِيْنَارٍ جَمِيْعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمَّادٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ فُضَيْلٍ الْفُقَيْمِيِّ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ النَّخَعِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ قَالَ رَجُلٌ اِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ اَنْ يَكُوْنَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً قَالَ اِنَّ اللّٰهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ۔

হাদীছ—১৭১ঃ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না, মুহাম্মদ বিন বাশ্‌শার ও ইব্রাহীম বিন দীনার (রহঃ)। তাহারা···হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেনঃ যাহার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার[১] থাকিবে সে (প্রথমে) জান্নাতে প্রবেশ করিবে না। (তখন মজলিসে উপস্থিত) এক ব্যক্তি[২] আরয করিলেন, লোক পছন্দ করে যে, তাহার পোষাক উত্তম হউক এবং পাদুকা সুন্দর হউক (ইহাও কি অহংকার?) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (জবাবে) বলিলেনঃ আল্লাহ তা'আলা অতি সুন্দর, তিনি সৌন্দর্যকে ভালবাসেন। (কাজেই মনোরম ও সুন্দর পোষাক পরিধান করা অহংকার নহে বরং) অহংকার হইল (দম্ভভরে) সত্যকে অস্বীকার করা[৩] এবং অন্যান্য মানুষকে ঘৃণা করা।[৪]

টীকা—১. من كبر - كبر (অহংকার) এবং عجب (আত্মগর্ব) এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য হইতেছে যে, কোন ব্যক্তি অন্যের দিকে লক্ষ্য না করিয়া আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত ইহসানকে ভুলিয়া নিজেকে মহতি গুণের অধিকারী বলিয়া ধারণা করাকে 'ওজব' অর্থাৎ আত্মগর্ব বলে। আর যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার ইহসানকে ভুলিয়া সৎ গুণাবলীতে নিজেকে অন্যের তুলনায় শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করে এবং অন্যকে ঘৃণা করে তবে উহা 'কিবৃর' অর্থাৎ অহংকার। এই দুইটি নিকৃষ্ট স্বভাব, যাহা যাবতীয় ইবাদত বন্দেগী ও নেক আ'মালকে ধ্বংস করিয়া দেয়। অধিকন্তু বহু অসৎ স্বভাব যেমন ক্রোধ, হিংসা ও লোভ ইত্যাদি আন্তরিক জটিল রোগের উৎপত্তি ঘটায়।

ইমাম গাযযালী (রহঃ) বলেনঃ 'কিবৃর' দুই প্রকার। যদি কিবর অর্থাৎ অহংকারের প্রভাব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হইতে প্রকাশিত হয় তবে উহাকে 'তাকাব্বুর' বলে। আর যদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হইতে প্রকাশ না হইয়া কেবল নফস ও অন্তরের মধ্যে সীমিত থাকে তবে উহাকে 'কিবৃর' বলে। উভয়ই জঘন্য কবীরা গুনাহ। (ফতহুল মুলহিম)

টীকা—২. قال رجل এক ব্যক্তি আরয করিলেন। এই ব্যক্তি হইলেন হযরত সাওয়াদ বিন আমর আল-আনসারী (রাযিঃ)। (ফতহুল মুলহিম)

টীকা—৩. بطر الحق - بطر হইতেছে অত্যধিক নিয়ামত প্রাপ্তির দরুণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হওয়া, সদর্পে পদক্ষেপ করা, অহংকার করা, গর্বভরে প্রতারণা করা। আর بطر الحق এর অর্থ অহংকার করতঃ হক ও সত্যকে গ্রহণ না করা। আর بطر الشئ এর অর্থ কোন বস্তুকে অপছন্দ করা অথচ উক্ত বস্তু অপছন্দ করার উপযোগী নহে। আর بطر النعمة এর অর্থ মুর্খতা বা অহংকারভরে তুচ্ছ মনে করা, ঘৃণা করা এবং অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

টীকা—৪. غمط الناس - غمط শব্দটি শেষ অক্ষর ط বর্ণ দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে যাহার অর্থ লোকদিগকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য মনে করা, ঘৃণা করা। সহীহ মুসলিম শরীফের সকল নুসখা অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম আবু দাউদও (রহঃ) ও ইহা এই বর্ণের সহিত রিওয়ায়ত করিয়াছেন। কিন্তু ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (রহঃ) غمط শব্দের " ط " বর্ণের স্থলে " ص " বর্ণ অর্থাৎ غمص রিওয়ায়ত করিয়াছেন। অবশ্য غمط এবং غمص উভয় শব্দের অর্থ একই। (নববী)

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

অহংকার হইতেছে কুফর ও শিরকের শাখা। আর উহার বিশ্বাসগত চরম পর্যায় কুফর। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

فَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ قُلُوْبُهُمْ مُّنْكِرَةٌ وَّهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ ۝

অর্থাৎ "অতএব যাহারা আখিরাতের প্রতি ঈমান আনে না, তাহাদের অন্তরসমূহ (ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত বিষয়াদি) অমান্য করিতেছে এবং তাহারা অহংকার করিতেছে।" (সূরা নাহল-২২)

তবে বিশ্বাসগত ঈমানের সহিত আমলগত কুফরী তথা অহংকার একত্রিত হইতে পারে। (বিস্তারিত হাদীছ নং ১৫২ এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। কাজেই ঈমানের সহিত অহংকার কবীরা গুনাহসহ যদি কোন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে তবে তাহার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাধীন রহিয়াছে। তিনি ইচ্ছা করিলে গুনাহ পরিমাণ জাহান্নামের শাস্তি প্রদানের পর অথবা ক্ষমার মাধ্যমে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করিবেন। সুতরাং অহংকারী মুমিন ব্যক্তি মুত্তাকী পরহেযগার মুমিন ব্যক্তিগণের সহিত প্রাথমিক জান্নাত লাভে বঞ্চিত হইবে।

আল্লামা আবদুল হক মুহাদ্দিছে দেহলভী (রহঃ) স্বীয় 'মাযাহিরে হক' কিতাবে আলোচ্য হাদীছের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন যে, অত্র হাদীছ শরীফ দ্বারা পরিষ্কারভাবে অনুধাবিত হয় যে, ঈমান এবং অহংকার কখনও একত্রিত হইতে পারে না। আর এই মাসআলাখানাও জ্ঞাত যে, অহংকার এবং গর্ব যাবতীয় মন্দের মূল। 'কিব্‌র' অর্থাৎ অহংকার-এর অর্থ হইল নিজেকে নিজে বড় মনে করা এবং এই ধারণা করা যে, আমার চাইতে শ্রেষ্ঠ অন্য কেহ নাই। যেই অন্তরে এই অহমিকা প্রবেশ করিয়াছে বাহ্যতঃ যে সে আল্লাহ তা'আলাকে মানিবে না আর না তাঁহার মনোনীত রসূলকে। আর যাহা কিছু বুঝিবে সে তবে ইহাই বলিবে যে, যাহা কিছু আছে তাহা আমিই।

অভিশপ্ত ইবলিস হইতে সর্বপ্রথম যেই গুনাহটি প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা এই অহংকার ও আত্মম্ভরিতার গুনাহ। যাহার ফলশ্রুতিতে সে আল্লাহ তা'আলার রহমত হইতে বিতাড়িত হইয়া অভিশপ্তের মালা পরিয়াছে।

স্বয়ংসম্পূর্ণ মহাশক্তিধর ব্যতীত অন্য কাহারও অহংকার করার অধিকার নাই। আর সৃষ্টির যাবতীয় বস্তুই পরমূখাপেক্ষী। কাজেই আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত এই গুণ অন্য কাহারও মধ্যে বিদ্যমান থাকিতে পারে না। আর আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কাহারও পক্ষে তাহা প্রকাশ করিতে যাওয়াও ধৃষ্টতা। বস্তুতঃ অহংকার আল্লাহ তা'আলার খাস তথা বিশেষ সিফাত। এই সিফাত সৃষ্টির কোন বস্তুকে দেওয়া হয় নাই। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

سَاَصْرِفُ عَنْ اٰيٰتِىَ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ؕ

অর্থাৎ "আমি এমন লোকদিগকে আমার নির্দেশাবলী হইতে বিমূখই করিয়া রাখিব যাহারা ভূমণ্ডলে অহংকার করে যাহা করিবার কোন অধিকার তাহাদের নাই।" (সূরা আ'রাফ-১৪৬)

কেননা নিজেকে বড় বুঝিবার অধিকার কেবল তাঁহারই রহিয়াছে যিনি বাস্তবে বড়। আর তিনি হইতেছেন একক আল্লাহ তা'আলার সত্তা।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ ۝

অর্থাৎ "নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা অহংকারীদেরকে পছন্দ করেন না।" (সূরা নাহল-২৩)

হাদীছে কুদসীতে আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ বর্ণিত হইয়াছেঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

الكبرياء ردائى والعظمة ازارى فمن نازعنى فى واحد منهما ادخله نار جهنم -

অর্থাৎ "বড়ত্ব আমার চাদর এবং মহত্ব আমার তহবন্দ। সুতরাং এতদুভয়ের যে কোন একটি নিয়া যে ব্যক্তি আমার সহিত টানাটানিতে লিপ্ত হইবে আমি তাহাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করিব।"

এক হাদীছে বর্ণিত হইয়াছেঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে, হযরত নূহ আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম ওফাতের সময়কালে স্বীয় দুই সাহেবজাদাকে আহবান করেন এবং বলেনঃ আমি তোমাদিগকে দুইটি বিষয়ের অসীয়ত করিতেছি, (ক) লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু এবং (খ) সুবহানাল্লাহি ওয়া-বিহাম্‌দিহি অধিক হারে পাঠ করার এবং দুইটি বস্তু হইতে নিষেধ করিতেছি, (ক) শিরক এবং (খ) অহংকার হইতে।

হযরত ওমর (রাযিঃ) বলেনঃ অত্যাচারী ও অহংকারী আলেম হইও না। ইহাতে তোমাদের মূর্খতা দূর হইবে না। আর এই প্রকার ইলম তোমাদের কোন উপকারেও আসিবে না।

আলোচ্য হাদীছ শরীফে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, যাহার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার থাকিবে সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে না। ইরশাদ শ্রবণের পর পবিত্র মজলিসে উপস্থিত সাহাবাগণের মধ্যে একজন সাহাবা (রাযিঃ) রূপ-সৌন্দর্য অবলম্বন করা অহংকারের পর্যায়ভুক্ত কি না এই বিষয়ে দ্বিধা-সন্দেহে পতিত হইয়া রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পাক খিদমতে আরয করিলেন যে, মানুষ চায় যে স্বীয় পোষাক পরিচ্ছদ ও পাদুকা ইত্যাদি মূল্যবান মনোরম হউক। তবে কি ইহাতে তাহার অন্তরে অহংকার রহিয়াছে? প্রশ্নের ধারায় বুঝা গিয়াছে যে, উক্ত সাহাবী (রাযিঃ)-এর নিকট মূল্যবান মনোরম বস্তুসমূহ ব্যবহারের কামনা এবং অহংকার এতদুভয়ের মধ্যকার পার্থক্যের বিষয়টি পরিষ্কার ছিল না। তাই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে এতদুভয়ের মধ্যকার পার্থক্য বর্ণনা করিয়া দিলেন যে, পোষাক-পরিচ্ছদ মনোরম কামনা করা অহংকারের অন্তর্ভূক্ত নহে বরং এই সকল সুন্দর বস্তু। আর সুন্দর বস্তুসমূহকে পছন্দ করা তো পবিত্রতার নিদর্শন। কেননা মহান আল্লাহ তা'আলা খোদ অতি সুন্দর। তিনি সুন্দরকে ভালবাসেন। কাজেই মনোরম ও উত্তম বস্তুসমূহের পছন্দ করা মন্দ হইতে পারে না। অধিকন্তু অপচয় ব্যতীত সামর্থ্য মুতাবিক আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত নিয়ামতের শুকরিয়া প্রকাশার্থে মূল্যবান, সুন্দর ও উত্তম পোষাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়।

আল্লামা হাফিয (রহঃ) স্বীয় 'ফতহুল বারী' কিতাবে লিখিয়াছেনঃ শরীআতের প্রমাণাদি দ্বারা প্রমাণিত যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত নিয়ামতসমূহ প্রকাশপূর্বক শুকরিয়া আদায়ের লক্ষ্যে এবং যেই সকল ব্যক্তিবর্গ এই প্রকার মূল্যবান পোষাক পরার ক্ষমতাবান নহেন তাহাদিগকে তুচ্ছ মনে না করিয়া মুবাহ জাতীয় রূপ-সৌন্দর্যপূর্ণ মূল্যবান পোষাক-পরিচ্ছদ পরায় কোন ক্ষতি নাই। যদিও উহা যেইরূপই উচ্চ মানের মূল্যবান মনোরম পোষাক হউক না কেন।

ইমাম তিরমিযী (রহঃ) স্বীয় 'জামি' তিরমিযী' শরীফে হযরত আমর বিন শুয়াইব (রহঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন। তিনি তাহার পিতা (শুয়াইব) হইতে, তিনি তাঁহার (আ'মরের) পিতামহ হইতে মরফূ হাদীছ বর্ণনা করেন যে,

ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده -

অর্থাৎ "নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ইহা পছন্দ করেন যে, স্বীয় বান্দার প্রতি প্রদত্ত নিয়ামতসমূহ সে প্রকাশ করুক।"

'মুসনাদে ইবন হাব্বান' এবং 'মুসনাদে হাকিম' কিতাবদ্বয়ে হযরত আওফ বিন মালিক আল-জাসমী (রাযিঃ)

হইতে বর্ণিত, তিনি তাঁহার পিতা (হযরত মালিক আল-জাস্‌মী (রাযিঃ)) হইতে বর্ণনা করেনঃ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ورآه رث الثياب اذا اتاك الله مالا فليرا اثره عليك -

অর্থাৎ "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে পুরাতন পোষাক পরিধেয় অবস্থায় প্রত্যক্ষ করিয়া বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা যখন তোমাকে সম্পদের প্রাচুর্য দান করিয়াছেন তখন উচিত তোমার মধ্যে আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত নিয়ামতসমূহের নিদর্শন প্রকাশ হওয়া।" অর্থাৎ আর্থিক সামর্থের উপযুক্ত মূল্যবান ও উত্তম পোষাক পরা চাই যাহাতে দুঃস্থ ও অনাথ লোকেরা দেখিয়া তোমাকে সম্পদশালী বলিয়া চিনিতে পারে এবং আর্থিক সাহায্যের আবেদন করিতে পারে। অবশ্য অপচয় তরক এবং মহৎ উদ্দেশ্য-এর পক্ষপাতিত্ব বাঞ্ছনীয়।

'রুহুল মাআনী' গ্রন্থে আছে যে, ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) এমন একখানা চাদর ব্যবহার করিতেন যাহার মূল্য চারশত দীনার ছিল। আর তিনি স্বীয় অনুসারীগণকে মনোরম পোষাক পরার জন্য হুকুম দিতেন।

অনুরূপ ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) রূপ-সৌন্দর্যপূর্ণ মূল্যবান পোষাক পরিতেন এবং বলিতেন যে, আমার স্ত্রী ও বাঁদীসমূহ রহিয়াছে। ফলে আমি তাহাদের জন্য রূপ-সৌন্দর্য অবলম্বন করি যাহাতে তাহারা অন্য দিকে দৃষ্টি না করে।

ফকীহগণ বলেন, মনোরম ও উত্তম পোষাক ব্যবহার করা মুস্তাহাব। প্রমাণ হইতেছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদঃ

ان الله تعالى اذا انعم على عبد احب ان يرى اثر نعمته عليه -

অর্থাৎ "নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা যখন কোন বান্দার প্রতি নিয়ামত দান করেন তখন ইহা খুবই পছন্দনীয় যে, তাহার প্রতি প্রদত্ত আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতসমূহের নিদর্শন প্রকাশ করা।"

কতক বিশেষজ্ঞ প্রশ্নাকারে বলেন যে, হযরত ওমর (রাযিঃ) কি এমন একখানা জামা পরিতেন না, যাহাতে অনুরূপ তালি ছিল? উহার উত্তর এই যে, তাঁহার কাজে হিকমত রহিয়াছে। কারণ তিনি ছিলেন আমীরুল মুমিনীন। তাঁহার অধীনে বহু কর্মকর্তা ও কর্মচারী রহিয়াছে যাহারা তাঁহাকে অনুসরণ করে। আর অনেক সময় তাহাদের সম্পদের অভাব হইবে তখন তাহারা মুসলমানদের সম্পদ অবৈধভাবে ব্যবহার করিবে। (ফতহুল মুলহিম)

সুতরাং অপচয় হইতে বাঁচিয়া শরীআতের অনুমোদিত মূল্যবান মনোরম পোষাক পরিধান করা 'কিব্‌র' তথা অহংকার নহে। বস্তুতঃ 'কিব্‌র' হইতেছে ন্যায় ও সত্যকে অস্বীকার করা এবং অন্যান্য লোকদিগকে তুচ্ছ ও ছোট মনেকরা।

এক হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে-হযরত সাবিত বিন কায়স বিন শাম্মাস (রাযিঃ) আরয করিলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি স্বভাবগত রূপ-সৌন্দর্য পছন্দ করি এবং নিজেও সাজ-সজ্জা গ্রহণ করিয়া থাকি। ইহা কি অহংকার? জবাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ না, ইহা অহংকার নহে বরং অহংকার হইতেছে হক ও সত্যকে অপছন্দ করা, অস্বীকার করা এবং অন্যান্য লোকদিগকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা, অথচ তাহারা তোমারই ন্যায় আল্লাহ তা'আলার বান্দা অথবা তাহারা তোমার তুলনায় শ্রেষ্ঠও হইতে পারে।

অহংকার কুফ্‌র হইতেও মারাত্মক এবং হক গ্রহণে সর্বাধিক প্রতিবন্ধক

এক দিক দিয়া বিচার করিলে অহংকার কুফর হইতেও মারাত্মক অন্তরের ব্যাধি। কেননা কুফরও বস্তুতঃ 'কিব্‌র' তথা অহংকার হইতে উৎপন্ন হয় এবং অহংকার সৃষ্টি হয় আমিত্ব হইতে। কুরআন মজীদের বহু আয়াত উহার জ্বলন্ত প্রমাণঃ

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنتُم بِهِ كَافِرُونَ

অর্থাৎ "দাম্ভিকেরা মুমিনগণকে বলে যে, তোমরা যেই কথায় বিশ্বাস কর আমরা তাহা নিশ্চিতরূপে প্রত্যাখ্যান করি।" (সূরা আ'রাফ-৭৭)

ইবলিসকে এই তাকাব্বুরই কাফির ও শয়তানে পরিণত করিয়াছে। এই সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَٰفِرِينَ

অর্থাৎ "সে অমান্য করিল এবং অহংকার করিল, ফলে সে কাফিরদের দলভুক্ত হইল।" (সূরা বাকারা-৩৪)

কবি বলেনঃ تکبر عزازیل را خوار کرد ۔ بزندان لعنت گرفتار کرد ۔

অর্থাৎ "অহংকার আযাযীলকে লাঞ্ছিত করিয়াছে, অভিশাপের বন্দীশালায় করিয়াছে গ্রেফতার।"

এই কদর্য অভ্যাসের কারণে মানুষ হক ও সত্য কথা গ্রহণ হইতে বঞ্চিত হয় এবং আল্লাহ তা'আলার নির্দেশাবলী ও আহকামে শরীআতের মা'রিফাত হইতে অন্ধ হইয়া যায়।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ

অর্থাৎ "এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক অহংকারী স্বৈরাচারী ব্যক্তির অন্তরের উপর মোহর মারিয়া দেন।" (সূরা মুমিন-৩৫)

আল্লামা মুফতী শফী (রহঃ) স্বীয় 'মাআরিফুল কুরআন'-এ অত্র আয়াতের তফসীরে লিখেন যে, ফেরাউন ও হামানের অন্তর যেমন হযরত মূসা (আঃ) ও মুমিন ব্যক্তির নসীহতে প্রভাবান্বিত হয় নাই, এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক অহংকারী স্বৈরাচারীর অন্তরে মোহর মারিয়া দেন। ফলে উহাতে ঈমানের নূর প্রবেশ করে না এবং সে ভাল-মন্দের মধ্যে পার্থক্য করিতে পারিবে না।

এই কারণেই বলা হয় যে, কিব্‌র তথা অহংকার কুফরের শাখা। আর অহংকারের সহিত যেই সকল গুনাহের সম্পর্ক থেকে উহাকে শয়তানী গুনাহ বলা হয় যাহার মন্দ পরিণাম পশুসুলভ গুনাহ হইতেও অধিক জঘন্য। এইজন্যই ইরশাদ হইয়াছে- الغيبة اشد من الزنا ۔

অর্থাৎ "গীবত ব্যভিচার হইতেও জঘন্য।"

এই শয়তানী গুনাহ হইতে তাওবা-এর তাওফীক কম হয়। কারণ ইহার মন্দাবলীর প্রতি দৃষ্টি পড়ে না। আর পশুসুলভ গুনাহের মন্দাবলী প্রকাশ্য। গুনাহকারী নিজেই উহাকে মন্দ মনে করে, যদিও অসাবধানতা এবং শয়তান কর্তৃক প্ররোচিত হইয়া উহাতে লিপ্ত হয়। অবশ্য পরে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয় যাহা মূলতঃ তাওবা। কেননা তাওবার বড় শর্ত লজ্জিত হওয়া তো অন্ততঃ বিদ্যমান থাকে। অতঃপর অন্যান্য শর্তসমূহ অর্থাৎ গুনাহ হইতে পৃথক হওয়া এবং ভবিষ্যতে এই গুনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হওয়া ইত্যাদি শর্তসমূহ পূরণকরতঃ তাওবা করা সহজ হয়। (উম্মুল আমরায লি আল্লামা যাকারিয়া [রহঃ])

অহংকারের পার্থিব ও পারলৌকিক অপকারিতা

নিজেকে নিজে উচ্চ মর্যাদাশীল এবং সম্মানিত ধারণা করা অর্থাৎ নফসের পূজা করা এমন একটি মন্দ সিফত তথা গুণ যাহা মানুষকে অনেক লাঞ্ছিত ও অপমানিত করে। অহংকারীদের প্রতি লোকেরা অসন্তুষ্ট থাকে এবং শত্রু মনে করে। মোট কথা এই দুর্ভাগা গুণের কারণে কেবল এই আযাবই নহে যে, জান্নাত হইতে বঞ্চিত হইবে বরং দুনইয়াতেও বড় কষ্ট এবং মুসিবতে নিপতিত হইবে।

কিয়ামত দিবসে মহান রাব্বুল আলামীন অহংকারীদের প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে তাকাইবেন না। এই সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ

ثلاثة لايكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولهم عذاب اليم - شيخ زانٍ وملك جائر وعائلٌ مستكبر -

অর্থাৎ "কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলা তিন শ্রেণীর লোকদের সহিত কথা বলিবেন না এবং তাহাদের প্রতি কোনরূপ (রহমতের) দৃষ্টিও করিবেন না। অধিকন্তু তহাদের জন্য রহিয়াছে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি। (এক) বৃদ্ধ ব্যভিচারী, (দুই) অত্যাচারী বাদশাহ এবং (তিন) নিঃস্ব অহংকারী।"

সূরা নাহলের আয়াত "নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা অহংকারীদেরকে পছন্দ করেন না।" ইহা ব্যাপক বলা হইয়াছে। উভয় জগতেই উহা প্রযোজ্য। আখিরাতে যেমন জাহান্নামের শাস্তিতে পতিত হইবে তদ্রুপ দুনইয়াতেও অসম্মান–লাঞ্ছনার জিন্দিগী কাটাইতে হইবে।

হযরত হাতিম (রহঃ) বলিয়াছেনঃ তিনটি বস্তু হইতে সর্বদা দূরে থাকিবে যাহাতে এই তিনটি দোষসহ মৃত্যুবরণ না হয়। বস্তুত্রয় হইতেছেঃ অহংকার, লোভ এবং দম্ভ। কেননা অহংকারীকে আল্লাহ তা'আলা ততক্ষণ পর্যন্ত দুনইয়া হইতে আহবান করেন না, যতক্ষণ না তাহাকে দুনইয়ার নীচাশয় ও দুর্বৃত্ত শ্রেণীর লোকদের দ্বারা অপমানিত ও বেইয্যত করেন। লোভীকে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা এই দুনইয়া হইতে আহবান করেন না, যতক্ষণ না সামান্য পানাহারের ব্যাপারে চূড়ান্তভাবে গত্যন্তরহীন না করেন। তেমনিভাবে দাম্ভিককেও ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা এই দুনইয়া হইতে আহবান করেন না, যতক্ষন না পংকিলতা ও কালিমায় তাহাকে নিমজ্জিত করেন।

এক হাদীছ শরীফে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ

الكرم التقوى والشرف التواضع واليقين الغنى -

অর্থাৎ "মান–সম্মান নিহিত রহিয়াছে আল্লাহ ভীরুতার মধ্যে। মর্যাদা ও কৌলিন্য নিহিত রহিয়াছে বিনয় ও নম্রতার মধ্যে এবং অমূখাপেক্ষিতা নিহিত রহিয়াছে দৃঢ় বিশ্বাসের মধ্যে।"

অন্য এক হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে বিনয়ী হয়, আল্লাহ তা'আলা তাহাকে উচ্চ মর্যাদা দান করেন। হাদীছ শরীফে কেবল আখিরাতের মর্যাদার কথা বলা হয় নাই বরং উভয় জগতের কথা বলা হইয়াছে। বিনয়–নম্রতার বিপরীত হইল অহংকার। কাজেই অহংকারের পরিণামে দুনইয়া ও আখিরাতের লাঞ্ছনা অবধারিত। ফলে অহংকারীকে ভূমণ্ডলে কেহই ভালবাসে না। কেহই তাহাকে অন্তর দিয়া শ্রদ্ধা করে না। তাহার দুঃখে দুঃখিত হওয়া তো দূরের কথা বরং আনন্দিত হয়। এমনকি অহংকারী ব্যক্তিকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করার জন্য অন্যান্য লোকেরা সুযোগের সন্ধানী হয়. সুযোগ পাইলেই তাহাকে লাঞ্ছিত করে।

হযরত ওমর (রাযিঃ) বলেনঃ বান্দা যখন বিনয়ী হয় তখন আল্লাহ তা'আলা তাহার মর্যাদা উচ্চ করেন, আর যখন সে অহংকারী হয় তখন তাহাকে পদদলিত করেন। আর আল্লাহ তা'আলা তাহাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, লাঞ্ছিত হও। অতঃপর সে নিজ দৃষ্টিতে বড় হইলেও অন্যের দৃষ্টিতে অপমানিত হয়। এমনকি মনুষ্য দৃষ্টিতে শুকর হইতেও নিকৃষ্ট হইয়া যায়।

জনৈক তত্ত্বজ্ঞানী কবি বলেনঃ "দম্ভ–অহংকার কেবল আহমক ব্যক্তিরাই করিতে পারে। তুমি যদি অবহিত হইতে যে, অহংকারের মধ্যে কি ধ্বংসাত্মক বিষ গোপনীয় রহিয়াছে তাহা হইলে তুমি কখনও অহংকার করিতে না। বস্তুতঃ অহংকার যেমন মানুষের দ্বীন–ধর্মকে বরবাদ করিয়া দেয় তেমনি বুদ্ধি–বিবেক ও ইয্যত–সম্মানকে বিনাশ করিয়া দেয়।"

বস্তুতঃ দম্ভ-অহমিকা নিতান্ত নিম্ন শ্রেণীর ব্যক্তিরাই করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে বিনয় ও নম্রতা কেবল তাহারাই অবলম্বন করে যাহারা অভিজাত ও উচ্চ মর্যাদাশীল। -(মুকাশাফাতুল কুলুব লি ইমাম গাযযালী ও অন্যান্য)

'জামীল' শব্দের মর্ম

ان الله جميل يحب الجمال. "নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা অতি সুন্দর, তিনি সৌন্দর্যকে ভালবাসেন।" হাদীছ শরীফের এই বাক্যে উল্লেখিত " جميل " শব্দের অর্থ কামূস অভিধানে লিখিত আছে যে, স্বভাবগত সৌন্দর্য ও চরিত্রগত সৌন্দর্য উভয় হিসাবে সুন্দর এবং প্রকৃষ্টতার নাম 'জামীল'।

ইমাম রাগিব ইসফাহানী (রহঃ) বলেনঃ সৌন্দর্যের আধিক্যের নাম জামাল (جمال)। উহা দুই প্রকার। **একঃ** ঐ সৌন্দর্য (جمال) যাহা মানুষের নফস তথা আত্মা, শরীর ও কর্মের সহিত সংশ্লিষ্ট। **দুইঃ** ঐ সৌন্দর্য যাহা তাঁহার সত্তা হইতে অন্যান্যদের পর্যন্ত পৌঁছে। আল্লাহ তা'আলার দিকে যেই সৌন্দর্য্যের সংযোগ ان الله جميل يحب الجمال এর মধ্যে করা হইয়াছে, উহা সৌন্দর্য جمال এর দ্বিতীয় প্রকার। আর ইহা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য যে, আল্লাহ তা'আলা অনেক অনুগ্রহ ও দয়া স্বীয় বান্দাদের প্রতি করেন। কাজেই বান্দাদের মধ্যে সেই বান্দা আল্লাহ তা'আলার নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয় যে অনুগ্রহ পৌঁছাইবার গুণ এবং যথাসাধ্য লোকদের কল্যাণ পৌঁছাইবার গুণে গুণান্বিত হয়। (তাজুল উরুস)

'রুহুল মা'আনী' গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে, আকৃতির দিক দিয়া ভাল ও সুন্দর হওয়ার মর্ম হইতেছে, দেহ-সৌষ্ঠব এবং সাজ-সজ্জা হওয়া এবং চরিত্রের দিক দিয়া ভাল ও সুন্দর হইতেছে, মানুষের মনঃপূত ও পছন্দসই গুণাবলীর বাহক হওয়া।

আল্লামা নববী (রহঃ) বলেনঃ আলোচ্য হাদীছে উল্লিখিত جميل (অতি সুন্দর) শব্দের মর্মার্থ নির্ণয়ে বিশেষজ্ঞ ওলামায়ে কিরামের বিভিন্ন অভিমত রহিয়াছে। কেহ কেহ উহার মর্ম এই বর্ণনা করিয়াছেন যে, আল্লাহ তা'আলার যাবতীয় কর্ম ও গুণাবলী অতি সুন্দর (جميل) অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, প্রকৃষ্ট ও উত্তম এবং তাঁহার অনেক সুন্দর নাম ও সিফাত রহিয়াছে। আর যাবতীয় সৌন্দর্য, গুণাবলী এবং কামাল তথা চরমোৎকর্ষ কেবল তাহার মধ্যেইবিদ্যমানরহিয়াছে।

আবুল কাসিম কুশাইরী (রহঃ) বলেন جميل শব্দের অর্থ جليل অর্থাৎ বুযুর্গ।

আবূ সুলায়মান আল-খাত্তাবী (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, جميل শব্দের অর্থ নূরানী এবং উজ্জ্বল্য অর্থাৎ তিনি উজ্জ্বল্য ও সজীবতার মালিক।

আর কেহ কেহ বলেনঃ তাঁহার যাবতীয় কর্মাবলী অতি সুন্দর (جميل) যে, তিনি তাঁহার বান্দাদের প্রতি রহমতের দৃষ্টি করেন এবং কষ্ট দেন সামান্য ও সহজ কার্যাদির, অথচ উহার ছাওয়াব প্রদান করেন অনেক গুণ বেশী। (ফতহুল মুলহিম, শরহে নববী)

আল্লাহ তা'আলার জন্য 'জামীল' সিফতি নাম প্রয়োগ করা জায়েয

জামীল (جميل) এমন নাম যাহা সহীহ হাদীছে আল্লাহ তা'আলার জন্য আসিয়াছে। তবে এই হাদীছ খবরে ওয়াহিদ। আর আসমাউল হুসনা-এর হাদীছেও এই নাম বর্তমান রহিয়াছে। তবে এই হাদীছের সনদে কথা আছে। অবশ্য সহীহ ইহা যে, আল্লাহ তা'আলার জন্য 'জামীল' নাম প্রয়োগ করা জায়েয।

কতক বিশেষজ্ঞ ওলামায়ে কিরাম আল্লাহ তা'আলার জন্য 'জামীল' নাম প্রয়োগ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। কারণ 'জামীল' নাম প্রয়োগের ব্যাপারে অকাট্য দলীল নাই।

ইমাম আবুল মা'আলী ইমামুল হারামাইন (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহ জাল্লাজালালুহু-এর যেই সকল নাম ও

সিফাত শরীআতে বর্ণিত হইয়াছে, আমরা উহা প্রয়োগ করিব এবং যাহা হইতে শরীআত নিষেধ করিয়াছে, উহা প্রয়োগ করা হইতে বিরত থাকিব। আর যেই সকল নাম ও সিফাত শরীআতে বর্ণিত হয় নাই উহা প্রয়োগ করা জায়েয অথবা না জায়েয এই বিষয়ে কোন হুকুম দিব না। কারণ আহকামে শরীআত 'নস' (অর্থাৎ কুরআন ও হাদীছ) দ্বারা প্রমাণিত হয়। কাজেই যেই সকল নাম ও সিফাত শরীআতে আল্লাহ তা'আলার জন্য প্রয়োগ করে নাই উহার প্রয়োগের ব্যাপারে যদি আমরা জায়েয অথবা না জায়েয বলিয়া হুকুম প্রদান করি তাহা হইলে আমরা শরীআতের হুকুম ব্যতীত একটি হুকুম করিলাম। তিনি আরো বলেনঃ অতঃপর কোন নাম ও সিফাত আল্লাহ তা'আলার জন্য প্রয়োগ করা জায়েয হইবার জন্য অকাট্য দলীল (دليل قطعى - অর্থাৎ কুরআন মজীদের আয়াত অথবা হাদীছে মুতাওয়াতির) অত্যাবশ্যক নহে বরং ঐ দলীল যথেষ্ট যাহা দ্বারা কার্য ওয়াজিব হয়, যদিও ইলম ওয়াজিব না করে (অর্থাৎ খবরে ওয়াহিদ যথেষ্ট)। অবশ্য উহাতে কিয়াসের কোন দখল নাই।

(ইমামুল হারামাইনের কথা সমাপ্ত)

কামাল, জালাল তথা আড়ম্বর, জামাল এবং মদাহ তথা প্রশংসা সম্বলিত গুণাবলী প্রকাশক এমন নাম ও গুণসমূহ যাহা আল্লাহ তা'আলার নাম ও গুণসমূহের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার বিষয়টি শরীআতে বর্ণিত হয় নাই এবং নিষেধও করা হয় নাই ঐ সকল মর্যাদাপূর্ণ নাম ও গুণাবলী আল্লাহ তা'আলার জন্য প্রয়োগ করা যাইবে অথবা যাইবে না এই বিষয়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বিশেষজ্ঞ ওলামায়ে কিরামের মতবিরোধ রহিয়াছে। একদল বিশেষজ্ঞ ওলামা বলেন যে, উহার প্রয়োগ জায়েয আছে। অপর একদল বিশেষজ্ঞ উহা নিষেধ করিয়াছেন যতক্ষণ না শরীআতের অকাট্য দলীল যেমন কুরআন মজীদের আয়াত অথবা হাদীছে মুতাওয়াতির অথবা ইজমায়ে উম্মত পাওয়া যাইবে। (নববী)

'সিরাজুল ওহ্হাজ' কিতাবে আছে যে, আল্লাহ জাল্লাজালালুহু–এর নাম ও গুণসমূহের প্রয়োগের ক্ষেত্রে অপেক্ষা (توقف -) করা সহীহ অর্থাৎ যে সকল নাম ও সিফাত শরীআতে বর্ণিত হইয়াছে উহার প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয়। আর নিজের পক্ষ হইতে নতুন নাম ও সিফাত নির্মাণ করা ভাল নহে যদিও উহার অর্থ উত্তম হয়। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

আল্লাহ তা'আলার নাম ও সিফাত যাহা খবরে ওয়াহিদ দ্বারা প্রমাণিত উহা প্রয়োগ করা জায়েয।

আল্লাহ তা'আলার নাম ও সিফাত তথা গুণাবলী যাহা খবরে ওয়াহিদ দ্বারা প্রমাণিত উহা প্রয়োগের বিষয়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বিশেষজ্ঞ ওলামায়ে কিরামের মধ্যে মতানৈক্য রহিয়াছে। এক জামাআত বিশেষজ্ঞ উহা জায়েয বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তাহারা বলেন, দু'আ ও ছানা হইতেছে আমলের বিষয়। আর খবরে ওয়াহিদ দ্বারা প্রমাণিত দ্বীনী বিষয়াদির উপর আমল করা জায়েয। অপর জামাআত বিশেষজ্ঞ উহা জায়েয নহে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কেননা আল্লাহ তা'আলার জন্য প্রয়োগ জায়েয অথবা নাজায়েয ইহা আকীদার বিষয়। আর উহা কেবল অকাট্য প্রমাণ দ্বারাই প্রমাণিত হয়।

কাযী আয়্যায (রহঃ) বলেনঃ সহীহ ও সঠিক ইহা যে, উহার প্রয়োগ জায়েয। কারণ ইহা আমলের অন্তর্ভুক্ত। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا

অর্থাৎ "আর আল্লাহ তা'আলার জন্য ভাল ভাল নামসমূহ রহিয়াছে। কাজেই সেই নামসমূহ দ্বারাই আল্লাহ তা'আলাকে ডাকিবে।" –(সূরা আরাফ–১৮০) (শরহে নববী)

۱۷۲ ـ حَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ كِلَاهُمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ قَالَ مِنْجَابٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرِيَاءٍ ـ

হাদীছ—১৭২ঃ (ইমাম মুসলিম [রহঃ] বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মিনজাব বিন হারিছ আত–তামীমী (রহঃ) ও সুওয়াদ বিন সাঈদ (রহঃ)। তাহারা উভয়ই---হযরত আবদুল্লাহ (বিন মাসউদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ এমন কেহ (চিরকালের জন্য) জাহান্নামে প্রবেশ করিবে না যাহার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান থাকিবে। আর এমন কেহ (প্রথমে) জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না যাহার অন্তঃকরণে সরিষার দানা পরিমাণ অহংকার থাকিবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

আল্লামা শাহ আবদুল হক মুহাদ্দিছে দেহলভী (রহঃ) স্বীয় 'মাযাহিরে হক' কিতাবে লিখেন যে, ঈমান সর্বপ্রথম ইহাই শিক্ষা দেয় যে, হে মানব জাতি! তোমরা মহান প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার সামনে মস্তক অবনত কর, মুখে ঈমানের স্বীকৃতি প্রদান কর এবং অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস রাখ যে, আমার মধ্যে না কোন সামর্থ আছে আর না কোন শক্তি। আমি আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে পুরাপুরি সহায়হীন, অসমর্থ ও অভাবী। অবশ্য যে কেহ এতখানি মানিয়া লইতে সক্ষম হইয়াছে সে যাবতীয় অহমিকার মূল কর্তন করিয়া দিয়াছে, অহংকার ও আত্মগর্ব বিনাশ হইয়া গিয়াছে। অতঃপর সে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর যাবতীয় ইরশাদাবলী মান্য করিবে, কুরআন মজীদের বাণী মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিবে, উহাতে বর্ণিত আহকাম যথাযথ আমল করিবে এবং নিষেধকৃত বস্তুসমূহ হইতে দূরে থাকিবে। সুতরাং যাহার অন্তরে এই বিষয়টি দৃঢ়তা লাভ করিয়াছে সে জানিয়া বুঝিয়া কখনও কোন প্রকার গুনাহ করিতে পারিবে না।

আল্লামা বদরে আলম মুহাজিরে মক্কী (রহঃ) স্বীয় 'তরজমানুস সুন্নাহ' কিতাবে আলোচ্য হাদীছের ব্যাখ্যায় লিখেন যে, অত্র হাদীছ শরীফ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মুমিন যতই নিম্ন স্তরের হউক না কেন কিন্তু সেও নিজ গুনাহের আযাব ভোগ করিবার পর পরিশেষে জাহান্নাম হইতে পরিত্রাণ পাইবে। ঈমান যদিও আল্লাহ তা'আলার সহিত একটি চুক্তির নাম কিন্তু অন্তঃকরণে উহার একটি হাকীকত তথা মূলতত্ত্বও হইয়া থাকে যাহাকে উহার বাহ্যিক অস্তিত্ব বলা হয়। আর এই হাকীকত কাহারও অন্তঃকরণে পাহাড় তুল্য হইয়া থাকে আর কাহারও অন্তঃকরণে সরিষার দানা পরিমাণ। কিন্তু উক্ত হাকীকত বিদ্যমান থাকা অবস্থায় কোন ব্যক্তি জাহান্নামে থাকা সম্ভব নহে। ইহা দ্বারা অনুমান করা সম্ভব যে, মহাশক্তিধর পরম করুণাময়ের বিচারালয়ে ঈমানের সম্মান–মর্যাদা ও মূল্য কতখানি। পক্ষান্তরে কুফর ও শিরক। শিরক যাহার অন্তরে বিদ্যমান থাকিবে সে আল্লাহ তা'আলার জান্নাতের নিকটবর্তীও হওয়া সম্ভব নহে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ـ

অর্থাৎ "নিশ্চয় যাহারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং উহার প্রতি অহংকার প্রদর্শন করে, তাহাদের জন্য আকাশের দরজাসমূহ খোলা হইবে না এবং তাহারা কখনও জান্নাতে যাইবে না, যে পর্যন্ত না সূঁচের ছিদ্র পথ দিয়া উষ্ট্র চলিয়া যায়।" (সূরা আরাফ–৪০)

সূঁচের ছিদ্র পথে উষ্ট্র চলিয়া যাওয়া যেমন অসম্ভব তেমন অহংকারী কাফির মুশরিকের জান্নাতে প্রবেশ করাও অসম্ভব। অর্থাৎ তাহারা চিরস্থায়ী জাহান্নামী হইবে। ইহা দ্বারা শিরকের মন্দাবলী অনুমান করা যায়। এই কারণেই জান্নাত এবং জাহান্নামে বন্টন, ঈমান এবং কুফরের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়, আমলের ভিত্তিতে নহে।

এই প্রকার হাদীছ শরীফসমূহ দ্বারা মু'তাযিলা ও মুরজিয়া (ভ্রান্ত) সম্প্রদায়দ্বয়ের আকীদা খণ্ডন হইয়া যায়। মুরজিয়া ভ্রান্তদের আকীদা হইতেছে, ঈমান গ্রহণের পর আমলের কোন প্রয়োজন নাই। তাহাদের অভিমত সঠিক হইলে গুনাহগার মুমিনকে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করিতে হইত না। অথচ আলোচ্য হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, গুনাহগার মুমিন গুনাহ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিলে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। কাজেই ইহা দ্বারা মুরজিয়াদের আকীদা খণ্ডন হইয়া গিয়াছে। অনুরূপ মু'তাযিলা ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের আকীদাও খণ্ডন হইয়া গিয়াছে। কেননা এই প্রকার হাদীছসমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, গুনাহগার মুমিন চিরস্থায়ী জাহান্নামী হইবে না। অথচ মু'তাযিলা সম্প্রদায় তাহাদের ব্যাপারেও চিরস্থায়ী জাহান্নামী হওয়ার অভিমত পোষণকারী।

বস্তুতঃ ন্যায় ও সত্য ইহা যে, আ'মাল চূড়ান্ত পর্য্যায়ের জরুরী বস্তু, কিন্তু যদি কাহারও অন্তঃকরণে ঈমানের কোন অণু বিদ্যমান থাকে তবে আ'মাল অবর্তমানের কারণে যদিও তাহার শাস্তি ভোগ করিতে হইবে কিন্তু পরিশেষে এই অণু পরিমাণ ঈমানের বদৌলতেও তাহার পরিত্রাণ হইবে। ঈমান চাই যতই দুর্বল হউক না কেন জাহান্নামে থাকা সম্ভব নহে। পক্ষান্তরে কুফর যতই হালকা হউক না কেন জান্নাতে প্রবেশ অসম্ভব। আল্লাহ তা'আলার বিচারালয়ে মানুষের শ্রেণী কেবল দুইটি, মুসলিম এবং কাফির। তাই তাহাদের জন্য দুইটিই বাসস্থান জান্নাত এবং জাহান্নাম। (তরজমানুস সুন্নাহ ২য় খণ্ড–৯৮, ৯৯)

আল্লামা নববী (রহঃ) বলেনঃ لا يدخل النار الخ ("সরিষার দানা পরিমাণ ঈমানের অধিকারী জাহান্নামে প্রবেশ করিবে না।") দ্বারা মর্ম ইহা নহে যে, মুমিন জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করিবে না বরং উদ্দেশ্য ইহা যে, কাফিরদের ন্যায় চিরস্থায়ী এবং চিরকাল জাহান্নামের আযাব ভোগ না করা অর্থাৎ দুর্বল ঈমানের অধিকারী মুমিন ব্যক্তিও স্বীয় মন্দ আ'মালের শাস্তি ভোগ করিবার পর জাহান্নাম হইতে মুক্তি পাইয়া জান্নাতে যাইবে। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মুমিন চিরকাল জাহান্নামে থাকিবে না। তাহাছাড়া ইহা দ্বারা আরো প্রতীয়মান হয় যে, ঈমান কম–বেশী হয়। আর অত্র হাদীছ শরীফে যে বর্ণিত হইয়াছেঃ "যে ব্যক্তির অন্তঃকরণে এক সরিষার দানা পরিমাণ দাম্ভিকতা ও অহংকার বিদ্যমান থাকিবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে না।" ইহা দ্বারা মর্ম ইহা যে, সে প্রথমে জান্নাতে প্রবেশ করিবে না। অর্থাৎ যেইরূপে মুত্তাকী পরহেযগার মুমিনগণ প্রথমে জান্নাতে প্রবেশ করিবে সেইরূপ অহংকারী প্রথমে জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না বরং অহংকার কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মুমিন ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাধীনে রহিয়াছে। তিনি ইচ্ছা করিলে গুনাহ পরিমাণ শাস্তি প্রদানের পর অথবা ক্ষমার মাধ্যমে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দিবেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। (নববী)

١٧٣ **وحدثنا** مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ نَا أَبُوْدَاوُدَ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ –

হাদীছ–১৭৩ঃ (ইমাম মুসলিম [রহঃ] বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন বাশ্‌শার (রহঃ)। তিনি---হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেনঃ যে ব্যক্তির অন্তঃকরণে অণু পরিমাণ অহংকার থাকিবে সে ব্যক্তি (প্রথমে) জান্নাতে প্রবেশ করিবে না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

পার্থিব জগতে যে সকল লোক দাম্ভিকতা ও অহংকারীতায় অতিবাহিত করিতে থাকে সে সকল লোক নিজেদের বড়ত্বের সামনে কাহাকেও পরওয়া করে না এবং কাহারও প্রতি সুনযরে দৃষ্টি করে না বরং অন্যান্য সকলকেই ঘৃণা ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ধারণা করে। এই প্রকার অহংকারীরা আখিরাতে কঠোর আযাব ভোগ করিবে। যদিও ঈমানের বদৌলতে সেও কোন না কোন সময় জাহান্নামের আযাব হইতে পরিত্রাণ পাইবে। কিন্তু দাম্ভিকতার শাস্তি যে কত মারাত্মক কঠোর হইবে সে সম্পর্কে নিম্নোক্ত হাদীছ শরীফ দ্বারা সহজেই অনুমান করা সম্ভব।

হযরত আমর বিন শোয়েব (রহঃ) নিজ পিতা হইতে দাদার মাধ্যমে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রিওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ নিজেকে নিজে বড় ধারণাকারী দাম্ভিক ও অহংকারী মানুষদের কিয়ামত দিবসে বাহ্যতঃ তো মানবাকৃতিতে উত্থিত করা হইবে, কিন্তু তাহাদের শরীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিপিলিকার ন্যায় হইবে। যে স্থানেই যাইবে সে স্থানেই অপদস্থ ও লাঞ্ছনা ব্যতীত কিছুই পাইবে না। তাহাদেরকে টানিয়া জাহান্নামের একটি বন্দীশালার দিকে লইয়া যাওয়া হইবে। তাহাদের পান করার জন্য পানির পরিবর্তে জাহান্নামীদের যখম ফোঁড়ার পুঁজ ও দুর্গন্ধময় রক্ত প্রদান করা হইবে।

আল্লামা নববী (রহঃ) বলেনঃ আলোচ্য হাদীছ শরীফের প্রকৃত মর্মার্থ নির্ণয়ে বিশেষজ্ঞ ওলামায়ে কিরামের বিভিন্ন অভিমত রহিয়াছে। ইমাম খাত্তাবী (রহঃ) দুইভাবে উহার তাবীল তথা ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন, (এক) ইহা দ্বারা মর্ম ঐ ব্যক্তি, যে ঈমান গ্রহণে সামান্যও অভিমান করে এবং ঈমান গ্রহণ না করিয়াই মৃত্যুবরণ করে তবে সে কখনও জান্নাতে প্রবেশ করিবে না। (দুই) অহংকার কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মুমিন ব্যক্তি যখন জান্নাতে প্রবেশ করিবে তখন তাহার অন্তঃকরণে সরিষার দানা পরিমাণও অহংকার থাকিবে না অর্থাৎ অন্তকরণে অহংকার থাকার কারণে জাহান্নামের শাস্তি প্রদানপূর্বক অহংকার হইতে মুক্ত করিয়া জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করা হইবে। কেননা গুনাহগার মুমিন গুনাহ পরিমাণ শাস্তি ভোগের পর অবশেষে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ

"অর্থাৎ "আর তাহাদের অন্তঃকরণে যে সকল মলিনতা থাকিবে আমি উহা অপসৃত করিয়া দিব।"

(সূরা আ'রাফ-৪৩)

অর্থাৎ জান্নাতী লোকগণের অন্তরে পরস্পর কোন কারণবশতঃ পার্থিব জগতে স্বভাবগতভাবে যে সকল মালিন্যতা ও দুঃখ ছিল, তাহা আমি তাহাদের অন্তর হইতে অপসারণ করিয়া দিব। ফলে তাহারা হিংসা-দ্বেষ, শত্রুতা ও ঘৃণামুক্ত পারস্পরিক সম্প্রীতি ও ভালবাসার মধ্যে জান্নাতে যাইয়া বসবাস করিবে।

আল্লামা নববী (রহঃ) বলেনঃ ইমাম খাত্তাবী (রহঃ)-এর প্রদত্ত উভয় তাবীল তথা ব্যাখ্যা অযৌক্তিক ও অগ্রহণীয়। কেননা তাহার এই তাবীল তথা ব্যাখ্যার দ্বারা হাদীছ শরীফের আসল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। হাদীছ শরীফ-এর মূল উদ্দেশ্য হইতেছে অহংকার হইতে সতর্ক করা যাহাতে উম্মত অহংকার ও কবীরা গুনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকে। কাজেই হাদীছ শরীফের সঠিক ব্যাখ্যা উহাই যাহা আল্লামা কাযী আয়্যায (রহঃ) এবং ওলামায়ে মুহাক্কিকীন (রহঃ) অবলম্বন করিয়াছেন। তাহাদের ব্যাখ্যা হইতেছে যে, অহংকারী জান্নাতে প্রবেশ করিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে অহংকার ও আত্মগর্বের পরিণাম তথা জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করিবে। অথবা যদি সে পরিণাম ফল প্রাপ্ত হয় তবে পরিণাম ফল ইহাই যে, সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে না।

আর কতক বিশেষজ্ঞ বলেন যে, সে মুত্তাকীগণের সহিত প্রাথমিক জান্নাত লাভ হইতে বঞ্চিত হইবে। কারণ যখন মুত্তাকীগণ বাধাহীনভাবে প্রথমেই জান্নাতে প্রবেশ করিবেন তখন কবীরা গুনাহকারীর স্বীয় গুনাহ বাধা হইয়া দাঁড়াইবে। অতঃপর সে গুনাহ পরিমাণ জাহান্নামের শাস্তি ভোগের পর অথবা করুণাময়ের ক্ষমার মাধ্যমে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। (নববী)

باب الدليل على من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وان من مات مشركا دخل النار
অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সহিত অন্য কাহাকেও শরীক না করিয়া মৃত্যুবরণ করিয়াছে সে ব্যক্তি জান্নাতী হইবার এবং যে ব্যক্তি মুশরিক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিয়াছে সে জাহান্নামী হইবার প্রমাণ

১৭৪ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ نَا اَبِى وَوَكِيعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ وَكِيعٌ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ وَقُلْتُ اَنَا وَمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ ـ

হাদীছ—১৭৪ঃ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদিল্লাহ বিন নুমায়র (রহঃ)—এবং ওকী (রহঃ)—হযরত আবদুল্লাহ (বিন মাসউদ (রাযিঃ)) হইতে বর্ণনা করেন। মুহাদ্দিছ ওকী (রহঃ) (এর সনদে) বলেন[১] রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন এবং ইবন নুমায়র (রহঃ) (এর সনদে) বলেনঃ আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছিঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সহিত অন্য কোন সৃষ্ট বস্তুকে শরীক করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে সে জাহান্নামে প্রবেশ করিবে। আর আমি (আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিঃ)) বলি (যাহা আমি পূর্বে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম—এর নিকট শুনিয়াছিলাম), যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সহিত অন্য কোন সৃষ্ট বস্তুকে শরীক না করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

ঈমানের সহিত শিরকের সংমিশ্রণ বিভিন্ন নক্সা বা দেহাবয়বে হইয়া থাকে এবং উক্ত নক্সাসমূহের মধ্যে বিপদসঙ্কুল নক্সা ইহা যে, মুখে তাওহীদে রব্বানীর দাবীদার হয় বটে কিন্তু তাহার কর্মের প্রতি যদি প্রত্যক্ষ করা হয় তবে দেখা যায় যে, সে কাহাকেও আল্লাহ তা'আলার সহিত শরীক স্থির করিয়াছে। কুরআন মজীদেঃ

وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُوْنَ ـ

টীকা—১. قال وكيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ইমাম মুসলিম (রহঃ) এই বাক্য দ্বারা একটি সূক্ষ্ম বিষয় প্রকাশ করিয়াছেন। অর্থাৎ মুহাদ্দিছ ইবন নুমায়র (রহঃ)—এর সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত রিওয়ায়তে রহিয়াছে যে, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم (আমি ইবন মাসউদ (রাযিঃ)) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি। আর এই প্রকার সনদে বর্ণিত হাদীছ নিঃসন্দেহে মুত্তাসিল হাদীছ। মুত্তাসিল হাদীছ সর্বসম্মত মতে দলীল হিসাবে গৃহীত। আর দ্বিতীয় মুহাদ্দিছ ওকী (রহঃ)—এর সূত্রে হযরত ইবন মাসউদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত রিওয়ায়াতে রহিয়াছে যে, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ইবন মাসউদ (রাযিঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন। এইরূপ সনদসূত্রে বর্ণিত হাদীছ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ওলামায়ে কিরামের মধ্যে মতবিরোধ রহিয়াছে যে, ইহা কি মুত্তাসিল অথবা মুনকাতি তথা মুরসাল হাদীছ। জমহুরে মুহাদ্দিছে কিরামের মতে ইহাও سمعت - (আমি শুনিয়াছি)—এর ন্যায় মুত্তাসিল হাদীছ। আর একদল বিশেষজ্ঞ বলেনঃ উহাকে মুত্তাসিল হাদীছ বলা যায় না যতক্ষণ না উহার স্বপক্ষে কোন দলীল পাওয়া যায়। তাহাদের মতে ইহা মুরসালে সাহাবী হইবে। অবশ্য মুরসালে সাহাবী দলীল হিসাবে গৃহীত হওয়ার বিষয়ে জমহুরে মুহাদ্দিছীনের অভিমত হইতেছে যে, মুরসালে সাহাবী দলীল হিসাবে গৃহীত। যদিও মুরসালে তাবঈ দলীল হিসাবে গৃহীত নহে। এই কারণেই ইমাম মুসলিম (রহঃ) মুত্তাসিল রিওয়ায়ত মুকাদ্দম করিয়াছেন এবং সতর্কতা অবলম্বনে উভয় সনদের পার্থক্যখানা প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন যাহাতে রিওয়ায়ত বিল—মা'আনী না হয়। কারণ রিওয়ায়ত বিল লফয—ই উত্তম। ইহা মুসলিম (রহঃ)—এর হাদীছ বর্ণনায় অত্যধিক সতর্কতা অবলম্বনের প্রমাণ। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। (শরহে নববী, ফতহুল মুলহিম)

(অর্থাৎ "আর অধিকাংশ লোক যাহারা আল্লাহ তা'আলাকে মানিয়াও থাকে কিন্তু এইভাবে যে, তাহারা শিরকও করিয়া থাকে।")–এর মধ্যে অনুরূপ ঈমানের তিরস্কার বর্ণনা করা হইয়াছে। যে ব্যক্তির ঈমানের মধ্যে কোন প্রকার শিরক অন্তর্ভূক্ত হয় উহাকে যদি সহীহ অর্থে প্রত্যক্ষ করা যায় তবে না সে হিদায়াত প্রাপ্ত আর না আখেরাতে নিরাপত্তা ও প্রসন্নতার দৌলত তাহার ভাগ্যে জুটিবে। ঈমান কেবল ঐ আকৃতিতে পূর্ণাঙ্গ নাজাতের উপায় হওয়া সম্ভব যখন উহা শিরকের গন্ধ হইতেও মুক্ত হইবে। এমনকি যে আমল গোপন শিরক তথা রিয়া–এর বাহক হয় উহারও আখেরাতে কোন পদমর্যাদা হইবে না বরং শাস্তি যোগ্য হইবে।

'সুনানে তিরমিযী' শরীফে হযরত আওফ বিন মালিক (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ আমার নিকট আমার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে একজন ফিরিশতা আগমন করতঃ আমাকে দুইটি বিষয়ের একটি অবলম্বন করিবার ইচ্ছাধীন প্রদান করেন যে, যদি আমার ইচ্ছা হয় তবে আমার উম্মতের অর্ধেক জান্নাতে প্রবেশ হইয়া যাওয়ার অথবা যদি ইচ্ছা হয় তাহা হইলে উম্মতের জন্য সুপারিশকে অবলম্বন করার। আমি আমার উম্মতের জন্য সুপারিশ করিবার অধিকারকে পছন্দ করিয়াছি। আর আমার সুপারিশের হকদার প্রত্যেক এমন ব্যক্তিবর্গ হইবে যাহারা একক আল্লাহ তা'আলার সহিত অন্য কোন বস্তুকে অংশীদার সাব্যস্ত না করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। (তরজমানুস সুন্নাহ)

হাদীছ বিশেষজ্ঞগণ শিরকের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলেন যে, শিরক দ্বারা মর্ম হইতেছে আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কাহাকেও আল্লাহ তা'আলার সমান অথবা তাহার তুলনীয় ধারণা করা। উদাহরণতঃ উদ্ভিদ ও পাথরসমূহকে উপাস্য বানানো অথবা অগ্নিকে পূজা করা অথবা চন্দ্র–সূর্য ইত্যাদিকে পূজা করা অথবা কোন মানুষকে আল্লাহ তা'আলার সমান মনে করা এবং এই ধারণা করা যে, তাহারও আল্লাহ তা'আলার ন্যায় মানব জীবনোপায়ের উপর কোনরূপ এখতিয়ার রহিয়াছে এবং তাহার শক্তির মধ্যেও আমাদের প্রয়োজন পূরণ করিবার সামর্থ্য রহিয়াছে। অথচ বাস্তব সত্য ইহা যে, প্রত্যেক বস্তুর স্রষ্টা একক আল্লাহ তা'আলা। সম্মান–অসম্মান, সুখ–দুঃখ ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ের উপর আইনানুগত সর্বশক্তিসম্পন্ন তিনিই। এই কারণেই শিরক যাবতীয় মন্দকার্যাবলীর মূল এবং সকল গুনাহের উৎস। নির্বোধ মানুষ যখন শিরক করে তখন তাহার উদাহরণ এইরূপ হইয়া যায় যে, সে একটি নৌকায় আরোহণ না করিয়া একই সাথে কয়েকটি নৌকায় আরোহণ করে। ফলে তাহার অবস্থা চূড়ান্ত বিপর্যয় এবং পরিণামের লক্ষ্যে ধ্বংসের গভীর গুহায় নিপতিত হওয়া ব্যতীত আর কি হইতে পারে? আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

قلت انا ومن مات لا আমি (আবদুল্লাহ বিন মাসউদ) বলিঃ "আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সহিত অন্য কাহাকেও শরীক না করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিবে সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে।" সহীহ মুসলিম শরীফের অধিকাংশ নুসখায় এইভাবেই রহিয়াছে। অনুরূপ সহীহ বুখারী শরীফেও আছে এবং কাযী আয়্যায (রহঃ) ও অনুরূপই রিওয়ায়ত করিয়াছেন। অর্থাৎ শাস্তির প্রতিজ্ঞার বাক্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর কথা এবং জান্নাতের অঙ্গীকারের বাক্য ইবন মাসউদ (রাযিঃ)–এর কথায় বর্ণিত হইয়াছে। তবে সহীহ মুসলিম শরীফের কোন কোন নির্ভরযোগ্য নুসখায় উহার বিপরীত অর্থাৎ জান্নাতের অঙ্গীকার বাক্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর বাণী এবং শাস্তির প্রতিজ্ঞার বাক্য ইবন মাসউদ (রাযিঃ)–এর কথারূপে বর্ণিত হইয়াছে। যেমন আল্লামা হুমায়দী (রহঃ) স্বীয় 'আল-জামঈ বাইনাস সহীহাইন আন সহীহে মুসলিম' গ্রন্থে এবং আবূ আওয়ানা (রহঃ) স্বীয় 'আল মাখরাজ আলা সহীহে মুসলিম' কিতাবে রিওয়ায়ত করিয়াছেনঃ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله دخل الجنة قلت انا ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار ـ

অর্থাৎ "রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সহিত অন্য কাহাকেও শরীক না করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে।" আমি (আবদুল্লাহ বিন মাসউদ)

বলি, আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সহিত অন্য কোন সৃষ্ট বস্তুকে শরীক করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে সে জাহান্নামে প্রবেশ করিবে।"

· আর হযরত জাবির (রাযিঃ)–এর সূত্রে (পরবর্তী ১৭৫ নং হাদীছে) উভয় বাক্যই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণিত হইয়াছে। অধিকন্তু হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিঃ)–এর সূত্রেও উভয় বাক্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর বাণী হিসাবে বর্ণিত আছে।

সুতরাং আলোচ্য হাদীছ শরীফে হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিঃ) দুইটি বাক্যের একটি (অর্থাৎ শাস্তির প্রতিজ্ঞার বাক্য) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর সহিত সম্বন্ধযুক্ত করিয়া এবং দ্বিতীয়টি (অর্থাৎ জান্নাতের অঙ্গীকার বাক্য)কে নিজের পক্ষে বর্ণনা করিবার কারণ কি?

শারেহ নববী (রহঃ) বলেনঃ হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিঃ) উভয় বাক্যই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর নিকট হইতে শ্রবণ করিয়াছেন। কিন্তু বর্ণনার সময় উভয় বাক্যের একটি দৃঢ়ভাবে স্মরণ ছিল এবং অপরটি দৃঢ়তার সহিত স্মরণ ছিল না। তাই যাহা দৃঢ়তার সহিত স্মরণ ছিল উহাকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর সহিত সম্বন্ধযুক্ত করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং অপরটি নিজের সহিত সম্বন্ধযুক্ত করিয়াছেন। অর্থাৎ বর্ণনা করিবার সময় যখন শাস্তির প্রতিজ্ঞার বাক্য দৃঢ়তার সহিত স্মরণ ছিল তখন কেবল শাস্তির প্রতিজ্ঞার বাক্যকেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর সহিত সম্বন্ধযুক্ত করিয়া রিওয়ায়ত করিয়াছেন এবং জান্নাতের অঙ্গীকার বাক্য পূর্বে শ্রুত হাদীছের ভিত্তিতে নিজের পক্ষে বর্ণনা করিয়াছেন। পক্ষান্তরে যখন জান্নাতের অঙ্গীকার বাক্য দৃঢ়তার সহিত স্মরণ ছিল তখন কেবল জান্নাতের অঙ্গীকার বাক্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর সহিত সম্বন্ধযুক্ত করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং শাস্তির প্রতিজ্ঞার বাক্য পূর্বে শ্রুত হাদীছের ভিত্তিতে নিজের সহিত সম্বন্ধযুক্ত করিয়া বলিয়াছেন। (শরহে নববী)

বলাবাহুল্য, সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ) যখন যেইভাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শুনিতেন সেই মুতাবিকই যথাযথ রিওয়ায়ত করিতেন। এক সময় হয়ত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু শাস্তির প্রতিজ্ঞা বাক্য ইরশাদ করিয়াছেন। তাই ইবন মাসউদ (রাযিঃ) সেই মুতাবিক শুধু শাস্তির প্রতিজ্ঞা বাক্যকেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর বাণীরূপে রিওয়ায়ত করিয়াছেন। আর পূর্বে শ্রুত হাদীছের ভিত্তিতে জান্নাতের অঙ্গীকার বাক্য নিজের পক্ষে বর্ণনা করিয়াছেন। আর অন্য সময় হয়ত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবল জান্নাতের অঙ্গীকার বাক্য ইরশাদ করিয়াছেন। তখন ইবন মাসউদ (রাযিঃ) কেবল জান্নাতের অঙ্গীকার বাক্যই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর বাণীরূপে রিওয়ায়ত করিয়াছেন এবং পূর্বে শ্রুত হাদীছের ভিত্তিতে শাস্তির প্রতিজ্ঞা বাক্য নিজের সহিত সম্বন্ধযুক্ত করিয়াছেন। আর যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সাথে উভয় বাক্য ইরশাদ করিয়াছেন, তখন তিনিও সেই মুতাবিক উভয় বাক্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর ইরশাদরূপে রিওয়ায়ত করিয়াছেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

(অনুবাদক)

১৭৫ **وحدثنا** أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ مَا الْمُوجِبَتَانِ فَقَالَ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ۔

হাদীছ–১৭৫ঃ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বাকর বিন আবী শায়বা ও আবূ কুরায়ব (রহঃ)। তাহারা উভয়ই—হযরত জাবির (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেনঃ এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর পাক খিদমতে উপস্থিত হইয়া আরয করিলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ!

(জান্নাত এবং জাহান্নাম) ওয়াজিবকারী দুইটি বিষয় কি? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে) **বলিলেনঃ** যে ব্যক্তি একক আল্লাহ তা'আলার সহিত অন্য কোন বস্তুকে শরীক না করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সহিত অন্য কোন বস্তুকে শরীক করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে সে জাহান্নামে প্রবেশ করিবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

আল্লামা শাব্বীর আহ্‌মদ ওছ্‌মানী (রহঃ) স্বীয় 'ফতহুল মুলহিম' গ্রন্থে الموجبتان - । (ওয়াজিবকারী অবশ্যম্ভাবী দুইটি বিষয়)–এর ব্যাখ্যায় লিখেন যে, اى الخصلة الموجبة للجنة والخصلة الموجبة للنار অর্থাৎ এমন স্বভাব যাহা মানুষকে অকাট্যভাবে জান্নাতের যোগ্য করে অর্থাৎ জান্নাতী হয় এবং এমন স্বভাব যাহা মানুষকে অপরিহার্যভাবে জাহান্নামের উপযুক্ত করে অর্থাৎ জাহান্নামী হয়।

আল্লামা নববী (রহঃ) বলেন, মুসলমানের মধ্যে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে, মুশরিক চিরস্থায়ী জাহান্নামে প্রবেশ করিবে। আর ইহা ব্যাপক হুকুম। ইয়াহুদী, খ্রীষ্টান, মূর্তিপূজক এবং সকল প্রকার কাফিরের ক্ষেত্রে এই হুকুম। তাহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই অর্থাৎ তাহারা সকলেই চিরস্থায়ী জাহান্নামী। আর একত্ববাদী মুমিনের জান্নাতে যাওয়া নিশ্চিত। অতঃপর একত্ববাদী মুমিন ব্যক্তি যদি কবীরা গুনাহ হইতে মুক্ত হয় তবে প্রথমেই জান্নাতে প্রবেশ করিবে। আর যদি কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণ করে তবে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাধীন রহিয়াছে। তিনি ইচ্ছা করিলে ক্ষমা করিয়া সোজা জান্নাতে নিয়া যাইবেন অথবা গুনাহ পরিমাণ শাস্তি প্রদানের পর জাহান্নাম হইতে মুক্তি দিয়া চিরস্থায়ী জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দিবেন। কিন্তু মুমিন চিরস্থায়ী জাহান্নামে থাকিবে না। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

١٧٦ **وحدثني** أَبُو أَيُّوبَ الْغَيْلاَنِيُّ سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ نَا قُرَّةُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ نَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ دَخَلَ النَّارَ قَالَ أَبُو أَيُّوبَ قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ -

হাদীছ–১৭৬ঃ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ আইয়ূব আল-গায়লানী সুলায়মান বিন ওবায়দিল্লাহ ও হাজ্জাজ বিন শাইব (রহঃ)। তাহারা উভয়ই---হযরত জাবির বিন আবদিল্লাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন। হযরত জাবির বিন আবদিল্লাহ (রাযিঃ) বলেনঃ আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছিঃ যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার সহিত সাক্ষাৎ করিবে যে, সে তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করে নাই, সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। আর যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় তাঁহার সম্মুখে হাযির হইবে যে, সে আল্লাহ তা'আলার সহিত শরীক স্থির করিয়াছে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করিবে। রাবী আবূ আইয়ূব বলেন যে, আবূয যুবায়র হযরত জাবির (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করিয়াছেন।[১]

টীকা–১. قال ابو ايوب قال ابو الزبير عن جابر (রাবী আবূ আইয়ূব (রহঃ) বলেন যে, আবূয যুবায়র (রহঃ) হযরত জাবির (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন।) অত্র বাক্য দ্বারা ইমাম মুসলিম (রহঃ)–এর এই বিষয়টি উল্লেখ করা উদ্দেশ্য যে, মুহাদ্দিছ আবূ আইয়ূব এবং হাজ্জাজ (রহঃ) রাবীদ্বয় হযরত আবূয যুবায়র সূত্রে হযরত জাবির (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত সনদসূত্রে কিছু পার্থক্য রহিয়াছে। পার্থক্য এই যে, শায়খ আবূ আইয়ূব (রহঃ) সনদসূত্রে আবূয যুবায়র عن جابر - (হযরত জাবির (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত) বলিয়াছেন। আর হাজ্জাজ (রহঃ) সনদসূত্রে আবূয যুবায়র حدثنا جابر - (আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হযরত জাবির (রাযিঃ) বলিয়াছেন।) কাজেই حدثنا (আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা

বাকী অংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মানুষকে সৃষ্টিগতভাবে শিরক ও কুফরের মালিন্য হইতে পাক-পবিত্র রাখিয়াছেন। এই কারণে যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সহিত শরীক সাব্যস্ত করে তবে যেহেতু সে প্রকৃতি ও সৃষ্টিগত চাহিদার বিপরীত করে সেহেতু তাহার কোন অপারগতা কোন অবস্থায়ই শ্রবণযোগ্য বিবেচিত হইবে না। কেননা উহার পরিষ্কার মর্ম ইহা যে, সে শয়তানের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়। সারকথা এই যে, চাই সে আল্লাহ তা'আলার সত্তায় কাহাকেও শরীক স্থির করুক বা ইবাদত ও আনুগত্যে যে কোন প্রকৃতির শিরক হউক না কেন? শিরকের সকল প্রকারই সৃষ্টিগতভাবে মানব প্রকৃতির বিপরীত এবং শয়তানের ভ্রুকঞ্চ এবং তাহার অনুসারী। বস্তুতঃ সে রহমানের বান্দা থাকে না বরং তাহাকে শয়তানের দাস বলা হইবে। আর তাহার হাশরও শয়তানের সংগেই হইবে। মানুষ যখন বাহিরের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয় অথবা পিতা-মাতার কুশিক্ষা তাহার সৃষ্টিগত সুন্দর প্রকৃতিকে কদাকৃতিতে রূপান্তর করিয়া দেয় তখন তাহার কাছে শিরকী আকীদা এমন অনুধাবিত হয় যেন ইহাই সৃষ্টিগত স্বভাবের চাহিদা এবং মানুষ ধোকার জালে এমনভাবে আবদ্ধ হইয়া পড়ে যাহা হইতে বাহির হওয়া সম্ভব হয় না। (তরজমানুস্ সুন্নাহ্)

'মুসনাদে আহমদ'-এ এক রিওয়ায়তে বর্ণিত হইয়াছে যে, জলীলুল কদর সাহাবী হযরত মুনার (রাযিঃ)কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দশটি বিষয়ের ওসীয়ত করেন। উহার মধ্যে একটি হইতেছেঃ আল্লাহ তা'আলার সহিত কাহাকেও শরীক স্থির করিবে না। চাই তোমাকে মৃত্যুর ঘাটে পতিত করুক বা জ্বালাইয়া ছাই করিয়া দেউক না কেন।

'জামি তিরমিযী' শরীফে হযরত হারিছ আশআরী (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি কাহাকেও আল্লাহ তা'আলার সহিত শরীক স্থির করিবে সে ব্যক্তির উদাহরণ ঐ দাসের অনুরূপ যাহাকে কোন এক ব্যক্তি একাই স্বর্ণ-রৌপ্যের বিনিময়ে ক্রয় করিয়া তাহাকে বলিয়া দিলেন যে, দেখ, ইহা আমার ঘর এবং ইহা আমার কাজ। তুমি চাকুরী করিয়া উহার পারিশ্রমিক যাহা লাভ করিবে তাহা আমাকে দিতে থাকিবে। অতঃপর উক্ত দাস চাকুরী তো করে, কিন্তু উহার পারিশ্রমিক স্বীয় মুনিবকে প্রদানের স্থলে অন্য কাহাকেও প্রদান করে। এখন বল তো, তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি ইহা পছন্দ করিতে পার, যে স্বীয় দাস এইরূপ হউক?

'বায়হাকী' কিতাবে প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আবূ যার (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেনঃ আল্লাহ তা'আলা নিজ বান্দাদের গুনাহসমূহ ঐ সময় পর্যন্ত ক্ষমা করিতে থাকেন যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলার রহমত এবং বান্দার মধ্যে কোন পর্দা বাধা হইয়া দাঁড়ায়। সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ) আরয করিলেনঃ হে আল্লাহ তা'আলার মনোনীত রসূল! ঐ পর্দা কি? জবাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেনঃ উক্ত পর্দা হইতেছে শিরক অর্থাৎ শিরকী আকীদার উপর কেহ মৃত্যুবরণ করা।

আল্লামা বদরে আলম (রহঃ) স্বীয় তরজমানুস্ সুন্নাহ কিতাবে لا تقبل الشفاعة في الشرك অনুচ্ছেদে শাফাআতের হাদীছের ব্যাখ্যায় লিখেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শাফাআত লাভের বিষয়ে অধিক বিস্তারিত বর্ণনা জরুরী হয় না। কেবল এই কথাই যথেষ্ট যে, শিরক হইতে সম্পূর্ণরূপে বাঁচিয়া

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার টীকার বাকী অংশ

করেন) শব্দটি হাদীছ মুত্তাসিল হওয়া এবং সাহাবী হইতে সরাসরি বর্ণিত হওয়ার প্রকাশ্য আলামত। আর عن দ্বারা বর্ণিত রিওয়ায়ত মুত্তাসিল হওয়া এবং না হওয়ার বিষয়ে মুহাদ্দিছগণের মতানৈক্য রহিয়াছে। জমহুরে মুহাদ্দিছীনের মতে عن যোগে বর্ণিত রিওয়ায়তও حدثنا যোগে বর্ণিত রিওয়ায়তের ন্যায় মুত্তাসিল। আর কতক বিশেষজ্ঞ ওলামায়ে কিরামের মতে عن যোগে বর্ণিত রিওয়ায়তকে মুনকাতি-এর আলামত গণ্য করিয়া মুরসাল বলিয়াছেন। (ফতহুল মুলহিম)

ইমাম মুসলিম (রহঃ) স্বীয় শায়খদ্বয়ের বর্ণিত রিওয়ায়তের সনদ সূত্রের পার্থক্য খানা উল্লেখ করিয়া দিয়াছেন। ইহা তাঁহার হাদীছ বর্ণনায় অত্যধিক সতর্কতা অবলম্বনের প্রমাণ। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

থাকা। কেননা শিরক রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মহান শাফাআতের ক্ষেত্রেও পর্দা হইয়া দাঁড়াইবে। (তরজমানুস সুন্নাহ ১ম খণ্ড ৩০৭ পৃষ্ঠা)

١٧٧ | وحدثني إسحق بن منصور قال نا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمثله -

হাদীছ—১৭৭ঃ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন), আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন মনসূর (রহঃ)। তিনি---হযরত জাবির (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্ববর্তী উল্লেখিত রিওয়ায়তের অনুরূপ বলিয়াছেন।

١٧٨ | وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال نا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور بن سويد قال سمعت أبا ذر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق -

হাদীছ—১৭৮ঃ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্শার (রহঃ)---মা'রূর বিন সুওয়াদ (রহঃ)[১] হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেনঃ আমি হযরত আবূ যার (রাযিঃ)কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে এই হাদীছ রিওয়ায়ত করিতে শুনিয়াছি যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আমার কাছে হযরত জিব্রাঈল (আঃ) আগমন করতঃ আমাকে এই সুসংবাদ দিলেন যে, আপনার উম্মতের যে কেহ আল্লাহ তা'আলার সহিত অন্য কোন বস্তুকে শরীক না করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিবে সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। আমি (আবূ যার (রাযিঃ)) আরয করিলাম, যদিও সে ব্যভিচার ও চুরি করে (তবুও কি জান্নাতে যাইবে?) তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে) বলিলেন, যদিও সে ব্যভিচার ও চুরি করে (তবুও সে এতদুভয় কবীরা গুনাহের শাস্তি ভোগ করিবার পর অথবা ক্ষমার মাধ্যমে মুক্তি পাইয়া পরিশেষে ঈমানের বদৌলতে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করিবে।)

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

আল্লাহ তা'আলার সহিত শরীক না করা অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী একত্ববাদী মুমিন ব্যক্তি অকাট্যভাবে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। কিন্তু যদি সে কবীরা গুনাহ না করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তবে প্রথমেই জান্নাতে প্রবেশ করিবে। আর যদি কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণ করে তাহা হইলে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাধীন রহিয়াছে। তিনি ইচ্ছা করিলে ক্ষমা করিয়া প্রথমেই জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দিবেন অথবা গুনাহ পরিমাণ জাহান্নামের শাস্তি ভোগের পর চিরস্থায়ী জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দিবেন। (ফতহুল মুলহিম)

আল্লামা নববী (রহঃ) বলেন, আলোচ্য হাদীছ আহলে সুন্নাত ওয়াল জমাআতের দলীল যে, কবীরা গুনাহকারী মুমিন ব্যক্তি চিরস্থায়ী জাহান্নামী হইবে না। হয়ত জাহান্নামে একেবারেই প্রবেশ করিবে না। আর যদিও প্রবেশ করে তবে কতক দিন পর উহা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া জান্নাতে যাইবে।

টীকা—১. معرور بن سويد মা'রূর বিন সুওয়াদ (রহঃ) একজন জলীলুল কদর তাবেঈ ছিলেন। হযরত আ'মাশ (রহঃ) বলেন যে, আমি হযরত মা'রূর (রহঃ)কে ঐ সময় দেখিয়াছি যখন তাঁহার বয়স ১২০ বৎসর ছিল। কিন্তু তাহার মাথা এবং দাড়ির চুল কাল ছিল। (ফতহুল মুলহিম)

হাফিয ইবন হাজার (রহঃ) বলেনঃ قلت وان زنى وان سرق (আমি বলিলাম, যদিও ব্যভিচার করে এবং যদিও চুরি করে?) বাক্যে মস্তিষ্ক এইদিকে ধাবিত হয় যে, قلت (আমি বলিলাম) শব্দটির قائل (জিজ্ঞাসাকারী) স্বয়ং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং مقول له (জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি) সুসংবাদ দাতা ফিরিশতা। কিন্তু বস্তুতঃ এইরূপ নহে বরং জিজ্ঞাসাকারী (قائل) হাদীছ শরীফের রাবী হযরত আবূ যার (রাযিঃ) এবং জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি (مقول له) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। অর্থাৎ হযরত আবূ যার (রাযিঃ) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। ইমাম বুখারী (রহঃ) অনুরূপ বলিয়াছেন। তবে ইমাম বুখারী (রহঃ) স্বীয় সহীহ বুখারী শরীফের 'কিতাবুর রিকাক'–এর মধ্যে হযরত যায়দ বিন ওহাব সূত্রে হযরত আবূ যার (রাযিঃ) বর্ণিত রিওয়ায়তে - قلت يا جبريل وان سرق وان زنى (আমি বলিলাম, হে জিব্রাঈল (আঃ) যদিও চুরি এবং ব্যভিচার করে?) বাক্যে قلت (আমি বলিলাম) শব্দের قائل (জিজ্ঞাসাকারী) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং مقول له (জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি) হযরত জিব্রাঈল (আঃ)।

আলোচ্য হাদীছে হযরত আবূ যার (রাযিঃ)–এর জিজ্ঞাসা করিবার কারণ হইতেছে যে, তিনি ঐ হাদীছ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন যাহাতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেনঃ

لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن الخ (ব্যভিচারী ব্যভিচারে লিপ্ত থাকা অবস্থায় মুমিন থাকে না---) উক্ত হাদীছ শরীফ আলোচ্য হাদীছ শরীফের বিপরীত হয়। উত্তর এই যে, বাহ্যিকভাবে উভয় হাদীছ শরীফ বিপরীত মনে হইলেও বস্তুতঃ বিপরীত নহে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জমাআতের কানূন ভিত্তিক উভয় হাদীছের সমন্বয় হইতেছে যে, ব্যভিচারী ব্যভিচারে লিপ্ত থাকা অবস্থায় মুমিন থাকে না অর্থাৎ কামিল মুমিন থাকে না। (বিস্তারিত ১১০ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।) আর আলোচ্য হাদীছ শরীফের মর্ম হইতেছে যে, কবীরা গুনাহকারী নাকিস (অসম্পূর্ণ তথা দুর্বল) মুমিনও চিরস্থায়ী জাহান্নামী হইবে না বরং ক্ষমার মাধ্যমে সে হয়ত প্রথমেই জান্নাতে প্রবেশ করিবে অথবা গুনাহ পরিমাণ শাস্তি ভোগের পর জাহান্নাম হইতে মুক্তি লাভ করিয়া চিরস্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করিবে।

প্রশ্ন হয় যে, কবীরা গুনাহসমূহের মধ্যে ব্যভিচার ও চুরিকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার হিকমত কি? উত্তর এই যে, ব্যভিচার আল্লাহ তা'আলার হক নষ্টকারী এবং চুরি বান্দার হক নষ্টকারী মারাত্মক কবীরা গুনাহ। কাজেই এই দুইটি উল্লেখ দ্বারা হক্কুল্লাহ ও হক্কুল ইবাদ নষ্টকারী জাতীয় যাবতীয় কবীরা গুনাহ অত্র হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। (ফতহুল মুলহিম)

ফায়দাঃ আলোচ্য হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, একত্ববাদী মুমিন ব্যক্তি যদি হক্কুল ইবাদ অর্থাৎ বান্দার হক নষ্টকারী জাতীয় কবীরা গুনাহে মলিনতা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তাহা হইলেও চিরস্থায়ী জাহান্নামী হইবে না বরং পরিশেষে একবার না একবার জান্নাতে প্রবেশ করিবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। (হক্কুল ইবাদ সম্পর্কিত বিষয়ে যথাস্থানে ইন্‌শাআল্লাহু তা'আলা আলোচনা আসিবে)

১৭৯। **حَدَّثَنِي** زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَحْمَدُ بْنُ خِرَاشٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ نَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ ابْنِ بُرَيْدَةَ أَنَّ يَحْيَى بْنَ يَعْمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا الْأَسْوَدِ الدِّيلِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا ذَرٍّ حَدَّثَهُ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ نَائِمٌ عَلَيْهِ ثَوْبٌ أَبْيَضُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَإِذَا هُوَ نَائِمٌ ثُمَّ أَتَيْتُهُ وَقَدِ اسْتَيْقَظَ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذٰلِكَ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ

قَالَ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ فِى الرَّابِعَةِ عَلٰى رَغْمِ اَنْفِ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ فَخَرَجَ اَبُوْ ذَرٍّ وَهُوَ يَقُوْلُ وَاِنْ رَغِمَ اَنْفُ اَبِىْ ذَرٍّ -

হাদীছ—১৭৯ঃ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব ও আহমদ বিন খিরাশ (রহঃ)। তাহারা উভয়েই ---১---হযরত আবূ যার (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, (একদা) আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম—এর পাক খিদমতে উপস্থিত হইলাম। (উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে) তিনি (তখন) নিদ্রা যাইতেছেন। আর তাঁহার (শরীর মুবারকের) উপর সাদা চাদর ছিল। (তাঁহাকে নিদ্রিত দেখিয়া আমি ফিরিয়া আসিলাম)। অতঃপর (দ্বিতীয় বার) আসিয়াও তাহাকে নিদ্রিত অবস্থায় পাইলাম। (এইবারও ফিরিয়া আসিলাম)। অতঃপর (তৃতীয় বার) আসিয়া দেখিলাম যে, তিনি নিদ্রা হইতে উঠিতেছেন। আমি তাঁহার পাশে বসিলাম। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, যেকোন বান্দা (আন্তরিক দৃঢ় বিশ্বাসসহ) لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ - (আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নাই) বলে এবং এই বিশ্বাসের উপর মৃত্যুবরণ করে তবে নিশ্চিত যে, সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। আমি আরয করিলাম, যদি সে ব্যভিচার করে এবং চুরি করে? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (জবাবে) বলিলেনঃ যদিও সে ব্যভিচার করে এবং চুরি করে। আমি (পুণরায়) আরয করিলাম, যদিও সে ব্যভিচার এবং চুরি করে (তবেও কি সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে?) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (জবাবে) বলিলেনঃ যদিও সে ব্যক্তি ব্যভিচার এবং চুরি করে (তবেও সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করিবে।) এই কথাটি তিন বার পুনরাবৃত্তি করা হইল। অতঃপর চতুর্থ বার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ আবূ যার (রাযিঃ)—এর নাকে মাটি মাখানো হউক।২ (অর্থাৎ আবূ যার নিজ ধারণা ও পছন্দের বিপরীত হইবার দরুণ অপমান অনুভব করিলেও সে ব্যক্তি জান্নাতে যাইবে।)

টীকা—১সনদসূত্রে বর্ণিত রাবী ابن بريدة- ইবন বুরাইদাহ—এর প্রকৃত নাম আবদুল্লাহ (রহঃ) এবং ابا الاسود- আবুল আসওয়াদের আসল নাম যালিম বিন আমর (রহঃ)। ইহাই প্রসিদ্ধ। তবে কেহ বলেন, আমর বিন যালিম। আর কেহ বলেন, ওছমান বিন আমর। আর কেহ কেহ বলেন, আমর বিন সুফিয়ান (রহঃ)। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যাহারা ইলমে নাহ সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন এবং তাঁহাকে ইলমে নাহ (আরবী ব্যাকরণ)—এর উদ্ভাবক বলা হয়। আমীরুল মু'মেনীন হযরত আলী বিন আবী তালিব (রাযিঃ) তাহাকে বাসরার কাযী নিয়োগ করিয়াছিলেন। (নবভী)

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য হাদীছের রাবী, ইবন বুরাইদাহ, ইয়াহইয়া বিন ইয়ামার ও আবূল আসওয়াদ (রহঃ) তিনজনই তাবেঈ। একজন অপরজন হইতে হাদীছ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

টীকা—২. على رغم انف ابى ذر رغم শব্দটি الرغام হইতে নিসৃত। উহার অর্থ ধূলি—মাটি। বাক্যের অর্থ ارغم الله انفه- আল্লাহ তা'আলা তাহার নাক মাটি মাখানো করে অর্থাৎ তাহাকে অপমান করে। কাজেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম—এর বাণী-على رغم انف ابى ذر—এর মর্মার্থ على ذل منه لوقوعه مخالفا لما يريد অর্থাৎ আবূ যার (রাযিঃ)—এর অভিমত ও ইচ্ছার বিপরীত ঘটনা ঘটিবার কারণে অপমানিত হইলেও সে ব্যক্তি জান্নাতে যাইবে। আর কেহ কেহ বলেন, উহার অর্থ على كراهة منه- অর্থাৎ আবূ যার (রাযিঃ) উহাকে অপছন্দ করিলেও আলোচ্য বাক্যটি মুহাব্বতের গালি। হযরত আবূ যার (রাযিঃ) গুনাহকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন এবং গুনাহগারদেরকে আল্লাহ তা'আলার রহমত হইতে দূরে বলিয়া বুঝিতেন। এই কারণেই ব্যভিচার এবং চুরির ন্যায় কবীরা গুনাহকারী জান্নাতে প্রবেশের বিষয়টি তাঁহার নিকট খুবই বিস্ময়কর বলিয়া মনে হইল। তাই তিনি বিষয়টি পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিয়া তাকীদসহ স্পষ্ট করিয়া লইতে চাহিলেন। এইদিকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার মনের কথা বুঝিতে পারিয়া আরো জোর তাকীদ করিয়া বলিলেন। কবীরা গুনাহকারী মুমিন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশের বিষয়টি তোমার অভিমত ও ইচ্ছার বিপরীত হওয়ার কারণে তুমি অপমানিত হইলেও কিছু করিবার নাই। কারণ আল্লাহ তা'আলার রহমত অসীম। সুতরাং তাঁহার একত্ববাদের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসকারী মুমিন ব্যক্তি গুনাহের কারণে দুর্বল হইতে পারে কিন্তু দুর্বল ঈমান চিরস্থায়ী জাহান্নামে থাকিতে পারে না। বরং ক্ষমার মাধ্যমে বা গুনাহ পরিমাণ শাস্তি ভোগের পর জাহান্নাম হইতে মুক্তি লাভ করিয়া চিরস্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করিবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

রাবী বলেনঃ অতঃপর হযরত আবূ যার (রাযিঃ) (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি অত্যধিক মুহাব্বতের স্মৃতিরূপে এই মন্দ মিশানো, মেহেরবানী বাক্য وان رغم انف ابى ذر যদিও আবূ যা'র (রাযিঃ)-এর নাক মাটি মাখানো হয়)। বাক্য খানা (মুহাব্বতের আস্বাদনে) বলিতে বলিতে বাহির হন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

উপায়হীন মানুষ্য জাতির উর্ধবিচরণই বা কতখানি? এই অদ্ভুত রহমতের বিস্তৃতির আন্দাজ করিতে চাহিলেও বা কি করিবে? আন্তরিক বিশ্বাসসহ একটি কলেমা পাঠে সারা জীবনের অপরাধ, অবাধ্যতার ক্ষমার ঘোষণা শুনাইয়া দিয়াছেন। তাই আশ্চর্যান্বিত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু কি করা যাইবে, যেই পবিত্র যবানে উহা ঘোষিত হইয়াছে সেই যবান না অতিশয়োক্তি মিশ্রণে অভ্যস্থ আর না তাহার যবান হইতে নিসৃত হয় কোন অবান্তর। এই কারণেই আনন্দ ও আশ্চর্যের মধ্যে হযরত আবূ যার (রাযিঃ) উক্ত প্রশ্নকে বার বার পুনরাবৃত্তি করিতে অভিভূত হন। তিনি চাহিতেছিলেন যে, স্বীয় কানদ্বয়ের অকৃতকার্যতা এবং অনুভূতি-ত্রুটির যত প্রকার প্রতিবন্ধকতার সম্ভাবনা রহিয়াছে উহা দৃশ্যমান ও দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া লওয়া যে, কানদ্বয় শ্রবণে ভুল করে নাই, জ্ঞান-বুদ্ধি বোধগম্যে হোঁচট খায় নাই এবং বস্তুতঃ কথা ইহাই ছিল যাহা তিনি পূর্বে শুনিয়াছেন। অপর দিকে হযরত আবূ যার (রাযিঃ)-এর চমৎকৃত ও আশ্চর্যান্বিতকে রহিত করিবার ইহাই একটি তদবীর ছিল যে, তাহাকে এমন মুহাব্বতপূর্ণ কথা বলিয়া দেওয়া যাহা তাহার আশ্চর্যান্বিতকে সমাপ্ত করে এবং উহার স্বাদ চিরদিনের জন্য তাহার বক্ষে থাকিয়া যায়। এইজন্যই হযরত আবূ যার (রাযিঃ) অত্র রিওয়ায়ত বর্ণনা করিবার সময় এই নিন্দা মিশানো মেহেরবানী বাক্য وان رغم انف ابى ذر কেও উল্লেখ করিয়া করিয়া নিজে আস্বাদন লাভে পরিতৃপ্ত হইতেন। আর মুহাব্বতের আস্বাদনে ঘনিষ্ট ব্যক্তিগণকেও উহার স্বাদ দ্বারা আনন্দিত করিয়াছেন। (তরজমানুস্ সুন্নাহ)

ফায়দাঃ আলোচ্য হাদীছের বাক্য عليه ثوب ابيض - তাঁহার উপর সাদা চাদর ছিল। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাপড় সাদা রং-এর ছিল। কাজেই এই রিওয়ায়ত সাদা রং-এর কাপড় পরা সুন্নাত হইবার প্রমাণ বহন করে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

باب تحريم قتل الكافر بعد قوله لا اله الا الله ـ
অনুচ্ছেদঃ কোন কাফির ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলিলে তাহাকে হত্যা করা হারাম

١٨٠ **حدثنا** قتيبة بن سعيد قال ثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح واللفظ متقارب قال انا الليث عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن المقداد بن الاسود انه اخبره انه قال يا رسول الله ارأيت ان لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب احدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال اسلمت لله افاقتله يا رسول الله بعد ان قالها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله قال فقلت يا رسول الله انه قد قطع يدي ثم قال ذلك بعد ان قطعها افاقتله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله فان قتلته فانه بمنزلتك قبل ان تقتله وانك بمنزلته قبل ان يقول كلمته التي قال ـ

হাদীছ—১৮০ঃ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহঃ)— (সূত্রে পরিবর্তন) এবং আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন রুমহ (রহঃ)। তাহারা—হযরত মিকদাদ বিন আসওয়াদ (রাযিঃ)[১] হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলিলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই বিষয়ে আপনার অভিমত (শরীআতের বিধান) কি, যদি (জিহাদের ময়দানে) আমি কাফিরদের কোন ব্যক্তির সম্মুখীন হই এবং সে আমার মুকাবালা করিয়া আমার এক বাহুতে তলোয়ার দ্বারা আঘাত করে এবং উহা কাটিয়া দেয়, অতঃপর (আমি যখন তাহার উপর প্রাধান্য লাভ করি তখন সে নিজেকে হিফাযত করিবার লক্ষ্যে) কোন বৃক্ষের আড়ালে গিয়া বলে, আমি আল্লাহ তা'আলার জন্য ইসলাম কবূল করিলাম অর্থাৎ আমি দ্বীনে ইসলামে প্রবেশ করিলাম। ইয়া রসূলাল্লাহ! এই কথা বলিবার পর কি আমি তাহাকে হত্যা করিতে পারি? (জবাবে) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেনঃ তাহাকে হত্যা করিও না। হযরত মিক্‌দাদ (রাযিঃ) বলেন, আমি আরয করিলামঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! সে তো আমার একটি হাত কাটিয়া দিয়াছে এবং হাত কটিয়া দেওয়ার পরই এই কথা বলিয়াছে, তবুও কি তাহাকে হত্যা করিতে পারিব না? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (জবাবে) বলিলেনঃ তাহাকে হত্যা করিও না (যদিও সে তোমাকে আঘাত এবং জখম করিয়াছে।) কারণ যদি তুমি তাহাকে হত্যা কর তবে তুমি তাহাকে হত্যা করিবার পূর্বে তোমার যেই সম্মানিত অবস্থান ছিল, ঐ সম্মানিত অবস্থানে সে পৌঁছিবে। অপরদিকে সে কলেমায়ে তাওহীদ পাঠ করিবার পূর্বে যেই অন্ধকার অবস্থানে ছিল, সেই অন্ধকার অবস্থানে তুমি পৌঁছিবে।

টীকা—১. مقداد بن الاسود — হযরত মিকদাদ (রাযিঃ)-এর প্রকৃত বংশসূত্র হইতেছে যে, মিকদাদ বিন আমর বিন ছাআলাবা বিন মালিক বিন রবীআ। ইসলাম পূর্ব জাহিলিয়্যাত যুগে আসওয়াদ বিন আবদে ইয়াগোছ বিন ওহাব বিন আবদে মান্নাফ বিন যুহরা তাহাকে পুত্র বানাইয়াছেন। কাজেই মিকদাদ (রাযিঃ) আসওয়াদের মুখে ডাকা পুত্র। ইহার উপর ভিত্তি করিয়াই মিকদাদ বিন আসওয়াদ প্রসিদ্ধ হইয়া গিয়াছেন। হযরত মিকদাদ (রাযিঃ) বদরী সাহাবা ছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিঃ) বলেনঃ মক্কা মুকাররমায় সর্বপ্রথম যেই সাতজন সৌভাগ্যবান ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন সেই সাতজন সাহাবার মধ্যে হযরত মিকদাদ (রাযিঃ) একজন। তিনি হাবশায় হিজরত করিয়াছিলেন।

— (শরহে নববী, ফতহুল মুলহিম)

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

অন্তরের বিষয় একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কাহারও অবগত হইবার নহে। তবে হ্যাঁ, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মনোনীত রসূলকে ওহীর মাধ্যমে যাহা অবহিত করিয়া দেন। ওহী অবতরণ কাল সমাপ্ত হইবার পর বর্তমানে কাহারও অন্তরের বিষয় আলোচনায় আনা ইসলামী বিধি-বিধানের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। ইসলামী শরীআত কেবল প্রকাশ্যের উপরই হুকুম প্রদান করে। এই কারণেই জিহাদের ময়দানেও যদি কোন কাফির ব্যক্তি পবিত্র কলেমা পাঠ পূর্বক দ্বীনে ইসলামে প্রবেশের ঘোষণা দেয়, তবে তাহার ইসলাম গ্রহণীয় হইবে এবং তাহার বিরুদ্ধে যতসব অভিযোগ, অপরাধ রহিয়াছে উহা ক্ষমা হইয়া যাইবে। রণক্ষেত্রে প্রমাণাদির উপর চিন্তা করিবার অবকাশ কোথায়? আর এই অবস্থায় কেবল তাকলীদী ইসলাম অর্থাৎ ইসলামের অনুকরণের ঘোষণাই যথেষ্ট হইতে পারে। আলোচ্য হাদীছ শরীফ দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, ঈমানের জন্য দলীল প্রমাণ লাভ করা কোন জরুরী বিষয় নহে। কেবল চিত্তের সন্তোষ এবং ভবিষ্যতে আনুগত্যের সংকল্প করিয়া নেওয়াই যথার্থ। ইহা দ্বারা আরও প্রতীয়মান হয় যে, ভীত হইয়া গ্রহণকৃত ঈমানও বিশুদ্ধ হয়।

হাদীছ শরীফের শেষ বাক্য

فان قتلته فانه بمنزلتك قبل ان تقتله وانك بمنزلته قبل ان يقول كلمة التى قال۔

-এর বাহ্যিক অর্থ হইতেছে "যদি তুমি তাহাকে হত্যা কর, তবে এই হত্যার অপরাধ করিবার পূর্বে তুমি যেমন ছিলে, সে তেমনই তোমার ন্যায় হইয়া যাইবে অর্থাৎ সে নিষ্পাপ মুসলমান হইয়া যাইবে। আর সে কলেমা তাওহীদ পাঠ করিবার পূর্বে যেমন ছিল, তুমি তেমনই তাহার ন্যায় হইয়া যাইবে অর্থাৎ কাফির হইয়া যাইবে।"

অত্র বাক্যে প্রশ্ন হয় যে, মুসলিম মুজাহিদ এই গুনাহের অপরাধে কাফির হইতে পারে না। কারণ মুসলমানকে না-হক হত্যা করা কবীরা গুনাহ ও হারাম। অবশ্য হারামকে হালাল বিশ্বাস করা কুফরী। আর যেখানে দ্বীন প্রতিষ্ঠা করিবার লক্ষ্যে জিহাদ করিতেছেন সেখানে হারামকে হালাল বিশ্বাস করার প্রশ্নই আসে না। তাহা ছাড়া রণক্ষেত্রে কলেমা পাঠকারীর ব্যাপারে এই সম্ভাবনাও রহিয়াছে যে, সে আন্তরিকভাবে মুসলমান না হইয়া কেবল জীবন রক্ষার্থে একটি উপায় অবলম্বন করা মাত্র। অধিকন্তু সে অনেক মুসলমানকে জখম করিয়াছে।

শারেহ নববী (রহঃ) উহার জবাবে বলেনঃ হাদীছের আলোচ্য অংশের মর্মার্থ নির্ণয়ে বিশেষজ্ঞ ওলামায়ে কিরামের বিভিন্ন অভিমত রহিয়াছে। সর্বাপেক্ষা উত্তম ও সহীহ অভিমত হইল যাহা ইমাম শাফেয়ী (রহঃ), ইবন কাস্সার মালেকী (রহঃ) ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞগণ বলিয়াছেন। তাহারা বলেনঃ উহার মর্মার্থ হইতেছে যে, কাফির ব্যক্তি لا اله الا الله۔ বলিবার পর তাহার জীবনের নিরাপত্তা লাভ করিল এবং তাহাকে হত্যা করা হারাম, যেমন তুমি তাহাকে হত্যা করার পূর্বে তোমার জীবনের নিরাপত্তা ছিল এবং তোমাকে হত্যা করা হারাম ছিল। আর তুমি তাহাকে হত্যা করার পর তোমার জীবনের নিরাপত্তা বহাল নাই এবং তোমাকে হত্যা করা হারামও নহে যেমন তাহাকে لا اله الا الله বলিয়া ইসলাম গ্রহণের পূর্বে হত্যা করা হালাল ছিল। এইখানে ইবন কাস্সার মালেকী (রহঃ) আরও বলেন যে, কারণ, তোমার হইতে যখন কিসাস (হত্যার বিচারে হত্যা) পতিত হইবার পক্ষে তাবীল তথা ব্যাখ্যা করিবার কোন ওযর নাই।

কাযী আয়্যায (রহঃ) বলেনঃ হাদীছের মর্মার্থ হইতেছে যে, সত্যের বিরোধীতায় ও গুনাহ করার মধ্যে তুমিও তাহার ন্যায় হইয়া গিয়াছ। অর্থাৎ সে ইসলাম গ্রহণের পূর্বে সত্যের বিরোধীতা করিয়াছে এবং গুনাহ করিয়াছে। এখন তুমি তাহাকে হত্যা করিবার দ্বারা সত্যের বিরোধীতা করিয়া গুনাহগার হইয়াছ। যদিও তোমার সত্যের বিরোধীতা ও গুনাহ করা তাহার সত্যের বিরুদ্ধাচরণ ও গুনাহ করার মধ্যে অনেক পার্থক্য রহিয়াছে। তাহার অপরাধ তো কুফরী পর্যন্ত পৌছিয়াছিল। আর তোমার অপরাধ ফিসক পর্যন্ত পৌছিয়াছে।

(ফতহুল মুলহিম, শরহে নববী)

বলাবাহুল্য আলোচ্য হাদীছে রহমাতুল লিল আলামীন আক্রোশ দমন ও ধৈর্য্য ধারণের কঠোর নির্দেশ দিয়াছেন। জিহাদের ময়দানে স্বভাবতঃ একের অপরের প্রতি আক্রোশ থাকে। আর জিহাদের উদ্দেশ্য কেবল দ্বীনে ইলাহী। সুতরাং শত অপরাধকারী কাফিরও যদি কলেমা পাঠ করিয়া দ্বীনে ইলাহীতে প্রবেশ করে তবে তাহার আবেগকে বৃথা যাইতে দেওয়া যায় না। কাজেই ধৈর্য্য ধারণপূর্বক উদার ব্যবহার করাই শরীআতের শিক্ষা। ফলে তাহাকে হত্যা করা সাধারণ হত্যার চাইতেও জঘন্য কবীরা গুনাহ। আর কবীরা গুনাহের জঘন্যতা প্রকাশার্থে শরীআত 'কুফর' শব্দ ব্যবহার করিয়াছে। অথবা তুমি তাহার অবস্থানে পৌছিয়াছ, অর্থাৎ সে যেমন কলেমা পাঠের পূর্বে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছে তেমন তুমিও তাহাকে কলেমা পাঠের পর হত্যার মাধ্যমে একজন মুসলমানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ব্যবহার করিয়াছ। ইহা কুফরী কাজ যাহা ঈমানের সহিত জঘন্যতম কবীরা গুনাহ। এই হিসাবে হাদীছ শরীফের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করাও সহীহ। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। (অনুবাদক)

অতঃপর বিশেষজ্ঞ ওলামায়ে কিরামের মধ্যে মতানৈক্য হইয়াছে যে, যদি কোন মুসলমান জিহাদে এইরূপ করে অর্থাৎ কোন কাফির ব্যক্তিকে لا اله الا الله - বলিবার পরও হত্যা করে তবে হত্যাকারীর ব্যাপারে শরীআতের হুকুম কি?

কতক বিশেষজ্ঞ ওলামায়ে কিরাম ইহার জবাবে বলেন যে, হত্যাকারীর উপর কিসাস, দিয়্যাত এবং কাফ্ফারা কিছুই ওয়াজিব হইবে না। যেমন পরবর্তী হাদীছ শরীফে আসিতেছে যে, হযরত উসামা (রাযিঃ) জিহাদের ময়দানে একজন কাফির ব্যক্তিকে কলেমা পাঠ পূর্বক ইসলাম প্রকাশের পরও হত্যা করিয়াছেন। কিন্তু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহার কিসাস স্বরূপ হযরত উসামা (রাযিঃ)কে হত্যা করেন নাই এবং তাহার নিকট হইতে দিয়্যাতও গ্রহণ করেন নাই আর না কাফ্ফারা ওয়াজিব করিয়াছেন।

আর কতক বিশেষজ্ঞ ওলামায়ে কিরামের মতে কাফ্ফারা ওয়াজিব হইবে। তবে সন্দেহ থাকার দরুণ কিসাস সাকিত তথা পতিত হইয়া যায়। কেননা তাহাকে কাফির ধারণা করিয়া হত্যা করিয়াছিলেন এবং তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, অস্ত্রের মুখে ভয়বশতঃ কলেমা তাওহীদ পাঠ করিবার দ্বারা কোন কাফির মুসলমান হয় না। আর দিয়্যাত ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর দুইটি অভিমত রহিয়াছে।

যাহারা হত্যাকারীর উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব বলিয়াছেন তাহারা হযরত উসামা (রাযিঃ)-এর বিষয় বর্ণিত হাদীছ শরীফের জবাব এই দিয়াছেন যে, উক্ত হাদীছ শরীফে কাফ্ফারার বিষয়টি উল্লেখ না থাকিবার কারণে এই কথা বলা যাইবে না যে, কাফ্ফারা ওয়াজিব করেন নাই। কারণ তাৎক্ষনিকভাবে কাফ্ফারা ওয়াজিব করা অপরিহার্য নহে বরং বিলম্বেও করা যায়। আর প্রয়োজনীয় সময় পর্যন্ত উহার বর্ণনা বিলম্ব করা সহীহ মাযহাব মতে জায়েয।

আর যাহারা দিয়্যাত ওয়াজিব হওয়ার পক্ষে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহারা উক্ত হাদীছ শরীফের জবাব এই দিয়াছেন যে, সম্ভবতঃ হযরত উসামা (রাযিঃ) সেই সময় দরিদ্র ছিলেন। ফলে আর্থিক সচ্ছলতা অর্জন পর্যন্ত বিলম্ব করা হইয়াছে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। (ফতহুল মুলহিম, শরহে নবভী)

١٨١ | وحدثنا إسحق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا نا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر ح وحدثنا إسحق بن موسى الأنصاري قال نا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي ح وحدثنا محمد بن رافع قال نا عبد الرزاق قال أنا ابن جريج جميعا عن الزهري بهذا الإسناد أما الأوزاعي وابن جريج ففي حديثهما قال أسلمت لله كما قال الليث في حديثه وأما معمر ففي حديثه فلما أهويت لأقتله قال لا إله إلا الله -

হাদীছ—১৮১. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইব্রাহীম ও আবদ বিন হুমায়দ (রহঃ)। উভয়ই—(সূত্র পরিবর্তন) এবং ইসহাক বিন মূসা আল-আন্‌সারী (রহঃ), তিনি—(সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহঃ),— তাহারা সকলই ইমাম যুহরী (রহঃ)[১] হইতে এই সনদে হাদীছখানা রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে আওযায়ী ও ইবন জুরাইজ (রহঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীছে রহিয়াছে, "সে (কাফির লোকটি) বলিল, আমি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ইসলাম কবূল করিলাম।" যেমন পূর্ববর্তী হাদীছে হযরত লায়ছ (রহঃ) বর্ণনা করিয়াছেন। আর হযরত মা'মার (রহঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীছে এই কথাটি উল্লেখ রহিয়াছে যে, "অতঃপর আমি যখন তাহাকে হত্যা করিবার জন্য উদ্যত হইলাম[২] তখন সে لا إله إلا الله বলিল।"

١٨٢ | وحدثني حرملة بن يحيى قال أنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره أن المقداد بن عمرو ابن الأسود الكندي وكان حليفا لبني زهرة وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار ثم ذكر بمثل حديث الليث

হাদীছ—১৮২. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন ইয়াহ্‌ইয়া (রহঃ)। তিনি—হযরত মিক্‌দাদ বিন আমর (রাযিঃ) (যিনি জাহিলিয়্যাত-এর যুগে মিক্‌দাদ ইবন আসওয়াদ আলকিন্দী নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন) হইতে বর্ণিত[৩] আর তিনি বনী যুহরা সম্প্রদায়ের মিত্র ছিলেন এবং বদরের জিহাদে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত হাযির ছিলেন। তিনি (হযরত মিক্‌দাদ (রাযিঃ)) আরয করিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! এই বিষয়ে আপনার অভিমত (অর্থাৎ শরীআতের বিধান) কি, যদি (জিহাদের ময়দানে) আমি কাফিরদের কোন ব্যক্তির সম্মুখীন হই? —অতঃপর (বাকী অংশ) হযরত লায়ছ (রহঃ)-এর সনদে বর্ণিত (পূর্বে উল্লেখিত ১৮০ নং) হাদীছ শরীফের অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

টীকা—১. عن الزهري ইমাম যুহরী (রহঃ)। তিনি হাদীছ বিশারদ মুহাদ্দিছ ও জলীলুল কদর তাবেঈ ছিলেন। তিনি বহু সংখ্যক সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ) হইতে ফয়েয লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার ছাত্রদের পরিধি বিস্তৃত ছিল। তিনি ১২৫ হিজরী সনে ইন্তেকাল করেন। — (আল-ইকমাল)

টীকা—২. فلما اهويت لا قتله অত্র বাক্যে اهويت অর্থাৎ ملت আমি উদ্যত হইলাম, আমি আসক্ত হইলাম, আমি ইচ্ছা করিলাম। বাক্যটির অর্থ, "অতঃপর আমি যখন তাহাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইলাম, আসক্ত হইলাম বা ইচ্ছা করিলাম।" —(ফতহুল মুলহিম)

বাকী অংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

١٨٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَهٰذَا حَدِيثُ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ فَصَبَّحْنَا الْحُرَقَاتِ مِنْ جُهَيْنَةَ فَأَدْرَكْتُ رَجُلًا فَقَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ فَطَعَنْتُهُ فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذٰلِكَ فَذَكَرْتُهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَقَتَلْتَهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنَّمَا قَالَهَا خَوْفًا مِنَ السِّلَاحِ قَالَ أَفَلَا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتّٰى تَعْلَمَ أَقَالَهَا أَمْ لَا فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَيَّ حَتّٰى تَمَنَّيْتُ أَنِّي أَسْلَمْتُ يَوْمَئِذٍ قَالَ فَقَالَ سَعْدٌ وَأَنَا وَاللّٰهِ لَا أَقْتُلُ مُسْلِمًا حَتّٰى يَقْتُلَهُ ذُو الْبُطَيْنِ يَعْنِي أُسَامَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ أَلَمْ يَقُلِ اللّٰهُ وَقَاتِلُوهُمْ حَتّٰى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّٰهِ فَقَالَ سَعْدٌ قَدْ قَاتَلْنَا حَتّٰى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَأَنْتَ وَأَصْحَابُكَ تُرِيدُونَ أَنْ تُقَاتِلُوا حَتّٰى تَكُونَ فِتْنَةٌ۔

হাদীছ—১৮৩. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বাকর বিন আবী শায়বা (রহঃ)। তিনি---(সূত্র পরিবর্তন) এবং হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব ও ইসহাক বিন ইব্রাহীম (রহঃ),---তাহারা হযরত উসামা বিন যায়দ (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন। আর ইহা হযরত ইব্‌ন আবী শায়বা (রহঃ)—এর সূত্রে বর্ণিত হাদীছ। তিনি (হযরত উসামা বিন যায়দ (রাযিঃ)) বলেনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে একটি সারিয়্যায়[১] (অর্থাৎ ক্ষুদ্র সৈন্য বাহিনীকে এক অভিযানে) প্রেরণ করিলেন। অতঃপর আমরা অতি প্রত্যূষেই সেই স্থানে পৌঁছিয়া জুহায়না সম্প্রদায়ের শাখা গোত্র হুরাকা—এর বিরুদ্ধে জিহাদ আরম্ভ করি। জিহাদে আমি এক (কাফির) ব্যক্তিকে আমার (আয়ত্বে) মুখোমুখী পাইয়া গেলাম। সে (আমাকে প্রত্যক্ষ করা মাত্র ভয়ে) لا اله الا الله বলিয়া উঠিল। অতঃপর আমি (কোনরূপ বিবেচনা ব্যতীত) তাহাকে বর্শা দ্বারা আঘাত করিয়া নিহত করিলাম। অতঃপর এই বিষয়ে আমার অন্তরে নানা রকম দ্বিধা—সন্দেহ সৃষ্টি হইতে লাগিল (যে, لا اله الا الله পাঠকারীকে হত্যা করা জায়েয কি না?) তাই আমি এই ঘটনাটি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম—এর পাক খিদমতে উল্লেখ করিলাম। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমার বিবরণ শ্রবণ করিবার পর) বলিলেনঃ তবে কি সে لا اله الا الله পড়িয়াছিল, আর তুমি তাহাকে হত্যা করিয়াছ? হযরত উসামা (রাযিঃ) বলেনঃ আমি আরয করিলাম, ইয়া

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার টীকার বাকী অংশ

টীকা—৩. ان المقداد بن عمرو ابن الاسود الكندى এই বাক্যখানা লিখন, পঠন ও অর্থে কখনও কখনও ভুল করা হয়। সহীহ হইতেছে যে, عمرو বিশেষ্যকে যের দ্বারা এবং ابن الاسود। ابن শব্দের ابن এর নূন বর্ণে যবর এবং আলিফ থাকিবে। কারণ ইহা المقداد বিশেষ্য—এর صفة হইয়াছে। আর এইস্থানে المقداد শব্দটি حالت نصب হওয়ায় ابن শব্দের নূন বর্ণে যবর হইবে। এইস্থানে ابن শব্দটি এক বংশের (পিতা—পুত্রের) মধ্যে হয় নাই। তাই ابن শব্দের আলিফ লিখায় থাকিবে। পক্ষান্তরে ابن শব্দের নূনকে যের দ্বারা পাঠ করিলে সঠিক অর্থ বহাল থাকিবে না। কারণ এই হিসাবে আমর হইবে আসওয়াদের ছেলে। অথচ আমর আসওয়াদের ছেলে নহে। কাজেই ابن শব্দটি যের দ্বারা পাঠ করা ভুল। (শরহে নবভী, ফতহুল মুলহিম)

অত্র পৃষ্ঠার টীকা

টীকা—১. سرية সারিয়্যা বলা হয়, সৈন্যবাহিনীর একটি অংশকে যাহাতে এক শত হইতে পাঁচ শত পর্যন্ত সৈন্য থাকে। (ফতহুল মুলহিম)

রসূলাল্লাহ! অবশ্য সে তো ইহা (কলেমা তাওহীদ) পড়িয়াছিল বটে কিন্তু আমার অস্ত্রের ভয়ে। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্রোধস্বরে) বলিলেনঃ তুমি তাহার অন্তর চিরিয়া প্রত্যক্ষ করিলে না কেন, যাহাতে তুমি জ্ঞাত হইতে যে, সে অন্তর দিয়া এই কলেমা পাঠ করিয়াছিল কি না?[১] (অথচ ইহা সম্ভব নহে। ফলে অন্তরের অবস্থা তুমি কিভাবে বুঝিতে পারিয়াছ?) অতঃপর তিনি বার বার এই কথাটি পুনরাবৃত্তি করিতেছিলেন।[২]এমনকি (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর অসন্তোষের ভাব দেখিয়া বিচলিত অবস্থায়) আমি মনে মনে আকাংক্ষা করিতেছিলাম, হায় (ইহা আমি কি করিলাম) যদি আমি আজই ইসলাম গ্রহণ করিতাম। (তাহা হইলে মুসলমান হিসাবে আমার পক্ষ হইতে এই জঘন্য অপরাধ সংঘটিত হইত না। আর ইসলাম গ্রহণ দ্বারা পূর্বকৃত যাবতীয় গুনাহ ক্ষমা হইয়া যায়)।

রাবী বলেনঃ অতঃপর হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রাযিঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলার কসম! আমি কোন মুসলমানকে হত্যা করিব না যতক্ষণ পর্যন্ত না যুল–বুতায়ন[৩](পেটওয়ালা) অর্থাৎ উসামা কোন মুসলমানকে হত্যা করে। রাবী বলেন, উপস্থিত এক ব্যক্তি (হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রাযিঃ)–এর উক্তির উপর আপত্তি করিয়া) বলিলেনঃ আল্লাহ তা'আলা কি ইরশাদ করেন নাই যে,

وَقَاتِلُوهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ

অর্থাৎ "আর তোমরা তাহাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করিতে থাক যতক্ষণ পর্যন্ত না ফিৎনা (শিরক ও কুফরী) বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং (তাহাদের) ধর্ম পরিপূর্ণরূপে (কেবল একক) আল্লাহ তা'আলারই জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়।" (সূরা আনফাল–৩৯)

অতঃপর হযরত সা'দ (রাযিঃ) জবাবে বলিলেনঃ আমরা তো (কাফিরদের বিরুদ্ধে) জিহাদ করিয়াছি যাহাতে ফিৎনা বিদূরীত হয়। আর তুমি ও তোমার সাথীরা (অর্থাৎ খারিজী মতাবলম্বীরা) তো এইজন্য যুদ্ধ করিতেছ যাহাতে ফিৎনা সৃষ্টি হয়।

টীকা–১. حتى تعلم أقالها ام لا অর্থাৎ "যাহাতে তুমি জ্ঞাত হইতে যে, সে অন্তর দিয়া এই কলেমা পাঠ করিয়াছে কিনা?" শারেহ নবভী (রহঃ) বলেন قالها এর فاعل (কর্তা) হইল قلب অর্থাৎ অন্তর। বাক্যের মর্মার্থ হইতেছেঃ নিশ্চয় তুমি তো কাহারও মুখে স্বীকারোক্তি ও প্রকাশ্যের উপর ভিত্তি করিয়া আমল করার প্রতি আদিষ্ট। আর অন্তরের অবস্থা তো তোমার জ্ঞাত হওয়ার কোন উপায় নাই। তাই সে মুখে যাহা প্রকাশ করিয়াছে উহার উপর আমল করিতে কিসে বাধা সৃষ্টি করিল। অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিলেনঃ তুমি তাহার অন্তর চিরিয়া প্রত্যক্ষ করিলে না কেন যাহাতে দেখিয়া নিতে পার যে, সে কলেমা পাঠের সময় আন্তরিক দৃঢ় বিশ্বাসসহ পড়িয়াছে অথবা না? অর্থাৎ নিশ্চয় তুমি অন্তরের অবস্থা অনুধাবন করিতে সক্ষম নও ইহা তো কেবল একক আল্লাহ তা'আলার কাজ। তাই তাহার মুখের স্বীকারোক্তিকে যথেষ্ট মনে কর। অর্থাৎ যখন সে মুখে কলেমা পাঠ করিয়াছে তখন সে মুমিন হইয়াছে বলিয়া হুকুম দাও।

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেনঃ ইহা দলীল যে, আহকামে শরীআত কেবল বাহ্যিক কারণ তথা আমলসমূহের উপরই প্রয়োগ হয়, অভ্যন্তরীণ কারণের উপর নহে। –(ফতহুল মুলহিম)

টীকা–২: আল্লামা কুরতুবী (রহঃ) বলেন, ভবিষ্যতে কলেমা–ই তাওহীদ পাঠকারীকে হত্যা করা হইতে কঠোর ভয় প্রদর্শন করিবার উদ্দেশ্যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উসামা (রাযিঃ)–এর ওযর গ্রহণ না করিয়া বার বার وقتلته ... أقال لا اله الا الله কথাটি পুনরাবৃত্তি করিতেছিলেন। (ফতহুল মুলহিম)

টীকা–৩. ذو البطين (পেটওয়ালা) بطين শব্দটি بطن এর تصغير কাযী আয়্যায (রহঃ) বলেনঃ হযরত উসামা (রাযিঃ)–এর পেট বিরাটাকার ছিল বলিয়া তাহাকে যুল–বুতায়ন বলা হইত।

(ফতহুল মুলহিম)

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

হযরত উসামা (রাযিঃ)–এর ঘটনার পর হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্‌কাস (রাযিঃ) আল্লাহ তা'আলার শপথ করিয়াছিলেন যে, আমি কখনও কোন মুসলমানকে হত্যা করিব না যতক্ষণ পর্যন্ত না যুল–বুতায়ন অর্থাৎ উসামা (রাযিঃ) কোন মুসলমানকে হত্যা করে। উল্লেখ্য যে, জিহাদের ময়দানে হযরত উসামা (রাযিঃ) কর্তৃক কলেমা–ই–তাওহীদ পাঠকারী হত্যা হওয়ায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুবই অসন্তুষ্ট হন এবং তাহার ওযর অগ্রাহ্য করেন এবং ভবিষ্যতে যাহাতে এইরূপ ঘটনা আর না ঘটে সেইজন্য তাকীদসহ কঠোরভাবে ভয় প্রদর্শন করেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে হযরত উসামা (রাযিঃ) আল্লাহ তা'আলার শপথ করিয়াছিলেন যে, আমি কখনও কোন তাওহীদ প্রকাশকারীর বিরুদ্ধে অস্ত্রব্যবহার করিব না। ফলে মুসলমানগণের মধ্যে পরস্পর সংঘাত ও গৃহযুদ্ধে (যাহা জঙ্গে জমল ও জঙ্গে সিফ্‌ফীন নামে খ্যাত) হযরত উসামা (রাযিঃ) এবং তাহার ন্যায় হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর ও হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্‌কাস (রাযিঃ) প্রমুখ কোন পক্ষই অবলম্বন না করিয়া নিরপেক্ষছিলেন।

আলোচ্য হাদীছে উপস্থিত এক ব্যক্তি হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রাযিঃ)–এর কথার উপর আপত্তি উত্থাপন করতঃ দলীল হিসাবে কুরআন মজীদের আয়াত পেশ করিয়াছেন। উক্ত ব্যক্তির উদ্দেশ্য হইতেছে যে, অত্র আয়াতে বলা হইয়াছে, ফিৎনা বিদূরীত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা তাহাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করিতে থাক। কাজেই মুসলমানদের মধ্যে যে পরস্পর বাদানুবাদ ও গৃহযুদ্ধের ফিৎনা যেমন জঙ্গে জমল ও সিফ্‌ফীন আরম্ভ হইয়াছে, উহাকে বিলুপ্ত করিবার জন্য জিহাদ করা উচিৎ।

উত্তরে হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রাযিঃ) বলেন যে, অত্র আয়াতের মমার্থ যাহা তুমি গ্রহণ করিয়াছ, বস্তুতঃ তাহা এইরূপ নহে। বরং আয়াতের وقاتلوهم এর هم সর্বনামটি কাফিরদের দিকে প্রত্যাবর্তিত। সুতরাং আয়াতের সহীহ অর্থ হইতেছে যে, "আর তোমরা কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করিতে থাক যে পর্যন্ত না ফিৎনা (কুফর ও শিরক) বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং তাহাদের ধর্ম পরিপূর্ণরূপে কেবল আল্লাহ তা'আলারই জন্য হইয়া যায়।" অত্র আয়াতে মুসলমানগণকে কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যতক্ষণ পর্যন্ত কোন একজন কাফিরও দ্বীনে ইসলামে ফিৎনা সৃষ্টি করে এবং ইসলাম গ্রহণের পর (নাউযুবিল্লাহ) কুফরীতে প্রত্যাবর্তন করে বা কাহাকেও কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তন করাইবার চেষ্টা করে। কেননা ইসলাম কবুল করিবার পর কুফরীতে প্রত্যাবর্তন করা বা কাহাকেও প্রত্যাবর্তন করানোর চেষ্টা করা ফিৎনা। এইজন্যই সেই সময় যেই ব্যক্তি দ্বীনের মধ্যে ফিৎনা সৃষ্টি করিত তাহাকে হত্যা করা হইত অথবা বন্দী করা হইত। 'আলহামদুলিল্লাহ' মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম ব্যাপক প্রসার লাভ করিয়াছে। তাই বর্তমানে কোন কাফিরের পক্ষ হইতে কোন মুসলমানকে ফিৎনায় পতিত করিবার সম্ভাবনা অবশিষ্ট নাই। অধিকন্তু মুসলমানগণ পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ করিবার দ্বারা ফিৎনা বিলুপ্ত হয় না বরং ফিৎনা সৃষ্টি হয়। কাজেই তুমি এবং তোমার সাথীরা ফিৎনা সৃষ্টি করিতে চাহিতেছ।

হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্‌কাস (রাযিঃ)–এর উক্তি انت واصحابك تريدون ـ الخ "তুমি ও তোমার সাথীরা এইজন্য যুদ্ধ করিতেছ যাহাতে ফিৎনা সৃষ্টি হয়।" দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত ব্যক্তি (সম্ভবতঃ) খারিজী মতাবলম্বী ছিল। যেমন পূর্ববর্তী ২২নং হাদীছে এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাযিঃ)–এর জঙ্গে জমল ও সিফ্‌ফীনে অংশগ্রহণ না করিয়া নিরপেক্ষ থাকায় আপত্তি করিয়াছিল। সহীহ বুখারী শরীফের হাশিয়ায় সেই ব্যক্তিকে খারিজী মতাবলম্বী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

এই উক্তি দ্বারা আরও প্রতীয়মান হয় যে, হযরত সা'দ (রাযিঃ)–এর অভিমত ছিল যে, মুসলমানদের মধ্যে পরস্পর বাদানুবাদ ও ফিৎনাতে যুদ্ধ বর্জন করা উচিত যদিও দুই দলের একটি দল হকের উপর এবং অপরটি বাতিলের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবার বিষয়টি স্পষ্ট থাকে। ইহা হযরত সা'দ (রাযিঃ)–এর ইজতিহাদ। আর মুজ্‌তাহিদের স্বীয় ইজতিহাদের উপর আমল করা সহীহ। (মাসআলাটি ২২ নং হাদীছের ফায়দা দ্রষ্টব্য)

মাসআলাঃ

জমহুরে ওলামা বলেন যে, আমীরুল মুমিনীনের বিরুদ্ধে যদি একটি দল বিদ্রোহ করে, আর তাহাদের বিদ্রোহের বিষয়টি সম্পূর্ণ স্পষ্ট থাকে তাহা হইলে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ওয়াজিব যে পর্যন্ত না তাহারা আমীরুল মুমিনীনের আনুগত্য স্বীকার করে। (ফতহুল মুলহিম)

١٨٤ **حدثنا** يعقوب الدورقي قال نا هشيم قال انا حصين قال نا ابو ظبيان قال سمعت اسامة بن زيد بن حارثة يحدث قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الحرقة من جهينة فصبحنا القوم فهزمناهم ولحقت انا ورجل من الانصار رجلا منهم فلما غشيناه قال لا اله الا الله فكف عنه الانصاري وطعنته برمحي حتى قتلته قال فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا اسامة اقتلته بعد ما قال لا اله الا الله قال قلت يا رسول الله انما كان متعوذا قال فقال اقتلته بعد ما قال لا اله الا الله قال فما زال يكررها على حتى تمنيت اني لم اكن اسلمت قبل ذلك اليوم -

হাদীছ–১৮৪. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াকুব আদ-দাওরাকী (রহঃ)। তিনি··· হযরত উসামা বিন যায়দ বিন হারিছ (রাযিঃ)[১] হইতে বর্ণনা করেন। হযরত উসামা (রাযিঃ) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে জুহায়না সম্প্রদায়ের হুরাকা নামক গোত্রের বিরুদ্ধে জিহাদ করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। আমরা অতি প্রত্যূষে সেই গোত্রের উপর আক্রমণ করিলাম এবং তাহাদিগকে পরাজিত করিলাম। (হযরত উসামা (রাযিঃ) বলেন) আর আমি এবং একজন আনসার (আমরা উভয়ে) হুরাকা কাফির গোত্রের একজনের পশ্চাতে ধাওয়া করিলাম। অতঃপর আমরা যখন তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিলাম (তখন) সে لا اله الا الله বলিয়া উঠিল। আনসারী (মুজাহিদ তাহার মুখে কলেমা পাঠ শ্রবণ করিয়া)

টীকা–১. اسامة بن زيد بن حارثة হযরত যায়দ বিন হারিছা (রাযিঃ) যাহাকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পয়গাম্বরীকালের পূর্বে পোষ্যপুত্র হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাই আরবের রীতি মুতাবিক তাহাকে যায়দ বিন মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়া ডাকা হইত। অতঃপর আয়াত অবতীর্ণ হইল যে,

ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله -

অর্থাৎ "তোমরা তাহাদিগকে (পোষ্যপুত্র বলিয়া স্বীকৃতিদাতাগণের পুত্র বলিও না, বরং) তাহাদের (প্রকৃত) পিতাগণের নামে আহবান কর, আল্লাহ তা'আলার নিকট ইহাই সুসঙ্গত।" (সূরা আহযাব-৫)

আয়াত অবতীর্ণ হইবার পর হইতে হযরত যায়দ (রাযিঃ)কে যায়দ বিন হারিছা (রাযিঃ) বলিয়া আহবান করা হইতে থাকে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যায়দ (রাযিঃ)কে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। তিনি ৮ম হিজরী সনে গযুয়ায়ে মূতায় শাহাদতবরণ করেন। তাহার শাহাদতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হৃদয়ে আঘাত পাইয়াছিলেন এবং অনিচ্ছায় তাঁহার মুবারক চক্ষুদ্বয় হইতে অশ্রু প্রবাহিত হইতেছিল। হযরত উসামা (রাযিঃ) সেই যায়দ বিন হারিছা (রাযিঃ)-এর পুত্র ছিলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে খুবই স্নেহ করিতেন।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হাসান (রাযিঃ) ও হযরত উসামা (রাযিঃ)-এর জন্য দু'আ করিবার বিষয়টি বিভিন্ন হাদীছ শরীফ দ্বারা প্রমাণিত আছে। হযরত উসামা (রাযিঃ) (হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ)-এর খিলাফত যুগে) হিজরী ৫৪ সনে ইন্তেকাল করেন।

তাহাকে আঘাত করা হইতে নিবৃত্ত রহিলেন কিন্তু আমি আমার বর্শা দ্বারা এমন আঘাত করিলাম যে, তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিলাম। তিনি (হযরত উসামা (রাযিঃ)) বলেনঃ আমরা যখন জিহাদের ময়দান হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া আসিলাম তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এই সংবাদটি পৌছিয়া গেল। অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে ডাকিয়া বলিলেনঃ হে উসামা। لا اله الا الله পাঠ করিবার পরও কি তুমি তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিয়াছ? হযরত উসামা (রাযিঃ) বলেনঃ আমি আরয করিলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! সে তো নিজ আত্মরক্ষার অজুহাতে কলেমা বলিয়াছিল মাত্র। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (পুনরায়) বলিলেন لا اله الا الله পাঠ করিবার পরও কি তুমি তাঁহাকে হত্যা করিয়াছ? হযরত উসামা (রাযিঃ) বলেনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বার বার এই কথাটি (لا إله الا الله পাঠ করিবার পরও কি তুমি তাহাকে হত্যা করিয়াছ?) পুনরাবৃত্তি করিতে থাকেন। এমনকি আমি মনে মনে আকাংক্ষা করিতেছিলাম যে, হায়, আমার ইসলাম গ্রহণই এইদিনের পূর্বে না হইত অর্থাৎ আমার ইসলাম গ্রহণের দিন যদি আজই হইত?[১] (কেননা ইসলাম গ্রহণের দ্বারা পূর্ববর্তী যাবতীয় অপরাধ ক্ষমা হইয়া যায়)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

যে ইসলাম কেবল আত্মরক্ষার নিয়্যাতে বাহ্যাড়ম্বর রীতিতে হয়, অন্তরের উপর বিশ্বাস ও শান্তির কোন একটি অণুও নসীব হয়না অথবা অন্তরের মধ্যে দ্বিধা-সন্দেহের ব্যাকুলতা বিদ্যমান থাকে তবে নিঃসন্দেহে এইরূপ ইসলাম বিশ্বস্ত হইতে পারে না। কিন্তু অন্তর যদি দৃঢ় বিশ্বাসে পরিপূর্ণ হয় এবং উহাতে দ্বিধা-সন্দেহের কোন অবকাশ না থাকে তাহা হইলে এইরূপ ইসলাম নিশ্চিতরূপে বিশ্বস্ত হয়।

ধর্ম পরিবর্তন যেইরূপ দলীলের ভিত্তিতে হইতে পারে সেইরূপ দ্বীনী লিপ্সা অথবা কোন ভয়ের দরুণও হইতে পারে। প্রত্যেক অবস্থায় যদি মানুষ স্বীয় পুরাতন ভ্রান্ত ধর্মকে পরিত্যাগ করিয়া দ্বীনে ইসলাম অবলম্বন করিবার উপর সন্তুষ্ট হয় তবে যদিও তাহার ইসলাম গ্রহণ করিবার কারণ প্রশংসাযোগ্য না হয় কিন্তু তাহার ইসলাম কবূল করার বিষয়ে কোন প্রকার সন্দেহ করা সম্ভব নহে। উদাহরণতঃ ওয়াফদ আবদিল কায়স সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশংসিত শব্দ مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامى (অর্থাৎ "মুবারকবাদ প্রতিনিধিদলকে লাঞ্ছিত হইতে হইল না আর না লজ্জিত হইতে হইল।") বলিয়াছেন। ইহা দ্বারা ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, তাহাদের ইসলাম গ্রহণ কোন প্রকার ভয় এবং লোভের ভিত্তিতে ছিল না। ইহা দ্বারা আরো প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত গোত্র ব্যতীত অন্যান্য যে সকল গোত্রসমূহ ভয়ের কারণে ইসলাম কবূল করিয়াছে উহা যাহা হউক প্রশংসাযোগ্য ছিল না বটে কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বিশ্বস্ত ছিল।

ইসলামের ইতিহাস এমন ব্যক্তিবর্গের দৃষ্টান্ত দ্বারা পরিপূর্ণ যাহারা তলোয়ারের ঝঙ্কারে ইসলামের পরিধিতে প্রবেশ করিয়াছে এবং তাহাদের ইসলাম গ্রহণের বিষয়ে সামান্যও দ্বিধা-সন্দেহ করা হয় নাই। অতঃপর বাস্তবেও

টীকা-১. حتى تمنيت انى لم اكن اسلمت قبل ذلك اليوم এই বাক্যের মর্মার্থ হইতেছে, এমনকি আমি মনে মনে আকাংক্ষা করিতেছিলাম যে, হায়, আমার ইসলাম গ্রহণের দিন যদি আজই হইত। কারণ ইসলাম পূর্ববর্তী যাবতীয় অপরাধ মিটাইয়া দেয়। সুতরাং এই কথার দ্বারা তিনি এই সময়টি ইসলাম গ্রহণের প্রথম দিন হইবার আকাংক্ষা করিয়াছেন, তাহা হইলে তিনি এই জঘন্য অপরাধ হইতে নিরাপদ হইতেন। কিন্তু তাহার এই উক্তির মর্ম এই নহে যে, তিনি এইদিনের পূর্বে মুসলমান না হওয়ার আকাংক্ষা করিয়াছেন। আল্লামা কুরতুবী (রহঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ হইতে কঠোর নিষেধাজ্ঞা শ্রবণের পর হযরত উসামা (রাযিঃ) স্বীয় পূর্বেকৃত যাবতীয় নেক আমলসমূহকে এই অপরাধটির তুলনায় ছোট মনে করিয়া তিনি অতিশয়োক্তি প্রকাশার্থে এই কথা বলিয়াছেন। অধিকন্তু তাহার কথাটি কতক সূত্রে যেমন হযরত আ'মাশ সূত্রে এইরূপেও বর্ণিত হইয়াছে যে, حتى تمنيت انى اسلمت يومئذ। অর্থাৎ "এমন কি আমি আকাংক্ষা করিতেছিলাম যে, হায়, আমার ইসলাম গ্রহণের দিন যদি আজই হইত।" আল্লাহ সর্বজ্ঞ। (ফতহুল মুলহিম)

দেখা গিয়াছে যে, তাহাদের উপর হইতে যখন বিপদ কাটিয়া গিয়াছে তখনও তাহারা স্বীয় পূর্ব ধর্মে প্রত্যাবর্তন করে নাই। সুতরাং ইহা দ্বারা কি ঐ বিষয়টি স্পষ্ট প্রমাণিত হয় না যে, জিহাদের ময়দানে ভয় বশতঃ ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল তাহা কেবল প্রদর্শনমূলক ছিল না বরং আন্তরিকভাবেই ছিল। তাহা না হইলে নিশ্চয় তাহারা বিপদ কাটিয়া যাওয়ার পর স্বীয় পূর্ব ধর্মে ফিরিয়া যাইত। এই ঐতিহাসিক বাস্তব প্রমাণ দ্বারা এই ধারণা অর্থাৎ "ভয়ের অবস্থায় অথবা দলীল প্রমাণাদি ব্যতীত দৃঢ় বিশ্বাস লাভ হওয়া সম্ভব নহে।" খণ্ডন হইয়া যায়।

(তরজমানুস্ সুন্নাহ)

হাদীছদ্বয়ের সমন্বয়

আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে, হযরত উসামা (রাযিঃ) কর্তৃক কলেমা পাঠকারী হত্যা হওয়ার বিষয়টি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর নিকট পৌছিয়া গিয়াছিল। অতঃপর তিনি হযরত উসামা (রাযিঃ)কে ডাকিয়া সেই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন। আর পূর্ববর্তী হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত উসামা (রাযিঃ) কলেমা পাঠকারীকে হত্যা করিবার পর তাহার স্বীয় অন্তরেই এই বিষয়ে দ্বিধা–সন্দেহ সৃষ্টি হইয়াছিল এবং পরে তিনি ঘটনাটি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর খেদমতে উল্লেখ করিলেন। উভয় হাদীছের সমন্বয় হইতেছে যে, হযরত উসামা (রাযিঃ) কলেমা পাঠকারীকে হত্যা করিবার পর দ্বিধা–সন্দেহ সৃষ্টি হইয়াছিল এবং তিনি এই বিষয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিবার নিয়্যাতও করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি রণক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই দূত মারফত ঘটনাটি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর কাছে পৌছিয়া গিয়াছিল। তাই তিনি হযরত উসামাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন এবং হযরত উসামা (রাযিঃ) ঘটনাটি উল্লেখ করিলেন। কাজেই فذكرته (অতঃপর ঘটনাটি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর সামনে উল্লেখ করিলাম) কথাটি ইহা প্রমাণ করে না যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিবার পূর্বে প্রথমে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং উভয় হাদীছে কোন পার্থক্য নাই। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। (শরহে নববী)

١٨٥ **حدثنا** احمد بن الحسن بن خراش قال نا عمرو بن عاصم قال نا معتمر قال سمعت ابى يحدث ان خالدا الاثبج ابن اخى صفوان بن محرز انه حدث ان جندب بن عبد الله البجلى بعث الى عسعس بن سلامة زمن فتنة ابن الزبير فقال اجمع لى نفرا من اخوانك حتى احدثهم فبعث رسولا اليهم فلما اجتمعوا جاء جندب وعليه برنس اصفر فقال تحدثوا بما كنتم تحدثون به حتى دار الحديث فلما دار الحديث اليه حسر البرنس عن راسه فقال انى اتيتكم ولا اريد ان اخبركم عن نبيكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين الى قوم من المشركين وانهم التقوا فكان رجل من المشركين اذا شاء ان يقصد الى رجل من المسلمين قصد له فقتله وان رجلا من المسلمين قصد غفلته قال وكنا نحدث انه اسامة بن زيد فلما رفع عليه السيف قال لا اله الا الله فقتله فجاء البشير الى النبى صلى الله عليه وسلم فساله فاخبره حتى اخبره خبر الرجل كيف صنع فدعاه فساله فقال لم قتلته قال يا رسول الله اوجع فى المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا وانى حملت عليه فلما راى السيف قال لا اله

إِلاَّ اللهُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَتَلْتَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اسْتَغْفِرْ لِي قَالَ وَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ فَجَعَلَ لاَ يَزِيْدُهُ عَلَى أَنْ يَقُوْلَ كَيْفَ تَصْنَعُ بِلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

হাদীছ–১৮৫ঃ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন হাসান বিন খিরাশ (রহঃ)। তিনি...সাফওয়ান বিন মুহরায (রহঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন। তিনি বলেনঃ হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবায়র (রাযিঃ)–এর খিলাফত যুগে সংঘটিত ফিৎনার সময়ে হযরত জুনদাব বিন আবদিল্লাহ আল–বাজালী (রাযিঃ) আসআস বিন সালামাহ (রহঃ)–এর কাছে এই বলিয়া লোক পাঠাইলেন যে, তুমি তোমার কতক (যোগ্য) ভ্রাতাগণকে একত্রিত কর। আমি তাহাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করিব। আসআস (রহঃ) তাহাদের কাছে দূত প্রেরণ করিলেন। অতঃপর তাহারা যখন সমাবত হইল তখন জুনদাব (রাযিঃ) একটি হলুদ বর্ণের বুরনুস[১] পরিহিত অবস্থায় সমাবেশ স্থলে উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেনঃ তোমরা যেই বিষয়ে কথাবার্তা বলিতেছিলে তাহাই বলিতে থাক। এইভাবে (একজনের পর অপরজন) পালাক্রমে কথা চলিতেছিল। এক পর্যায়ে কথার পালা যখন হযরত জুনদাব (রাযিঃ)–এর কাছে আসিল (অর্থাৎ তাঁহার কথা বলা অত্যাবশ্যক হইল) তখন তিনি স্বীয় বুরনুসটি মাথা হইতে খুলিয়া রাখিলেন এবং বলিলেনঃ আমি তোমাদের নিকট এই ইচ্ছায় আসিয়াছি যে, তোমাদের নিকট হাদীছে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বর্ণনা করিব।[২] (তাহা এই যে,) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলামানদের একটি সৈন্য বাহিনীকে মুশরিকদের একটি গোত্রের বিরুদ্ধে জিহাদ করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। আর তাহারা উভয় দল পরস্পর সম্মুখীন হইল। উক্ত মুশরিক বাহিনীতে এমন এক ব্যক্তি ছিল যে, সে যখনই মুসলিমদের কোন মুজাহিদকে হত্যা করিবার ইচ্ছা করিত তখনই তাহার উপর ঝাপাইয়া পড়িয়া শহীদ করিয়া দিতে পারিত। (তাহার কর্মকাণ্ড দেখিয়া) একজন মুসলিম মুজাহিদ তাহার অসতর্ক মুহূর্তের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমাদিগকে বলা হইল যে, তিনি ছিলেন হযরত উসামা বিন যায়দ (রাযিঃ)। অতঃপর (সুযোগে) যখন তিনি (হযরত উসামা (রাযিঃ)) তাহার দিকে তলোয়ার ফিরাইলেন[৩] (অর্থাৎ হত্যার জন্য তলোয়ার উত্তোলন করিলেন) তখন সে لا اله الا الله. বলিয়া উঠিল। ইহার পরও তিনি তাহাকে হত্যা করিলেন। অতঃপর সংবাদদাতা দূত (জিহাদে বিজয়ের) সুসংবাদ নিয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর খেদমতে হাযির হইলে তিনি তাহার নিকট (জিহাদের সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে) জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি সকল ঘটনাই তাঁহার নিকট বর্ণনা করিলেন। এমনকি তিনি ঐ ব্যক্তি (হযরত উসামা (রাযিঃ))–এর ঘটনাটিও বলিলেন যে, তিনি কি করিয়াছেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উসামা (রাযিঃ)কে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কেন সেই ব্যক্তিকে হত্যা করিলে? হযরত উসামা (রাযিঃ) আরয করিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! সে মুসলমানগণকে ব্যাকুলতায় পতিত করিয়াছিল এবং অমুক অমুককে শহীদ করিয়া দিয়াছে। এই বলিয়া তিনি কয়েকজনের নাম উল্লেখ করিলেন। আর আমি (সুযোগে) তাহার উপর (বিজয়ীরূপে) আক্রমণ করিলাম। অতঃপর যখন সে তলোয়ার দেখিল তখন لا اله الا الله বলিয়া উঠিল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি কি তাহাকে (এই কলেমা পাঠের পরও) হত্যা করিয়াছ? হযরত উসামা (রাযিঃ) আরয করিলেন, জি–হ্যাঁ। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ কিয়ামত দিবসে যখন সে - لا اله الا الله - নিয়া হাযির হইবে তখন তুমি কি

টীকা–১. - برنس = বুরনুস ঐ কাপড়কে বলা হয়, যাহা মাথার সহিত লাগিয়া থাকে। যেমন– রুমাল বা জুব্বা ইত্যাদি। (নবভী, ফতহুল মুলহিম)। ছররাহ অভিধানে আছে যে, বুরনুস এক প্রকার টুপি যাহাকে মানুষ ইসলামের প্রাথমিক যুগে পরিতেন। জাওহাবী (রহঃ) বলেন, বুরনুস এক প্রকার লম্বা টুপি ছিল যাহাকে মানুষ ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায়পরিতেন।

বাকী অংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

করিবে? (অর্থাৎ لا اله الا الله পাঠ এবং তাওহীদে স্বীকারোক্তির পর হত্যা করার অপরাধের জবাব কিরূপে দিবে?) হযরত উসামা (রাযিঃ) আরয করিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার মাগফিরাতের জন্য দু'আ করুন। (ইহার পরও) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আর কিয়ামত দিবসে যখন সে لا إله الا الله নিয়া হাযির হইবে তখন তুমি কি করিবে? অতঃপর তিনি অতিরিক্ত কিছু না বলিয়া কেবল এই কথাটিই বলিতেছিলেনঃ কিয়ামত দিবসে যখন সে لا اله الا الله নিয়া হাযির হইবে তখন তুমি কি করিবে?

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

একজন মুসলমানের জীবন সমস্ত দুনইয়া হইতে বহুগুণে মূল্যবান।

আলোচ্য হাদীছ ও অন্যান্য হাদীছ শরীফে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তাকীদসহ ইরশাদসমূহ দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তা'আলার কাছে মুসলমানের রক্তের গুরুত্ব, মর্যাদা ও মূল্য কতখানি। 'জামি তিরমিযী' শরীফে এক হাদীছে বর্ণিত হইয়াছেঃ

زوال الدنيا اهون عند الله من قتل رجل مسلم .

অর্থাৎ "আল্লাহ তা'আলার নিকট একজন মুসলমান হত্যার মুকাবালায় সমস্ত দুনইয়ার ধ্বংস ও কোন পদমর্যাদা রাখে না।"

মুযাহিরে হক ও অন্যান্য কিতাবে এই হাদীছের ব্যাখ্যা ঐ শব্দে করা হইয়াছে যে, অত্র হাদীছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন মুসলমানের মর্যাদা-মূল্য এবং শ্রেষ্ঠত্ব ও বুযুর্গীকে অত্যন্ত স্পষ্টরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। যদি একদিকে একজন খাঁটি মুসলমানের যিন্দিগী তথা জীবন হয় এবং অপরদিকে সম্পূর্ণ দুনইয়ার ধ্বংস, তবে উহার মুকাবালায় মুসলমানের জীবন রক্ষার জন্য দুনইয়া ধ্বংস হওয়াকে আল্লাহ তা'আলা

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার টীকার বাকী অংশ

টীকা-২. انى اتيتكم ولا اريد ان اخبركم عن نبيكم হাদীছ শরীফের এই বাক্যটি সহীহ মুসলিম শরীফের সকল নুসখায় অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে। এই বাক্যের বাহ্যিক অর্থ হইল, আমি তোমাদের কাছে আসিয়াছি এবং আমার ইচ্ছা নাই যে, আমি তোমাদের নিকট তোমাদের পয়গাম্বরের হাদীছ বর্ণনা করি। উল্লেখ্য যে, এই বাক্যটি হাদীছ শরীফের প্রথম বাক্য بعث الى عسعس فقال اجمع لى نفرا من اخوانك حتى احدثهم . এর সহিত সম্পর্কশীল। আর এই বাক্য احدثهم শব্দটি حديث হইতে। حديث শব্দের অর্থ কথা বা বাণী। ইহা রসূলের বাণী বা সাধারণের কথায় উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। কাজেই احدثهم শব্দটির মর্মার্থ দুইভাবে হইতে পারে।

একঃ আমি তাহাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করিব। এই অর্থে বাক্যটির মর্মার্থ হইবেঃ হযরত জুনদাব (রাযিঃ) হযরত আসআস (রহঃ)-এর নিকট এই বলিয়া লোক পাঠাইলেন যে, তুমি তোমার কতক (সুযোগ্য) ভ্রাতৃবৃন্দকে একত্রিত কর। আমি তাহাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করিব। এই স্থানে প্রশ্ন হয় যে, জুনদাব (রাযিঃ) স্বয়ং আসআসকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, তুমি তোমার কতক ভ্রাতাগণকে একত্রিত কর, আমি তাহাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করিব, অতঃপর তিনি সমাবেশ স্থলে আসিয়া কিরূপে বলিলেন যে, আমি তোমাদের কাছে আসিয়াছি এবং তোমাদের নিকট হাদীছে রসূল বর্ণনা করা আমার ইচ্ছা ছিল না।

ইহার জবাব এই যে لا اريد শব্দের " لا " বর্ণটি অতিরিক্ত। কাজেই বাক্যটির অর্থ হইবে, "আমি তোমাদের নিকট এই ইচ্ছায় আসিয়াছি যে, তোমাদের নিকট হাদীছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করিব।" (এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী হাদীছের অনুবাদ করা হইয়াছে) আর ইহা খুবই স্পষ্ট মর্ম। কেননা আরবী ভাষায় " لا " বর্ণ অতিরিক্ত গ্রহণের বিধান রহিয়াছে যেমন কুরআন মজীদে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন لئلا يعلم اهل الكتب . (যেন কিতাব প্রাপ্তগণ জানিতে পারে) এবং قال ما منعك الا تسجد اذ أمرتك (আল্লাহ তা'আলা বলিলেনঃ আমি যখন নির্দেশ দিয়াছি তখন তোমাকে কিসে সাজদা করিতে বারণ করিল?) এই উভয় আয়াত শরীফে " لا " বর্ণটি অতিরিক্ত।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

সহ্য করিবেন। কেননা আল্লাহ তা'আলার নিকট একজন মুসলমানের জীবন সমস্ত দুন্ইয়া হইতে বহুগুণে মূল্যবান।

এই হাদীছ শরীফকে সম্পূর্ণরূপে অনুধাবনের জন্য আমাদের ইহা জানা উচিত যে, দুন্ইয়া স্থায়ী রাখার জন্য অবশেষে মুসলমান স্থায়ী রাখাকে জরুরী গণ্য করার কারণ কি এবং সম্পূর্ণ দুন্ইয়া একজন মুসলমানের প্রাণের মুকাবালায় নগণ্য কেন?

মানুষের জীবন একটি চলমান নদীর ন্যায় যাহা সর্বদা সামনের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। পানি যদি একস্থানে আবদ্ধ হয় তবে উহাতে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হইয়া যায় অনুরূপ যদি মানুষের জীবন সামনে অগ্রসর হওয়া হইতে থামিয়া যায় তবে নিজেই নিজেকে হারাইয়া বসে। তাহার অন্তর ও মস্তিষ্কের শক্তিসমূহ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয় এবং শারীরিক ও চারিত্রিক ব্যাধিসমূহ প্রভাবশালী হয়, উন্নতি থামিয়া যায়। যেন মানুষের জীবন ধীরে ধীরে স্বীয় অস্তিত্ব নিঃশেষ করিয়া বসে। এই পতন ধ্বংসকে বাধা দেওয়া এবং মানবিক জীবনকে স্থায়ীরূপে দৃঢ় রাখার জন্য অপরিহার্য যে, উহার উন্নতির পথে যেন কোন বস্তু বাধা হইয়া না দাঁড়ায় বরং প্রত্যেক সময় উহাকে কামাল তথা সম্পূর্ণতা পর্যন্ত পৌছাইবার জন্য নূতন নূতন ওসীলা, অত্যাধুনিক আসবাব এবং বিবিধ রকমের উপায় আবিষ্কার করার চেষ্টা করা। মানুষের চেষ্টা সাধনা ও গবেষণার ফলে নূতন নূতন আবিষ্কারসমূহ সামনে আসিয়াছে। এই শক্তিসমূহ যেমন তাহার উন্নতি ও অভাব শূন্যতার লক্ষ্যে ব্যবহৃত হইতে পারে তেমনই ব্যবহৃত হইতে পারে বিধ্বস্ত এবং ধ্বংসের জন্যেও। মানুষের সম্মুখে যদি কোন মহোত্তম পরিকল্পনা বর্তমান থাকে তবে সে উক্ত শক্তিসমূহকে প্রফুল্লতা ও অভাব শূন্যতার জন্য ব্যবহার করিবে। পক্ষান্তরে যদি কাহারও মধ্যে ঐরূপ মহোত্তম পরিকল্পনা উদ্দেশ্য না হয় তবে তাহার মধ্যে নিকৃষ্ট অভিলাষ জন্ম নিবে এবং উহাকে পূর্ণ করিবার জন্য সে উক্ত শক্তিসমূহ স্বীয় ভাইদের ধ্বংস করার এবং দুনইয়াকে বিধ্বস্ত করার কাজে ব্যবহার করিবে। কাজেই মানুষকে উক্ত ধ্বংস হইতে বিরতকারী কোন শক্তি অপরিহার্য। আর এই শক্তি কেবল ঐ নেক ও পবিত্র বান্দাগণই হইতে

পূর্ববর্তী পৃষ্টার টীকা

দুইঃ আমি তাহাদের সহিত কথা বলিব। আর সম্পূর্ণ বাক্যটির অর্থ হইবে, হযরত জুনদাব (রাযিঃ) হযরত আসআস (রহঃ)-এর নিকট এই বলিয়া পাঠাইলেন যে, তুমি তোমার কতক (সুযোগ্য) ভ্রাতাবৃন্দকে একত্রিত কর, আমি তাহাদের সহিত কিছু (গুরুত্বপূর্ণ) কথা বলিব। এই মর্মার্থ হিসাবে দ্বিতীয় বাক্য انى اتيتكم ولا اريد ان اخبركم عن نبيكم এর و বর্ণটি বহাল থাকিয়াও প্রথম বাক্যের সহিত সম্পর্ক থাকে। অর্থাৎ (লোকগণ একত্রিত হইলে তিনি সমাবেশ স্থলে আসিয়া বলিলেন) আমি তোমাদের কাছে আসিয়াছি, আর আমার ইচ্ছা নাই যে, আমি তোমাদের নিকট হাদীছে রসূল বর্ণনা করি। কিন্তু প্রশ্ন থাকিয়া যায় যে, তবে তিনি হাদীছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করিলেন কেন? উত্তর এই যে,. انى اتيتكم ولا اريد ان اخبركم عن نبيكم বাক্যটির মর্মার্থ নির্ণয়ে ব্যাখ্যা রহিয়াছে। আর উহার সর্বাধিক উজ্জ্বলতম মর্মার্থ হইতেছে যে,

انى اتيتكم ولا اريد ان اخبركم عن نبيكم صلى الله عليه وسلم بل اعظكم واحدثكم بكلام من عند نفسى لكن الان ازيدكم على ماكنت نويته فاخبركم ان النبى صلى الله عليه وسلم بعث بعثا الخ.

অর্থাৎ "আমি তোমাদের নিকট আসিয়াছি আর আমার ইচ্ছা ছিল না যে, তোমাদের নিকট নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীছ বর্ণনা করা বরং তোমাদিগকে নসীহত করিব এবং আমার নিজের পক্ষ হইতে কিছু (গুরুত্বপূর্ণ) কথা বলিব। কিন্তু (পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে) এখন আমি আমার নিয়্যাতের অতিরিক্ত হাদীছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা (এর তীব্র প্রয়োজনীয়তা অনুভব) করিতেছি। তাই বর্ণনা করিতেছি যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল সৈন্য প্রেরণ করেন---- শেষ পর্যন্ত। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। (ফতহুল মুলহিম)

টীকা-৩. فلما رجع عليه السيف "অতঃপর (সুযোগে) যখন তিনি তাহার দিকে তলোয়ার ফিরাইলেন।" আর সহীহ মুসলিম শরীফের কোন কোন নুসখায় رجع শব্দের স্থলে رفع বর্ণিত হইয়াছে। رفع শব্দের অর্থ উত্তোলন করা। বাক্যের অর্থঃ "অতঃপর যখন তিনি তাহার দিকে তলোয়ার উত্তোলন করিলেন।" কাজেই উভয় রিওয়ায়তের মর্মার্থ একই। (ফতহুল মুলহিম)

পারে যাহারা স্বীয় ফরযসমূহ সম্পর্কে সচেতন এবং মানুষকে উক্ত ধ্বংস হইতে বাঁচাইবার জন্য সদা প্রস্তুত থাকেন। –(মুযাহিরে হক ও ইনৃতিখাবে মিশকাত)

ফায়দাঃ

হযরত জুনদাব (রাযিঃ)–এর কর্ম পদ্ধতি দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বিশিষ্ট আলেম এবং সমাজের মর্যাদাশীল প্রসিদ্ধ ব্যক্তির জন্য বাঞ্ছনীয় যে, ফিৎনা–ফাসাদের সময় জনসাধারণকে শান্ত ও নীরব করানো, তাহাদিগকে উপদেশমূলক নসীহত করা এবং তাহাদের সামনে দলীল প্রমাণাদি প্রকাশ করা। –(ফতহুল মুলহিম)

باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا۔

অনুচ্ছেদঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর ইরশাদ, যে ব্যক্তি আমাদের (মুসলমানদের) উপর হাতিয়ার উত্তোলন করিবে, সে আমাদের দলভুক্ত নহে.

١٨٦ **حدثني** زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قالا حدثنا يحيى وهو القطان ح وحدثنا ابو بكر بن ابى شيبة قال نا ابو اسامة وابن نمير كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابى عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ح وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا

হাদীছ–১৮৬ঃ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহঃ)। তাহারা···(সূত্র পরিবর্তন) এবং আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বাক্‌র বিন আবী শায়বা (রহঃ)। তিনি··· হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাযিঃ)–এর সূত্রে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে। (সূত্র পরিবর্তন) এবং আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহঃ)। তিনি···হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ যে ব্যক্তি আমাদের (মুসলমানদের) উপর হাতিয়ার উত্তোলন করিবে, সে আমাদের দলভুক্ত নহে। (অর্থাৎ সে আমাদের ধর্মের মানুষ নহে)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

মুসলমান শান্তির বাহক। পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করাই মুসলমানদের মুখ্য উদ্দেশ্য। সুতরাং কাহারও প্রতি না–হক অস্ত্রধারণ মুসলমানের কার্য নহে। তবে যদি কোন বিধর্মী লোকের দ্বারা আক্রান্ত হন তবে ভিন্ন কথা। তাহা ছাড়া কুফরও শির্‌কের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা এবং ন্যায় নিষ্ঠ খলীফাতুল মুসলিমীনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীদের দমনের লক্ষ্যে প্রয়োজনে অস্ত্রধারণ করা ফিৎনা ফাসাদ বিলুপ্ত করিবার পর্যায়ভুক্ত। আর মুসলমানদের পরস্পরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা হারাম ও কোন কোন অবস্থায় কুফরী হইয়া থাকে।

সুতরাং আলোচ্য হাদীছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর ইরশাদঃ "সে আমাদের দলভুক্ত নহে।" ইহার মর্মার্থ নির্ণয়ে ব্যাখ্যা রহিয়াছে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের ফকীহগণের মতে, না–হক এবং কোন তাবীল (তথা যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ) ব্যতীত যদি কোন ব্যক্তি মুসলমানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে এবং সে উহাকে হারাম জানে এবং বিশ্বাস করে তবে সে মহাপাপী হইবে। ইহা দ্বারা সে দ্বীনে ইসলাম হইতে

বহিষ্কার হইয়া কাফিরদের অন্তর্ভূক্ত হইবে না। আর যদি উক্ত কর্মকে হালাল মনে করে তবে সে দ্বীনে ইসলাম হইতে বাহির হইয়া কাফিরদের অন্তর্ভূক্ত হইবে। ইমাম নববী (রহঃ) বলেনঃ "فليس منا" (সে আমাদের দলভুক্ত নহে)–এর তাবীল তথা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কতক বিশেষজ্ঞ ওলামায়ে কিরাম বলেন, এই হাদীছ শরীফ ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যে কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত না–হক মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণকে হালাল জানে এবং বিশ্বাস করে, তবে সে কাফির হইয়া যাইবে এবং দ্বীনে ইসলাম হইতে বাহির হইয়া যাইবে। কারণ হারামকে হালাল জানা ও বিশ্বাস করা কুফরী।

আর কতক বিশেষজ্ঞ বলেন যে, "فليس منا" (সে আমাদের দলভুক্ত নহে)–এর মর্মার্থ হইতেছে যে, ليس على سيرتنا الكاملة و هدينا. অর্থাৎ "সে আমাদের পুরাপুরি স্বভাব চরিত্রের এবং প্রদর্শিত হিদায়াতের উপর নহে।" প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছ সুফিয়ান বিন উয়াইনা (রহঃ) এই ব্যাখ্যাকে অপছন্দ করিয়াছেন। আর তিনি বলেন, আলোচ্য হাদীছ শরীফকে কোন প্রকার তাবীল ও ব্যাখ্যা ব্যতীত বাহ্যিকের উপরই রাখিয়া দেওয়া বাঞ্ছনীয়। ইহাতে মানুষের অন্তরে ভয়ের প্রভাব অধিক হইবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। (শরহে নববী)

১৮৭। **حَدَّثَنَا** أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُصْعَبٌ وَهُوَ ابْنُ الْمِقْدَامِ قَالَ نَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَلَّ عَلَيْنَا السَّيْفَ فَلَيْسَ مِنَّا۔

হাদীছ–১৮৭ঃ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বাক্‌র বিন আবী শায়বা ও ইবন নুমায়র (রহঃ)। তাহারা উভয়---আযাস বিন সালামা (রহঃ) হইতে। তিনি স্বীয় পিতা (সালামা (রাযিঃ)) হইতে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি আমাদের (মুসলমানদের) বিরুদ্ধে তলোয়ার টানিবে (উত্তোলন করিবে) সে আমাদের দলভুক্ত নহে।

১৮৮। **حَدَّثَنَا** أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِىُّ وَأَبُوْ كُرَيْبٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ أَبِىْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا۔

হাদীছ–১৮৮ঃ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বাক্‌র বিন আবী শায়বা, আবদুল্লাহ বিন বারবাদ আল আশ্‌আরী ও আবূ কুরায়ব (রহঃ)। তাহারা---হযরত আবূ মূসা (রাযিঃ)[১] হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ যে ব্যক্তি আমাদের (মুসলমানদের) বিরুদ্ধে হাতিয়ার উত্তোলন করিবে, সে আমাদের দলভুক্ত নহে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

হাতিয়ার উত্তোলনের পরিণাম ফল অনেক ক্ষেত্রে হত্যা হয়। আর মুসলমানকে ইচ্ছাকৃত হত্যাকারীর কঠোর শাস্তির বিধান রহিয়াছে। আর উহা আবূ দাউদ ও নাসায়ী শরীফের বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীছ দ্বারা খুব ভালভাবে অনুধাবন করা সম্ভব।

হযরত আবূদ্ দারূদা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ আল্লাহ তা'আলা সম্ভবতঃ প্রত্যেক গুনাহ মাফ করিবেন। কিন্তু যে ব্যক্তি শিরক করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে অথবা জানিয়া বুঝিয়া ইচ্ছাকৃত কোন মুসলমানকে না–হক হত্যা করে। (এই উভয় শ্রেণীর ব্যক্তিদ্বয়কে ক্ষমা করিবেন না।)

অনুচ্ছেদঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম—এর ইরশাদবাণী, যে ব্যক্তি আমাদের (মুসলমানদের) সহিত প্রতারণা করে, সে আমাদের দলভুক্ত নহে

১৮৯। **حدثنا** قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا يَعْقُوْبُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِيُّ ح وَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ نَا ابْنُ اَبِىْ حَازِمٍ كِلَاهُمَا عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا۔

হাদীছ—১৮৯ঃ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হযরত কুতায়বা বিন সাঈদ (রহঃ)। তিনি…(সূত্র পরিবর্তন) এবং আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবুল আহওয়াস মুহাম্মদ বিন হাইয়ান (রহঃ)। তিনি… হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমাদের (মুসলমানদের) উপর হাতিয়ার উত্তোলন করিবে, সে আমাদের দলভুক্ত নহে। আর যে ব্যক্তি আমাদের (মুসলমানদের সহিত প্রতারণা[১] করিবে, সেও আমাদের দলভুক্ত নহে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

প্রতারণা ও ধোঁকাবাজি কেবল দ্বিমুখী ব্যক্তিরাই করিয়া থাকে। প্রতারণা হারাম ও কবীরা গুনাহ। আর প্রতারক ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা মন্দ মানুষ হইবার বিষয়টি সহীহ হাদীছসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। মিশকাত শরীফের حفظ اللسان অনুচ্ছেদে হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ কিয়ামত দিবসে দ্বিমুখী মানুষ সর্বাপেক্ষা মন্দ হইবে। যে কতক লোকের সম্মুখে একটি মুখ পেশ করে এবং কতক লোকের সম্মুখে অপরটি।

এই হাদীছ শরীফের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ব্যাখ্যাকারগণ লিখিয়াছেন, দ্বিমুখী ব্যক্তি তাহাকে বলা হয়, যে মানুষের বন্ধু সাজিয়া তাহাদের মধ্যে ঘুণের ন্যায় এমনভাবে মিশিয়া যায় যে, অনেক লোক তাহার বন্ধুত্বের উপর বিশ্বাস করিয়া বসে। অথচ মূলে সে ঐ ব্যক্তিবর্গ হইতে নিজ ফায়দা লাভের আশায় মিলিত হয় এবং তাহাদের গোপন তথ্য লইয়া অন্যান্যদের নিকট পৌছাইয়া দেয়। এই দ্বিমুখী মানুষ তাহাদের নিকট বলে যে, আমি তোমাদের কল্যাণের অভিলাষী এবং অন্যদের নিকটও বলে যে, আমি তো তোমাদের মঙ্গলের জন্য অন্যান্যদের মধ্যে ঘুরাফিরা করি যাহাতে তাহাদের কথাসমূহ তোমাদের নিকট বর্ণনা করিতে পারি। বস্তুতঃ সে কাহারও বন্ধু নহে বরং সে স্বীয় স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্যে টহল দেয় মাত্র। সে যেইদিকেই সুবিধা প্রত্যক্ষ করে সেইদিকেই চেহারা বদল করিয়া লয়। আর ধোঁকাবাজি এমন লোকদের মধ্যেই প্রসারিত থাকে যাহারা একে অপরের ক্ষতিসাধনে প্রস্তুত হয়।

টীকা—১. " غش " শব্দের অর্থ প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, ঈর্ষা, খিয়ানত। অন্তরে মালিন্য এবং প্রত্যেক বস্তুর পঙ্কিলতাকে غش বলে। الغش। শব্দটি " غ " বর্ণে পেশ দ্বারা অর্থ ধোঁকা। উহা হইতেই غشه অর্থাৎ অন্তরের বিপরীত প্রকাশ করা। (মিসবাহুল লুগাত) غشى শব্দের অর্থ আচ্ছন্ন করা, ঢাকিয়া লওয়া। উহা হইতেই غش الليل অর্থাৎ রাত্র আচ্ছন্ন হওয়া। কুরআন মজীদে এই অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন " والليل اذا يغشى " অর্থাৎ "আর শপথ রাত্রির যখন সে (সূর্য ও দিনকে) আচ্ছন্ন করে।"
(সূরা ওয়াল্লাইল—১)

١٩٠ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي

হাদীছ—১৯০ঃ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন আইয়ূব কুতায়বা ও ইব্‌ন হুজর (রহঃ)। তাহারা সকলই ইসমাঈল বিন জাফর (রহঃ) হইতে, তিনি---হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্তূপীকৃত খাদ্য শস্যের কাছ দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি স্বীয় মুবারক হাত উক্ত স্তূপীকৃত খাদ্য শস্যের অভ্যন্তরে ঢুকাইলেন। অতঃপর তিনি স্বীয় মুবারক (হাতের) আঙ্গুলগুলিতে আর্দ্রতা[১] দেখিতে পান। অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা) করিলেন, হে খাদ্য শস্যের মালিক। ইহা কি? সে বলিল, ইয়া রসূলাল্লাহ! ইহাতে বৃষ্টির পানি পাড়িয়াছিল।[২] রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি কেন ভিজা শস্যগুলি খাদ্য (স্তূপ)-এর উপরিভাগে রাখ নাই, যাহাতে লোক (ক্রেতাগণ) উহা দেখিতে পায়? (অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে সংশোধন করিবার লক্ষ্যে বলিলেন, (তোমার সতর্ক হওয়া উচিত) যে ব্যক্তি প্রতারণা করে সে আমার (প্রচারিত নীতির আনুগত্যকারী) লোক নহে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

আল্লামা বদরে আলম মাদানী (রহঃ) স্বীয় 'জাওয়াহিরুল হাকাম' গ্রন্থে আলোচ্য হাদীছের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন যে, ব্যবসা মানুষের আহার্য লাভের একটি অছিলা হয়। কিন্তু উক্ত কুদরতী অছিলায় যখন বে-ঈমানী অবলম্বিত হয় তখন উহার পরিণাম ফলে সে কুদরতের পক্ষ হইতে এই শাস্তি প্রাপ্ত হয় যে, তাহার রিযক কর্তন করিয়া লওয়া হয়। চাই উহা যেকোন পন্থায় হউক না কেন। হয়ত অসুস্থতার দরুণ আর্থিক ক্ষতি অথবা আসমানী বালা-মুসীবত দ্বারা অথবা বিভিন্ন মুকাদ্দামা গ্রেপ্তারের মাধ্যমে অর্থ নষ্ট হইয়া অভাবে পতিত হয়। অধিকন্তু সর্বশক্তিমানের বিচারালয়ে তাহার সঙ্কটের জন্য বহু দরজা খোলা রহিয়াছে। তিনি যেই রাস্তায় ইচ্ছা করেন সেই রাস্তায় তাহার রিযক কর্তন করিয়া দেন। (জাওয়াহিরুল হাকাম)

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শস্যের মালিককে (তথা বিক্রেতাকে) তাহার অশুদ্ধ ত্রুটির পরিণামের দিকে আকৃষ্ট করিয়া উহা সংশোধনের তাকীদ করিয়াছেন। ধোঁকা দেওয়া, চাই যেই প্রকারেরই হউক না কেন উহার কঠোর শাস্তির প্রতিজ্ঞাসমূহ সহীহ হাদীছ দ্বারা অনুধাবিত হয়।

হযরত মুগাফ্‌ফাল বিন ইয়াসার (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি স্বয়ং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইহা বলিতে শুনিয়াছি যে, যেই হাকিমই (অর্থাৎ প্রশাসক) মুসলমানদের কোন অঞ্চলে নিয়োজিত হয়, আর সে তাহাদের সহিত ধোঁকা ও মিথ্যা মুআমালা করে এবং এই অবস্থায় তাহার মৃত্যু ঘটে তবে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় জান্নাতকে তাহার জন্য হারাম করিয়া দিবেন।

টীকা—১. بَلَلٌ শব্দের অর্থ আর্দ্রতা। উহা হইতেই "البلالة" অর্থাৎ এমন পরিমাণ যাহা দ্বারা কোন বস্তু ভিজানো সম্ভব।

টীকা—২. اصابته السماءُ । অর্থ বৃষ্টি। অর্থাৎ উহাতে বৃষ্টি পড়িয়াছিল।

অত্র হাদীছের ব্যাখ্যায় আল্লামা বদরে আলম (রহঃ) লিখেন যে, কুরআন মজীদ ও হাদীছে রসূলের বর্ণনায় এই বিস্ময়কর তরীকা প্রত্যেক স্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে যে, সাধারণ ও বিশেষ লোকদেরকে তিনি কেবল আইন ও বিধি–বিধানের দ্বারা বশীভূত করেন না বরং এমন একটি শক্তির ভয় তাহাদের অন্তরসমূহের উপর মাস্তুল রাখিতে চাহেন যাহাতে উপস্থিত ও অনুপস্থিত সর্বাবস্থায় সমভাবে কার্যকরী হয়। অবশ্য আইন ও বিধি–বিধান খুবই জরুরী বস্তু এবং ইসলামী শরীআতে উহা স্বীয় বৈশিষ্ট্যসহ বিস্তারিতভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু উহার প্রয়োগকারীর মস্তিষ্ক যদি স্বাধীন হয় এবং সে কোন উপাস্যের অথবা কমপক্ষে মানবিক শক্তির ভয় অন্তরের মধ্যে না রাখে তবে চাই উহার আকার যতই না পূর্ণ হউক, তবুও সে কোনরূপ কল্যাণকামী বলিয়া প্রমাণিত হইবে না। ইসলামী যিন্দিগীর যেকোন শাখায়, চাই সে ব্যক্তি হউক অথবা সম্প্রদায় সর্বাবস্থায় ইসলাম জাল ও কৃত্রিম অবলম্বনকে অনিবার্য ধ্বংস কারণ মনে করে।
(জাওয়াহিরুল হাকাম–১৪৭ পৃঃ)

باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية -

অনুচ্ছেদঃ (মৃত ব্যক্তির শোকে) আপন মুখমন্ডলে আঘাত করা, জামার গলা ছিড়িয়া ফেলা এবং জাহিলী যুগের হা–হুতাশের ন্যায় হা–হুতাশ তথা উচ্চস্বরে বিলাপ করা হারাম

١٩١ **حدثني** يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ اَنَا اَبُوْمُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ نَا اَبُوْمُعَاوِيَةَ وَوَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ نَا اَبِىْ جَمِيْعًا عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُوْدَ اَوْ شَقَّ الْجُيُوْبَ اَوْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ هٰذَا حَدِيْثُ يَحْيَى وَاَمَّا ابْنُ نُمَيْرٍ وَ اَبُوْبَكْرٍ فَقَالَا وَشَقَّ وَدَعَا بِغَيْرِ الِفٍ -

হাদীছ–১৯১ঃ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহঃ)। তিনি–(সূত্র পরিবর্তন) এবং আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বাক্র বিন আবী শায়বা (রহঃ), তিনি– (সূত্র পরিবর্তন) এবং হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন নুমায়র (রহঃ), — তাহারা সকলই–হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ সে আমাদের (মুসলমানদের) দলভুক্ত নহে[১] যে (বালা–মুসীবতের সময়) আপন মুখমণ্ডলে সজোরে আঘাত করে[২] অথবা জামা কাপড় (বুকের দিকের উন্মুক্ত অংশ) ছিড়িয়া ফেলে[৩] অথবা (ইসলাম পূর্ব) জাহিলী যুগের (লোকদের প্রথাগত স্বভাব চরিত্রের) ন্যায় (মৃতের জন্য হা–হুতাশ তথা উচ্চস্বরে) বিলাপ করে।[৪] (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) ইহা হযরত ইয়াহইয়া সূত্রে বর্ণিত হাদীছ। আর ইবন নুমায়র ও আবূ বাক্র (রহঃ) উভয়ই স্বীয় রিওয়ায়তে " الف " ব্যতীত (অর্থাৎ " اوشق او دعا " এর স্থলে) وشق و دعا বর্ণনা করিয়াছেন (অর্থাৎ" او " (অথবা) এর স্থলে" و "(এবং) রহিয়াছে)।

টীকা–১. ليس منا (সে আমাদের দলভুক্ত নহে)। আল্লামা শাব্বীর আহমদ ওছমানী (রহঃ) বলেন, এই বাক্যের মর্ম ইহা নহে যে, সে এই প্রকার কর্ম সম্পাদনের দ্বারা ইসলাম হইতে বহিস্কার হইয়া কাফির হইয়া যাইবে বরং ইহার মর্মার্থ হইতেছে যে, সে আমাদের রীতিনীতি ও হিদায়ত হইতে সরিয়া গিয়াছে। আর এই কথা দ্বারা উক্ত কর্মসমূহের জঘন্যতা প্রকাশ উদ্দেশ্য যাহাতে কোন মুসলমান এই সকল কর্ম না করে। ইহার উপমা ঠিক এইরূপ, যেমন কোন ব্যক্তি

বাকী অংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

জাহিলিয়্যাত তথা ইসলাম পূর্ব যুগের মানুষের প্রথাগত স্বভাব চরিত্র এই ছিল যে, শোক দুঃখে, বালা-মুসীবতে গালদ্বয় চাপড়ানো, জামা কাপড়ের গলা ছিড়িয়া ফেলা, মৃত ব্যক্তির জন্য উচ্চস্বরে বিলাপ করা এবং আল্লাহ তা'আলার ফায়সালার উপর অশালীন কথাবার্তা বলা। আর জাহিল মূর্খরা এই সকল কাজ করাকে গর্বের বিষয় বলিয়া ধারণা করিত। এমনকি ভাড়াটিয়া মহিলাদের দ্বারা মৃতের জন্য শোক গাথা বিলাপ করানো হইত। যেই মৃতের জন্য যত অধিক সংখ্যক বিলাপকারীণী হইত তাহাকে তত সম্মানী বলিয়া ধারণা করা হইত।

এক হাদীছ শরীফে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃতের জন্য উচ্চস্বরে বিলাপকারীণীদের এবং উহা শ্রবণকারীণীদের উপর অভিসম্পাৎ করিয়াছেন। আবূ দাউদ শরীফে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত যে,

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة ـ

অর্থাৎ "রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মৃতের জন্য উচ্চস্বরে) বিলাপকারীণীকে ও (উহা) শ্রবণকারীণীকে অভিশাপ দিয়াছেন।"

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার টীকার বাকী অংশ

স্বীয় সন্তানের কাজ কর্মের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া নারাযী প্রকাশার্থে বলে لستُ منك ولستَ مني ـ আমার সহিত তোমার কোন সম্পর্ক নাই, আর না তোমার আমার সহিত সম্বন্ধ আছে অর্থাৎ তুমি আমার তরীকা ও রীতিনীতি হইতে সরিয়া গিয়াছ।

হযরত সুফিয়ান (রহঃ) হাদীছ শরীফের বাক্যের উপরোক্ত তাবীলকে অপছন্দ করেন এবং বলেন, হাদীছ শরীফের বাক্য ليس منا কে তাবীল ব্যতীত যথাস্থানে রাখাই বাঞ্ছনীয়। কারণ তাবীলের দ্বারা হাদীছের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। কারণ হাদীছ শরীফের উদ্দেশ্য হইতেছে, এই সকল কর্মের প্রতি ভর্ৎসনা করা এবং উহা হইতে ভয় প্রদর্শন করা। কাজেই হাদীছ শরীফের উল্লিখিত বাক্যকে তাবীল না করিয়া বাহ্যিক অর্থে রাখিলেই ভয় প্রদর্শনে এবং উহা হইতে বাঁচিয়া থাকার জন্য অধিক ফলপ্রসূ হইবে।

আল্লামা ইবনুল আরাবী (রহঃ) বলেনঃ « ليس منا » বাক্যের মর্ম হইল, সে আমাদের (মুসলমানদের) দ্বীনে পূর্ণাঙ্গভাবে নাই। অর্থাৎ সে দ্বীনে ইসলামের শাখাসমূহের একটি শাখা হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে। যদিও মূল ঈমান তাহার মধ্যে রহিয়াছে। সুতরাং সে এখন গুনাহগার দুর্বল মুমিন। (ফতহুল মুলহিম)

টীকা-২. الخدود। শব্দটি خد এর বহুবচন। মুখমণ্ডলের পার্শ্ব অর্থাৎ গাল। উহা হইতেই المخدة। অর্থাৎ ছোট বালিশ যাহার উপর নিদ্রার সময় গাল রাখা হয়।

টীকা-৩. شق الجيوب বাক্যের جيوب শব্দটি جيب এর বহুবচন। উহার অর্থ জামার কলার বা বুকের দিকের উন্মুক্ত অংশ অর্থাৎ জামার মধ্যে মাথা প্রবেশ করার জন্য সীনা বরাবর যে কাটা থাকে। আর উহাকে ছিড়িয়া ফেলিবার উদ্দেশ্য হইল যেকোন দিক দিয়া যেন খোলা যায়। ইহা অসন্তুষ্ট বশতঃ ক্রোধ হওয়ার আলামত।

টীকা-৪. دعا بدعوى الجاهلية জাহেলী যুগের লোকদের হা-হুতাশের ন্যায় হা-হুতাশ করা অর্থাৎ শোক দুঃখে ও মৃতের জন্য উচ্চস্বরে বিলাপ করা। মৃত ব্যক্তির সৌন্দর্য, গুণাবলী উল্লেখপূর্বক রোদন করা, যেমন তাহাদের কথা واجبلاه হে আমার পর্বততুল্য অমুক এবং হে মন্দ, হে ধ্বংস বলিয়া বলিয়া চিৎকার করা ইত্যাদি। এক হাদীছ শরীফে বর্ণিত হইয়াছে যে,

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور ـ

অর্থাৎ "রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মৃতের শোকে) আপন মুখমন্ডল ক্ষতকারীণী, জামা কাপড়ের গলা ছিন্নকারীণী এবং হে মন্দ ও দুর্ভাগ্য, হায়রে ধ্বংস বলিয়া বলিয়া উচ্চস্বরে বিলাপকারীণীকে অভিশাপ দিয়াছেন।" আল্লাহ সর্বজ্ঞ। (ফতহুল মুলহিম)

আল্লামা মুল্লা আলী কারী (রহঃ) نوحه শব্দের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন যে, মহিলাগণ কর্তৃক মৃত ব্যক্তির কৃতকর্ম, ভাল গুণাবলী, ধনসম্পদ ও সৌন্দর্যের উল্লেখ করিয়া করিয়া বিলাপ করাকে نوحه বলে। আর একটি অভিমত মুতাবিক " نوحه " দ্বারা মর্ম হইল, উচ্চস্বরে বিলাপ করা। এই হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মৃত ব্যক্তির উপর অথবা দুনইয়াবী ধনসম্পদ ক্ষয়ক্ষতির কারণে বিলাপ (نوحه) করা হারাম ও নিষিদ্ধ। আর এই স্থানে نائحه (বিলাপকারীণী) শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহারের কারণ হইতেছে যে, সাধারণতঃ এবং প্রায়শঃ মহিলারাই বিলাপ করিয়া থাকে। অথবা বিলাপকারীণীদের জামাআত মর্ম। অন্যথায় পুরুষ বিলাপকারী ও উহা শ্রবণকারীর প্রতিও অভিশাপ রহিয়াছে। (বযলুল মজহুদ শরহে আবী দাউদ ১ম খণ্ড ১৮৮ পৃঃ)

ইসলামী শরীআত জাহিলী যুগের এই সকল কুপ্রথাকে হারাম ঘোষণা করিয়াছে এবং শিক্ষা দিয়াছে যে, বালা-মুসীবত ও শোক দুঃখে ধৈর্য্যধারণসহ আল্লাহ তা'আলার প্রতি সন্তুষ্ট থাকিবে এবং বলিবে انا لله وانا اليه راجعون। অর্থাৎ "নিশ্চয় আমরা তো আল্লাহ তা'আলারই আয়ত্বে, আর আমরা সকলে আল্লাহ তা'আলারই সমীপে প্রত্যাবর্তনকারী।" তবে অনিচ্ছাকৃত চক্ষুদ্বয় হইতে অশ্রু প্রবাহিত হওয়াতে কোন দোষ নাই বরং ইহা দয়ার আলামত।

এক হাদীছ শরীফে আছে-

عن سعد بن ابى وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجب للمؤمنين ان اصابه خير حمد الله وشكر وان اصابته مصيبة حمد الله وصبر فالمؤمن يوجر فى كل امره حتى فى اللقمة يرفعها الى فى امراته ـ

অর্থাৎ "হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ মুমিনের অবস্থাও আশ্চর্যজনক, যদি তাহার কোন কল্যাণ লাভ হয় তবে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করে এবং শুকরিয়া আদায় করে। আর যদি কোন বালা-মুসীবতে পতিত হয় তবেও আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করে এবং উহার উপর ধৈর্য্যধারণ করে। সুতরাং মুমিন তাহার প্রত্যেক কর্মেই ছাওয়াব লাভ করে। এমনকি ঐ লুকমা (অল্প পরিমাণ খাদ্যের গ্রাস)-এর মধ্যেও যাহা সে স্বীয় স্ত্রীর মুখে দিয়া থাকে।"

(বায়হাকী শুআবুল ঈমান)

আলোচ্য হাদীছ শরীফ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, শোক দুঃখে গাল চাপড়ানো এবং জামার গলা ছিড়া এবং মৃতের জন্য উচ্চস্বরে বিলাপ করা হারাম। আর হাদীছ শরীফে او (অথবা) শব্দ ব্যবহার দ্বারা ইহাও প্রতীয়মান হয় যে, প্রত্যেকটি কর্ম পৃথক পৃথকভাবে হারাম। এই নহে যে, উল্লেখিত সবগুলি একত্রিত হইলে হারাম হইবে। আর এই সকল কর্ম হারাম হইবার কারণ হইতেছে যে, উহার দ্বারা আহকামুল হাকেমীন আল্লাহ তা'আলার ফায়সালার উপর অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা হয়। আল্লাহ তা'আলার ফায়সালায় অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা হারাম। সুতরাং এই সকল কর্ম করাও হারাম।

বলাবাহুল্য যদি কোন ব্যক্তি এই সকল কর্ম হারাম জানা সত্ত্বেও হালাল ধারণা করিয়া সম্পাদন করে তবে (সে আমাদের দলভূক্ত নহে)-এর মর্ম হইবে, সে মুসলমানের দল হইতে বহিষ্কার হইয়া কাফির হইয়া গিয়াছে। কেননা জানিয়া বুঝিয়া হারামকে হালাল বিশ্বাস করা কুফরী। আর যদি কোন ব্যক্তি উক্ত হারাম কর্মসমূহকে হারাম বিশ্বাস করিয়াও কুপ্রবৃত্তির তাড়নায় সম্পাদন করে তবে সে গুনাহগার হইবে। এই হিসাবে "ليس منا" (সে আমাদের দলভূক্ত নহে)-এর মর্ম হইবে যে, সে আমাদের দ্বীনে ইসলামে পূর্ণাঙ্গভাবে নাই। মুসলমানদের রীতিনীতি ও তরীকা হইতে সরিয়া গুনাহগার ও পাপীদের দলভূক্ত হইয়াছে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

(ফতহুল মুলহিম, নববী, সারসংক্ষেপ)

١٩٢ وحدثنا عثمان بن ابى شيبة قال نا جرير ح وحدثنا اسحق ابن ابراهيم و على بن خشرم قالا انا عيسى بن يونس جميعا عن الاعمش بهذا الاسناد وقالا و شق و دعا ـ

হাদীছ—১৯২ঃ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ওছমান বিন আবী শায়বা (রহঃ)। তিনি—(সূত্র পরিবর্তন) এবং আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইব্রাহীম (রহঃ) ও আলী বিন খাশ্‌রাম (রহঃ)। তাহারা উভয়ই — হযরত আ'মাশ (রহঃ) সূত্রে উল্লেখিত সনদে হাদীছখানা রিওয়ায়ত করিয়াছেন। আর তাহারা উভয়ই " و شق و دعا " (আর জামার গলা ছিড়ে এবং জাহেলীদের ন্যায় বিলাপ করে) রিওয়ায়ত করিয়াছেন। (অর্থাৎ উপরোল্লেখিত হাদীছে বর্ণিত " او " এর স্থলে " و " দ্বারা রিওয়ায়ত করিয়াছেন)।

١٩٣ حدثنا الحكم بن موسى القنطرى قال ثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ان القاسم بن مخيمرة حدثه قال حدثنى ابو بردة بن ابى موسى قال وجع ابو موسى وجعا فغشى عليه وراسه فى حجر امراة من اهله فصاحت امراة من اهله فلم يستطع ان يرد عليها شيئا فلما افاق قال انا برئ مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فان رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة ـ

হাদীছ—১৯৩ঃ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আল-হাকাম বিন মূসা আল-কানতারী (রহঃ)। তিনি—আবূ বুরদা বিন আবী মূসা (আল-আশআরী (রাযিঃ)) হইতে রিওয়ায়ত করেন। তিনি বলেন যে, হযরত আবূ মূসা (আল-আশ্‌আরী (রাযিঃ))[১] কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন। আর (সেই সময়) তাঁহার মাথা তাঁহারই পরিবারের এক মহিলার (অর্থাৎ পত্নী) কোলে ছিল। অতঃপর তাহার পত্নী (এই অবস্থা দেখিয়া) চিৎকার করিয়া উঠিলেন। কিন্তু হযরত আবূ মূসা আল আশ্‌আরী (রাযিঃ) সেই সময় তাহাকে বাধা দেওয়ার মত ক্ষমতাবান্ ছিলেন না। অতঃপর তিনি যখন জ্ঞান (তথা রোগাবসানে পুণঃ স্বাস্থ্য লাভোন্মুখ) ফিরিয়া পাইলেন তখন তিনি বলিলেন, আমি তাহার হইতে সম্পর্কহীন যাহার হইতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কচ্ছেদ করিয়াছেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মুসীবতের সময়ে) উচ্চস্বরে বিলাপকারীণী[২], মাথার কেশ মুণ্ডনকারীণী এবং জামা কাপড় ছিন্নকারীণী হইতে সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছেন।

টীকা—১. ابوموسى الاشعرى । হযরত আবূ মূসা আল্-আশ্‌আরী ছিলেন জলীলুল কদর সাহাবী। তাঁহার আসল নাম আবদুল্লাহ বিন কায়স (রাযিঃ)। তিনি মক্কা মুকার্‌রমায় ইসলাম গ্রহণ করেন। তাহার গলার স্বর খুব চমৎকার ছিল। একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন যে, হে আবূ মূসা! তোমাকে হযরত দাউদ (আঃ)—এর ন্যায় সুন্দর স্বর দান করা হইয়াছে। এক হাদীছে বর্ণিত আছে, একদা হযরত আবূ মূসা (রাযিঃ) কুরআন মজীদ তেলাওয়াত করিতেছিলেন। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার তেলাওয়াত মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিয়াছেন। তিনি হাবশায় হিজরত করিয়াছিলেন। অতঃপর হযরত জাফর (রাযিঃ) প্রমূখের সহিত খায়বার—এর মধ্যে হিজরী ৭ম সনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম—এর পবিত্র খেদমতে হাযির হন। অতঃপর হযরত ওমর (রাযিঃ) স্বীয় খিলাফত যুগে তাহাকে বাসরার শাসনকর্তা (والى) নিয়োগ করিয়াছিলেন এবং হযরত ওছমান (রাযিঃ)—এর খিলাফতের প্রারম্ভ পর্যন্ত বাসরার শাসনকর্তা ছিলেন। অতঃপর তাহাকে কুফার শাসনকর্তা নিয়োগ করা হয়

বাকী অংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

١٩٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَإِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَا أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَخْرَةَ يَذْكُرُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيدَ وَأَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسٰى قَالَا أُغْمِيَ عَلٰى أَبِي مُوسٰى وَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ أُمُّ عَبْدِ اللّٰهِ تَصِيحُ بِرَنَّةٍ قَالَا ثُمَّ أَفَاقَ قَالَ أَلَمْ تَعْلَمِي وَكَانَ يُحَدِّثُهَا أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ حَلَقَ وَسَلَقَ وَخَرَقَ -

হাদীছ-১৯৪ঃ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আব্‌দ বিন হুমায়দ ও ইস্‌হাক বিন মানসূর (রহঃ)। তাহারা উভয়ে বলেন, আমাদিগকে হাদীছ জানান জা'ফর বিন আউন (রহঃ)। তিনি বলেন, আমাদিগকে হাদীছ জানান আবূ উমায়স (রহঃ)। তিনি বলেন, আমি আবূ সাখরা (রহঃ)[১] হইতে শুনিয়াছি। তিনি আবদুর রহমান বিন ইয়াযীদ ও আবু বুরদা বিন আবূ মূসা (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তাহারা উভয়ই বলেন যে, হযরত আবু মূসা (রাযিঃ) (রোগের কঠোরতায়) বেহুশ হইয়া পড়িলেন, তখন তাহার স্ত্রী উম্মে আবদিল্লাহ উচ্চস্বরে রোদন করিতে করিতে তাহার নিকটে আসিলেন।[২] রাবীদ্বয় বলেন, অতঃপর তিনি জ্ঞান ফিরিয়া পাইলেন এবং (স্বীয় স্ত্রী আবদুল্লাহর মাতাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, তোমার কি জানা নাই যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ আমি তাহার সহিত সম্পর্কহীন যে (মৃতের শোকে) মাথার কেশ মুণ্ডন করে,[৩] উচ্চস্বরে বিলাপ করে এবং জামার গলা ছিড়ে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

(১৯১ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার টীকার বাকী অংশ

এবং হযরত ওছমান (রাযিঃ)-এর শাহাদাত পর্যন্ত সেই পদেই তিনি বহাল ছিলেন। অতঃপর তিনি মক্কা মুকাররমায় চলিয়া আসেন এবং হিজরী ৫২ সনে ইন্তেকাল করেন।

টীকা-২. "صالقة" শব্দটি "ص" এবং "س" দ্বারা অর্থাৎ صالقة ও سالقة উভয়ভাবে পাঠ সহীহ এবং অর্থ একই। অর্থাৎ صالقة ঐ মহিলাকে বলে, যে মুসীবত (মৃতের শোক ইত্যাদি)-এর সময় উচ্চস্বরে বিলাপ করে। الحالقة। ঐ মহিলাকে বলে, যে মুসীবত (মৃতের স্মরণ)-এ মাথার কেশ মুন্ডাইয়া ফেলে। الشاقة। ঐ মহিলাকে বলে, যে বালা-মুসীবতের সময় স্বীয় জামা কাপড় ছিড়িয়া ফেলে। (ফতহুল মুলহিম)

অত্র পৃষ্ঠার টীকা

টীকা-১. ابو صخرة। আবূ সাখরা, ইহা তাহার প্রসিদ্ধ উপনাম। আর কেহ বলেন ابو صخر। আবূ সাখর। তাহার নাম জামি' বিন সাদ্দাদ। (ফতহুল মুলহিম)

টীকা-২. رنة অর্থ রোদনের মধ্যে স্বর উচ্চ করা।

টীকা-৩. انا برئ ممن حلق। "আমি তাহার সহিত সম্পর্কহীন যে (মৃতের শোকে) মাথার কেশ মুণ্ডন করে।" কাযী আয়্যায (রহঃ) বলেন, উহার মর্ম হইতেছে যে, আমি তাহার কর্ম হইতে পৃথক। তাহার কর্মের ব্যাপারে আমার কোন দায়-দায়িত্ব নাই। অথবা উক্ত কর্মের দরুণ যেই শাস্তি তাহার হইবে উহার ব্যাপারে আমার কোন জিম্মাদারী নাই। তাহার ব্যাপারে আমার কোন সুপারিশ করার নাই। সে আমার হইতে পৃথক।

١٩٥ وحدثني عبد الله بن مطيع قال نا هشيم عن حصين عن عياض الاشعري عن امرأة ابي موسى عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم ح وحدثنيه حجاج بن الشاعر قال ثنا عبد الصمد قال حدثني ابي قال نا داود يعني ابن ابي هند قال نا عاصم عن صفوان بن محرز عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم ح وحدثني الحسن بن علي الحلواني قال نا عبد الصمد قال انا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث غير ان في حديث عياض الاشعري قال ليس منا ولم يقل بريء -

হাদীছ—১৯৫ঃ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন মুতী (রহঃ)। তিনি---হযরত আবূ মূসা (রাযিঃ) সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে---(সূত্র পরিবর্তন) আর উপরোক্ত হাদীছ আমার নিকট বর্ণনা করেন হাজ্জাজ বিন শাইর (রহঃ)। তিনি---হযরত আবূ মূসা (রাযিঃ)–এর সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে---(সূত্র পরিবর্তন) এবং আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাসান বিন আলী আল–হুলওয়ানী (রহঃ)। তিনি---হযরত আবূ মূসা আশআরী (রাযিঃ)–এর সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর এই হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে রাবী হযরত ইয়ায আল–আশআরী (রহঃ)–এর সূত্রে বর্ণিত হাদীছে ليس منا (সে আমার দলভুক্ত নহে) কথাটি রহিয়াছে। আর তিনি " برئ " (তাহার হইতে সম্পর্কহীন) শব্দটি বলেন নাই।

باب بيان غلظ تحريم النميمة.

অনুচ্ছেদঃ চুগলখোরী জঘন্যতম হারাম হওয়ার বিবরণ

١٩٦ وحدثنا شيبان بن فروخ وعبد الله بن محمد بن اسماء الضبعي قالا حدثنا مهدي وهو ابن ميمون قال نا واصل الاحدب عن ابي وائل عن حذيفة انه بلغه ان رجلا ينم الحديث فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام

হাদীছ—১৯৬ঃ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন শায়বান বিন ফাররুখ ও আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন আসমা আয–যুবাই (রহঃ)। তাহারা উভয়ই---আবূ ওয়াইল (রাযিঃ)–এর সূত্রে বর্ণিত যে, হযরত হুযায়ফা (রাযিঃ)–এর নিকট সংবাদ পৌছিল যে, এক ব্যক্তি চুগলখোরী করিয়া বেড়ায়। তখন হযরত হুযায়ফা (রাযিঃ) বলিলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইহা ইরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, চুগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করিবে না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

শারেহ নববী (রহঃ) বলেনঃ বিশেষজ্ঞ ওলামাগণ বলেন, মানুষের মধ্যে পরস্পর ঝগড়া ফাসাদ সৃষ্টি করিবার লক্ষ্যে এক মানুষের কথা অপর মানুষের নিকট পৌছানোকে চুগলখোরী বলে।

ইমাম গায্যালী (রহঃ) স্বীয় 'ইহইয়ায়ে উলুম' কিতাবে লিখেনঃ অধিকাংশ ক্ষেত্রে চুগলী উহাকে বলা হয় যে, কোন ব্যক্তির কথা অপরের নিকট এই বলিয়া ব্যক্ত করা যে, অমুক ব্যক্তি আপনার সম্পর্কে এইরূপ বলিয়াছে। অতঃপর ইমাম গায্যালী (রহঃ) বলেন যে, চুগলখোরী কেবল ইহাকেই বলে না বরং চুগলখোরীর সীমায় ইহাও যে, কাহারও সামনে এমন কথা বলা যাহা বলা এবং প্রকাশ করা উক্ত ব্যক্তি অপছন্দ করে। অর্থাৎ এমন কথা ব্যক্ত করিয়া দেওয়া যাহা ব্যক্ত করা মনোকষ্টের কারণ হয়। চাই যাহার কথা, তাহার মনোকষ্ট হউক অথবা শ্রোতার কিংবা তৃতীয় কোন ব্যক্তির মনোকষ্টের কারণ হউক। চুগলখোরী মৌখিক, লিখিত, প্রকাশ্য বা ইঙ্গিতে, যেইভাবেই বর্ণনা করা হউক না কেন সকল প্রকারের হুকুম একই। বস্তুতঃ গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করিয়া দেওয়ার নামই চুগলখোরী। যদি তুমি কোন ব্যক্তিকে স্বীয় অর্থ সম্পদ লুকাইতে প্রত্যক্ষ কর, আর তুমি উহা অন্যের নিকট প্রকাশ কর তবে তুমি চুগলী করিয়াছ। (শরহে নববী) মোট কথা যেকোন চলচ্ছক্তি অথবা কথা যাহা প্রকাশ করা কাহারও আন্তরিক কষ্টের কারণ হয়, তাহা প্রকাশ করা চাই না। অবশ্য যদি কোন ব্যক্তি অপর কাহারও ধনসম্পদ আত্মসাৎ ও অসততা অবলম্বন করিতে দেখে তবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অবহিত করা বাঞ্ছনীয়। (যাহাতে সে ক্ষতি হইতে বাঁচিতে পারে) অনুরূপ প্রত্যেক ঐ কথা প্রকাশ করিয়া দেওয়া উচিত যাহার দ্বারা কোন মুসলমানের ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। (কিমিয়ায়ে সাআদাত)

চুগলখোরী করা অত্যন্ত জঘন্য ও নিন্দনীয় দোষ। মুখের দ্বারা উদ্ভুত বিপদসমূহের মধ্যে চুগলখোরী অন্যতম।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ

অর্থাৎ "অপবাদকারী চুগলখোরী করিয়া বেড়ায়।" (সূরা কলম–১১)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

عُتُلٍّ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ.

অর্থাৎ "কঠোর স্বভাব তদুপরি অবৈধজাত (ও) হয়।" (সূরা কলম–১৩)

হযরত আবদুল্লাহ বিন মুবারক (রহঃ) বলেন, অত্র আয়াতে 'যানীম' হইতেছে অবৈধজাত এবং যে লোক গোপনীয় বিষয়কে গোপন রাখে না সে। তিনি এই আয়াতের মর্মার্থ গ্রহণের মাধ্যমে প্রমাণ করিয়াছেন যে, কোন ব্যক্তি যদি কোন গোপনীয় কথাকে গোপন রাখিতে না জানে এবং চুগলীসহ ঘুরিয়া বেড়ায় তবে এই অভ্যাসটি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অবৈধজাত হওয়াকে বুঝায়।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۝

অর্থাৎ "মহা দুর্ভোগ রহিয়াছে প্রত্যেক এমন ব্যক্তির জন্য, যে কাহারও অগোচরে নিন্দা করে এবং সম্মুখে ধিক্কার দেয়।" (সূরা হুমাযাহ–১)

অধিকাংশ তাফসীরকারগণের মতে همز শব্দের অর্থ গীবত অর্থাৎ পশ্চাতে পরনিন্দা করা এবং لمز শব্দের অর্থ সামনাসামনি দোষারূপ করা এবং মন্দ বলা। এই দুইটি কাজই জঘন্য গুনাহ। ইহার কারণ এইরূপ হইতে পারে যে, গীবতের গুনাহের পথে কোন বাধা থাকে না। যে ইহা করিতে থাকে, সে শুধু আগাইয়াই চলে। ফলে গুনাহ বৃহৎ হইতে বৃহত্তর ও অধিক হইতে অধিকতর হইতে থাকে। কিন্তু সম্মুখে নিন্দা এইরূপ নহে। কারণ ইহাতে প্রতিপক্ষ বাধা দিতে প্রস্তুত থাকে। ফলে এই গুনাহ দীর্ঘায়িত হয় না। অধিকন্তু গীবত এই কারণেও

বড় অন্যায় যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি উহা জানিতে পারে না যে, তাহার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ উত্থাপন করা হইয়াছে। ফলে উহার সাফাই জবাব পেশ করিবার সুযোগ পায় না। আর অপরদিকে لمز তথা সম্মুখে নিন্দা গুরুতর যে, যাহার মুখোমুখী নিন্দা করা হয় তাহাকে অপমাণিত ও লাঞ্ছিত করা হয়। ইহাতে তাহার কষ্টের কারণ হয়।
(মাআরিফুল কুরআন)

এক তফসীর মতে 'হুমাযাহ' দ্বারা চুগলখোর লোকদের বুঝানো হইয়াছে। এক হাদীছ শরীফে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ

شرار عباد الله تعالى المشاءون بالنميمة المفرقون بين الاحبة الباغون لبراء العنت ۔

অর্থাৎ "আল্লাহ তা'আলার বান্দাদের মধ্যে নিকৃষ্টতম তাহারা, যাহারা চুগলখোরী করে, বন্ধুদের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে এবং নিরপরাধ ব্যক্তিবর্গের দোষ–ত্রুটি খুঁজিয়া বেড়ায়।"

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেন, আমি কি তোমাদিগকে বলিব যে, সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্টতম লোক কাহারা? সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ) আরয করিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! অবশ্যই বলুন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ যাহারা চুগলখোরী করে এবং সৎ মানুষের দোষ অনুসন্ধান করে।

চুগলখোরী এবং গীবত যে কত মারাত্মক গুনাহ উহার অনুমান ইমাম বায়হাকী (রহঃ) বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীছ শরীফ দ্বারা খুব ভালভাবে অনুধাবিত হয়।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) এবং হযরত জাবির (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, গীবত ব্যভিচার হইতেও অধিক জঘন্য বস্তু। সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ) আরয করিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! ইহা কিরূপে? জবাবে ইরশাদ করিলেন, কোন লোক হইতে যদি ব্যভিচার কাজটি সম্পাদিত হয় আর উহা হইতে তাওবা করার নসীব হয়, তবে আল্লাহ তা'আলা তাহার তাওবা গ্রহণ করেন। (এবং ক্ষমা করিতে পারেন) কিন্তু গীবতকারীর ঐ সময় পর্যন্ত ক্ষমা পাওয়া সম্ভব নহে যতক্ষণ না যাহার গীবত করা হইয়াছে সে ব্যক্তি ক্ষমা করিয়া দেয়।

এই হাদীছের ব্যাখ্যায় আল্লামা বদরে আলম (রহঃ) স্বীয় 'জাওয়াহিরুল হাকাম' গ্রন্থে লিখিয়াছেন, উল্লেখিত হাদীছ শরীফে গীবতের তিরস্কার করা উদ্দেশ্য, ব্যভিচারের অবস্থান বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নহে। এই কারণেই এইস্থানে কেবল একটি দিক বর্ণনা করা হইয়াছে যাহাতে গীবতের গুরুতরতা ব্যভিচার হইতেও অধিক প্রতীয়মান হয়। অন্য হাদীছ শরীফসমূহে যে স্থানে ব্যভিচারের তিরস্কার বর্ণনা করা হইয়াছে, উহার অনুমান কেবল হাদীছ শরীফের এই বাক্য দ্বারাই হইতে পারে

لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ۔

অর্থাৎ "মুমিন যখন ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তখন সেই অবস্থায় তাহার ঈমান তাহার মধ্যে থাকে না (বরং বাহির যাইয়া পৃথকভাবে ছায়ার ন্যায় হইয়া থাকে)।" ইহার সংক্ষিপ্ত মর্ম এই যে, ব্যভিচার এবং ঈমান একই সময় একত্রিত হওয়া সম্ভব নহে। কাজেই উহা হইতে ব্যভিচারের জঘন্যতা অনুধাবন করা যাইতে পারে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও এই প্রকার মুমিনের ক্ষমা রহমতে এলাহী ব্যতীত অন্য কিছুর মুখাপেক্ষী নহে। কিন্তু গীবত যেহেতু বান্দার হক–এর অন্তর্ভূক্ত সেহেতু যতক্ষণ পর্যন্ত না হকদার তাহাকে ক্ষমা করিবে ততক্ষণ আল্লাহ তা'আলা তাহার মাগফিরাতের জিম্মাদারী গ্রহণ করেন না। (জাওয়াহিরুল হাকাম–২য় খণ্ড ৭৩)

বলাবাহুল্য গীবত ও চুগলখোরী অধিকাংশ শর্তসমূহে এক ও অভিন্ন হইলেও একটি শর্তে উভয়ের পার্থক্য রহিয়াছে। গীবতের মধ্যে ফিৎনা–ফাসাদ সৃষ্টির নিয়্যাত থাকে না। আর চুগলখোরীতে ফিৎনা–ফাসাদ সৃষ্টির নিয়্যাত থাকে। আর ফিৎনা–ফাসাদ সৃষ্টি হারাম ও কবীরা গুনাহ। কাজেই হারাম গীবতের সহিত হারাম ফিৎনা–ফাসাদ সৃষ্টি মিলিত হইয়া চুগলখোরী কবীরা গুনাহের মারাত্মকতা বৃদ্ধি করিয়াছে।

'মুসনাদে আহ্‌মদ' এবং 'বায়হাকী'-এর এক রিওয়ায়তের মধ্যে এমন লোকদের যাহারা চুগলখোরী ও গীবতের অভিশাপে অভিশপ্ত হইয়া ভূমণ্ডলে ফাসাদ সৃষ্টির কাজে লাগিয়া থাকে সেই সকল লোকদেরকে মহা পাপিষ্ঠ ও অতি মন্দ লোকদের মধ্যে গণ্য করা হইয়াছে।

হযরত আবদুর রহমান বিন গামস (রাযিঃ) এবং হযরত আস্‌মা বিন্‌তে ইয়াযীদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, বান্দাদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার কাছে সর্বোত্তম তাহারা, যাহাদের দিকে তাকাইলে আল্লাহ তা'আলার স্মরণ হয় (এবং ভাল ও শান্তির আবেগ উত্থিত এবং স্বভাব নেক কর্মের জন্য প্রস্তুত হয়)। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলার কাছে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট বান্দা তাহারা, যাহারা বন্ধুদের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি অনুসন্ধান করিয়া চলে। যাহাদের কাজ কেবল ফাসাদ, গুনাহ এবং ধ্বংস হইয়া থাকে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ তোমাদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয় তাহারা, যাহারা আখ্‌লাক চরিত্রের দিক দিয়া সর্বাধিক সুন্দর, যাহারা বিনয়ী স্বভাবের অধিকারী, সহানুভূতিশীল ও লোকদের সহিত ভালবাসা ও সদাচরণে অভ্যস্ত। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলার নিকট সর্বাপেক্ষা অপছন্দনীয় তাহারা, যাহারা চুগলখোরী করিয়া ভাইদের মধ্যে পরস্পর বিবাদ-বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে এবং সৎ ও নির্দোষ ব্যক্তিদের ত্রুটি-বিচ্যুতি অনুসন্ধান করিয়া বেড়ায়।

আলোচ্য হাদীছ শরীফে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন যে, কোন চুগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করিবে না। এই হাদীছের ব্যাখ্যা রহিয়াছে। কারণ কোন মু'মিন ব্যক্তি যদি চুগলখোরী কবীরা গুনাহ করে তবে সম্পূর্ণভাবে জান্নাত হইতে বঞ্চিত হইবে না বরং গুনাহ পরিমাণ শাস্তি ভোগের মাধ্যমে বা ক্ষমার দ্বারা একবার না একবার দুর্বল ঈমানের বদৌলতে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। তাই শারহে নববী (রহঃ) বলেন, আলোচ্য হাদীছের প্রসিদ্ধ দুইটি তাবীল রহিয়াছে। এক, ইহার দ্বারা মর্ম ঐ ব্যক্তি যে চুগলীকে হারাম বলিয়া বিশ্বাস না করে। হারামকে হারাম বিশ্বাস না করা কুফরী। কাজেই এইরূপ ব্যক্তি কখনও জান্নাতে প্রবেশ করিবে না। অথবা দুইঃ এই মর্ম হইবে যে, চুগলখোর ব্যক্তি মুত্তাকীগণের সহিত প্রথমে জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। অর্থাৎ সে যদি তাওবা ব্যতীত এই কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণ করে তবে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাধীন রহিয়াছে। ক্ষমার মাধ্যমে অথবা গুনাহ পরিমাণ শাস্তি প্রদানের পর জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দিবেন। কবীরা গুনাহকারী দুর্বল ঈমানদারও চিরস্থায়ী জাহান্নামী হইবে না।

চুগলখোরী ও গীবতের মধ্যকার সম্পর্ক

চুগলখোরী এবং গীবত উভয়টি এক না পৃথক বস্তু, এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে মতবিরোধ রহিয়াছে। তবে প্রায় নিশ্চিত ও অধিক সহীহ অভিমত হইতেছে যে, উভয়ই পরস্পর পৃথক বস্তু এবং উভয়ের মধ্যে عموم خصوص من وجه এর সম্বন্ধ। আর ইহা এইরূপ যে, চুগলখোরী হইতেছে, ঝগড়া-ফাসাদ সৃষ্টির নিয়্যাতে কোন ব্যক্তির (গোপন) অবস্থা তাহার সম্মতি ব্যতীত অপরের নিকট বর্ণনা করা, চাই সে উহা জ্ঞাত হউক বা না হউক। আর গীবত হইতেছে যে, কোন ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তাহার সম্পর্কে এমন বিষয় (অপরের কাছে) উল্লেখ করা যাহা সে অপছন্দ করে। কাজেই চুগলখোরীর মধ্যে ফাসাদ সৃষ্টির উদ্দেশ্য থাকায় উহা গীবত হইতে পৃথক (এবং গুরুতর প্রতীয়মান হয়)। গীবতের মধ্যে ফাসাদ সৃষ্টির শর্ত পাওয়া জরুরী নহে। এই অর্থে গীবত ব্যাপক (عام) এবং চুগলখোরী বিশেষ (خاص)। অপরদিকে গীবত কেবল পশ্চাতে হয়, সামনা-সামনি হয় না। এই দিক দিয়া গীবত চুগলখোরী হইতে পৃথক। কেননা চুগলখোরী পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ উভয়ভাবেই হইতে পারে। এই অর্থে গীবত বিশেষ (خاص) এবং চুগলখোরী ব্যাপক (عام)। আর অন্যান্য সকল শর্তসমূহে চুগলখোরী এবং গীবত উভয়ই পরস্পর এক ও অভিন্ন। (ফতহুল মুলহিম)

চুগলখোর বিশ্বস্ত নহে

ইমাম গাযযালী (রহঃ) লিখেন যে, কোন এক ব্যক্তি খলীফা ওমর বিন আবদিল আযীয (রহঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত হইয়া অপর এক ব্যক্তির পশ্চাতে নিন্দাবাদ তথা চুগলখোরী আরম্ভ করে। তখন **খলীফা বলিলেন,** চুপ কর। কথা হইতেছে যে, যদি মিথ্যা বল তাহা হইলে তুমি ঐ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত যাহাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا

অর্থাৎ "হে মুমিনগণ! যদি কোন পাপাচারী লোক তোমাদের কাছে কোন সংবাদ আনয়ন করে, তবে তোমরা তাহা খুব ভালভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিবে।" (সূরা হুজরাত-৬)

আর যদি তোমার কথা সঠিকও হয় তবে তুমি নিম্নোক্ত আয়াতে উল্লেখিত লোকদের মধ্যে শামিল। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ

অর্থাৎ "অপবাদকারী, চুগলখোরী করিয়া বেড়ায়।" (সূরা কলম-১১)

আর যদি তাওবা করিতে চাও তবে তাওবা কর। আমি তোমাকে মাফ করিয়া দিতে প্রস্তুত। সে বলিল, ইয়া আমিরাল মুমিনীন! আমি তাওবা করিতেছি।

ইমাম সাহেব (রহঃ) খলীফা সুলায়মান বিন আবদিল মালিক (রহঃ)-এর ঘটনা লিখেন যে, সুলায়মান এক ব্যক্তির নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি শুনিয়াছি যে, তুমি নাকি আমার সম্পর্কে কিছু বলিয়াছ? সে জবাবে বলিল, আমি আপনার সম্পর্কে কিছুই বলি নাই। খলীফা সুলায়মান বলিলেনঃ একজন ন্যায়পরায়ণ ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি আমাকে বলিয়াছে। ঘটনাক্রমে উক্ত মজলিসে সেই প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছ হযরত ইমাম যুহরী (রহঃ) উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিলেন, ইয়া আমিরাল মুমিনীন! চুগলখোর ন্যায়পরায়ণ ও বিশ্বস্ত কিরূপে হয়? অর্থাৎ চুগলখোর বিশ্বস্ত নহে। খলীফা সুলায়মান বলিলেন, জি, হ্যাঁ, আপনি সত্য বলিয়াছেন। যাও তুমি নিরাপদ থাক। (তফহীমুল মুসলিম)

চুগলখোর কাহারও বন্ধু নহে

হযরত হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি মানুষের কথা তোমার নিকট চুগলখোরী করে সে তোমার কথাসমূহও অন্যদের নিকট নির্দ্বিধায় চুগলখোরী করিবে। কাজেই তুমি এইরূপ ব্যক্তিদের সংশ্রব হইতে সম্পূর্ণ সতর্ক থাকিবে। বস্তুতঃ সে তোমার শত্রু। কেননা তাহার পরোক্ষ কর্ম যেখানে বিদ্রোহ ও খিয়ানত সেখানে ঈর্ষা ও বিদ্বেষ, চাটুকার এবং কপটতাও। আর তাহার কাজই হইতেছে যে, মানুষের অন্তরসমূহের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করা। আর এই সকল যাবতীয় বস্তু অসাধুতার মধ্যে শামিল। বুযুর্গগণের কথা, সরলতা ও সত্যবাদিতা একটি পছন্দনীয় কর্ম, কিন্তু চুগলখোরের সরলতা এবং সত্যবাদিতাও নিন্দনীয় হয়।

চুগলী শ্রবণ, চুগলী করা হইতে জঘন্য

হযরত মুসআব বিন আয-যুবাইর (রহঃ) বলেনঃ আমার মতে চুগলী শ্রবণ করা, চুগলী করা হইতে অধিক মন্দ। কেননা চুগলী শ্রবণের দ্বারা চুগলখোরের উদ্দেশ্যকে প্রজ্জলিত ও উস্কাইয়া দেওয়া হয় এবং শ্রোতা উহা হইতে হৃদয়গ্রাহী হয়। অধিকন্তু তাহাকে চুগলী করার প্রতি উৎসাহ ও অনুমতি প্রদান করা হয়।

যাহার কাছে চুগলী করা হয় তাহার করণীয়

ইমাম গাযযালী (রহঃ) বলেনঃ যদি কোন ব্যক্তি তোমার সম্মুখে ইহা বলে যে, অমুক ব্যক্তি তোমার সম্পর্কে এইরূপ বলে অথবা এইরূপ করে তাহা হইলে এইরূপ স্থানে ছয়টি কথার প্রতি লক্ষ্য রাখা জরুরী।

একঃ চুগলখোর ব্যক্তির কথা সত্য বলিয়া জানিবে না, কেননা চুগলখোর ব্যক্তি ফাসিক।

দুইঃ তাহাকে উহা হইতে বাধা দিবে এবং নসীহত করিবে। আর তাহার কর্মের মন্দাবলী তাহার সামনে বর্ণনাকরিয়াদিবে।

তিনঃ চুগলখোরের সহিত ঈর্ষা তথা শত্রুতা পোষণ করিবে। কেননা সে আল্লাহ তা'আলার কাছে ঈর্ষিত। আর যে আল্লাহ তা'আলার নিকট ঈর্ষিত হয়, তাহার সহিত ঈর্ষা তথা শত্রুতা রাখা ওয়াজিব।

চারঃ নিজ অনুপস্থিত ভাই যাহার সম্পর্কে চুগলখোর চুগলখোরী করিয়াছে, তাহার সম্পর্কে মন্দ ধারণা করিবেনা।

পাঁচঃ চুগলখোর যাহা কিছু বলিয়াছে সে বিষয়ে তাহ্‌কীক (তথা সত্য বা অসত্য যাঁচাই) করিতে যাইবে না। বরং এই বিষয়ে কোন আলোচনাই করিবে না।

ছয়ঃ নিজে চুগলখোর হইবে না অর্থাৎ চুগলখোর যাহা কিছু বলিয়াছে উহা অন্য কাহারও নিকট বর্ণনা করিবে না। অন্যথায় স্বয়ং নিজেই উক্ত গুনাহে আট্‌কাইয়া যাইবে যাহা হইতে চুগলখোরকে নিষেধ করিতেছিলে। (শরহে নববী)

শরীআতের যুক্তিসিদ্ধতার আওতায় কাহারও গোপন রহস্য প্রকাশ করা চুগলী নহে

ইমাম নববী (রহঃ) বলেনঃ চুগলখোরী সম্পর্কিত উল্লেখিত যাবতীয় সাবধানতা ঐ সকল আকৃতিতে যখন উহা প্রকাশের মধ্যে মুসলিহাতে শরীআহ অর্থাৎ শরীআতের যুক্তিসিদ্ধতা না থাকে। আর যদি শরীআতের যুক্তিসিদ্ধতার দাবী এই হয় যে, উক্ত বিষয়টি অপরকে অবহিত করা জরুরী তাহা হইলে ঘটনার বর্ণনা এবং উহা প্রকাশ করার মধ্যে কোন দোষ নাই। আর ইহা এইরূপ যে, কেহ সংবাদ দিল, অমুক ব্যক্তি তাহার অথবা তাহার পরিবারের অথবা ধনসম্পদের ক্ষতিসাধনের চেষ্টায় আছে, অথবা শাসক কিংবা বিচারকের নিকট খবর পৌঁছিল যে, অমুক ব্যক্তি এইরূপ করে যাহার মধ্যে ফাসাদের আশংকা রহিয়াছে তখন শাসক কিংবা বিচারকের জন্য ওয়াজিব বিষয়টি প্রকাশ করা এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। অনুরূপ কোন ব্যক্তি কাহাকেও হত্যা করিবার সংকল্পের বিষয়টি অবগত হইলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অবহিত করা হারাম নহে বরং অবস্থার বিবেচনায় স্থান বিশেষে উহা প্রকাশ করা ওয়াজিব এবং স্থান বিশেষে মুস্তাহাব হয়। (শরহে নববী)

চুগলখোরের দুন্‌ইয়া ও আখিরাতের পরিণাম

চুগলখোর ব্যক্তির আখিরাতে শাস্তির বিষয়টি আলোচ্য হাদীছ ও উহার ব্যাখ্যায় উদ্ধৃতিকৃত কুরআন মজীদ-এর আয়াত ও অন্যান্য হাদীছে রসূলে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কিছু আলোকপাত করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া হযরত আবূ যার গিফারী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ

مَنْ اَشَاعَ عَلٰى مسلم كلمة ليشينه بها بغير حق شانه الله بها فى النار يوم القيمة ـ

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের বদনাম প্রচারের লক্ষ্যে না-হক কোন কথা প্রচার করে, কিয়ামতের দিবসে সেই কারণে আল্লাহ তা'আলা তাহাকে জাহান্নামের অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া হেয় করিবেন।"

দুন্‌ইয়াতে চুগলখোর ব্যক্তিরা কাহারও আস্থাভাজন হইতে পারে না। অধিকন্তু তাহাদের অপপ্রচার যখন মানুষের নিকট প্রকাশ পাইয়া যায় তখন সে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত হয়। একজন হাকীম-তত্ত্বজ্ঞানীকে প্রশ্ন করা হইয়াছিল যে, আপনি ইয়াতীম সম্পর্কে বলুন যে, দুন্‌ইয়াতে তাহার চেয়ে হেয়-লাঞ্ছিত কে? জবাবে তিনি বলিলেন, চুগলখোরের অপকর্ম যখন প্রকাশ পাইয়া যায় তখন সে ইয়াতীম দুঃস্থদের হইতেও অধিক হেয়-অপদস্থ হয়।

١٩٧ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يَنْقُلُ الْحَدِيثَ إِلَى الْأَمِيرِ فَكُنَّا جُلُوسًا فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ الْقَوْمُ هَذَا مِمَّنْ يَنْقُلُ الْحَدِيثَ إِلَى الْأَمِيرِ قَالَ فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ إِلَيْنَا فَقَالَ حُذَيْفَةُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ -

হাদীছ—১৯৭ঃ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আলী বিন হুজর আস-সা'দী ও ইসহাক বিন ইব্রাহীম (রহঃ)। ইসহাক (রহঃ) বলেন, আমাদিগকে হাদীছ জানান হযরত জরীর (রহঃ)। তিনি--হযরত হাম্মাম বিন হারিছ (রহঃ) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি সাধারণ মানুষের কথাবার্তা আমীর তথা শাসনকর্তার নিকট পৌছাইত। একদা আমরা মসজিদে উপবিষ্ট ছিলাম। অতঃপর উপবিষ্ট লোকগণ বলিয়া উঠিলেন, এই যে সেই ব্যক্তি যে জনসাধারণের কথাবার্তা আমীরের নিকট পৌছাইয়া দেয়। রাবী হযরত হাম্মাম বিন হারিছ (রহঃ) বলেনঃ অতঃপর সেই লোকটি আসিল এবং আমাদের পাশে বসিল। তখন হযরত হুযায়ফা (রাযিঃ) বলিলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, কোন চুগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করিবে না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

قتات - শব্দটি نمام এর সমার্থক। অর্থ চুগলখোর। আর কতক বিশেষজ্ঞ বলেন قتات এবং نمام এর মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। نما হইতেছে, যে ঘটনায় উপস্থিত থাকে অতঃপর উক্ত ঘটনা অপরের নিকট প্রকাশ করিয়া দেয়। আর قتات হইতেছে, যে ব্যক্তি ঘটনাটি শুনিয়াছে মাত্র,কিন্তু প্রকৃত ঘটনার ব্যাপারে তাহার কোন জ্ঞান নাই। অতঃপর যাহা শুনিয়াছে সেই মুতাবিক অপরের নিকট প্রকাশ করিয়া দেয়। মোট কথা জ্ঞাত বিষয় অপরের নিকট প্রকাশ করাকে نمام বলে এবং শ্রুত বিষয় অপরের নিকট প্রকাশ করাকে قتات বলে। অবশ্য উভয়ই চুগলী—এর অন্তর্ভুক্ত। (ফতহুল মুলহিম)

(বিস্তারিত ১৯৫ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

ফায়দাঃ

মুসলিহাতে শরীআহ তথা শরীয়াতের যুক্তিসিদ্ধতার কারণ ব্যতীত কাহারও গোপন রহস্য অপরের নিকট প্রকাশ করা হারাম। কিন্তু উহা প্রকাশ করিবার মধ্যে যদি কোন মুসলিহাতে শরীআহ থাকে তবে নিষেধ নাই। উদাহরণতঃ কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তিকে হত্যা কিংবা সম্পদ আত্মসাৎ করিবার পরিকল্পনা করিয়াছে, সেই বিষয়টি অবগত হইলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে উহা জানাইয়া দেওয়া উচিত যাহাতে সে সতর্ক থাকিতে পারে। অথবা কোন ব্যক্তির যুলুম ও ফাসাদের বিষয়টি মানুষের উপকারার্থে আমীর তথা শাসনকর্তার নিকট পৌছাইয়া দেওয়া জায়েয আছে। ইহা হারাম নহে বরং কোন কোন ক্ষেত্রে ওয়াজিব আর কোন কোন ক্ষেত্রে মুস্তাহাব।

বলাবাহুল্য উক্ত কথাটির প্রতি সূক্ষ্মভাবে তাকানো উচিৎ যে, যদি উহাকে প্রকাশ করার মধ্যে অথবা আমীর কিংবা বিচারকের নিকট পৌছাইবার দ্বারা জনসাধারণের মঙ্গল ও উপকার হয় তবে নিঃসন্দেহে প্রকাশ করিবে। আর যদি কথাটি প্রকাশের দ্বারা কাহারো উপকার না হয়, তবে কেবল চুগলখোর ব্যক্তির ক্ষতির কারণ হয় তবে উহা প্রকাশ করা জরুরী নহে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

١٩٨ حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا مِنْجَابُ ابْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ أَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا مَعَ حُذَيْفَةَ فِي الْمَسْجِدِ فَجَاءَ رَجُلٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَيْنَا فَقِيلَ لِحُذَيْفَةَ إِنَّ هَذَا يَرْفَعُ إِلَى السُّلْطَانِ أَشْيَاءَ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ إِرَادَةَ أَنْ يُسْمِعَهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ ـ

হাদীছ–১৯৮ঃ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বাক্‌র বিন আবী শায়বা (রহঃ)। তিনি---(সূত্র পরিবর্তন) এবং হাদীছ বর্ণনা করেন মিনূজাব বিন হারিছ আত–তামীমী (রহঃ)। তিনি---হযরত হাম্মাম বিন হারিছ (রহঃ) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেনঃ আমরা হযরত হুযায়ফা (রাযিঃ)–এর[১] সহিত মসজিদে বসা ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি আগমন করিল ও আমাদের সহিত বসিয়া পড়িল। অতঃপর মজলিসে উপবিষ্ট লোকদের মধ্যে কেহ হযরত হুযায়ফা (রাযিঃ)কে বলিল, এই ব্যক্তি বিভিন্ন বিষয়ের খবরাখবর বাদশাহ–এর নিকট পৌঁছায়। হযরত হুযায়ফা (রাযিঃ) হাদীছ শুনাইয়া সতর্ক করিবার উদ্দেশ্যে. বলিলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছিঃ কোন চুগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করিবেনা।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

(আলোচ্য হাদীছ শরীফের ব্যাখ্যা ১৯৫ ও ১৯৬ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

টীকা–১. حذيفة আবূ আবদুল্লাহ হযরত হুযায়ফা (রাযিঃ) জলীলুল কদর সাহাবী ছিলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে 'সাহেবুসসির' পদবী দ্বারা বিশিষ্টতা প্রদান করেন। মহানুভব সাহাবাগণ যেমন হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রাযিঃ), হযরত আলী বিন আবী তালিব (রাযিঃ) এবং হযরত আবুদ দারদা (রাযিঃ) প্রমুখ এবং তাবেঈগণের অনেক মুহাদ্দিছ তাহার নিকট হইতে রিওয়ায়ত করিয়াছেন। আমীরুল মুমিনীন হযরত ওছমান (রাযিঃ)–এর শাহাদাতের চল্লিশ দিন পর হিজরী ৩৫ সনে মাদায়েন শহরে হযরত হুযায়ফা (রাযিঃ) ইন্তেকাল করেন। (ইকমাল ফী আসমাউর রিজাল)

টীকা–২. إرادة أن يسمعه অর্থাৎ হযরত হুযায়ফা (রাযিঃ) উক্ত ব্যক্তিকে তাহার মধ্যকার মন্দ কর্মের উপর তিরস্কার ব্যক্ত করিয়া উহা হইতে বাঁচিয়া থাকার উপদেশ দানের উদ্দেশ্যে আলোচ্য হাদীছ শুনাইয়াছেন। (ফতহুল মুলহিম)

বলাবহুল্য সম্ভবতঃ উক্ত ব্যক্তি মুসলিহাতে শরীআহ ব্যতীত অন্যান্য যাবতীয় গোপনীয় বিষয়ের খবরাখবরও শাসকের নিকট পৌঁছাইয়া দিত। আর মুসলিহাতে শরীআহ ব্যতীত অন্যান্য গোপনীয় বিষয়ের খবরাখবর অপরের নিকট বা শাসকের নিকট পৌঁছানো চুগলখোরী। চুগলখোরী জঘন্যতম মন্দ কর্ম ও হারাম। তাই হযরত হুযায়ফা (রাযিঃ) তাহাকে চুগলখোরী হইতে সতর্ক থাকিবার জন্য চুগলখোরীর পরিণামে চুগলখোরের যে শাস্তি রহিয়াছে সেই বিষয়ে বর্ণিত হাদীছে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শুনাইয়া দিয়াছেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

باب بيان غلظ تحريم اسبال الازار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف وبيان الثلثة الذين لا يكلمهم الله تعالى يوم القيمة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم -

অনুচ্ছেদঃ পায়জামা (ও লুঙ্গি প্রভৃতি) টাখনুর নীচে ঝুলাইয়া পরা, দান করিয়া খোঁটা দেওয়া ও শপথের মাধ্যমে পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করা জঘন্য হারাম হওয়ার বর্ণনা এবং এই তিন ব্যক্তির বর্ণনা যাহাদের সহিত কিয়ামতের দিবসে আল্লাহ তা'আলা (অনুকম্পাসূচক) কথাবার্তা বলিবেন না, তাহাদের প্রতি (রহমতের দৃষ্টিতে) দেখিবেন না এবং তাহাদেরকে (গুণাহ হইতে) পবিত্র করিবেন না। আর তাহাদের জন্য রহিয়াছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি

١٩٩ **حدثنا** ابوبكر بن ابى شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن على بن مدرك عن ابى زرعة عن خرشة بن الحر عن ابى ذر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار قال ابوذر خابوا وخسروا من هم يا رسول الله قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب -

হাদীছ—১৯৯ঃ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বাকর বিন আবী শায়বা, মুহাম্মদ বিন আল-মুছান্না ও ইবন বাশ্শার (রহঃ)। তাহারা···হযরত আবূ যার (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ তিন ব্যক্তি এমন আছে যাহাদের সহিত আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসে (অনুকম্পাসূচক) কথা বলিবেন না, তাহাদের প্রতি (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকাইবেন না, আর না তাহাদেরকে (গুনাহ হইতে) পবিত্র (করিয়া ক্ষমা) করিবেন। আর তাহাদের জন্য রহিয়াছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। রাবী বলেন, অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াতখানা তিনবার পাঠ করিয়াছেন।[১] হযরত আবূ যার (রাযিঃ) আরয করিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! তাহারা তো বরবাদ এবং ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তাহারা কোন্ কোন্ লোক? তিনি (জবাবে) বলিলেন, (তাহারা হইতেছে) যে (ইযার অর্থাৎ লুঙ্গি ও পায়জামা ইত্যাদি) টাখনুর নীচে ঝুলাইয়া পরে।,[২] যে (দান-খয়রাত করিয়া) খোঁটা দেয় এবং যে মিথ্যা কসম করিয়া পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করে।

টীকা—১. فقراها رسول الله صلى الله عليه وسلم "অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াতখানা" অর্থাৎ সূরা আলে ইমরানের ৭৭ নং আয়াতঃ

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٧﴾

অর্থাৎ "নিশ্চয় যাহারা আল্লাহ তা'আলার সহিত কৃত প্রতিশ্রুতির এবং নিজ শপথসমূহের পরিবর্তে সামান্য বিনিময় গ্রহণ করে তাহাদের আখিরাতে কোন অংশ নাই। আর আল্লাহ তা'আলা তাহাদের সহিত কিয়ামত দিবসে (অনুকম্পাসূচক) কথা বলিবেন না, তাহাদের প্রতি (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকাইবেন না, আর না তাহাদেরকে (গুনাহ হইতে) পবিত্র (করিয়া ক্ষমা) করিবেন। আর তাহাদের জন্য রহিয়াছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি।" তিন বার পাঠ করিলেন। (ফতহুল মুলহিম)

টীকা—২. " اَلْمُسْبِلُ " অর্থাৎ যে পুরুষ টাখনুর নীচে ঝুলাইয়া কাপড় পরে। হাফিয ইবন হাজার (রহঃ) স্বীয় 'আল-ফাত্হ' গ্রন্থে বিভিন্ন রিওয়ায়ত উদ্ধৃতির মাধ্যমে প্রমাণ করিয়াছেন যে, পুরুষদের কপড় পরিধান করার দুইটি তরীকা

বাকী অংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

কিয়ামত দিবসে যে তিন ব্যক্তি কঠোর আযাব ভোগ করিবে তাহাদের বর্ণনায় প্রথমতঃ اَلْمُسْبِلُ (টাখনুর নীচে ঝুলাইয়া কাপড় পরিধানকারী)–এর কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। শারেহ নবভী (রহঃ) " اَلْمُسْبِلُ " সম্পর্কে বলেন যে, ইহা দ্বারা মর্ম ঐ সকল লোক যাহারা বিলাসিতা ও গর্ব–অহংকার প্রকাশের লক্ষ্যে স্বীয় ইযার অর্থাৎ লুঙ্গি, পায়জামা, জামা ইত্যাদি পায়ের গিঁঠ–এর নীচে ঝুলাইয়া পরিধান করে। যেমন অন্য হাদীছে উহার তফসীর বর্ণিত হইয়াছেঃ

لا ينظر الله الى من جر ثوبه خيلاء

অর্থাৎ "আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তির দিকে রহমতের দৃষ্টিতে তাকাইবেন না যেই ব্যক্তি অহংকার প্রকাশার্থে স্বীয় কাপড় পায়ের গিঁঠ–এর নীচে নামাইয়া পরে।"

অহংকারের শর্ত দ্বারা "কাপড় ঝুলাইয়া পরিধানকারীর" ব্যাপকতাকে (عام) বিশেষ (خاص) করা হইয়াছে।

এই হাদীছ শরীফ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, শাস্তির প্রতিজ্ঞা ঐ ব্যক্তির জন্যই বর্ণিত হইয়াছে, যে অহংকার প্রকাশের উদ্দেশ্যে স্বীয় কাপড় টাখনুর নীচে ঝুলাইয়া পরিধান করে। কেননা অহংকার প্রকাশের কারণ না থাকিবার দরুণ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)কে ইহার অনুমতি দিয়াছিলেন। অর্থাৎ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)–এর ইযার অনিচ্ছাকৃতভাবে কখনো কখনো টাখনুর নীচে নামিয়া যাইত। এই বিষয়টি নিয়া তাহার মনে দুশ্চিন্তার কারণ হইল। তাই তিনি এই বিষয়টি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর পাক খিদমতে পেশ করিলেন। জবাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন لستَ منهم অর্থাৎ "তুমি তাহাদের (অর্থাৎ শাস্তির প্রতিজ্ঞা বর্ণিত লোকদের) অন্তর্ভুক্ত নহে।" ইহার কারণ হইতেছে যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)–এর কাপড় ঝুলানো অহংকারের কল্পনা বর্জিত এবং অনিচ্ছাকৃত ছিল। (নবভী)

আল্লামা শাব্বীর আহমদ ওছমানী (রহঃ) বলেনঃ আলোচ্য হাদীছ শরীফে اَلْمُسْبِلُ (পায়ের গিঁঠ–এর নীচে ঝুলাইয়া কাপড় পরিধানকারী) এবং অন্য হাদীছে اَلْمُسْبِلُ إِزَارَهُ (পায়ের গিঁঠ–এর নীচে ঝুলাইয়া ইযার পরিধানকারী) বর্ণিত হইয়াছে। আমাদের মতে পায়ের গিঁঠ–এর নীচে কাপড় ঝুলাইয়া পরা সকল ক্ষেত্রেই নিষিদ্ধ যদিও গর্ব–অহংকার প্রকাশার্থে না হয়। হ্যাঁ, তবে যদি অনিচ্ছাকৃত এবং চলাচলের সময় অসতর্কতাহেতু ইযার টাখনুর নীচে নামিয়া যায় তবে ভিন্ন কথা। যেমন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)–এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল। তবে শর্ত হইতেছে যে, ইহাকে সে অভ্যাসে পরিণত না করে এবং সতর্ক করার পর সে উহা সংশোধন করিয়া লয়। (ফতহুল মুলহিম)

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মদ বিন জারীর আত–তাবারী (রহঃ) প্রমূখ বলেন, (পুরুষগণ) যেকোন কাপড়, যেমন লুঙ্গি, পায়জামা, জামা, পাগড়ী ইত্যাদি পায়ের গিঁঠ–এর নীচে নামাইয়া পরা হারাম। আর পরবর্তী হাদীছ শরীফে কেবল اَلْمُسْبِلُ إزاره অর্থাৎ ইযার অর্থাৎ লুঙ্গি–পায়জামা টাখনুর নীচে ঝুলাইয়া পরিধানকারীর কথা বলা হইয়াছে। ইহার কারণ হইতেছে, সে যুগে অধিকাংশ পোষাক ইযার–ই (অর্থাৎ সিলাইবিহীন চাদর

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার টীকার বাকী অংশ

রহিয়াছে। (এক) মুস্তাহাব তরীকা। ইহা হইল ইযার অর্থাৎ লুঙ্গি, পায়জামা ও জামা ইত্যাদি নিসফে সাক পর্যন্ত পরিধান করা। (দুই) জায়েয তরীকা। ইহা হইল টাখনুদ্বয়ের উপর পর্যন্ত পরিধান করা। অনুরূপ মহিলাদের জন্যও দুইটি তরীকা। (এক) মুস্তাহাব তরীকা। ইহা হইতেছে পুরুষের জায়েয পরিমাণ হইতে কনিষ্ঠাঙ্গুলী পরিমিত স্থান তথা অর্ধহাত লম্বা হওয়া (দুই) জায়েয তরীকা। ইহা হইল পুরুষদের জায়েয পরিমাণ হইতে একহাত লম্বা হওয়া। (ফতহুল মুলহিম)

যাহা লুঙ্গি, পায়জামা হিসাবে এবং শরীরের জামা হিসাবে এমনকি পাগড়ী হিসাবেও ব্যবহার করার উপযোগী) ছিল। সুতরাং পুরুষগণ যেকোন কাপড় অহংকার প্রকাশার্থে টাখনুর নীচে পরিলে উহার একই হুকুম।

ইমাম নবভী (রহঃ) বলেন, আমি বলিতেছি যে, ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মদ বিন জারীর আত-তাবারী (রহঃ) যাহা বলিয়াছেন, উহা যথার্থ। কেননা ইহা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীছ শরীফেও বর্ণিত হইয়াছে। সুনানে আবী দাউদ, নাসায়ী ও ইবন মাজাহ শরীফে হাসান সনদে বর্ণিত হইয়াছে যে,

سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه رضى الله عنهم عن النبى صلى الله عليه وسلم قال الاسبال والازار والقميص والعمامة من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله تعالى اليه يوم القيمة -

অর্থাৎ "হযরত সালিম বিন আবদিল্লাহ বিন ওমর (রাযিঃ), তিনি স্বীয় পিতা (হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাযিঃ)-এর সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, (টাখনুর নীচে) ঝুলানো লুঙ্গি, পায়জামা, জামা ও পাগড়ীর মধ্যে হয়। যে ব্যক্তি ইহাদের মধ্যে যেকোনটি গর্ব-অহংকারের উদ্দেশ্যে টাখনুর নীচে ঝুলাইয়া পরিধান করে সেই ব্যক্তির দিকে কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলা রহমতের দৃষ্টিতে তাকাইবেন না।"

দ্বিতীয়তঃ হাদীছ শরীফে বর্ণিত কঠোর শাস্তি ভোগকারী তিন ব্যক্তির মধ্যে তাহারা, যাহারা অনুগ্রহ করিবার পর খোঁটা প্রদান করে। অর্থাৎ যদি কোন ব্যক্তির প্রতি কোন প্রকার দান-খয়রাত বা উপকার করা হয় তাহা হইলে সভ্যতা ও ভদ্রতা ইহা যে, কোন অবস্থাতেই উহা উল্লেখ না করা চাই। আর কোন মজলিসের মধ্যে তাহার প্রতি নিজ উপকারের বিষয়টি বর্ণনা করিবে না। কেননা,অনুগ্রহ করিয়া বলিয়া বেড়াইলে নেক বরবাদ হইয়া গুনাহ অত্যাবশ্যক হইবে। এই সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُبْطِلُوا۟ صَدَقَـٰتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ ـ

অর্থাৎ "হে মুমিনগণ! তোমরা অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া এবং কষ্ট প্রদান পূর্বক নিজেদের দান-খয়রাতকে বিনষ্ট করিও না।" (সূরা বাক্বারা-২৬৪) অত্র আয়াতে দান-খয়রাত আল্লাহ তা'আলার নিকট গৃহীত হওয়ার জন্য দুইটি শর্ত উল্লেখ করা হইয়াছে। (এক) দান-খয়রাত করিবার পর কৃপা প্রকাশ করিতে পারিবে না এবং (দুই) দান গ্রহীতাকে ঘৃণিত ধারণা করা যাইবে না অর্থাৎ তাহার সহিত এমন কোন আচার ব্যবহার করিতে পারিবে না যাহাতে সে নিজেকে ঘৃণিত ও হেয় বোধ করে এবং মনোকষ্ট পায়।

আল্লামা কুরতুবী (রহঃ) বলেন যে, مَنّ অর্থাৎ উপকার করিয়া তাহা বলিয়া বেড়ানো অধিকাংশ কৃপণ ও আত্মগর্বকারীদের মধ্য হইতেই প্রকাশিত হয়। উহার কারণ হইতেছে যে, কৃপণ ব্যক্তি সামান্য দান-খয়রাতকেই স্বীয় দৃষ্টিতে অনেক বেশী বলিয়া মনে করে। আর আত্মগর্বকারী (যে নিজেকে নিজে বড় মনে করে) স্বীয় দান-খয়রাতকে নিজ দৃষ্টিতে খুবই বিরাট অনুভব করে এবং সে স্বীয় ধন-সম্পদ হইতে গ্রহীতার উপর একজন নিয়ামতদাতা বলিয়া মনে করে। যদিও প্রকৃতপক্ষে তাহার এই কর্ম হইতে শ্রেষ্টতম কর্ম রহিয়াছে। আর এই সকল যাবতীয় মনোভাবের কারণ হইতেছে তাহার মুর্খতা এবং সে আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত নিয়ামত বিস্মৃত করিয়া দেয়, যাহা মহান আল্লাহ তা'আলা তাহার প্রতি করিয়াছেন। (ফতহুল মুলহিম) আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত বিস্মরণ করা হারাম ও কবীরা গুনাহ। তাই কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলা তাহার জন্য কঠোর শাস্তির কথা ঘোষণা করিয়াছেন।

বলাবাহুল্য ধন-সম্পদের প্রকৃত মালিক ও দাতা একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন, তাহাকেই দান করেন। ফলে ধন-সম্পদের মালিকানায় মানুষের কোন কর্তৃত্ব নাই। সম্পদের প্রাচুর্য্য লাভে যদি মানুষের কোন অধিকার থাকিত তবে কাহার না আকাংক্ষা রহিয়াছে যে, সে লক্ষ কোটি টাকার মালিক হউক?

আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ শফী' (রহঃ) লিখেন যে, আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং সম্পদশালী ও সহিষ্ণু। তিনি কাহারও ধন–সম্পদের মুখাপেক্ষী নহেন। যে ব্যক্তি দান করে সে নিজের উপকারার্থেই করে। সুতরাং দান করিবার সময় প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তির লক্ষ্য রাখা উচিত যে, কাহারও প্রতি তাহার অনুগ্রহ নাই। স্বীয় উপকারের জন্যই সে দান–খয়রাত করিয়াছে। দান গ্রহীতার পক্ষ হইতে কোন প্রকার অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শিত হইলে তাহাকে আল্লাহ তা'আলার রীতির অনুসারী হইয়া ক্ষমা করা বাঞ্ছনীয়। (মাআরিফুল কুরআন)

তৃতীয়তঃ আলোচ্য হাদীছ শরীফে বর্ণিত কঠোর শাস্তির উপযোগী তিন ব্যক্তির মধ্যে তাহারা, যাহারা মিথ্যা শপথের মাধ্যমে পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করে। যেমন বে–ঈমান ব্যবসায়ীদের স্বভাব হইয়া থাকে যে, স্বীয় পণ্যদ্রব্যের অযথা প্রশংসা করে। ক্রেতার আগ্রহ কম দেখিলে শপথ করিয়া বলে যে, ইহার খরিদা মূল্য এত বা এত। অথচ সে সেই মূল্যে উহা ক্রয় করে নাই। বিক্রেতা শপথ করিয়া বলিবার দরুণ ক্রেতা উহাকে সত্য বলিয়া ধারণা করিয়া ধোকায় পতিত হয় এবং ক্রয় করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আল্লাহ তা'আলা এইরূপ কসম করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِّاَيْمَانِكُمْ

অর্থাৎ "আর তোমরা তোমাদের শপথের জন্য আল্লাহ তা'আলার নামকে লক্ষ্যবস্তু বানাইও না।" (সূরা বাকারা–২২৪) এই আয়াতের তাফসীরে হযরত যায়দ বিন আস্লাম (রাযিঃ) বলেনঃ তোমরা অধিক শপথ করিও না যদিও তোমরা পাক–পবিত্র হও। আর ইহা দ্বারা ফায়দা হইতেছে যে, অন্তরে আল্লাহ তা'আলার ভয় দৃঢ় করা। কাজেই তোমার মিথ্যা শপথের পরিণাম কি হইবে, যাহা দ্বারা কেবল পার্থিব তুচ্ছ পণ্যদ্রব্য অর্জিত হয়।

কাযী আয়্যায (রহঃ) বলেনঃ এই শপথের মধ্যে মিথ্যা, ধোকা দেওয়া, না–হক মাল গ্রহণ করা এবং আল্লাহ তা'আলার হককে হালকা বুঝা প্রভৃতি হারাম কর্ম একত্রিত হইয়াছে। ফলে উহার জঘন্যতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাই কিয়ামত দিবসে কঠোর শাস্তির প্রতিজ্ঞা বর্ণিত হইয়াছে। (ফতহুল মুলহিম)

বায়হাকী শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত এক হাদীছে উল্লেখিত তিন বস্তুকে ধ্বংস ও বরবাদকারী গণ্য করা হইয়াছে। (এক) নফসের অভিলাষের দাসত্ব এবং উহার কথা মতে চলা, (দুই) কৃপণতা ও লোভ–লালসা, (তিন) নিজেকে নিজে অনেক নেক ও উত্তম ধারণা করা।

٢٠٠ وحدثني اَبُوْبَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَ نَا يَحْيٰى وَهُوَ الْقَطَّانُ قَالَ نَا سُفْيَانُ الْاَعْمَشُ عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ مُسْهِرٍ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَنَّانُ الَّذِىْ لَا يُعْطِىْ شَيْئًا اِلَّا مَنَّهُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْفَاجِرِ وَالْمُسْبِلُ اِزَارَهُ -

হাদীছ–২০০ঃ. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বাকর বিন খাল্লাদ আল–বাহিলী (রহঃ)। তিনি---হযরত আবূ যার (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ তিন ব্যক্তি এমন আছে যাহাদের সহিত আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসে (অনুকম্পাসূচক) কথা বলিবেন না। (তাহারা হইতেছে) খোঁটা দাতা যে কোন কিছু দান–খয়রাত করিয়াই খোঁটা দেয়, মিথ্যা কসম[১] করিয়া পণ্যদ্রব্য বিক্রয়কারী এবং স্বীয় ইযার (অর্থাৎ লুঙ্গি ও পায়জামা ইত্যাদি টাখনুর নীচে) ঝুলাইয়াপরিধানকারী।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ (বিস্তারিত ব্যাখ্যা ১৯৮নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।)

টীকা–১. بالحلف الفاجر অর্থাৎ যে কসমের দ্বারা ফিস্ক তথা গুনাহ অত্যাবশ্যক হয়, উহা হইতেছে মিথ্যা কসম। (ফতহুল মুলহিম)

٢٠١ وحدثنيه بشر بن خالد قال نا محمد يعني ابن جعفر عن شعبة قال سمعت سليمان بهذا الإسناد وقال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم

হাদীছ–২০১ঃ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমার নিকট উপরোক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন বিশর বিন খালিদ (রহঃ)। তিনি–হযরত শু'বা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেনঃ আমি সুলায়মানকে এই সনদসূত্রে হাদীছটি রিওয়ায়ত করিতে শুনিয়াছি। আর তিনি বলিয়াছেনঃ তিন ব্যক্তি এমন আছে যাহাদের সহিত আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসে (সন্তুষ্টির সহিত) কথা বলিবেন না, তাহাদের প্রতি (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকাইবেন না, আর না তাহাদেরকে (গুনাহ হইতে) পবিত্র (করিয়া ক্ষমা) করিবেন। আর তাহাদের জন্য রহিয়াছে কঠোরশাস্তি।

٢٠٢ وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال نا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم قال أبو معاوية ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر ـ

হাদীছ–২০২ঃ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বাকর বিন আবী শায়বা (রহঃ)। তিনি–হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ তিন ব্যক্তি এমন আছে যাহাদের সহিত আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসে (অনুকম্পাসূচক) কথা বলিবেন না। আর না তাহাদেরকে (গুনাহ হইতে) পবিত্র (করিয়া ক্ষমা) করিবেন। রাবী আবূ মুআবিয়া (রহঃ) বলেনঃ এবং তাহাদের প্রতি (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকাইবেন না। আর তাহাদের জন্য রহিয়াছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (উক্ত তিন ব্যক্তি হইতেছে) বৃদ্ধ ব্যভিচারী, মিথ্যাবাদী বাদশাহ ও নিঃস্ব অহংকারী।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

ব্যভিচার, মিথ্যা ও অহংকার সর্বক্ষেত্রে সকলের জন্যই হারাম ও কবীরা গুনাহ। তবে আলোচ্য হাদীছ শরীফে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষভাবে যে তিন ব্যক্তি তথা বৃদ্ধ ব্যভিচারী, মিথ্যাচারী শাসক এবং দরিদ্র অহংকারীর প্রতি কঠোর শাস্তির প্রতিজ্ঞা বর্ণনা করিয়াছেন, উহার কারণ বর্ণনা করিতে গিয়া আল্লামা কাযী আয়্যায (রহঃ) বলেন, উল্লেখিত তিন ব্যক্তির যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ক্ষেত্রে বিশেষত্ব প্রদানের কারণ হইতেছে যে, তাহাদের প্রত্যেকই উক্ত গুনাহে জড়াইবার কারণ হইতে দূরে। আর তাহাদের এই গুনাহে লিপ্ত হওয়ার প্রয়োজনও নাই। কেননা যে সকল উপাদান বর্তমান থাকিবার কারণে মানুষ কুপ্রবৃত্তির চক্রান্তে শিকার হইয়া এই সকল কবীরা গুনাহে লিপ্ত হয়, উহার সবগুলি কারণই তাহাদের মধ্যে অবর্তমান। ফলে এই গুনাহে লিপ্ত হইবার পশ্চাতে তাহাদের কোন ওযরও নাই। সুতরাং প্রয়োজন ছাড়া এবং উপাদানহীন এই সকল গুনাহে লিপ্ত হওয়ার অর্থ হইতেছে যে, তাহাদের ইচ্ছাকৃত আল্লাহ তা'আলার নাফরমানী করা এবং তাঁহার হুকুম–আহকামকে অমর্যাদা প্রদর্শন করা।

অতএব, বৃদ্ধ ব্যক্তির জ্ঞান–বুদ্ধির সম্পূর্ণতা, দীর্ঘ অতীত জীবনের অভিজ্ঞতা, সহবাসের উপকরণাদি ও মহিলাদের প্রতি কামভাবে দুর্বলতা এবং সহবাসের উপাদানাদির শৈথিল্যতার বয়সে পৌছিবার পর যে স্থানে হালাল সহবাস তাহার আনন্দদায়ক হয় না সে স্থানে কিরূপে সে হারাম ব্যভিচারের অভিলাষী হইতে পারে? কাজেই বৃদ্ধ অবস্থায় ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া সাধারণ হারাম ব্যভিচার পর্যায়ে থাকে না বরং ইহা চূড়ান্ত পাপিষ্ঠতা এবং আল্লাহ তা'আলার হুকুম–আহকামের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হয়। ফলে তাহার শাস্তি কঠোর হইবে।

অনুরূপ বাদশাহ, সে নিজে রাজত্বের মালিক ও শাসক হইবার কারণে স্বীয় প্রজাবর্গের কাহারও পক্ষে তাহার ভয়ের আশংকা নাই। তাই তাহার ধোকা, তোষামোদ ও বাহ্যিকতা অবলম্বন নিষ্প্রয়োজন। কারণ কাহারও অনিষ্ট হইতে নিরাপদ, কষ্ট প্রাপ্তির ভয়ে, নিন্দা হইতে বাঁচিবার লক্ষ্যে অথবা কোন সম্মানিত পদ লাভের আকাংক্ষায় অথবা আর্থিক সুবিধা অর্জনের চাহিদায় মানুষ মিথ্যার মাধ্যমে ধোকা ও বাহ্যিকতার পথ অবলম্বন করিয়া থাকে। বাদশাহ রাজ্যের মালিক বিধায় এই সকল বস্তু হইতে সম্পূর্ণ অমূখাপেক্ষী। আর তাহার মিথ্যা বলার কোন ওযরও নাই। কাজেই তাহার মিথ্যা বলা সাধারণ হারাম মিথ্যার ন্যায় রহিল না বরং তাহার মিথ্যা অবলম্বন করার মানেই হইতেছে আল্লাহ তা'আলার হুকুম-আহকামকে হীন করিয়া দেখা। সুতরাং হারাম মিথ্যার সহিত হক্কুল্লাহ-কে হালকা অনুভব-এর কবীরা গুনাহ মিলিত হইয়া জঘন্যতা বৃদ্ধি করিয়াছে। এই কারণেই কিয়ামত দিবসে মিথ্যাবাদী বাদশাহ-এর উপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির প্রতিজ্ঞার বিষয়টি বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

অনুরূপ নিঃস্ব-দরিদ্র ব্যক্তির অর্থসম্পদ না থাকার দরুণ তাহার কাছে গর্ব-অহংকার করার কোন কারণ বর্তমান নাই। পার্থিব জগতে মানুষ ধনসম্পদের প্রাচুর্যতাকে উচ্চ মর্যাদাশীল অনুভব করে এবং তাহার দিকে অভাবীরা সাহায্য লাভের আশায় হস্ত সম্প্রসারিত করে। ফলে সে গর্ব-অহংকারে ফুলিয়া উঠে। দুনইয়াতে গর্ব-অহংকারের কারণ হইতেছে ধনসম্পদ। পরমুখাপেক্ষী দরিদ্রদের নিকট যখন গর্ব-অহংকারের কোন কারণ নাই তখন সে কেন নিজেকে বড় মনে করিবে এবং অন্যান্যদের তুচ্ছ ধারণা করিবে? সে তো আসবাবপত্রহীন ফেরাউন হওয়ার দাবীদার হইল। তাই নিঃস্ব-দরিদ্র ব্যক্তির অহংকার করার বিষয়টি সাধারণ হারাম অহংকার পর্যায়ে রহিল না;বরং উহার সহিত আল্লাহ তা'আলার হুকুম-আহকামকে হীন অনুধাবন করার কবীরা গুনাহ মিলিত হইয়া অহংকার কবীরা গুনাহের জঘন্যতা বৃদ্ধি করিয়াছে। এইজন্য আলোচ্য হাদীছ শরীফে বিশেষভাবে নিঃস্ব-অহংকারীর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির প্রতিজ্ঞা বর্ণিত হইয়াছে। (নববী, ফতহুল মুলহিম)

হযরত শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিছে দেহলভী (রহঃ) আলোচ্য হাদীছের ব্যাখ্যায় লিখেন যে, কিয়ামত দিবসে ফযলে রব্বানী, ন্যায়, সন্তুষ্টি ও গযবে এলাহী-এর পূর্ণাঙ্গ প্রকাশিত হওয়ার দিন। সেই দিন তিনি উল্লেখিত ব্যক্তিদের প্রতি সন্তুষ্টির সহিত কথা বলিবেন না, আর না তাহাদের দিকে রহমতের দৃষ্টিতে তাকাইবেন। ইহা সামাজিক পর্যবেক্ষণ দ্বারা প্রমাণিত যে, যখন কোন ব্যক্তি অন্য কাহারও প্রতি অসন্তুষ্ট হয় তখন স্বীয় অসন্তুষ্টি প্রকাশার্থে তাহাকে দেখা এবং তাহার দিকে তাকানো অপছন্দ করে। আল্লাহ তা'আলাও স্বীয় অসন্তুষ্টির কারণে তাহাদের সহিত স্নেহশীলতা ও দয়ার্দ্রতায় কথা বলিবেন না এবং তাহাদের গুনাহ ক্ষমা করিয়া পাক পবিত্র করিবেন না, যাহার পরিণামে তাহাদের আরাম, শান্তি ও শ্রান্তি নসীব হয় বরং গুনাহের প্রতিশোধে তাহাদেরকে গ্রেপ্তার করা হইবে। বৃদ্ধ ব্যভিচারীকে কঠোরভাবে পাকড়াও করিবার কারণ হইতেছে যে, বৃদ্ধ ব্যক্তির জীবন পরিপূর্ণতার মঞ্জিলে পৌঁছিবার কারণে কামভাবের প্রভাব থাকে না। অধিকন্তু অল্প বয়সের দরুণ বাধাসৃষ্টিকারী বিবেচনা শূন্যতার পর্দাও দূর হইয়া যায়। অতীতের সুদীর্ঘ জীবন এবং উহার অভিজ্ঞতাসমূহ তাহাকে অনেক কিছু শিক্ষা দিয়াছে। ইহা সত্ত্বেও তাহার এই অপকর্ম তাহার আন্তরিক দুশ্চরিত্রতা, অশ্লীলতা ও লজ্জাহীনতার দলীল।

আর মিথ্যা বলা, ইহাও সকলের জন্য সমভাবে মহাপাপ। কিন্তু উহার পাপ বাদশাহ-এর ক্ষেত্রে আরও জঘন্য। কেননা তাহার কাহারও হইতে সুবিধা লাভের অথবা কাহারও অনিষ্ট ও ক্ষতি হইতে বাঁচিবার চিন্তা নাই। অধিকন্তু সে কাহারও প্রভাব ব্যতীত স্বীয় নির্দেশাবলী ঘোষণা বা জারী করা অথবা না করার এবং নাগরিকদের সুশৃঙ্খলা বিধানের বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান। কাজেই তাহার মিথ্যা বলা সর্বোতভাবে লাভহীন অনর্থক। তাই তাহার মিথ্যা বলা জঘন্য মন্দ বলিয়া বিবেচিত।

আর আলোচ্য হাদীছে উল্লিখিত তৃতীয় কর্ম অর্থাৎ অহংকার, ইহাও বস্তুতঃ সকলের জন্য চূড়ান্ত মন্দ। কপর্দকহীন পরমুখাপেক্ষী হইয়া অহংকার প্রদর্শন করা আরও জঘন্য মন্দ। কেননা, ধনসম্পদহীন ব্যক্তি স্বীয় অহংকারের কোন তাবীল করাও সম্ভব নহে। ফলে তাহার গর্ব-অহংকার কেবল মালিন্যতা ও স্বঘোষিত বড় হইবার কলঙ্ক লেপন মাত্র। (মাযাহিরে হক)

٢٠٣ حدثنا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهٰذَا حَدِيْثُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ رَجُلٌ عَلٰى فَضْلِ مَاءٍ بِالْفَلَاةِ يَمْنَعُهُ مِنِ ابْنِ السَّبِيْلِ وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ لَهُ بِاللّٰهِ لَأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ وَهُوَ عَلٰى غَيْرِ ذٰلِكَ وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفٰى وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ ـ

হাদীছ—২০৩ঃ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বাকর বিন আবী শায়বা ও আবূ কুরায়ব (রহঃ)। তাহারা—হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন। আর ইহা হযরত আবূ বাকর সূত্রে বর্ণিত হাদীছ। হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) বলেনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তিন ব্যক্তি এমন যাহাদের সহিত আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসে (সন্তুষ্টির সহিত) কথা বলিবেন না, তাহাদের দিকে (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকাইবেন না, আর না তাহাদেরকে (গুনাহ হইতে) পবিত্র (করিয়া ক্ষমা) করিবেন। আর তাহাদের জন্য রহিয়াছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (তাহারা হইতেছে) যে ব্যক্তি কোন প্রান্তরে নিজ প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি রাখা সত্ত্বেও সে (পানির মুখাপেক্ষী) মুসাফিরকে উহা হইতে পানি ব্যবহার করিতে নিষেধ করে: যে ব্যক্তি আসরের পর অন্য কাহারও নিকট কোন পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করে এবং সে (ক্রেতাকে বিশ্বাস করাইবার জন্য) আল্লাহ তা'আলার কসম করিয়া বলে যে, সে তত বা এত মূল্যে খরিদ করিয়াছে আর ক্রেতা তাহার কথায় বিশ্বাস করে (এবং পণ্যটি ক্রয় করিয়া লয়) অথচ বাস্তবে শপথকারী উক্ত পণ্যটি তত মূল্যে খরিদ করে নাই; আর যে ব্যক্তি কেবল পার্থিব স্বার্থের লোভে ইমাম তথা বাদশাহ–এর নিকট বায়আত (বশ্যতা স্বীকার) করে। অতঃপর ইমাম যদি তাহাকে পার্থিব ধনসম্পদ হইতে কিছু প্রদান করে তবে সে বায়আতের হক আদায় করে, আর যদি তাহাকে পার্থিব ধনসম্পদ হইতে কিছু প্রদান না করে তবে বায়আতের হক আদায় হইতে পশ্চাদপসরণ করে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

মহান রব্বুল আলামীন মানবজাতিকে আশরাফুল মাখলোকাতরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন, দান করিয়াছেন তাহাদেরকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান–বুদ্ধি ও বিবেক–বিবেচনা। জ্ঞান–বুদ্ধি খাটাইয়া তাহাদেরকে শ্রেষ্ঠ গুণাবলীতে গুণান্বিত হইতে হইবে। তাহারা কাহারও ক্ষতিসাধনে মত্ত থাকিবে না বরং তাহাদেরকে পরোপকারের মহান গুণে উদগ্রীব থাকিয়া শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতে হইবে। পক্ষান্তরে যাহারা কেবল নিজ পার্থিব স্বার্থের অভিলাষী, মানুষের কল্যাণের চেষ্টায় ব্রতী নহে তাহাদেরকে প্রকৃত মানুষ বলা চলে না। তাহারা আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ। ফলে তাহারা আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টির পাত্র। পরিণামে মহাবিচার দিনে রহিয়াছে তাহাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

আলোচ্য হাদীছ শরীফে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই তিন ব্যক্তির পরিণাম ফল বর্ণনা করিয়াছেন যাহাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা অসন্তুষ্ট থাকিবেন। ফলে তাহারা কঠোর শাস্তিতে পতিত হইবে। তাহাদের একজন হইতেছে পরোপকারে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী, অথচ সে উহার যোগ্য ব্যক্তি।

যোগ্য ব্যক্তির পরোপকারে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হারাম

জনমানবহীন প্রান্তরে নিজের নিকট প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি থাকা সত্ত্বেও যে কোন মুসাফির যাহার পানির অতি প্রয়োজন তাহাকে পানি ব্যবহার করিতে নিষেধ করে, তবে ইহা খুবই গর্হিত কাজ এবং জঘন্যতম হারাম।

তাই তাহার জন্য রহিয়াছে কিয়ামত দিবসে রাব্বুল আলামীনের অসন্তুষ্টি ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

শারেহ নববী (রহঃ) বলেন, এই কর্মের নিষিদ্ধতা অতি কঠোর এবং ইহা খুবই জঘন্য কর্ম। কেননা কাহারও নিকট প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি থাকিলে যেখানে পিপাসিত জন্তু-জানোয়ারকে পান করানোর হুকুম এবং উহাদেরকে বাধা দেওয়া নাজায়েয ও গুনাহ সেখানে সম্মানিত ও মর্যাদাপূর্ণ মানুষকে পানি ব্যবহার করিতে বাধা দেওয়া কিরূপে বৈধ হইবে? হ্যাঁ, তবে এই হুকুম যদি মুসাফির অমর্যাদাশীল না হয়। যদি মুসাফির অমর্যাদাশীল হয় যেমন দারুল হরবের অমুসলিম ব্যক্তি এবং মুরতাদ (অর্থাৎ দ্বীন ইসলাম গ্রহণের পর কুফরীতে প্রত্যাবর্তনকারী এবং সে কুফরীতে একগুয়েও বটে) হয়, তবে তাহাকে পানি দেওয়া ওয়াজিব নহে।

(শরহে নববী)

ইমাম বুখারী (রহঃ) স্বীয় সহীহ বুখারী শরীফের " الشرب " (পান) অনুচ্ছেদে হযরত আমর বিন দীনার-এর সূত্রে হযরত আবূ সালেহ হইতে রিওয়ায়ত করেনঃ

ورجل منع من فضل ماء فيقول الله تعالى له اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل مالم تعمل يداك -

অর্থাৎ "আর যে ব্যক্তি নিজের কাছে রক্ষিত প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি (অন্যের প্রয়োজনে) প্রদান করিতে অস্বীকার করে, সে ব্যক্তিকে কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলা বলিবেন যে, আজ আমি আমার কাছে রক্ষিত পানি তোমার জন্য নিষিদ্ধ করিতেছি। যেমন তুমি তোমার নিকট রক্ষিত প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি (অন্যকে) প্রদানে নিষেধকরিয়াছিলে।"

হাফিয ইব্ন হাজার (রহঃ) বলেনঃ এই অসন্তোষের কারণ হইতেছে যে, তাহার প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি (মুসাফিরকে) প্রদান না করার এবং অন্যান্যদেরকে উপকৃত হইতে নিষেধ করার ভিত্তিতে। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বস্তুতঃ মুখাপেক্ষী মুসাফিরকে নিষেধ না করাই হক।

আল্লামা ইবন বাত্তাল (রহঃ) বলেনঃ নিজ প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি প্রদানে মুসাফিরকে বাধা দেওয়া সর্বোতভাবে নাজায়েয। আর فضلاء (অতিরিক্ত) শব্দের কয়েদ অর্থাৎ বন্দীত্বের দ্বারা এই বিষয়টির দিকেও ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, কূপের মালিকের যদি স্বীয় কূপে বাস্তবিকপক্ষেই প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি না থাকে তবে কূপের মালিক অন্যান্যদেরকে পানি ব্যবহার করিতে নিষেধ করা জায়েয আছে। (ফতহুল মুলহিম)

মিথ্যা শপথের মাধ্যমে পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করা হারাম

হাদীছ শরীফে উল্লেখিত কঠোর শাস্তির উপযুক্ত তিন ব্যক্তির মধ্যে বর্ণিত দ্বিতীয় ব্যক্তি হইতেছে, যে বাদ আসর মিথ্যা শপথের মাধ্যমে পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করে। মিথ্যা শপথের মাধ্যমে পণ্যদ্রব্য বিক্রয় সকল সময়েই হারাম ও কবীরা গুনাহ। (বিস্তারিত ১৯৮ নং হাদীছের ব্যাখ্যার শেষাংশে দ্রষ্টব্য) তবে এই হাদীছ শরীফে যে বাদ আসর-এর বন্দীত্ব প্রদান করা হইয়াছে ইহার কারণ হইতেছে, বাদ আসর খুবই মুবারক এবং মর্যাদাপূর্ণ সময়। কারণ এই সময় দিবা-রাত্রির ফিরিশতাগণ একত্রিত হন। আর বাদ আসর দিনের সমাপ্ত হইবার দরুণ একদল ফিরিশতা মানুষের সারা দিনের আমল আকাশে উঠাইয়া নেন এবং অপর একদল ফিরিশতা আগমন করেন। কাজেই এই সময় কৃত গুনাহ অন্যান্য সময়ের কৃত গুনাহ হইতে অধিক মারাত্মক।

আল্লামা খাত্তাবী (রহঃ) বলেনঃ যেকোন ওয়াক্তে (ও অবস্থায়) মিথ্যা শপথ করা হারাম ও কবীরা গুনাহ। তবে হাদীছ শরীফে ওয়াকতুল আছরকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ হইতেছে যে, এই সময়ে কৃত কবীরা গুনাহ খুবই জঘন্যতম। কারণ মহান আল্লাহ তা'আলা ওয়াক্তুল আসরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন। এই সময়টি সম্মানিত ফিরিশতাগণের জমায়েতের জন্য নির্দিষ্ট করিয়াছেন। ইহা আমাল সমাপ্তির সময়, আর হুকুম সর্বশেষ আমালের ভিত্তিতে হয়। ফলে মিথ্যা শপথকারীর জন্য কঠোর শাস্তির প্রতিজ্ঞা বর্ণিত হইয়াছে যাহাতে সে এই

সময় এইরূপ কবীরা গুনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকে। আর যে ব্যক্তি এই সময় এই গুনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকিতে অভ্যস্থ হইবে সে ব্যক্তি অন্যান্য সময়েও এই গুনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে। (ফতহুল মুলহিম)

অথবা ইহাও বলা যায় যে, সাধারণতঃ ক্রয়-বিক্রয় অধিকাংশ বাদ আসরই হইয়া থাকে। আর ইহা উপযুক্ত সময়ও বটে। তাই বাদ আসরকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

আন্তরিকতাহীন কেবল পার্থিব স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্যে ইমামুল মুসলেমীনের বায়আত (অর্থাৎ বশ্যতা স্বীকার) করা হারাম

হাদীছ শরীফে বর্ণিত কঠোর শাস্তির উপযুক্ত তিন ব্যক্তির মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি হইতেছে, যে কেবল পার্থিব স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্যে ইমামুল মুসলিমীনের নিকট বায়আত (বশ্যতা স্বীকার) করে। আর ইমামুল মুসলিমীনের বায়আত পার্থিব লোভের বশবর্তী হইয়া করার উপর কঠোর শাস্তির প্রতিজ্ঞা বর্ণিত হওয়ার কারণ হইতেছে যে, বস্তুতঃ এই আন্তরিকতাহীন বায়আত-এর মাধ্যমে মুসলমান ও ইমামুল মুসলিমীনকে ধোকা দেওয়া হয়। অধিকন্তু এইরূপ উদ্দেশ্যমূলক বায়আত-এর দ্বারা ফিৎনার অগ্নি স্বীয় আঁচলে রাখার শামিল। বিশেষভাবে যদি এই ব্যক্তি নিজে প্রভাবশালী এবং অন্যান্য লোকদের পথ প্রদর্শকরূপে গণ্য হয়, তাহা হইলে ইহা অধিক ফিৎনা-ফাসাদ ও অন্যায়ের কারণ হইতে পারে। (শরহে নববী)

আল্লামা শাব্বীর আহমদ ওছমানী (রহঃ) বলেন, আলোচ্য হাদীছ শরীফে বায়আত (অর্থাৎ বশ্যতা স্বীকার) ভঙ্গ করা এবং ইমামে বরহক-এর বিরোধীতা ও বিদ্রোহীতার কঠোর শাস্তির প্রতিজ্ঞা বর্ণিত হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, এই বিরোধীতা মতভেদ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি এবং একতার শৃঙ্খলাকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিবার কারণ হইবে। বস্তুতঃ ইমামুল মুসলিমীনের বায়আত-এর প্রকৃত উদ্দেশ্য ইহা যে, সে হকের উপর আমল করিবার, হুদুদ (ইসলামী শরীআতের নির্ধারিত শাস্তিসমূহ) প্রতিষ্ঠা করিবার এবং সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ হইতে নিষেধ করিবার উপর বায়আত (অর্থাৎ বশ্যতা স্বীকার) করে। এখন যদি কোন ব্যক্তি উক্ত বিষয়গুলি পরিহার করিয়া কেবল পার্থিব সম্পদ লাভের বাসনায় বায়আত করে তবে যেন সে প্রকৃত উদ্দেশ্য হইতে বহু দূরে সরিয়া গেল এবং প্রকাশ্য ধ্বংস ও ক্ষতির উপর দণ্ডায়মান হইল। ফলে সে উল্লেখিত কঠোর শাস্তির প্রতিজ্ঞায় প্রবেশ করিল। অধিকন্তু ইহাতে এইদিকেও ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, প্রত্যেক ঐ আমল যাহাতে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য না থাকে বরং শুধু পার্থিব স্বার্থ লাভের অভিসন্ধি হয়, উহা ফাসিদ অর্থাৎ ক্ষতিকর পাপাসক্ত। আর ইহার সহচর পাপী। (ফতহুল মুলহিম)

٢٠٤ - وحدثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا جَرِيْرٌ ح وَحَدَّثَنَا سَعِيْدُ ابْنُ عَمْرٍو الْاَشْعَثِيُّ قَالَ اَنَا عَبْثَرٌ كِلَاهُمَا عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّ فِىْ حَدِيْثِ جَرِيْرٍ وَرَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ -

হাদীছ-২০৪ঃ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহঃ)। তিনি-(সূত্র পরিবর্তন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সাঈদ বিন আমর আল-আশআছী (রহঃ) তিনি-তাহারা উভয়ই আ'মাশ (রহঃ)-এর সূত্রে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে বর্ণনাকারী হযরত জারীর (রহঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীছে (ورجل بايع رجلا بسلعة . এর স্থলে) ورجل ساوم رجلا بسلعة . অর্থাৎ আর যে ব্যক্তি (বাদ আসর) অন্য কোন ব্যক্তির সহিত স্বীয় পণ্যদ্রব্যের ব্যাপারে দর কষাকষি করে।" বাক্যটি বর্ণিত হইয়াছে।

٢٠٥ وحدثني عمرو الناقد قال نا سفيان عن عمرو عن ابي صالح عن ابي هريرة قال اراه مرفوعا قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولهم عذاب اليم رجل حلف على يمين بعد صلاة العصر على مال مسلم فاقتطعه وباقي حديثه نحو حديث الاعمش

হাদীছ–২০৫ঃ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমর আন–নাকিদ (রহঃ)। তিনি–হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে। তিনি সম্ভবতঃ মরফূ সনদে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, তিন ব্যক্তি এমন আছে যাহাদের সহিত আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসে (সন্তুষ্টির সহিত) কথা বলিবেন না এবং তাহাদের দিকে (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকাইবেন না। আর তাহাদের জন্য রহিয়াছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (উক্ত তিন ব্যক্তির মধ্যে এক ব্যক্তি) যে আসর নামাযের পর কোন এক মুসলমানের অর্থ সম্পদ সম্পর্কে মিথ্যা শপথ করিয়া তাহার অর্থ সম্পদ (হইতে অতিরিক্ত মূল্য হিসাবে) হস্তগত করে (অর্থাৎ গ্রাস করে)।[১] এই হাদীছ শরীফের অবশিষ্টাংশ হযরত আ'মাশ (রহঃ)–এর সূত্রে বর্ণিত (অর্থাৎ পূর্বে বর্ণিত) হাদীছের অনুরূপ।

باب بيان غلظ تحريم قتل الانسان نفسه وان من قتل نفسه بشئ عذب به في النار وانه لا يدخل الجنة الا نفس مسلمة

অনুচ্ছেদঃ আত্মহত্যা জঘন্যতর হারাম, যে ব্যক্তি যেই বস্তু দিয়া আত্মহত্যা করিবে তাহাকে সেই বস্তু দ্বারাই জাহান্নামে শাস্তি দেওয়া হইবে। আর মুসলমান ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করিবে না।

٢٠٦ حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابو سعيد الاشج قالا حدثنا وكيع عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا ـ

হাদীছ–২০৬ঃ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বাক্‌র বিন আবী শায়বা (রহঃ) ও সাঈদ আল–আশাজ্জ (রহঃ)। উভয়ই–হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ যে ব্যক্তি লৌহ নির্মিত কোন ধারালো অস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যা করিবে তবে সেই লৌহ নির্মিত অস্ত্রটি তাহার হাতে থাকিবে এবং সে জাহান্নামের অগ্নিতে উক্ত অস্ত্র দ্বারা স্বীয় পেটে আঘাত করিতে থাকিবে[২] এবং চিরদিন (সুদীর্ঘকাল) এই শাস্তিতেই সমাবৃত থাকিবে। আর যে ব্যক্তি বিষ পানে আত্মহত্যা করিবে, তবে সে জাহান্নামের অগ্নিতে উক্ত বিষই পান করিতে থাকিবে। এইরূপে তথায় সে

টীকা–১. فاقتطعه শব্দটি قطع হইতে। অর্থাৎ সে (বিক্রেতা) যেন (শপথের মাধ্যমে) স্বীয় সাথীর (ক্রেতার) কিছু অংশ কর্তন করিল অথবা সে মিথ্যা শপথের মাধ্যমে স্বীয় সাথীর সম্পদ হইতে কিছু অংশ কর্তন করিয়া গ্রাস করিল। (ফতহুল মুলহিম)

বাকী অংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

সর্বদা (সুদীর্ঘকাল) অবস্থান করিবে। আর যে ব্যক্তি নিজেকে পাহাড়ের উপর হইতে নিক্ষেপ করিয়া আত্মহত্যা করিবে তবে সে জাহান্নামের অগ্নিতে এইরূপই নিজেকে পাহাড়ের উপর হইতে নিক্ষেপ করিতে থাকিবে এবং চিরকাল (দীর্ঘকাল) জাহান্নামের শাস্তিতে সমাবৃত থাকিবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

সৃষ্টির যাবতীয় বস্তুর প্রকৃত মালিক ও স্বত্বাধীকারী একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। কাজেই প্রাণীর প্রাণের মালিক তিনিই। প্রাণহীন প্রাণী খোসা মাত্র। মহান আল্লাহ তা'আলা মাতৃগর্ভে মানুষের দেহ সৃষ্টি করিবার পর রূহ প্রদান করিয়াছেন। রূহই প্রাণ, যাহার মাধ্যমে জীবন কায়িম হয়। বোধ শক্তি ও চেতনা শক্তি লাভ হয়। আর রূহ সরাসরি আল্লাহ তা'আলার আদেশ كُنْ (হও) দ্বারা সৃজিত। এই সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ۖ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي

অর্থাৎ "তাহারা আপনাকে 'রূহ' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলিয়া দিন; রূহ আমার প্রতিপালকের আদেশঘটিত।" (সূরা বনী ইসরাঈল–৮৫)

বলাবাহুল্য আমরা বলি, আমার হাত, আমার পা, আমার প্রাণ ইত্যাদি। এখন প্রশ্ন হইল 'আমার' কি? আমার কি কোন অস্তিত্ব আছে? মানুষের দেহ হইতে রূহ বিয়োগ করিলে কি থাকিবে? কিছুই থাকে না। বরং দেহের যাবতীয় অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ রূহের ক্ষমতা বলেই পরিচালিত হয়। কিন্তু রূহ মানুষের অধীনে নহে। কেননা রূহ যদি মানুষের অধীনে পরিচালিত হইত তবে মানুষের কথা শুনিতে রাজি নয় কেন? রূহ তো কেবল আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের অধীনে চলে। যখন নির্দেশ দেন তখন মাতৃগর্ভে দেহে সংযোজিত হইয়া দেহের অনুভূতি প্রদান করে, আর যখন নির্দেশ দেন তখন দেহ হইতে বিয়োগ হইয়া মৃতদেহে পরিণত করে। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, 'আমার' বলিতে কিছুই নাই বরং যাহা আছে সবই আমার প্রতিপালকের। ফলে তিনি যাহা যেইভাবে ব্যবহার করিবার নির্দেশ দিবেন তাহা সেইভাবেই ব্যবহার করা অপরিহার্য। আর প্রাণের ব্যবহারও তাহার হুকুম মুতাবিকই হইবে। কাজেই অন্য কোন ব্যক্তির প্রাণ হত্যা করিবার মাধ্যমে তাহাকে আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত হইতে বঞ্চিত করা যেমন হারাম ও কবীরা গুনাহ তেমনি নিজের প্রাণ হত্যা তথা আত্মহত্যা করিবার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত হইতে বঞ্চিত হওয়া হারাম ও কবীরা গুনাহ। অপর ব্যক্তির প্রাণ ও নিজের প্রাণ উভয়ের মধ্যে কোন তফাৎ নাই বরং উভয়ই সমান।

আল্লামা দাকীকুল ঈদ (রহঃ) বলেন, মানুষ নিজেকে হত্যা করার (অর্থাৎ আত্মহত্যার) গুনাহটি গুনাহের দিক দিয়া অপর কোন ব্যক্তিকে হত্যা করিবার অনুরূপ। কেননা মানুষ কোনভাবেই স্বীয় নফস তথা প্রাণের স্বত্বাধীকারী নহে বরং ইহা আল্লাহ তা'আলার মালিকানাধীন। কাজেই মানুষের নিজ প্রাণের ব্যাপারে যেই বিধি–বিধান তিনি প্রদান করিয়াছেন সেই মুতাবিকই উহাকে ব্যবহার করিতে হইবে। অন্য কোনভাবে উহাকে ব্যবহার করিবার অধিকার মানুষের নাই।

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার টীকার বাকী অংশ

টীকা–১-৪ فحديدته في يده "তবে সেই লৌহ নির্মিত ধারালো অস্ত্রটি তাহার হাতে থাকিবে এবং সে জাহান্নামের অগ্নিতে উক্ত অস্ত্র দ্বারা স্বীয় পেটে আঘাত করিতে থাকিবে।" ইবন দাকীকুল ঈদ (রহঃ) বলেনঃ ইহা দুনইয়ায় গুনাহের সদৃশ আখিরাতের শাস্তি। কেহ বলেন যে, আলোচ্য হাদীছ ঐ ব্যক্তিদের দলীল যাহারা কিসাসের ক্ষেত্রে সদৃশ–এর অভিমত পোষণ করেন। তবে তাহাদের কতক তো কেবল লোহার ক্ষেত্রে সদৃশ শাস্তি হইবার অভিমত পোষণ করেন। ইবন দাকীকুল ঈদ (রহঃ) তাহাদের অভিমতকে খন্ডন করিতে যাইয়া বলেনঃ আল্লাহ তা'আলার আহকামকে তাঁহার কর্মের সহিত অনুমান করা যায় না। কেননা, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে গুনাহের পরিণামে আখিরাতে যেই শাস্তি দিবেন দুনইয়াতেও বান্দাদের প্রতি সেই বিধান হইবে এইরূপ নহে। যেমন অগ্নিতে জ্বালানো এবং গরম পানি পান করাইয়া নাড়িভুঁড়ি জ্বালাইয়া দেওয়া আখিরাতের শাস্তি বটে কিন্তু পার্থিব শরীআতের বিধানে এই শাস্তি জায়েয নাই।

(ফতহুল মুলহিম)

আলোচ্য হাদীছ শরীফে বর্ণিত হইয়াছে "যে ব্যক্তি লৌহ নির্মিত কোন ধারালো অস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যা করিবে তবে সেই অস্ত্র তাহার হাতে থাকিবে এবং সে দীর্ঘকাল জাহান্নামের অগ্নিতে উক্ত অস্ত্র দ্বারা স্বীয় পেটে আঘাত করিতে থাকিবে।" আর জাহান্নামের শাস্তি কবীরা গুনাহের কারণে হইয়া থাকে। কাজেই ঈমানের সহিত আত্মহত্যা কবীরা গুনাহ।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত কুরআন মজীদ ও হাদীছ শরীফসমূহের বিভিন্ন রিওয়ায়তের মধ্যে সামঞ্জস্যতা বিধানে সর্বাধিক সহীহ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, কোন ব্যক্তি কবীরা গুনাহের দ্বারা কাফির হয় না। পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে যে, তাওবা ছাড়া যদি কোন কবীরা গুনাহকারী মুমিন ব্যক্তি কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণ করে তাহা হইলে তাহার সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাধীন রহিয়াছে। তিনি ইচ্ছা করিলে ক্ষমা করিয়া নাজাত দিবেন অথবা গুনাহ পরিমাণ জাহান্নামের শাস্তি প্রদানের পর পরিত্রাণ দিয়া দুর্বল ঈমানের বদৌলতে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দিবেন। কোন দুর্বল ঈমান, চাই যেইরূপই হউক না কেন, চিরস্থায়ী জাহান্নামী হইবে না।

মু'তাযিলা ও অন্যান্য যাহারা কবীরা গুনাহকারীকে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হইবার অভিমত পোষণ করে তাহারা আলোচ্য হাদীছ শরীফের خالدًا مخلدًا فيها ابدًا (আত্মহত্যাকারী চিরকাল জাহান্নামে অবস্থান করিবে) দ্বারা প্রমাণ গ্রহণ করে।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত হাদীছ শরীফের বাক্য خالدًا مخلدًا فيها ابدًا (তাহারা সেইস্থানে চিরকাল অবস্থান করিবে)–এর বিভিন্ন জবাব প্রদান করিয়াছেন।

(এক) কোন কোন রিওয়ায়তে " خالدًا مخلدًا " বাক্যটি নাই। যেমন ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এইরূপ রিওয়ায়ত হযরত আবু সাঈদ আল–মাকবরী (রহঃ)–এর সূত্রে হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত হাদীছে خالدًا مخلدًا - বাক্য উল্লেখ নাই। আর অনুরূপ আবূয যিনাদ (রহঃ) হযরত আ'রাজ (রহঃ)–এর সূত্রে হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করিয়াছেন এবং তিনি আলোচ্য অনুচ্ছেদের রিওয়ায়তের দিকে ইঙ্গিত করিয়াছেন। অতঃপর ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন যে, এই রিওয়ায়ত অধিক সহীহ। কেননা সহীহ রিওয়ায়তসমূহ দ্বারা প্রমাণিত যে, আহলে তাওহীদ স্বীয় গুনাহের শাস্তি ভোগের পর জাহান্নামের শাস্তি হইতে মুক্তি পাইবে এবং সে চিরস্থায়ী জাহান্নামে থাকিবে না।

(দুই) কতক বিশেষজ্ঞ বলেন, আলোচ্য হাদীছ শরীফ ঐ ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য, যে আত্মহত্যা প্রভৃতি কবীরা গুনাহকে হালাল বিশ্বাস করে। জানিয়া বুঝিয়া শরীআতের হারামকে হালাল বিশ্বাস করা কুফরী। সুতরাং যে ব্যক্তি আত্মহত্যাকে হালাল বিশ্বাস করে সে ইসলাম হইতে বাহির হইয়া কাফির হইয়া যাইবে। আর নিঃসন্দেহে কাফির চিরস্থায়ী জাহান্নামী হইবে।

(তিন) আর কতক বিশেষজ্ঞ বলেন, আলোচ্য হাদীছ শরীফের দ্বারা উদ্দেশ্য হইতেছে ভয় প্রদর্শন, তিরস্কার এবং এই সকল কবীরা গুনাহের জঘন্যতা প্রকাশ করা। হাকীকী অর্থ মর্ম নহে।

(চার) আর কতক বিশেষজ্ঞ বলেন যে, এই সকল কবীরা গুনাহসমূহের শাস্তির দাবী তো ইহাই ছিল যে, কবীরা গুনাহকারীদের চিরস্থায়ী জাহান্নামে অবস্থান করা। কিন্তু পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলা একত্ববাদীদের সহিত সৌজন্য ও দয়ার্দ্রতার ব্যবহার করিবেন। ফলে তাহারা তাহাদের তাওহীদের বদৌলতে জাহান্নাম হইতে মুক্তিপাইবে।

(পাঁচ) আর কতক বিশেষজ্ঞ বলেন, হাদীছ শরীফের মর্মার্থ হইতেছে যে, আল্লাহ তা'আলা যতদিন চাহেন ততদিন জাহান্নামে থাকিবে।

(ছয়) আর কতক বিশেষজ্ঞ বলেন, হাদীছ শরীফের বাক্য خالدًا مخلدًا দ্বারা মর্ম হইতেছে, সুদীর্ঘকাল ও অধিককাল, চিরস্থায়ী মর্ম নহে। ইহা এইরূপ যেন বলা হইল يخلد مدة معينة - (নির্দিষ্ট সুদীর্ঘকাল জাহান্নামের শাস্তিতে থাকিবে।) আরবী ভাষায় এইরূপ ব্যবহারের উদাহরণও রহিয়াছে। যেমন বলা হয়

خلد الله ملك السلطان -

অর্থাৎ "আল্লাহ তা'আলা বাদশাহের রাজত্ব দীর্ঘকাল স্থায়ী রাখুন।" (ফতহুল মুলহিম)

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছ হযরত আবদুল্লাহ বিন মুবারক (রহঃ) বলেনঃ কবীরা গুনাহে দোষী ব্যক্তির কুফরী সম্পর্কে যাহা কিছু বর্ণিত হইয়াছে, বস্তুতঃ উহা দ্বারা উক্ত কবীরা গুনাহের মারাত্মকতা প্রকাশ, ভয় প্রদর্শন ও ভর্ৎসনা করাই উদ্দেশ্য। অবশ্য যদি তাহাকে নিয়ামতের অকৃতজ্ঞকারীদের দলে সংযোজিত করিয়া লওয়া হয় তবে উপযুক্ত হইবে। (শরহে নববী)

ফায়দাঃ আলোচ্য হাদীছ শরীফে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লৌহ-নির্মিত অস্ত্র, বিষপানে এবং পাহাড় হইতে গড়াইয়া পড়িয়া আত্মহত্যাকারীর শাস্তির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই হুকুমের মধ্যে ধারালো পাথর, বাশ বা রশি দ্বারা এবং ছাদ বা গাছ হইতে নিজেকে নিক্ষেপ করিয়া অর্থাৎ যেকোনভাবে নিজেকে নিজে হত্যা করে সে জাহান্নামের অগ্নিতে সুদীর্ঘকাল সেইরূপ শাস্তিতে থাকিবে। মোট কথা আত্মহত্যাকারী যেইভাবে নিজেকে হত্যা করুক সেই শাস্তিতেই জাহান্নামের অগ্নিতে সুদীর্ঘকাল সমাবৃত থাকিবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

٢٠٧ **وحدثني** زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا جَرِيرٌ ح وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ قَالَ نَا عَبْثَرٌ ح وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ قَالَ نَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ قَالَ نَا شُعْبَةُ كُلُّهُمْ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَفِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ ذَكْوَانَ -

হাদীছ-২০৭ঃ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহঃ)। তিনি--(সূত্র পরিবর্তন) এবং আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সাঈদ বিন আমর আল-আশআছী (রহঃ)। তিনি--(সূত্র পরিবর্তন) এবং আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহ্ইয়া বিন হাবীব আল-হারিছী (রহঃ) তিনি--তাহারা (জারীর, আবছার ও শু'বা (রহঃ) সকলই এই সনদে (আ'মাশ (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত) উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে রাবী শু'বা স্বীয় রিওয়ায়তে সুলায়মান (তথা আ'মাশ) হইতে বর্ণনা করেন যে, আ'মাশ বলিয়াছেনঃ আমি যাকওয়ান (তথা আবূ সালিহ (রহঃ))-এর নিকট হাদীছখানাশ্রবণকরিয়াছি।[১]

টীকা-১. كلهم بهذا الاسناد অর্থাৎ উল্লিখিত সকলেই এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। অর্থাৎ তাহারা হইলেন জারীর, আবছার ও শু'বা (রহঃ) সকলেই আ'মাশ হইতে রিওয়ায়ত করেন যেমন প্রথম সূত্রে ওয়াকী রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে শু'বা এই স্থানে একটি উত্তম ফায়দা অতিরিক্ত সংযোজন করিয়াছেন যে, তিনি সুলায়মান (অর্থাৎ আ'মাশ) হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, তিনি বলেন, আমি যাকওয়ান (অর্থাৎ আবূ সালিহ) হইতে শ্রবণ করিয়াছি। ইহা দ্বারা হাদীছ শরীফের রিওয়ায়তের এক সূত্রে শ্রবণ (سماع) প্রমাণিত হইয়াছে। আর বাকী অন্যান্য রিওয়ায়তসমূহ عن দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে। উল্লেখ্য যে, আ'মাশ মুদাল্লিস রাবী। আর মুদাল্লিস রাবীর عن যোগে বর্ণিত হাদীছ দলীল হিসাবে গৃহীত হয় না যতক্ষণ না অন্য কোন এক সূত্রে শ্রবণ (سماع) প্রমাণিত হয়। তাই ইমাম মুসলিম (রহঃ) এই বিষয়টি প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন যে, শু'বা হযরত আ'মাশ হইতে বর্ণিত হাদীছে শ্রবণ (سماع) রহিয়াছে। কাজেই আ'মাশ হইতে বাকী অন্যান্য রিওয়ায়ত عن যোগে হইলেও দলীল হিসাবে গৃহীত হইবে। (ফতহুল মুলহিম)

٢٠٨ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ بْنِ أَبِي سَلَّامٍ الدِّمَشْقِيُّ عَنْ يَحْيَى ابْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ أَبَا قِلَابَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِي شَيْءٍ لَا يَمْلِكُهُ -

হাদীছ—২০৮ঃ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহ্ইয়া বিন ইয়াহ্ইয়া (রহঃ)। তিনি---হযরত ছাবিত বিন যাহ্হাক (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি (হুদায়বিয়া প্রান্তরে বাবলা) গাছের নীচে[১] রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুবারক হাতে বায়আত করিয়াছেন। তখন রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মের উপর মিথ্যা শপথ করে (অর্থাৎ এইরূপ বলে যে, আমি যদি এই কাজটি করি তাহা হইলে আমি ইয়াহুদী, খ্রীষ্টান কিংবা হিন্দু বলিয়া গণ্য হইব) তবে সে যেমন শপথ করিয়াছে তেমনই হইবে। (অর্থাৎ সে সেই দলভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে।) আর যে ব্যক্তি যে বস্তু দ্বারা আত্মহত্যা করে, কিয়ামত দিবসে তাহাকে সেই বস্তু দ্বারা শাস্তি দেওয়া হইবে। আর কোন ব্যক্তির উপর এমন বস্তুর মানত পূর্ণ করা ওয়াজিব নহে যাহার সে মালিক নহে। (যেমন কোন ব্যক্তি স্বীয় কোন কাজ হাসিল হইলে অপর কোন ব্যক্তির গোলাম আযাদ করিবার মানত করিল, এই মানত কার্যকরী হইবে না। কেননা উহা তাহার মালিকানাধীন নহে।)

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

কোন ব্যক্তি যদি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মের উপর মিথ্যা শপথ করে তাহা হইলে সে সেই ধর্মের লোক বলিয়া গণ্য হইবে। অর্থাৎ বিধর্মী কাফির হইয়া যাইবে। ইহা শাস্তির প্রতিজ্ঞার ক্ষেত্রে ভয় প্রদর্শন ও তিরস্কারস্বরূপ বলা হইয়াছে।

টীকা—১. تحت الشجرة (গাছের নীচে) আলোচ্য হাদীছ শরীফের রাবী হযরত ছাবিত বিন যাহহাক (রাযিঃ) জলীলুল কদর ও বিশিষ্ট সাহাবাগণের মধ্যে ছিলেন যাহারা হিজরী ৬ষ্ঠ সনে মক্কার কাফিরদের সহিত জিহাদ করিবার জন্য হুদায়বিয়া প্রান্তরে সমবেত হইয়াছিলেন। হযরত ওছমান (রাযিঃ)কে দূত হিসাবে মক্কার কাফিরদের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছিল। তখন একটি গুজব রটনা হইয়া গেল যে, মক্কার মুশরিকরা হযরত ওছমান (রাযিঃ)কে শহীদ করিয়া দিয়াছে। আর হযরত ওছমান (রাযিঃ)-এর শাহাদাতের সংবাদ মুসলমানদের নিকট পৌছিলে তাহারা তাঁহার রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুবারক হাতে মৃত্যুপণে বায়আত (বশ্যতা স্বীকার) করিয়াছিলেন। আর এই বায়আত একটি বাবলা গাছের নীচে হইয়াছিল। ইহার উপরই আল্লাহ তা'আলা সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ)-এর প্রতি সন্তোষ ও সম্মতি সনদ দান করিয়াছেন।

"নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ঐ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন, যখন তাহারা বৃক্ষতলে আপনার সহিত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছিল। আর তাহাদের অন্তরে যাহা ছিল আল্লাহ তা'আলা তাহাও জানিতেন। অনন্তর আল্লাহ তা'আলা তাহাদের মধ্যে স্বস্তি সৃষ্টি করিলেন এবং তাহাদিগকে একটি আশু বিজয় দান করিলেন।" (সূরা আল-ফাতহ-১৮)

ইহাকে বায়আতে রিযওয়ানও বলা হয়।

টীকা—২. من حلف على يمين بملة আল্লামা ইবন দকীকিল ঈদ (রহঃ) বলেন যে, কোন বস্তুর উপর হলফ করা বস্তুতঃ উহার উপর কসম খাওয়া এবং উহার উপর হরূফে কসম-এর মধ্যে কোন হরফ লওয়া যেমন এইরূপ বলা "والرحمن" ، "والله"

ইমাম নববী (রহঃ) বলেনঃ যদি তাহার অন্তরে ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব বিদ্যমান থাকে তাহা হইলে সে নিঃসন্দেহে কাফির হইয়া যাইবে। কিন্তু যদি তাহার অন্তরে অন্যান্য ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব বিদ্যমান না থাকে বরং ইসলামই তাহার অন্তরে দৃঢ় থাকে তাহা হইলে সে কাফির হইবে না। আর ইসলামের মাহাত্ম্য অন্তরে দৃঢ় রাখিয়া যদি কেহ অনর্থক এই ধরণের শপথ করে তবে সে কাফির হইবার মর্ম হইতেছে যে, সে অকৃতজ্ঞ হইল। কেননা ইসলামের দাবী ইহা ছিল যে, তাহার এইরূপ মন্দ শপথ না করা।

হাফিয ইবন্ হাজার (রহঃ) স্বীয় 'ফতহুল বারী' কিতাবে লিখিয়াছেন যে, যদি শপথকারী উক্ত বস্তুর বড়ত্ব বিশ্বাসের সহিত করে তবে ইহা কুফর হইবে। আর বাস্তবে যদি তাহার উদ্দেশ্য কেবল তা'লীক হয় তবে দেখিতে হইবে যে, সে উক্ত বস্তুর শ্রেষ্ঠত্বের প্রশংসার ইচ্ছা করিয়াছে কি না? যদি সে উক্ত বস্তুর শ্রেষ্ঠত্বের প্রশংসার ইচ্ছা করে তবে ইহা কুফরী। কেননা কুফরের ইচ্ছাও কুফরী। আর যদি উক্ত বস্তুর প্রশংসার ইচ্ছা না করে তবে কুফরী হইবে না। এইস্থানে উল্লেখ্য যে, কুফরীর ইচ্ছা ব্যতীত শপথ করা হারাম হইবে অথবা মাকরূহ তাহরিমা। প্রসিদ্ধ অভিমত হইতেছে, মাকরূহ তাহরিমা হইবে।

আর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ فهو كما قال এর মর্মার্থ ইহাও হইতে পারে যে, ইহা নির্দেশ হিসাবে নহে বরং শাস্তির প্রতিজ্ঞায় ভয় প্রদর্শন ও অতিশয়োক্তি প্রকাশ উদ্দেশ্য। কাজেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেন বলিয়াছেন- فهو كما قال অর্থাৎ فهو مستحق مثل عذاب من اعتقد ما قال "যে ব্যক্তি এইরূপ (শপথ করিয়া) বলে সে ঐরূপ বিশ্বাসকারীর ন্যায় শাস্তিযোগ্য হইবে। আর এই ধরণের মর্ম গ্রহণের নযীরও রহিয়াছে। যেমন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ- من ترك الصلوة فقد كفر (যে ব্যক্তি নামায পরিত্যাগ করে সে কাফির) অর্থাৎ استوجب عقوبة من كفر ۔ (নামায পরিত্যাগকারী নিজের উপর কাফিরদের ন্যায় শাস্তি ওয়াজিব করিয়া লইয়াছে।) (ফতহুল মুলহিম)

২০৯ وحدثني أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ قَالَ نَا مُعَاذٌ وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنِ ادَّعَى دَعْوَى كَاذِبَةً لِيَتَكَثَّرَ بِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللهُ إِلَّا قِلَّةً وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ فَاجِرَةٍ ۔

হাদীছ-২০৯: (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ গাস্সান আল-মিসমাঈ (রহঃ)। তিনি--হযরত ছাবিত বিন যাহ্হাক (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন যে, কোন মানুষের উপর এমন মানত পূর্ণ করা ওয়াজিব নহে যাহার সে মালিক নহে। আর মুমিন ব্যক্তিকে অভিসম্পাত করা তাহাকে হত্যা করার শামিল। আর যে ব্যক্তি দুনইয়াতে কোন বস্তু দ্বারা আত্মহত্যা করে কিয়ামত দিবসে তাহাকে উক্ত বস্তু দ্বারাই আযাব দেওয়া হইবে। আর যে ব্যক্তি স্বীয় সম্পদ বৃদ্ধির[১] লক্ষ্যে মিথ্যা দাবী করে আল্লাহ তা'আলা (উহার প্রতিশোধে) তাহার সম্পদ আরও হ্রাস করিয়া দেন। আর যে ব্যক্তি (মুসলমানদের সম্পদ আত্মসাৎ করিবার উদ্দেশ্যে) বিচারকের সম্মুখে মিথ্যা শপথ করে (আল্লাহ তা'আলা তাহার সম্পদ আরও হ্রাস করিয়া দেন এবং তাহার উপর অসন্তুষ্ট থাকেন)।

টীকা-১. ليتكثر بها ۔ ('কাফ' বর্ণের পরে 'ছা' বর্ণ) অর্থাৎ তাহার মিথ্যা অবলম্বন করার উদ্দেশ্য হইতেছে

বাকী অংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

মুমিন ব্যক্তির উপর অভিশাপ করা তাহাকে হত্যা করার শামিল। কেননা তাহার প্রতি অভিশাপ দেওয়ার অর্থ হইতেছে যে, তাহার ধ্বংসের জন্য বদ–দু'আ করা। ইমাম নববী (রহঃ) বলেনঃ মুসলমানের উপর অভিসম্পাত করা জঘন্যতম হারাম। ইহাতে কাহারও কোন মতবিরোধ নাই। ইমাম আবূ হামিদ আল–গাযযালী (রহঃ) প্রমুখ বলেন যে, কোন মুসলমানের প্রতি অভিসম্পাত করা খুবই অন্যায়। নির্দিষ্ট কোন কাফির ব্যক্তি কিংবা ব্যক্তি বিশেষের নাম লইয়া, চাই সে জীবিত হউক বা মৃত, তোমার প্রতি, তাহার প্রতি কিংবা অমুক ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ তা'আলার অভিসম্পাত হউক বলা জায়েয নাই। নির্দিষ্ট ব্যক্তির নাম লইয়া কেবল ঐ ব্যক্তির প্রতিই অভিশাপ দেওয়া যাইতে পারে যাহার সম্পর্কে কুরআন মজীদ ও হাদীছ শরীফের মাধ্যমে নিশ্চিতরূপে জানা গিয়াছে যে, সে কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিয়াছে। যথা ফেরাউন, আবূ জাহল ও আবূ লাহাব সম্বন্ধে নিশ্চিতরূপে জানা গিয়াছে যে, তাহাদের কাফির অবস্থায় মৃত্যু হইয়াছে। আর যে সকল সম্প্রদায়ের প্রতি কুরআন মজীদ ও হাদীছ শরীফে লা'নৎ শব্দ উল্লেখ আছে এবং যাহাদের প্রতি লা'নৎ দেওয়া হাদীছ শরীফে জায়েয বলিয়া বর্ণিত আছে তাহাদের প্রতি নির্দিষ্টরূপে উল্লেখ করিয়া অভিশাপ দেওয়া যাইতে পারে। যেমন لعن الله الكفار "আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের উপর লা'নৎ বর্ষণ করুন এবং لعن اليهود و النصارى - "আল্লাহ তা'আলা ইয়াহূদী ও খ্রীষ্টানদের উপর অভিসম্পাত করুন।" (নববী, ফতহুল মুলহিম)

আর বস্তুতঃ যেই সকল মানুষ নিজের সর্বজনস্বীকৃত পাপ কার্যের জন্য নিন্দনীয় তাহাদের প্রতি সাধারণভাবে অভিশাপ দেওয়া যাইতে পারে। যেমন–"যালিমদের, চোরদের, ব্যভিচারীদের ও ধর্মদ্রোহীদের প্রতি অভিসম্পাত হউক।" এইরূপ বলা যায়। তবে কোন নির্দিষ্ট মতবাদীদের নাম উল্লেখ করিয়া লা'নৎ দেওয়া জায়েয নহে। যথা–মু'তাযিলা, কাররামিয়া প্রমুখ সম্প্রদায়ের প্রতি আল্লাহ তা'আলার অভিসম্পাত হউক, এইরূপ বলা অন্যায়। কেননা উহাতে ফিৎনা–ফাসাদ সৃষ্টির প্রবল আশংকা রহিয়াছে। আর যে কার্যে সম্প্রদায়িক দাঙ্গা–হাঙ্গামা ও বিদ্বেষ বাধিয়া অশান্তি সৃষ্টি করিতে পারে সেইরূপ কার্য হইতে বিরত থাকা একান্ত কর্তব্য।

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার টীকার বাকী অংশ

যে, সে উহার দ্বারা অধিক লাভবান হয় এবং তাহার ধনসম্পদ বৃদ্ধি পায়। আর কতক নির্ভরযোগ্য ইমামগণের নুসখায় রহিয়াছে ليستكبر ('কাফ' বর্ণের পর 'বা' বর্ণ) অর্থ একই অর্থাৎ يصير ماله كبيرا عظيما، যাহাতে তাহার ধনসম্পদ বিরাট আকার হইয়া যায়। (ফতহুল মুলহিম)

টীকা–২. ومن حلف على يمين صبر فاجرة (আর যে ব্যক্তি বিচারকের সম্মুখে মিথ্যা শপথ করে) হাদীছ শরীফের এই বাক্য অসম্পূর্ণের মধ্যে অর্থাৎ (হাদীছ গ্রন্থসমূহে) শুধু এই পরিমাণই বর্ণিত হইয়াছে। আর ইহাতে উহ্য রহিয়াছে। কাযী আয়্যায (রহঃ) বলেন, হাদীছ শরীফের মধ্যে এইস্থানে শপথকারীর খবর উল্লেখ করা হয় নাই বরং পূর্বের বাক্যের উপর عطف (সংযোগ) করা হইয়াছে। হাদীছে বাক্য এইরূপ হইবে।

ومن ادعى دعوى كان به ليتكثر بها لم يزده الله بها الا قلة وكذلك من حلف على صبر فهو مثله -

অর্থাৎ "আর যে ব্যক্তি স্বীয় সম্পদ বৃদ্ধির বাসনায় মিথ্যা দাবী করে আল্লাহ তা'আলা তাহার সম্পদ আরও হ্রাস করিয়া দেন।" আর অনুরূপ যে ব্যক্তি (স্বীয় সম্পদ বৃদ্ধির বাসনায়) বিচারকের সামনে মিথ্যা শপথ করে, সেও পূর্বের ব্যক্তির ন্যায়। অর্থাৎ সম্পদ বৃদ্ধির অভিলাষে বিচারকের সামনে শপথকারীর সম্পদও আল্লাহ তা'আলা বৃদ্ধি করিয়া দিবেন না বরং হ্রাস করিয়া দেন। আর এই হাদীছের বাক্যের অর্থ পূর্ণাঙ্গভাবে অন্য হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। যথা

من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرء مسلم هو فيها فاجر لقى الله وهو عليه غضبان -

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি অন্য কোন মুসলমান ব্যক্তির ধনসম্পদ আত্মসাৎ করিবার অভিলাষে বিচারকের সম্মুখে যাইয়া মিথ্যা শপথ করে, সে পাপিষ্ঠ। আল্লাহ তা'আলার সামনে সে এমন অবস্থায় উপস্থিত হইবে যে, আল্লাহ তা'আলা তাহার উপর অসন্তুষ্ট থাকিবেন।" (ফতহুল মুলহিম)

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, মুসলমান ব্যক্তি কখনও কোন বস্তুর প্রতি লা'নৎ করেনা।

হযরত আবূদ দারদা (রাযিঃ) বলিয়াছেন, মানুষ যখন জমিন কিংবা অন্য কোন বস্তুকে লা'নৎ করে, তখন সেই অভিশপ্ত বস্তু বলিতে থাকে– "আমাদের উভয়ের মধ্যে যে অধিকতর পাপী তাহারই প্রতি লা'নৎ হউক।"

ইমাম নবভী (রহঃ) বলেনঃ বাহ্যিকভাবে হাদীছ শরীফের আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ ইহাই অনুধাবিত হয় যে, মুসলমানকে অভিসম্পাত করা এবং মুসলমানকে হত্যা করা উভয় গুনাহই হারাম হওয়ার দিক দিয়া সমান। যদিও হত্যা করা (অভিসম্পাত করা হইতে) অধিক মারাত্মক ও জঘন্য। ইহা ইমাম আবূ আবদিল্লাহ আল-মাযেরী (রহঃ)–এর অভিমত। আর ইহাই সর্বাধিক সহীহ অভিমত। (শরহে নবভী)

বলাবাহুল্য আলোচ্য হাদীছ শরীফে অভিসম্পাতের জঘন্যতার পর্যায় ও সীমা বর্ণনা করা হইয়াছে। এই হাদীছে হত্যার মারাত্মকতা বর্ণনা উদ্দেশ্য নহে। কাজেই যাহার সহিত উপমা দেওয়া হয় উহার সহিত সকল দিক দিয়া সমপর্যায়ের হওয়া অত্যাবশ্যক নহে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

আল্লামা বদরে আলম (রহঃ) স্বীয় 'তরজমানুস সুন্নাহ' গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, لعنت (অভিসম্পাত) আভিধানিক অর্থে আল্লাহ তা'আলার রহমত হইতে দূর করিবার দু'আ করাকে বলে। যে ব্যক্তি দুনইয়াতে অপরকে আল্লাহ তা'আলার রহমত হইতে দূর করিবার দু'আ করায় অভ্যস্ত হয়, কিয়ামত দিবসে তাহার অপরের জন্য সুপারিশ ও সাক্ষ্য প্রদানের মাধ্যমে উপকার করিবার কি হক অধিকার থাকিতে পারে? সুপারিশ অভিসম্পাতের বিপরীত আল্লাহ তা'আলার রহমতের যাঞ্চার নাম। দুনিয়াতে সাক্ষ্যের রীতি ইহা যে, মুকদ্দমার মধ্যে সাক্ষী ঐ ব্যক্তি হইতে পারে, যে তাহার শত্রু নহে। কাজেই যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার রহমত হইতে দূর করিবার দু'আ করিয়া স্বীয় শত্রুতা প্রমাণিত করিয়া লইয়াছে সে আখিরাতে কাহারও সাক্ষী হইতে পারে না।

হযরত আবূদ দারদা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, কখনও অভিসম্পাত বর্ষণকারীদেরকে সাক্ষ্য প্রদানের হক–অধিকার দেওয়া হইবে না, আর না সুপারিশ করিবার। অধিকন্তু সেই ব্যক্তি মুমিনের মাহাত্ম হইতে অনেক দূরে, যে পার্থিব ধনসম্পদ লাভের বাসনায় মিথ্যা শপথ করিবে এবং মিথ্যা কথা বলিবে।

হযরত উসামা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ মুমিনের প্রকৃতি অন্য সকল অভ্যাসের বাহক হইতে পারে। কিন্তু খিয়ানত ও মিথ্যার বাহক হইতে পারে না।

٢١٠ حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ الْأَنْصَارِيِّ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عَذَّبَهُ اللهُ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ هٰذَا حَدِيثُ سُفْيَانَ وَأَمَّا شُعْبَةُ فَحَدِيثُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَنْ ذَبَحَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ ذُبِحَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

হাদীছ—২১০ঃ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইব্রাহীম, ইসহাক বিন মানসূর ও আবদুল ওয়ারিছ বিন আবদিস সামাদ (রহঃ)। সকলেই—(সূত্র পরিবর্তন) এবং আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহঃ)।[১] তিনি—হযরত ছাবিত বিন যাহ্হাক (আল আনসারী) (রাযিঃ)হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মের নামে ইচ্ছাকৃত মিথ্যা শপথ করে তাহা হইলে সে যেমন শপথ করিয়াছে তেমন হইবে। আর যে ব্যক্তি কোন বস্তু দ্বারা আত্মহত্যা করিল আল্লাহ তা'আলা তাহাকে জাহান্নামের অগ্নিতে সেই বস্তু দ্বারা আযাব দিবেন। (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) ইহা রাবী হযরত সুফিয়ান (রহঃ) বর্ণিত হাদীছ। আর রাবী হযরত শু'বা (রহঃ)-এর বর্ণিত হাদীছ হইতেছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মের নামে মিথ্যা শপথ করে তাহা হইলে সে যেমন শপথ করিয়াছে তেমন হইবে। আর যে ব্যক্তি স্বীয় নফসকে কোন বস্তু দ্বারা যবেহ করিল কিয়ামত দিবসে তাহাকে উক্ত বস্তু দ্বারাই যবেহ করা হইতেথাকিবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

(ব্যাখ্যা ১০৮ ও ১০৬ নং হাদীছ শরীফের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

টীকা—১. وحدثنا محمد بن رافع (আর ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) এবং আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহঃ))। এই স্থানে একটি প্রশ্ন হয় যে, ইমাম মুসলিম (রহঃ) স্বীয় স্বভাবের বিপরীত কথা লম্বা করা হইয়াছে। তাঁহার স্বভাবের দাবী মুতাবিক রাবী আবী কলাবা (রহঃ)-এর মধ্যে সমাপ্ত করিয়া দ্বিতীয় সনদ উল্লেখ করা উচিত ছিল। এখানে রাবী ছাবিত (রাযিঃ)-এর উল্লেখ জরুরী ছিল না। উহার উত্তর এই যে, প্রথম রিওয়ায়তে রাবী হযরত শু'বা (রহঃ) হযরত আইয়ূব (রহঃ) হইতে। আর তিনি হযরত ছাবিত বিন আয-যাহ্হাক-এর সম্বন্ধ বর্ণনা করিয়া আল-আনসারী বলিয়াছেন। আর হযরত ছাওরী (রহঃ)-এর বর্ণিত রিওয়ায়ত যাহা হযরত খালিদ (রহঃ) হইতে। উহাতে হযরত ছাবিত বিন আয-যাহ্হাক-এর সম্বন্ধ উল্লেখ নাই। এই কারণেই সম্বন্ধ উল্লিখিত রিওয়ায়তকে সহীহ গণ্য হইবার জন্য এই রিওয়ায়ত বর্ণনা করা জরুরী ছিল। (নববী, ফতহুল মুলহিম)

২১১ حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن ابي هريرة قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا فقال لرجل ممن يدعي بالإسلام هذا من أهل النار فلما حضرنا القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فاصابته جراحة فقيل يا رسول الله الرجل الذي قلت له آنفا انه من أهل النار فانه قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات فقال النبي صلى الله عليه وسلم الى النار فكاد بعض المسلمين ان يرتاب فبينما هم على ذلك اذ قيل انه لم يمت ولكن به جراحا شديدا فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال الله اكبر اشهد اني عبد الله ورسوله ثم امر بلالا فنادى في الناس انه لا يدخل الجنة الا نفس مسلمة وان الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر -

হাদীছ—২১১ঃ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' ও আবদ বিন হুমায়দ (রহঃ)। তাহারা—হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেনঃ আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম—এর সহিত হুনায়নের[১] জিহাদে উপস্থিত ছিলাম। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের দাবীদার এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলিলেন যে, সে জাহান্নামী। অতঃপর যখন আমরা জিহাদ আরম্ভ করিলাম তখন সে ব্যক্তি অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত যুদ্ধ করিল এবং তাহার শরীর আঘাতে ক্ষত—বিক্ষত হইল। অতঃপর কেহ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম—এর নিকট আরয করিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি কিছুক্ষণ পূর্বে যেই ব্যক্তি সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, সে জাহান্নামী, সে তো আজ নিতান্ত দৃঢ়তার সহিত যুদ্ধ করিয়াছে এবং মৃত্যুবরণ করিয়াছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (জবাবে) বলিলেনঃ সে জাহান্নামে গিয়াছে। কতক মুসলমানের নিকট এই বিষয়টি সন্দেহ সৃষ্টির উপক্রম হইলে তাহাদের মধ্য হইতে কেহ বলিলেন যে, সে তো মৃত্যুবরণ করে নাই। কিন্তু যুদ্ধে সে গুরুতরভাবে আহত হইয়াছিল। অতঃপর রাত্রে সে আঘাতের কষ্টের উপর ধৈর্য্যধারণ করিতে না পারিয়া নিজেই নিজকে হত্যা করিয়া দিয়াছে অর্থাৎ আত্মহত্যা করিয়াছে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই বিষয়টি জানানো হইলে তিনি বলিলেন, 'আল্লাহু আক্‌বর' আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ। নিশ্চয় আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আমি আল্লাহ তা'আলার (মনোনীত) বান্দা এবং তাঁহার (প্রেরিত) রসূল।[২] অতঃপর হযরত বিলাল (রাযিঃ)কে ডাকিয়া তিনি নির্দেশ দিলেন যে, তুমি মানুষদের

টীকা—১. "حنينا" হিজরী ৮ম সনে মক্কা বিজয়ের পর বণূ হাওয়াযিন ও ছকীফ নিজেদের পক্ষ হইতে মুসলিম বাহিনীর আক্রমণের আতঙ্ক সৃষ্টি হইয়াছিল। তাই তাহারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার প্রস্তুতি গ্রহণ করিল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের প্রস্তুতির সংবাদ পাইলে তিনি হুনায়ন নামক স্থানে তাহাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেন। পরিশেষে উক্ত গোত্রদ্বয় পরাজয়বরণ করে।

টীকা—২. فقال الله اكبر اشهد اني عبد الله ورسوله অত্র বাণীতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথাটি সাহাবায়ে কিরামের নিকট ব্যক্ত করিতে চাহিয়াছেন যে, ইতিপূর্বে আমি যেই ব্যক্তি সম্পর্কে জাহান্নামী হইবার

বাকী অংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

মধ্যে ঘোষণা করিয়া দাও যে, মুসলমান ব্যতীত অন্য কেহ জান্নাতে প্রবেশ করিবে না।[১] আর নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা এই দ্বীনকে পাপী লোকের[২] দ্বারাও সাহায্য করেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

বস্তুতঃ আ'মালের যাবতীয় মূল্য কেবল সত্য অন্তরের সহিত ঈমান গ্রহণের পরই হয়। এই বিষয়টি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন তরীকায় বর্ণনা করিয়াছেন। সহীহ বুখারী শরীফের মধ্যে হযরত আবূ ইসহাক (রহঃ) বর্ণিত এক রিওয়ায়তে আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এক ব্যক্তি মাথা হইতে পা পর্যন্ত সারা শরীর লৌহবর্মে আবৃত যুদ্ধের পোযাক পরিধানরত অবস্থায় আগমন করিয়া আরয করিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি কি প্রথমে জিহাদে অংশগ্রহণ করিব অথবা ইসলাম গ্রহণের পর জিহাদ করিব?

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার টীকার বাকী অংশ

ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছি ইহা আমার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে অবগত হইয়াই বলিয়াছি। তোমরা কিন্তু আমাকে আলিমুল গায়িব মনে করিয়া শির্‌কে লিপ্ত হইও না যেমন খ্রীষ্টান মূর্খরা হযরত ঈসা (আঃ)-এর মু'জিযা প্রত্যক্ষ করিয়া শির্‌ক করিয়াছে। আমি আলিমুল গায়িব নই। আলিমুল গায়িব কেবল আল্লাহ তা'আলা। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বদ্রষ্টা, সর্বজ্ঞ, সুমহান। আর আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আমি আল্লাহ তা'আলার মনোনীত বান্দা ও তাঁহার প্রেরিত রসূল। ফলে আহকামে শরীআতের বিষয়াবলী এবং রিসালত স্বপ্রমাণের জন্য তিনি আমাকে ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর কোন কোন বিষয়াদি অবহিত করিয়া দেন। কাজেই উক্ত ব্যক্তি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আমাকে অবহিত করিয়াছেন যে, সে বস্তুতঃ মুসলমান নহে। কেবল পার্থিব স্বার্থ লাভে আন্তরিকতাহীন বাহ্যিকভাবে জিহাদে অংশ গ্রহণ করিয়াছে। তাই আমি তাহার সম্পর্কে বলিয়াছি যে, সে জাহান্নামী। আর তোমরা তাহার বাহ্যিক আমল প্রত্যক্ষ করিয়া ধারণা করিয়াছ যে, সে জিহাদে অংশগ্রহণ করিয়া স্বীয় প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছে, তাই সে জাহান্নামী হইবে কেন? অবশ্য তোমরা বাহ্যিকের উপর হুকুম দেওয়ার জন্য আদিষ্ট। কারণ অন্তরের বিষয় একমাত্র আল্লাহ জানেন। তবে রসূল হিসাবে যেহেতু আমাকে এই বিষয়টি আল্লাহ তা'আলা জানাইয়া দিয়াছেন সেহেতু এই বিষয়ে তোমাদের অন্তরে কোন প্রকার সন্দেহের স্থান না দেওয়া অপরিহার্য ছিল। কেননা আল্লাহ তা'আলা ও তাহার মনোনীত রসূলের ইরশাদে সন্দেহ পোষণ করা ঈমানের পরিপন্থী। যাহা হউক এখন যখন প্রমাণিত হইল যে, উক্ত লোকটি জিহাদে মারা যায় নাই বরং সে জিহাদের সময়ে প্রাপ্ত আঘাতের কষ্টে ধৈর্য্যধারণ করিতে না পারিয়া নিজেই নিজেকে হত্যা করিয়াছে। ইহা দ্বারা বাহ্যিক প্রমাণও উদঘাটন হইয়া গিয়াছে যে, সে শহীদ হয় নাই বরং আত্মহত্যা করিয়াছে। তাই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া প্রকাশে এবং ভবিষ্যৎবাণীর আসল রহস্য প্রকাশিত করিয়া বলিলেন, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, নিশ্চয় আমি আল্লাহ তা'আলার মনোনীত বান্দা এবং তাহার প্রেরিত রসূল। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

অত্র পৃষ্ঠার টীকা

টীকা-১. لا يدخل الجنة الا نفس مسلم "মুসলমান ব্যতীত অন্য কেহ জান্নাতে প্রবেশ করিবে না।" আল্লামা সিনদী (রহঃ) বলেন, এই বাণীতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বিষয়টির প্রতি সতর্ক করিয়াছেন যে, বস্তুতঃ সে লোকটি মুসলমানগণের মধ্যে ছিল না। এই নহে যে, সে লোকটি প্রাপ্ত আঘাতের কষ্ট ধৈর্য্যধারণ করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিবার দরুণ ইসলাম হইতে বহিস্কার হইয়াছে। (কেননা আত্মহত্যার কবীরা গুনাহের কারণে কোন মুমিন ব্যক্তি ইসলাম হইতে বহিস্কার হইয়া কাফির হয় না। তবে যদি কেহ আত্মহত্যাকে হারাম জানিয়াও হালাল বিশ্বাস করে তাহা হইলে কাফির হইয়া যাইবে।)

আর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত বিলাল (রাযিঃ)কে উপরোক্ত বিষয়টির ঘোষণা দেওয়ার নির্দেশের মধ্যে এই উদ্দেশ্যও হইতে পারে যে, সন্দেহ-সংশয়ে নিপতিত ব্যক্তিগণকে সতর্ক করা যে, ইহা হইতে পবিত্র হওয়া উচিত। কেননা এইরূপ সন্দেহে সমাবৃত হওয়া ইসলামী প্রাণের বিপরীত এবং জান্নাতে প্রবেশে উহা বিরূপ প্রভাব ফেলিতে পারে। (ফতহুল মুলহিম)

টীকা-২. بالرجل الفاجر (ফাজির অর্থাৎ পাপী লোকের দ্বারা) এই স্থানে الفاجر (পাপী) শব্দটি ব্যাপক অর্থ মর্ম, চাই ফাসিক হউক বা কাফির। (ফতহুল মুলহিম)

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (জবাবে) বলিলেনঃ প্রথমে ইসলাম গ্রহণ কর অতঃপর জিহাদে অংশগ্রহণ কর। ইরশাদ মুতাবিক তিনি প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করিয়া মুসলমান হইলেন, তারপর তিনি জিহাদে অংশগ্রহণ করেন এবং শহীদ হইয়া যান। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, সে তো আমল অল্প করিয়াছে। কিন্তু উহার ছাওয়াব পাইবে অনেক অর্থাৎ কুফরী যুগের মন্দ কর্মগুলি হইবে ওযনহীন আর ঈমানের অল্প আমল অনেক ভারী হইবে।

প্রাণ উৎসর্গের সকল মূল্য ঐ সময় হয় যখন আল্লাহ ভক্তির শৃঙ্খল গলায় পরিহিত হয়। না হয় সে এক বিশ্বাসঘাতকের মৃত্যু। চাই উহা যেইভাবেই আসুক না কেন। (তরজমানুস সুন্নাহ)

বলাবাহুল্য আলোচ্য হাদীছ শরীফে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই ব্যক্তি সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, সে জাহান্নামী সেই ব্যক্তিটি মুনাফিক ছিল। পার্থিব স্বার্থ লাভের অভিলাষে বাহ্যিকভাবে ইসলামকে প্রকাশ করিত এবং আন্তরিকভাবে ছিল কাফির। যদিও সে ইসলামের জন্য বাহ্যতঃ অনেক চেষ্টা করিয়াছে, বীরত্বের পরিচয় দিয়াছে, যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছে। কিন্তু আন্তরিক ঈমান বর্তমান না থাকিবার দরুণ তাহার এই প্রাণ উৎসর্গও কোন কাজে আসে নাই। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ঈমান ব্যতীত মানুষ যতই পূণ্য কর্ম করুক, মুসলমানদের উপকার করুক এবং ইসলামের সাহায্য করুক, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সে জান্নাতী হইতে পারিবে না।

٢١٢ **حدثنا** قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِيُّ حَيٌّ مِنَ الْعَرَبِ عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتَقٰى هُوَ وَ الْمُشْرِكُوْنَ فَاقْتَتَلُوْا فَلَمَّا مَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلٰى عَسْكَرِهٖ وَمَالَ الْاٰخَرُوْنَ اِلٰى عَسْكَرِهِمْ وَفِيْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ لَا يَدَعُ لَهُمْ شَاذَّةً اِلَّا اتَّبَعَهَا يَضْرِبُهَا بِسَيْفِهٖ فَقَالُوْا مَا اَجْزَأَ مِنَّا الْيَوْمَ اَحَدٌ كَمَا اَجْزَأَ فُلَانٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَا اِنَّهٗ مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ اَنَا صَاحِبُهٗ اَبَدًا قَالَ فَخَرَجَ مَعَهٗ كُلَّمَا وَقَفَ وَقَفَ مَعَهٗ وَاِذَا اَسْرَعَ اَسْرَعَ مَعَهٗ قَالَ فَجُرِحَ الرَّجُلُ جُرْحًا شَدِيْدًا فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهٖ بِالْاَرْضِ وَذُبَابَهٗ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلٰى سَيْفِهٖ فَقَتَلَ نَفْسَهٗ فَخَرَجَ الرَّجُلُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ الرَّجُلُ الَّذِيْ ذَكَرْتَ اٰنِفًا اِنَّهٗ مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَاَعْظَمَ النَّاسُ ذٰلِكَ فَقُلْتُ اَنَا لَكُمْ بِهٖ فَخَرَجْتُ فِيْ طَلَبِهٖ حَتّٰى جُرِحَ جُرْحًا شَدِيْدًا فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهٖ بِالْاَرْضِ وَذُبَابَهٗ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفْسَهٗ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذٰلِكَ اِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ اَهْلِ الْجَنَّةِ فِيْمَا يَبْدُوْ لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ اَهْلِ النَّارِ فِيْمَا يَبْدُوْ لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ ـ

হাদীছ—২১২ঃ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হযরত কুতায়বা বিন সাঈদ (রহঃ)। তিনি—হযরত সাহল বিন সা'দ আস-সাঈদী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, একটি গযুয়ায়

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মুশরিকরা সামনা সামনি হইলেন এবং উভয় পক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল। অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (জিহাদ বিরতি সময়ে) স্বীয় সেনাবাহিনীর দিকে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং মুশরিকরাও নিজেদের সেনাবাহিনীর দিকে প্রত্যাবর্তন করিল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর সাহাবীগণের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি ছিল, যে মুশরিকদের কাহাকেও একাকী পাইলে সে আর ছাড়িত না বরং তাহার পশ্চাতে লাগিয়া যাইত এবং তরবারী-দ্বারা আঘাত করিত। (এবং হত্যা করিয়া ছাড়িত)। সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ) (ইহা দেখিয়া পরস্পর) বলাবলি করিতেছিলেন যে, আজ আমাদের মধ্যে কেহ অমুক ব্যক্তির ন্যায় কাজে আসে নাই। (ইহা শ্রবণ করিবার পর) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ সে তো জাহান্নামী।[১] সাহাবায়ে কিরামের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি[২] বলিলেন যে, আমি (এককভাবে) সর্বক্ষণ তাহার সহিত থাকিব। (এবং তাহার সম্পর্কে খবর রাখিব যে, সে জাহান্নামে প্রবেশের কোন্ কাজ করে। কেননা বাহ্যিকভাবে তো সে খুব উত্তম কাজ করিতেছিল। অথচ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, সে জাহান্নামী। কাজেই তাহার দ্বারা কোন না কোন বিস্ময়কর কর্ম অবশ্যই সম্পাদিত হইবে যাহা তাহাকে জাহান্নামের দিকে নিয়া যাইবে)। রাবী বলেন, অতঃপর সেই সাহাবী (রাযিঃ) তাহার সহিত বাহির হইলেন। সে যেইস্থানেই থামিত তিনিও সেইস্থানে তাহার সহিত থামিয়া যাইতেন। আর যখন সে দ্রুত বেগে চলিত তখন তিনিও তাহার সহিত দ্রুত বেগে চলিতেন। রাবী বলেনঃ অতঃপর (এক পর্যায়ে) সে ব্যক্তি মারাত্মকভাবে যখম হইল। তারপর (যখমের কষ্টের তীব্রতায় ধৈর্য্যধারণ না করিয়া) তাড়াতাড়ি মৃত্যু কামনা করিল। তাই সে নিজ তরবারীর গোড়া যমীনের উপর রাখিয়া উহার অগ্রভাগ নিজ স্তনদ্বয়ের মাঝামাঝি (বুকের সঙ্গে) ঠেকাইয়া উহার উপর (সজোরে) ঝুকিয়া পড়িল এবং নিজেকে হত্যা করিল। অতঃপর যেই সাহাবী (রাযিঃ) তাহাকে (গোপনে পর্যবেক্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে) অনুসরণ করিতেছিলেন, তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর খিদমতে উপস্থিত হইলেন এবং আরয করিলেনঃ নিঃসন্দেহে আপনি আল্লাহ তা'আলার রসূল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ব্যাপার কি? তিনি আরয করিলেনঃ আপনি কিছুক্ষণ পূর্বে যেই লোকটি সম্পর্কে বলিয়াছিলেন যে, সে জাহান্নামী, আর লোকগণ ইহাতে আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিল, তখন আমি তাহাদিগকে বলিয়াছিলাম যে, আমি তাহার সহিত থাকিয়া তোমাদিগকে খবর পৌছাইব। তারপর আমি তাহার অবস্থার অনুসন্ধান করিতে বাহির হইয়াছিলাম। অবশেষে সে ব্যক্তি মারাত্মকভাবে আহত হইল এবং (যখমের কষ্টের তীব্রতায় ধৈর্য্যধারণ না করিয়া) তাড়াতাড়ি মৃত্যুর জন্য নিজ তরবারীর গোড়ার অংশ যমীনে রাখিয়া উহার অগ্রভাগ তাহার স্তনদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে ঠেকাইয়া উহার উপর ঝুকিয়া পড়িল এবং আত্মহত্যা করিল। এইকথা শ্রবণ করিয়া রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, মানুষের বাহ্যিক দৃষ্টিতে কোন ব্যক্তি জান্নাতীদের

টীকা–১. اما انه من اهل النار। (জানিয়া রাখ, নিশ্চয় সে জাহান্নামীদের অন্তর্ভূক্ত।) ইমাম তিবরানী (রহঃ) হযরত আকতম বিন আবিল জাওন আল–খাযায়ী (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেনঃ

قلنا يا رسول الله فلان يجزى فى القتال قال هو فى النار قلنا يا رسول الله اذا كان فلان فى عبادته واجتهاده ولين جانبه فى النار فاين نحن قال ذلك اخبات النفاق قال فكنا نتحفظ عليه فى القتال -

অর্থাৎ "আমরা আরয করিলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! অমুক ব্যক্তি আজ যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছে। (জবাবে) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সে ব্যক্তি জাহান্নামী। পুনরায় আমরা আরয করিলাম, অমুক ব্যক্তি যদি তাহার ইবাদত, সাধনা ও উত্তম কার্যাদি সম্পাদন করিবার দ্বারা (জান্নাতী না হইয়া বরং) জাহান্নামী হয়, তাহা হইলে আমাদের অবস্থান কোথায়? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহার মধ্যে নিকৃষ্ট নিফাক রহিয়াছে অর্থাৎ সে মুনাফিক। রাবী বলেনঃ অতঃপর আমরা জিহাদের প্রান্তরে তাহার কার্যাদির প্রতি (গোপনে) পর্যবেক্ষণ করিব (যাহাতে তাহার জাহান্নামী হইবার আসল তথ্য উদঘাটন হয়।) (ফতহুল মুলহিম)

টীকা–২. فقال رجل من القوم (অতঃপর সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে এক ব্যক্তি বলিলেন) তিনি হইলেন হযরত আকতম বিন আবিল জাওন (রাযিঃ)। (ফতহুল মুলহিম)

ন্যায় কাজ করে অথচ সে জাহান্নামী হয়। আর মানুষের বাহ্যিক দৃষ্টিতে কোন ব্যক্তি জাহান্নামীদের ন্যায় কাজ করে অথচ সে হয় জান্নাতী।[১]

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

আল্লামা নবভী (রহঃ) বলেন, আলোচ্য হাদীছ শরীফে এই বিষয়টি প্রকাশ করা উদ্দেশ্য যে, মানুষ যেন স্বীয় আ'মালের উপর সদর্পে পদক্ষেপ গ্রহণ না করে এবং আত্মগর্ব ও অহংকারে সমাবৃত না হয়। আর আল্লাহ তা'আলার ভয় নিজের উপর গালেব রাখে এবং তাঁহাকে ভয় করিতে থাকে। কোথাও না নিজ এই উত্তম অবস্থা পরিবর্তন হইয়া যায়। পক্ষান্তরে গুনাহগার ব্যক্তিও যেন আল্লাহ তা'আলার রহমত হইতে নিরাশ না হয় বরং তাঁহার রেহাই ও ক্ষমার আশা রাখে। (শরহে নবভী)

٢١٣ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ نَا الزُّبَيْرِىُّ وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُوْلُ اِنَّ رَجُلًا مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ خَرَجَتْ بِهٖ قَرْحَةٌ فَلَمَّا اٰذَتْهُ اِنْتَزَعَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهٖ فَنَكَأَهَا فَلَمْ يَرْقَأِ الدَّمُ حَتّٰى مَاتَ قَالَ رَبُّكُمْ عَزَّوَجَلَّ قَدْ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ثُمَّ مَدَّ يَدَهُ اِلَى الْمَسْجِدِ فَقَالَ اِىْ وَاللّٰهِ لَقَدْ حَدَّثَنِىْ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ جُنْدُبٌ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ هٰذَا الْمَسْجِدِ -

হাদীছ—২১৩ঃ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহঃ)। তিনি—হযরত শায়বান (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন। হযরত শায়বান (রাযিঃ) বলেন, আমি হযরত হাসান (রাযিঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি যে, তোমাদের পূববর্তী যুগে লোকদের কোন এক ব্যক্তির ফৌড়া বাহির হইয়াছিল। অতঃপর ফৌড়া যখন তাহাকে (অসহ্য) কষ্ট দিতেছিল তখন (ফৌড়ার যন্ত্রণায় ধৈর্য্যধারণ না করিয়া) সে স্বীয় তূণ হইতে একটি তীর বাহির করিল এবং উহা দ্বারা (কোন উপযোগিতা তথা চিকিৎসার উদ্দেশ্য ছাড়া অনর্থক অথবা মৃত্যু তাড়াতাড়ি হওয়ার কামনায়) ফৌড়াটি চিরিয়া দিল, ফলে উহা হইতে রক্তক্ষরণ (আরম্ভ হইল যাহা আর) বন্ধ হইল না। এমনকি সে মৃত্যুবরণ করিল। তখন তোমাদের মহিমান্বিত প্রতিপালক বলেনঃ আমি তাহার জন্য জান্নাত হারাম করিয়া দিয়াছি। অতঃপর হযরত হাসান (রাযিঃ) স্বীয় হাত মসজিদের দিকে প্রসারিত করিয়া বলিলেন, আল্লাহ তা'আলার শপথ, এই হাদীছ শরীফ হযরত জুনদুব (বিন আবদিল্লাহ আল বাজালী) (রাযিঃ) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রিওয়ায়ত করিয়া এই মসজিদেই (অর্থাৎ বাসূরার মসজিদে) আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

পূর্বে বিভিন্ন হাদীছ শরীফে প্রমাণসহ আলোচনা করা হইয়াছে যে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সর্বসম্মত অভিমত হইতেছে যে, একত্ববাদী মুমিন ব্যক্তি কবীরা গুনাহের দ্বারা কাফির হয় না। আর আলোচ্য হাদীছ শরীফে বর্ণিত হইয়াছে যে, পূর্ব যুগের লোকদের কোন এক ব্যক্তি স্বীয় শরীরের ফৌড়ার যন্ত্রণায় অসহ্য হইয়া নিজেই নিজের তীর দ্বারা আঘাত করিয়া ফৌড়াটি চিরিয়া দিয়াছিল। ফলে পরস্পর রক্তক্ষরণ আরম্ভ হইয়া

টীকা—১. وهو من اهل الجنة (আর সে জান্নাতীদের মধ্যে) অর্থাৎ পাপিষ্ঠতা তথা হতভাগ্যতা এবং সৌভাগ্যতার পরিমাপ সর্বশেষ অবস্থার ভিত্তিতে হয়। যে ব্যক্তির ঈমানের সহিত মৃত্যু হয় সে সৌভাগ্যবান। আর আল্লাহ তা'আলা না করুন যে ব্যক্তির মৃত্যু ঈমানের সহিত না হয় সে হতভাগ্য পাপিষ্ঠ। (ফতহুল মুলহিম)

গেল যাহা কিছুতেই আর বন্ধ হয় নাই, এমনকি পরিশেষে সে ব্যক্তি মরিয়া গেল। এই ব্যক্তির কর্মের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া মহিমান্বিত রব্ব ইরশাদ করিয়াছেন যে, "আমি তোমার জন্য জান্নাত হারাম করিয়া দিয়াছি।" কারণ সে ফৌড়ার যন্ত্রণায় ধৈর্য্যধারণ না করিয়া তাড়াতাড়ি মৃত্যু কামনা করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে অথবা কোন প্রকার উপযোগিতা তথা চিকিৎসার উদ্দেশ্য ব্যতীত অনর্থক নিজ শরীরে অস্ত্র ব্যবহার করিয়া নিজেকে মৃত্যুর ঘাটে পৌঁছাইয়া দিয়াছে যাহা আত্মহত্যার শামিল।

প্রায় নিশ্চিত আরোগ্যের ধারণা ব্যতীত ফৌড়া কিংবা শরীরের অন্য কোন অঙ্গ কাটাচিরা করা হারাম ও কবীরা গুনাহ। তবে হ্যাঁ, প্রায় নিশ্চিত আরোগ্যের ধারণায় ফৌড়া চিরিয়া পুঁজ ইত্যাদি বাহির করিয়া ফেলা অথবা অভিজ্ঞ ডাক্তারের চিকিৎসা মতে প্রায় নিশ্চিত উপশমের ধারণায় শরীরে অস্ত্রোপচার করিতে দেওয়া হারাম নহে।

বলাবাহুল্য আলোচ্য হাদীছ শরীফে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণভাবে বলিয়াছেন যে, "তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের কোন এক লোকের ফৌড়া উঠিয়াছিল।" উক্ত লোকটি পূর্ববর্তী দ্বীনে শরীআতের অনুসারী মুমিন হইতে পারে অথবা না। যদি পূর্ববর্তী দ্বীনে শরীআতের অনুসারী মুমিন না হয় তবে আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ "আমি তোমার জন্য জান্নাত হারাম করিয়া দিয়াছি।" ইহার মর্মার্থ হইবে যে, তোমার কুফরীর শাস্তির উপর আত্মহত্যার শাস্তি বর্ধিত করিয়া দিয়াছি। অর্থাৎ চিরস্থায়ী জাহান্নামের অগ্নিতে তাহার নিজ তূণ হইতে তীর বাহির করিয়া ফৌড়ায় আঘাত করিয়া চিরিবার শাস্তিও হইতে থাকিবে। যেমন–

'ফতহুল মুলহিম' গ্রন্থকার ফতহুল বারী হইতে উদ্ধৃতিকৃত বিভিন্ন জবাবের মধ্যে দ্বিতীয় জবাবে লিখিয়াছেন, বস্তুতঃ সেই লোকটি কাফির ছিল। কাজেই আত্মহত্যার শাস্তি তাহার কুফরের শাস্তির উপর বর্ধিত করা হইবে।

আর যদি লোকটি পূর্ববর্তী কোন দ্বীনে শরীআতের অনুসারী একত্ববাদী মুমিন হয় তবে সে আত্মহত্যার কবীরা গুনাহের কারণে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হইবে না। তবে আলোচ্য হাদীছ শরীফের বাহ্যিক অর্থ দ্বারা যে প্রতীয়মান হয় তাহার জন্যও জান্নাত হারাম, ইহার বিভিন্ন জবাব রহিয়াছে।

আল্লামা কাযী আয়্যায (রহঃ) বলেনঃ সম্ভবতঃ সেই ব্যক্তি আত্মহত্যাকে হালাল বুঝিয়াছে। ফলে সে কাফির হইয়া গিয়াছে। আর কাফিরের জন্য জান্নাত হারাম। সে চিরস্থায়ী জাহান্নামে থাকিবে।

অথবা আত্মহত্যাকে হালাল তো বিশ্বাস করে নাই কিন্তু ফৌড়ার যন্ত্রণায় ধৈর্য্যধারণ করিতে না পারিয়া এই গর্হিত কাজ করিয়া বসিয়াছে। তবে আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ "আমি তাহার জন্য জান্নাত হারাম করিয়া দিয়াছি।" ইহার মর্ম হইবে যে, মুত্তাকী পরহেযগারদের সহিত জান্নাতে প্রবেশ তাহার জন্য হারাম করিয়া দিয়াছি। সে মুত্তাকীদের সহিত জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না বরং সে নিজ আত্মহত্যার কবীরা গুনাহের দায়ে দীর্ঘকাল জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করিবে, আর এই শাস্তি চলাকালীন সময়ে জান্নাত হারাম। অবশ্য পরিশেষে ঈমানের বদৌলতে জাহান্নাম হইতে মুক্তি পাইবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করিবে।

অথবা তাহাকে (জাহান্নাম ও জান্নাতের মধ্যবর্তী স্থান) আ'রাফে আটকাইয়া রাখা হইবে।

শারেহ নববী (রহঃ) বলেন যে, সম্ভবতঃ সেই যুগের শরীআতের বিধানে কবীরা গুনাহকারী কাফির হইয়া যাইত। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

(শরহে নববী, ফতহুল মুলহিম)

২১৪ حدثنا محمد بن ابى بكر المقدمى قال نا وهب بن جرير قال نا ابى قال سمعت الحسن يقول حدثنا جندب بن عبد الله البجلى فى هذا المسجد فما نسينا وما نخشى ان يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج برجل فيمن كان قبلكم خراج فذكر نحوه -

হাদীছ—২১৪ঃ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবী বাক্র আল—মুকাদ্দামী (রহঃ)। তিনি—হযরত হাসান (রাযিঃ)কে বলিতে শুনিয়াছেন। তিনি বলেনঃ হযরত জুনদুব বিন আবদিল্লাহ আল—বাজালী (রাযিঃ) এই মসজিদে আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর আমরা (পরস্পর আলোচনা অব্যাহত রাখিয়াছি বলিয়া) উহা ভুলিয়া যাই নাই[১] (বরং পূর্ণভাবে স্মরণ রহিয়াছে)। আর আমরা এই আশংকাও করি না যে, হযরত জুনদুব (বিন আবদিল্লাহ আল—বাজালী) (রাযিঃ) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম—এর প্রতি অবান্তর কিছু সম্বন্ধযুক্ত করিয়াছেন।[২] হযরত জুনদুব (রাযিঃ) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের মধ্যে কোন এক ব্যক্তির (শরীরে) ফোঁড়া হইয়াছিল। অতঃপর উপরোক্ত হাদীছ শরীফের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

টীকা—১. " فما نسينا " "অতঃপর আমরা উহা ভুলিয়া যাই নাই।" সহীহ বুখারী শরীফেও অনুরূপ রিওয়ায়ত করা হইয়াছে যে, وما نسينا منذ حدثنا - আর যখন আমাদের নিকট হাদীছ রিওয়ায়ত করা হইয়াছে তখন হইতে আমরা উহা ভুলিয়া যাই নাই বরং হাদীছখানা সম্পূর্ণরূপে স্মরণ রহিয়াছে। আর উহা দ্বারা পূর্ব যুগের নিকটবর্তী কালের দিকেও ইঙ্গিত রহিয়াছে এবং উক্ত হাদীছ শরীফ সর্বদা পরস্পর চর্চা করিবার দিকেও ইঙ্গিত রহিয়াছে।

টীকা—২. وما نخشى ان يكون جندب كذب "আর আমরা এই আশংকাও করি না যে, হযরত জুনদুব (রাযিঃ) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম—এর প্রতি অবান্তর কিছু সম্বন্ধযুক্ত করিয়াছেন।" হাদীছ শরীফের এই বাক্যে ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, সকল সাহাবা (রাযিঃ) ন্যায়নিষ্ঠ, সত্যবাদী। তাহারা মিথ্যা হইতে মুক্ত, নিরাপদ। সুতরাং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম—এর প্রতি অবান্তর কিছু সম্বন্ধযুক্ত করার প্রশ্নই আসে না। (ফতহুল মুলহিম)

باب غلظ تحريم الغلول وانه لا يدخل الجنة الا المؤمنون .

অনুচ্ছেদঃ গনীমতের সম্পদ হইতে আত্মসাৎ করা জঘন্য হারাম। আর মুমিনগণ ব্যতীত অন্য কেহ জান্নাতে প্রবেশ করিবে না

২১৫ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ نَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي سِمَاكٌ الْحَنَفِيُّ أَبُو زُمَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ أَقْبَلَ نَفَرٌ مِنْ صَحَابَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا فُلَانٌ شَهِيدٌ وَ فُلَانٌ شَهِيدٌ حَتَّى مَرُّوا عَلَى رَجُلٍ فَقَالُوا فُلَانٌ شَهِيدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّا إِنِّي رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ فِي بُرْدَةٍ غَلَّهَا أَوْ عَبَاءَةٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ اذْهَبْ فَنَادِ فِي النَّاسِ إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ قَالَ فَخَرَجْتُ فَنَادَيْتُ أَلَا إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ -

হাদীছ—২১৫ঃ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহঃ) তিনি—হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হযরত ওমর বিন আল–খাত্তাব (রাযিঃ)। হযরত ওমর বিন আল–খাত্তাব (রাযিঃ) বলেন যে, খায়বারের দিন (গযুয়ায়ে খায়বার–এর মধ্যে) কতক সাহাবা (রাযিঃ)–এর এক জামাআত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর খেদমতে হাযির হইয়া বলিতে লাগিলেন যে, অমুক শহীদ হইয়াছে, অমুক শহীদ হইয়াছে। এমনকি তাহারা এক ব্যক্তির পাশ দিয়া যাইতেছিলেন[১] তখন তাহারা সেই ব্যক্তি প্রসঙ্গে বলিলেন যে, সেও শহীদ হইয়াছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ইহা শ্রবণ করিয়া) ইরশাদ করিলেন, কখনও নহে, আমি তাহাকে গনীমতের সম্পদ হইতে একটি চাদর খিয়ানত তথা আত্মসাৎ করিবার কারণে জাহান্নামে দেখিয়াছি।[২] অথবা (তিনি বলিয়াছেন) একটি জোব্বা (খিয়ানত করিবার কারণে জাহান্নামে দেখিয়াছি।)[৩] অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেনঃ ইয়া ইবনাল খাত্তাব। যাও এবং লোকদের মধ্যে ঘোষণা করিয়া দাও যে, মুমিনগণ ব্যতীত অন্য কেহ জান্নাতে প্রবেশ করিবে না। হযরত ওমর (বিন খাত্তাব) (রাযিঃ) বলেনঃ অতঃপর আমি বাহির হইলাম এবং লোকদের মধ্যে ঘোষণা করিয়া দিলাম যে, সাবধান থাকুন। নিশ্চয় মুমিনগণ ব্যতীত অন্য কেহ জান্নাতে প্রবেশ করিবে না।

টীকা—১. مروا على رجل "তাহারা এক ব্যক্তির পাশ দিয়া যাইতেছিলেন।" সেই ব্যক্তির নাম সম্ভবতঃ কিরকিরা ছিল যাহাকে হাওযাহ বিন আলী (রাযিঃ) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর খিদমতে হাদিয়া হিসাবে প্রদান করিয়াছিলেন। (ফতহুল মুলহিম)

টীকা—২. كلا انى رايته فى النار রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর এই ইরশাদ দ্বারা সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ) যে অমুক ব্যক্তি প্রসঙ্গে শাহাদাত হওয়ার এবং প্রাথমিক জান্নাত লাভের হুকুম দিয়াছিলেন, উহা খণ্ডনপূর্বক ভয় প্রদর্শন করিয়াছেন যে, সে ব্যক্তি তো গনীমতের মাল হইতে একটি চাদর খিয়ানত করার দরুণ জাহান্নামের শাস্তিতে পতিত দেখিয়াছি। কাজেই তাহার সম্পর্কে তোমাদের সিদ্ধান্ত "কখনও (যথার্থ) নহে। নিশ্চয় আমি তাহাকে জাহান্নামে প্রত্যক্ষ করিয়াছি।" সুতরাং গুনাহ হইতে পরহেয করিয়া আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় প্রাণ উৎসর্গের মাধ্যমেই কেবল প্রাথমিক জান্নাত লাভ সম্ভব। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। (ফতহুল মুলহিম)

টীকা—৩. فى بردة غلها او عباءة - "গনীমতের মাল হইতে একটি চাদর আত্মসাৎ–এর দরুণ অথবা জোব্বা আত্মসাৎ–এর দরুণ (তাহাকে জাহান্নামে দেখিয়াছি।") এই স্থানে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাদর অথবা

বাকী অংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

ঈমানের সহিত কেবল নেক আ'মাল দ্বারা প্রাথমিক জান্নাত লাভ সম্ভব নহে বরং গুনাহ হইতেও বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মুমিনকে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। তবে আল্লাহ ক্ষমা করিয়া দিলে ভিন্ন কথা।

জিহাদে প্রাণ উৎসর্গকারী ব্যক্তি গনীমতের সম্পদ হইতে একটি চাদর খিয়ানত করার দায়ে জাহান্নামে রহিয়াছে। আর কবীরা গুনাহের কারণে জাহান্নামের শাস্তি হয়। কাজেই গনীমতের সম্পদ হইতে খিয়ানত (غلول) করা হারাম ও কবীরা গুনাহ। অধিকন্তু গনীমতের সম্পদ হইতে খিয়ানত করা সাধারণ চুরি কিংবা খিয়ানত অপেক্ষা অধিক জঘন্য। কারণ গনীমতের সম্পদের সহিত মুসলিম মুজাহিদগণের হক-অধিকার সংযুক্ত থাকে। তাই যে ব্যক্তি খিয়ানত করে সে শত সহস্র লোকের হক নষ্ট করে। ফলে যদি কখনও তাহার মনে সংশোধনের ধারণা আসে, তবে তাহার পক্ষে উহা হইতে রেহাই পাওয়া সম্ভব হয় না। কেননা সকল মুজাহিদ সদস্যগণের হক প্রত্যর্পণ করা কিংবা তাহাদের নিকট ক্ষমা চাহিয়া নেওয়া তাহার পক্ষে খুবই অসম্ভব ব্যাপার। পক্ষান্তরে অন্যান্য চুরির মালের মালিক (সাধারণতঃ) পরিচিত ও নির্দিষ্ট থাকে। কোন সময় আল্লাহ তা'আলা যদি তাহাকে তাওবা করিবার তাওফীক দান করেন, তবে তাহার হক আদায় করিয়া অথবা তাহার নিকট হইতে ক্ষমা চাহিয়া মুক্ত হইতে পারে। এইজন্যই কোন এক জিহাদে এক ব্যক্তি নিজের কাছে উলের কিছু অংশ লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। গনীমতের মাল বন্টন সমাপ্ত হইয়া যাওয়ার পর তাহার মনে হইলে তখন তিনি সেইগুলি লইয়া রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মুখে হাযির হইলেন। তিনি রহমাতুল লিল আলামীন এবং উম্মতের জন্য পিতা-মাতা অপেক্ষা হইতে অধিক সদয় হওয়া সত্ত্বেও তাহাকে এই বলিয়া ফিরত দিলেন যে, এখন এইগুলি আমি সকল সৈন্যদের মধ্যে কিরূপে বন্টন করিব? সুতরাং তুমি এইগুলি নিয়া কিয়ামত দিবসেই উপস্থিত হইও।

হাশরের প্রান্তরে যে স্থানে সমগ্র সৃষ্টি একত্রিত হইবে সে স্থানে বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তি স্বীয় আত্মসাৎকৃত বস্তু কাঁধে লইয়া উপস্থিত হইবে এবং সে চরম লাঞ্ছনা ও গঞ্জনায় নিপতিত থাকিবে। এই সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

ومن يغلل يأت بما غل يوم القيمة -

অর্থাৎ "আর যে ব্যক্তি খিয়ানত করিবে, সে ব্যক্তি নিজের এই খিয়ানতকৃত বস্তু কিয়ামতের দিন (হাশরের ময়দানে) উপস্থিত করিবে। (যাহাতে সমগ্র সৃষ্টি অবহিত হইতে পারে এবং সকলের সম্মুখে যাহাতে তাহার লাঞ্ছনা গঞ্জনা হইতে পারে।")

হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, দেখ, আমি যেন কিয়ামতের দিন কাহাকেও এইরূপ অবস্থায় প্রত্যক্ষ না করি যে, তাহার কাঁধে একটি উট চাপানো রহিয়াছে (এবং ঘোষণা করা হইতেছে যে, এই ব্যক্তি গনীমতের সম্পদের উট খিয়ানত করিয়াছিল।) আর সে চিৎকার করিয়া আমার শাফাআত কামনা করিতেছে। আমি তাহাকে পরিষ্কার বলিয়া দিব

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার টীকার বাকী অংশ

জোব্বা এতদুভয়ের কোন্টি বলিয়াছেন রাবীর সঠিক স্মরণ নাই। তাই উভয়টি উল্লেখ করিয়া দিয়াছেন, তবে উভয়ের একটি অবশ্যই বলিয়াছেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

غلها তথা غلول শব্দের অর্থ খিয়ানত তথা আত্মসাৎ। আল্লামা আবু উবায়দ (রহঃ) বলেন 'গলূল' শব্দটি বিশেষভাবে গনীমতের সম্পদ হইতে খিয়ানত করার অর্থ বুঝায়। আল্লামা আবু উবায়দ (রহঃ) ছাড়া অন্যান্য বিশেষজ্ঞগণ বলেন, প্রত্যেক বস্তুর খিয়ানত ক্ষেত্রে غلول শব্দ ব্যবহৃত হয়। মোটকথা غلول শব্দটি সাধারণভাবে খিয়ানত অর্থে এবং বিশেষ করে গনীমতের মাল হইতে খিয়ানত করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। (ফতহুল মুলহিম)

যে, আমি এখন আর কিছু করিতে পারিব না। আমি তোমাদের নিকট আল্লাহ তা'আলার আদেশ যথাযথ পৌছাইয়া দিয়াছিলাম।

ওয়াক্ফ, সরকারী ভাণ্ডার ও রিলিফের সম্পদ আত্মসাৎ করা গুলূলেরই অন্তর্ভুক্ত

মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ্ এবং ওয়াক্ফের মালের হুকুম একই, যাহাতে হাজার হাজার মুসলমানের চাঁদা ও দান অন্তর্ভুক্ত। ক্ষমাও যদি করাইতে হয় তবে কাহার নিকট হইতে ক্ষমা করাইবে? অনুরূপ দুঃস্থ, অনাথ ও দুর্গত মানুষের জন্য প্রদত্ত রিলিফ হইতে আত্মসাৎ করাও জঘন্য অপরাধ। কেননা উহাতে লক্ষ লক্ষ বিপর্যস্ত ও অসহায় মানুষের হক রহিয়াছে। এমনিভাবে রাষ্ট্রে সরকারী ভাণ্ডার (বায়তুল মাল)-এর হুকুমও ইহাই। কারণ ইহাতে সমগ্র দেশবাসীর অধিকার অন্তর্ভুক্ত। যে লোক ইহাতে খিয়ানত ও চুরি করে, সে সকলেরই হক অধিকারে চুরি করিয়া থাকে। তবে যেহেতু এই সকল সম্পদের কোন একক বা ব্যক্তি মালিকানা থাকে না, আর যাহারা রক্ষণাবেক্ষণে নিয়োজিত তাহাদের শৈথিল্য প্রদর্শনের কারণে যেহেতু চুরির সুযোগ-সুবিধাও অধিক হইয়া থাকে, কাজেই বর্তমান বিশ্বে সর্বাপেক্ষা অধিক চুরি ও খিয়ানত এই সকল সম্পদেই হইতেছে। প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তির এই সকল খিয়ানত হইতে বাঁচিয়া থাকা অপরিহার্য। কারণ এই সকল হারামকার্য ও কবীরা গুনাহ করার কারণে জাহান্নামের শাস্তি ছাড়াও হাশরের ময়দানে চরম লাঞ্ছনা রহিয়াছে। অধিকন্তু ইহার কারণে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শাফাআত হইতে বঞ্চিত। থাকিতে হইবে (نعوذ بالله)। (মা'আরিফুল কুরআন)

٢١٦ حدثني أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ عَنْ سَالِمٍ أَبِي الْغَيْثِ مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَهَذَا حَدِيثُهُ قَالَ نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَيْبَرَ فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْنَا فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلَا وَرِقًا غَنِمْنَا الْمَتَاعَ وَالطَّعَامَ وَالثِّيَابَ ثُمَّ انْطَلَقْنَا إِلَى الْوَادِي وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدٌ لَهُ وَهَبَهُ لَهُ رَجُلٌ مِنْ جُذَامٍ يُدْعَى رِفَاعَةَ بْنَ زَيْدٍ مِنْ بَنِي الضُّبَيْبِ فَلَمَّا نَزَلْنَا الْوَادِيَ قَامَ عَبْدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُلُّ رَحْلَهُ فَرُمِيَ بِسَهْمٍ فَكَانَ فِيهِ حَتْفُهُ فَقُلْنَا هَنِيئًا لَهُ الشَّهَادَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ الشَّمْلَةَ لَتَلْتَهِبُ عَلَيْهِ نَارًا أَخَذَهَا مِنَ الْغَنَائِمِ يَوْمَ خَيْبَرَ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ قَالَ فَفَزِعَ النَّاسُ فَجَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكٍ أَوْ شِرَاكَيْنِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَبْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِرَاكٌ مِنْ نَارٍ أَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ -

হাদীছ-২১৬ঃ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির (রহঃ)। তিনি---(সূত্র পরিবর্তন) এবং আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহঃ)। তিনি---হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) বলেনঃ আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত খায়বার (নামক স্থানে অনুষ্ঠিত) জিহাদে গিয়াছিলাম। আল্লাহ তা'আলা আমাদিগকে বিজয়ী করিলেন। গনীমতের মধ্যে আমরা স্বর্ণ রৌপ্য পাই নাই বটে। কিন্তু আসবাবপত্র, খাদ্য দ্রব্য ও

কাপড় ইত্যাদি পাইয়াছি। অতঃপর আমরা (সেই স্থান হইতে) একটি উপত্যকার দিকে রওয়ানা হইলাম। আর (এই গযুয়ার মধ্যে) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত তাঁহার একটি গোলাম (যাহার নাম মিদআম) ছিল। জুযাম সম্প্রদায়ের বনী যুবায়র গোত্রের রিফাআ বিন যায়দ নামে এক ব্যক্তি তাঁহাকে এই গোলামটি হাদিয়া দিয়াছিলেন। অতঃপর আমরা যখন সেই উপত্যকায় আসিয়া অবস্থান নিলাম তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সেই গোলামটি দাঁড়াইয়া স্বীয় হাওদা খুলিতে লাগিল। (ইত্যবসরে) একটি তীর তাহার প্রতি নিক্ষিপ্ত হইল এবং এই তীরের অছিলায়ই তাহার মৃত্যু নিহিত ছিল (ফলে সে মরিয়া গেল)। আমরা আরয করিলামঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! তাহার শাহাদতের সৌভাগ্যের জন্য মুবারকবাদ। (ইহা শ্রবণ করিয়া) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেনঃ অবশ্যই নহে। সেই মহান সত্তার (আল্লাহ তা'আলার) কসম যাহার কুদরতী হস্তে মুহাম্মদের প্রাণ, নিশ্চয় সেই চাদরটি জাহান্নামের অগ্নিরূপে তাহার উপর দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে থাকিবে[১] যাহা সে খায়বার (জিহাদের) দিন গনীমতের মাল বন্টন করিবার পূর্বে উহা হইতে খিয়ানত করিয়াছিল। রাবী হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন, ইহা শুনিয়া লোকজন ভয়ে ঘাবড়াইয়া গেল। ইহার পর এক ব্যক্তি জুতার একটি অথবা দুইটি ফিতা নিয়া উপস্থিত হইয়া আরয করিলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি ইহা খায়বার (জিহাদ)-এর দিন পাইয়াছিলাম। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (জবাবে) বলিলেনঃ জুতার এই একটি ফিতা আগুনের (অর্থাৎ স্বয়ং এই ফিতাই অগ্নি হইয়া অথবা মর্ম হইবে জুতার এই একটি ফিতা জাহান্নামের অগ্নির শাস্তির কারণ হইবে) অথবা (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন) জুতার এই দুইটিফিতাআগুনের।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

(বিস্তারিত ব্যাখ্যা ২১৫ নং হাদীছ শরীফের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

ফায়দাঃ

শারেহ নববী (রহঃ) বলেন, আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীছদ্বয় হইতে বিভিন্ন আহকামে শরয়ী নির্গত হয়। উহার মধ্যে (১) গনীমতের সম্পদ হইতে খিয়ানত তথা আত্মসাৎ করা জঘন্যতম হারাম। (২) গনীমতের সম্পদ হইতে খিয়ানত কম হউক বা বেশী উহাতে কোন পার্থক্য নাই। এমনকি একটি জুতার ফিতা খিয়ানত করাও হারাম। (৩) গনীমতের সম্পদ হইতে খিয়ানতকারীর যুদ্ধে মৃত্যু হইলেও তাহার উপর শহীদের হুকুম প্রয়োগ হয় না। (৪) কুফরীর উপর মৃত্যুবরণকারী অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করিবে না। ইহা মুসলমানগণের সর্বসম্মত মত। (৫) প্রয়োজন ব্যতীত ও আল্লাহ তা'আলার নামে (সত্য) শপথ করা জায়েয। যেমন আলোচ্য হাদীছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ইরশাদ করিয়াছেনঃ والذى نفس محمد بيده (সেই মহান সত্তার (আল্লাহ তা'আলার) শপথ যাহার কুদরতী হস্তে মুহাম্মদের প্রাণ)। (৬। কোন ব্যক্তি গনীমতের সম্পদ হইতে কোন বস্তু খিয়ানত করিলে উহা প্রত্যাবর্তন করা ওয়াজিব। আর যখন উহা ফেরত প্রদান করিবে তখন তাহার নিকট হইতে গ্রহণ করা যাইবে। আর সে ফেরত প্রদান করুক অথবা না করুক কোন অবস্থাতেই খিয়ানতকৃত মাল জ্বালাইয়া দেওয়া যাইবে না। কেননা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খিয়ানতকৃত চাদর ও জুতার ফিতা জ্বালাইয়া দেন নাই। আর যদি জ্বালাইয়া দেওয়া ওয়াজিব হইত তবে তিনি জ্বালাইয়া দিতেন। আর যদি জ্বালাইয়া দিতেন তবে উহা বর্ণিত হইত। আর যে হাদীছে গনীমতের সম্পদ হইতে খিয়ানতকারীর খিয়ানতকৃত মাল জ্বালাইয়া দেওয়ার কিংবা খিয়ানতকারীকে শাস্তি দেওয়ার হুকুম বর্ণিত হইয়াছে, উহার সনদ দুর্বল। আল্লামা ইবন

টীকা-১. ان الشملة لتلتهب عليه । "নিশ্চয়ই সেই চাদরটি জাহান্নামের অগ্নিরূপে তাহার উপর দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে থাকিবে।" সম্ভবতঃ প্রকৃতভাবে স্বয়ং চাদরটি আগুনে রূপান্তরিত হইয়া শাস্তি দিতে থাকিবে। আর ইহাও হইতে পারে যে, এই চাদরটি জাহান্নামের অগ্নির শাস্তির কারণ হইবে। অনুরূপ ব্যাখ্যা জুতার ফিতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অর্থাৎ খিয়ানতকৃত জুতার ফিতাটিই অগ্নি হইয়া শাস্তি দিতে থাকিবে। অথবা এই ফিতাটি জাহান্নামের অগ্নির শাস্তির কারণ হইবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। (ফতহুল মুলহিম, নববী)

আ'বদিল বার (রহঃ) প্রমুখ উহাকে যঈফ বলিয়াছেন। ইমাম তহাভী (রহঃ) বলেনঃ উক্ত রিওয়ায়ত যদি সহীহও হয় তবে উহার হুকুম মনসূখ অর্থাৎ রহিত হইয়া গিয়াছে। আর এই হুকুম ঐ সময়কার যখন মালের উপর শাস্তির বিধান ছিল। পরবর্তীতে মালের উপর শাস্তির বিধান রহিত হইয়া গিয়াছে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। (শরহে নবভী)

باب الدليل على ان قاتل نفسه لا يكفر.
অনুচ্ছেদঃ আত্মহত্যাকারী কাফির না হইবার উপর দলীল

٢١٧ **حدثنا** أَبُوْبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ أَبُوْبَكْرٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ حَجَّاجٍ الصَّوَّافِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ الطُّفَيْلَ بْنَ عَمْرٍو الدَّوْسِيَّ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ لَكَ فِي حِصْنٍ حَصِينٍ وَمَنَعَةٍ قَالَ حِصْنٌ كَانَ لِدَوْسٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَبَى ذٰلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّذِي ذَخَرَ اللهُ لِلْأَنْصَارِ فَلَمَّا هَاجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ هَاجَرَ إِلَيْهِ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو وَهَاجَرَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ فَمَرِضَ فَجَزِعَ فَأَخَذَ مَشَاقِصَ لَهُ فَقَطَعَ بِهَا بَرَاجِمَهُ فَشَخَبَتْ يَدَاهُ حَتَّى مَاتَ فَرَآهُ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو فِي مَنَامِهِ فَرَآهُ وَهَيْئَتُهُ حَسَنَةٌ وَرَآهُ مُغَطِّيًا يَدَيْهِ فَقَالَ لَهُ مَا صَنَعَ بِكَ رَبُّكَ فَقَالَ غَفَرَ لِي بِهِجْرَتِي إِلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا لِي أَرَاكَ مُغَطِّيًا يَدَيْكَ قَالَ قِيلَ لِي لَنْ نُصْلِحَ مِنْكَ مَا أَفْسَدْتَ فَقَصَّهَا الطُّفَيْلُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُمَّ وَلِيَدَيْهِ فَاغْفِرْ ـ

হাদীছ—২১৭ঃ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বাকর বিন আবী শায়বা (রহঃ) ও ইসহাক বিন ইব্রাহীম (রহঃ)। তাহারা—হযরত জাবির (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, তুফায়ল বিন আমর আদ-দাওসী (রাযিঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে উপস্থিত হইলেন। অতঃপর তিনি আরয করিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি কি একটি শক্ত দুর্গ ও সেনাবাহিনীর[১] প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন? রাবী হযরত জাবির (রাযিঃ) বলেন, ইহা দ্বারা তিনি সেই দুর্গের দিকে ইঙ্গিত করিয়াছেন, যাহা (ইসলাম পূর্ব) জাহিলিয়্যাত যুগে দাউস গোত্রের দখলে ছিল। কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না এই কারণে যে, আল্লাহ তা'আলা আনসারগণের জন্য এই সৌভাগ্য নির্ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন, (যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারদের নিকট তাহাদের সেবা ও সহানুভূতিতে বসবাস করিবেন)। অতঃপর যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় হিজরত করিলেন তখন তুফায়ল বিন আমর এবং তাহার গোত্রের অন্য একজন লোকও তাহার সঙ্গে মদীনায় হিজরত করেন। কিন্তু মদীনার আবহাওয়া (অত্যন্ত নিয়ামতপূর্ণ সত্ত্বেও) তাহাদের অনুকূল হয় নাই।[২] তাই

টীকা—১. حصن حصين অর্থ শক্ত, দৃঢ় দুর্গ এবং منعة শব্দটি مانع এর বহুবচন। অর্থাৎ আপনার সহিত যাহারা দুর্ব্যবহার করার ইচ্ছা করে তাহাদেরকে বিরত রাখিবার জন্য একটি জামাআত অর্থাৎ অটল সেনাবাহিনী।

বাকী অংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

সে (অর্থাৎ তুফায়ল বিন আমর–এর সহিত আগত লোকটি খুবই) অসুস্থ হইয়া পড়িল এবং রোগ যন্ত্রনায় অসহ্য হইয়া সে নিজ তীরের প্রশস্ত সূক্ষ্মাগ্রভাগের দ্বারা স্বীয় হাতের আঙ্গুলসমূহের গিরা কাটিয়া দিল। ফলে তাহার উভয় হাত হইতে সজোরে রক্তক্ষরণ হইতে থাকে। এমনকি সে মৃত্যুবরণ করিল। অতঃপর হযরত তুফায়ল বিন আমর (রাযিঃ) স্বপ্নে তাহাকে এমন অবস্থায় দেখিলেন যে, তাহার আকৃতি খুব ভাল কিন্তু তাহার হাতদ্বয় আবৃত। অতঃপর হযরত তুফায়ল (রাযিঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার সহিত তোমার প্রতিপালক কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন? লোকটি জবাবে বলিলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর সহিত হিজরত করার বরকতে তিনি আমাকে মাফ করিয়া দিয়াছেন। অতঃপর হযরত তুফায়ল (রাযিঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি কারণ যে, আমি তোমার হাতদ্বয় আবৃত দেখিতেছি? লোকটি জবাবে বলিলেনঃ আমাকে বলা হইয়াছে যে, তুমি কখনও উহা সজ্জিত করিবে না যাহা তুমি স্বেচ্ছায় নষ্ট করিয়াছ। অতঃপর হযরত তুফায়ল (রাযিঃ) এই ঘটনাটি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর নিকট বর্ণনা করিলেন। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করিলেন, ইয়া আল্লাহ তা'আলা। আপনি তাহার হাতদ্বয়কেও ক্ষমা করিয়া দিন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

আল্লামা বদরে আলম (রহঃ) লিখেন যে, এই ব্যক্তি কতই না সৌভাগ্যবান ছিল যে, তাহার ব্যাপারটি 'রহমাতুললিল আলামীনের' সামনে পেশ হইয়া গিয়াছে। আর তিনি স্বীয় মুবারক হাত তাহার সুপারিশের জন্য সম্প্রসারিত করিলেন। অতঃপর আর কি থাকে, রহমত তো তাহার সর্বাঙ্গ ঘিরিয়া লইয়াছে। (তরজমানুস্ সুন্নাহ)

আল্লামা নববী (রহঃ) বলেনঃ আলোচ্য হাদীছ শরীফ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত–এর গৃহীত শ্রেষ্ঠ কানূন–এর যথার্থতার উজ্জ্বলতম দলীল যে, যদি কোন ব্যক্তি নিজেই নিজেকে হত্যা করে অর্থাৎ আত্মহত্যা করে অথবা অন্য কোন কবীরা গুনাহ করে, অতঃপর তাওবা ব্যতীত মৃত্যুবরণ করে তবে সে কাফির হইবে না। আর জাহান্নামে প্রবেশ করাও তাহার জন্য জরুরী নহে বরং সে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাধীন রহিয়াছে। এই সম্পর্কে পূর্বে বিভিন্ন হাদীছ শরীফের ব্যাখ্যায় আলোচনা করা হইয়াছে। আর এই হাদীছ শরীফ পূর্ববর্তী ঐ সকল হাদীছ শরীফসমূহের মর্মার্থ প্রকাশ করিয়া দিয়াছে যে সকল হাদীছ শরীফে আত্মহত্যাকারী ও অন্যান্য কবীরা গুনাহকারীকে চিরস্থায়ী জাহান্নামী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

তাহাছাড়া আলোচ্য হাদীছ শরীফ দ্বারা ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে, কতক গুনাহকারীর শাস্তি হইবে। যেমন তাহার হাতদ্বয়কে শাস্তি দেওয়া হইয়াছে। কাজেই ইহা দ্বারা মুরজিয়াদের অভিমত খণ্ডন হইয়া গিয়াছে। তাহাদের অভিমত হইতেছে যে, ঈমানের সহিত গুনাহ কোন ক্ষতিকারক নহে। (ফতহুল মুলহিম, নববী)

ফায়দাঃ

হিজরত খুবই উচ্চ মর্যাদাশীল বরকতময়। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মুমিন বান্দার কৃত কোন নেক আ'মলের অসিলায় কবীরা গুনাহও মাফ করেন।

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার টীকার বাকী অংশ

টীকা–২. فاجتووا المدينة – দ্বিতীয় واو বর্ণটি পেশযুক্ত বহুবচনের সর্বনাম। আর উহা প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। হযরত তুফায়ল (রাযিঃ) এবং তাঁহার সাথী উল্লিখিত ব্যক্তি এবং তাঁহাদের সহিত সম্পর্কশীল ব্যক্তিবর্গ। উহার অর্থ রোগ–ব্যাধি ও অন্তরের চাঞ্চল্যতার দরুণ মদীনার আবহাওয়া তাহাদের জন্য উপযোগী হয় নাই। আবূ ওবায়দ ও জাওহারী (রহঃ) প্রমুখ বলেনঃ যদি কোন স্থান নিয়ামতপূর্ণ হওয়া সত্বেও উহার আবহাওয়া অপ্রীতিকর মনে হয় তবে বলা হয় اجتويت البلد। শহরটি অনুকূল নহে। (ফতহুল মুলহিম)

باب الريح التي تكون قرب القيامة تقبض من في قلبه شيء من الايمان.

অনুচ্ছেদঃ কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ের প্রবাহিত বায়ু—এর বিবরণ যাহার প্রভাবে প্রত্যেক ঐ সকল ব্যক্তি মরিয়া যাইবে যাহার অন্তরে সামান্যও ঈমান রহিয়াছে

٢١٨ **حدثنا** احمد بن عبدة الضبي قال نا عبد العزيز بن محمد وابو علقمة الفروي قالا حدثنا صفوان بن سليم عن عبد الله بن سلمان عن ابيه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يبعث ريحا من اليمن الين من الحرير فلا تدع احدا في قلبه قال ابو علقمة مثقال حبة وقال عبد العزيز مثقال ذرة من ايمان الا قبضته.

হাদীছ—২১৮ঃ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন আবদাহ আয—যাববী (রহঃ)। তিনি—হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ আল্লাহ তা'আলা (কিয়ামতের পূর্বে) ইয়ামেন দেশের দিক হইতে এমন একটি বায়ু প্রবাহিত করিবেন যাহা রেশম অপেক্ষাও অধিক নরম তথা কোমল হইবে।[১] আর উহার প্রভাব এমন কোন ব্যক্তিকে ছাড়িবে না যাহার অন্তরে, বর্ণনাকারী আবূ আলকামা বলেন, দানা পরিমাণ এবং বর্ণনাকারী আবদুল আযীয বলেন, অণু পরিমাণ ঈমান থাকিবে। কিন্তু তাহার রূহও ঐ বায়ু কবয করিয়া নিবে। (অর্থাৎ মৃদু বাতাসের প্রভাবে যাহার অন্তরে দানা বা অণু পরিমাণ ঈমান বিদ্যমান রহিয়াছে তাহাকেও মৃত্যু ঘটাইবে। ফলে সামান্য ঈমানের অধিকারী কোন ব্যক্তি ভূ—মণ্ডলে থাকিবে না, ইহার পর কেবল বে—ঈমানদের উপরই কিয়ামত কায়িম হইবে)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

শারেহ নববী (রহঃ) বলেন, এই মর্মের অনেক হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত হাদীছ শরীফসমূহের মধ্যেঃ

لاتقوم الساعة حتى لايقال في الارض الله الله.

অর্থাৎ "কিয়ামত সংঘটিত হইবে না, তবে হ্যাঁ যদি ভূ—মণ্ডলে আল্লাহ, আল্লাহ আহবানকারী কেহ না থাকে।"

لاتقوم على احد يقول الله الله.

অর্থাৎ "আল্লাহ, আল্লাহ আহবানকারী কোন একজন মুমিন ব্যক্তি বর্তমান থাকিলে কিয়ামত কায়িম হইবে না।"

لاتقوم الا على شرار الخلق.

অর্থাৎ "কিয়ামত কেবল সৃষ্টির উদ্ধত্য, পাপী, অত্যাচারী অপদার্থ বে—ঈমানদের উপরই সংঘটিত হইবে।"

এই সকল হাদীছ শরীফসমূহ স্বীয় বাহ্যিক অর্থের উপরই প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমানদার ভূ—পৃষ্ঠে থাকাকালে কিয়ামত সংঘটিত হইবে না বরং কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে কিয়ামত সংঘটনের আসল আলামত হিসাবে মৃদু বায়ু প্রবাহিত হইবে। ফলে ঈমানদারগণ অতি সহজে মরিয়া যাইবে। এই বায়ু প্রবাহিত হইবার পর ভূ—পৃষ্ঠে কোন মুমিন অবশিষ্ট থাকিবে না। কেবল থাকিবে বে—ঈমান পাপাচারীদের দল। আল্লাহ তা'আলা সেই বে—ঈমানদের উপরই মহাবিপদ কিয়ামত কায়িম করিবেন।

টীকা—১. ريحا الين من حرير "বাতাসটি রেশম অপেক্ষাও অধিক কোমল হইবে।" উহার প্রকৃত রহস্য মর্ম আল্লাহ তা'আলাই অধিক জানেন। আর ইহাতে মুমিনদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও তাহাদের সহিত দয়ার্দ্রতার আচরণের ইঙ্গিত রহিয়াছে। (শরহে নববী)

আলোচ্য রিওয়ায়তসমূহের উপর নিম্নলিখিত হাদীছ শরীফ দ্বারা কাহারও পক্ষে প্রশ্ন করা যথার্থ নহে। হাদীছ শরীফখানা হইতেছে–

لاتزال طائفة من امتى ظاهرين على الحق الى يوم القيامة -

অর্থাৎ "কিয়ামত দিবস পর্যন্ত আমার উম্মতের একটি জামাআত হক–এর উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবে।"

এই হাদীছ শরীফ উপরোল্লেখিত হাদীছ শরীফসমূহের বিপরীত নহে। কারণ এই হাদীছের অর্থ হইতেছে যে, আমার উম্মতের একটি দল কিয়ামতের নিকটবর্তী সময় ও উহা সংঘটনের লক্ষণাদি প্রকাশিত হইবার সময় পর্যন্ত হকের উপর অটল থাকিবে। অবশেষে কিয়ামত সংঘটিত হইবার পূর্বসময়ে আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের প্রতি দয়ার্দ্র আচরণে একটি কোমল বায়ু প্রবাহিত করিবেন। ফলে যাহার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমানও রহিয়াছে সেও সেই বায়ুর প্রভাবে নিদ্রার ন্যায় অতি সহজেই মরিয়া যাইবে। ফলে ভূ–মণ্ডলে কোন একজন ঈমানদার লোক অবশিষ্ট থাকিবে না। আর মুমিন বান্দাদের জন্যই এই সুসজ্জিত পৃথিবী। তাহাদের বদৌলতেই অন্যান্য সকলে উহা ভোগ করিতে পারিয়াছে। মুমিন নাই, পৃথিবীরও প্রয়োজন নাই। তাই আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত কায়িম করিয়া সকল কিছু ধ্বংস করিয়া দিবেন।

দুই হাদীছ শরীফের মধ্যে সমন্বয়

আলোচ্য হাদীছ শরীফে বর্ণিত হইয়াছেঃ

يبعث الله تعالى ريحا من اليمن -

অর্থাৎ "আল্লাহ তা'আলা ইয়ামেন দেশের দিক হইতে বায়ু প্রবাহিত করিবেন।"

আর অন্য হাদীছ শরীফে যাহা ঈমাম মুসলিম (রহঃ) স্বীয় সহীহ মুসলিম শরীফের শেষ দিকে দাজ্জাল সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছ শরীফসমূহের অধীনে বর্ণনা করিয়াছেনঃ

ريحا من قبل الشام

অর্থাৎ "শাম দেশের দিক হইতে বায়ু প্রবাহিত করিবেন।"

উভয় হাদীছ শরীফে বাহ্যিকভাবে বিরোধপূর্ণ মনে হইলেও বস্তুতঃ উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। কেননা সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, দুই হাদীছ শরীফে দুইটি বায়ু–এর কথা বুঝানো হইয়াছে যাহার একটি ইয়ামেনী যাহা ইয়ামেন দেশের দিক হইতে প্রবাহিত হইবে, আর অপরটি শামী যাহা শাম দেশের দিক হইতে প্রবাহিত হইবে। অথবা ইহারও সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, উক্ত বায়ু–এর উৎস স্থল দুই দেশের একটি (ইয়ামেন অথবা শাম)। অতঃপর এক দেশ হইতে অপর দেশে পৌছিবে এবং উহা হইতে সমস্ত ভূ–মণ্ডলে বিস্তার লাভ করিবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। (নবভী, ফতহুল মুলহিম)

باب الحث على المبادرة بالاعمال قبل تظاهر الفتن .

অনুচ্ছেদঃ ফিৎনা–ফাসাদ প্রকাশিত হইবার পূর্বে নেক আ'মাল যথাশীঘ্র সম্পাদন করিবার প্রতি উৎসাহিত করা

٢١٩ - حدثني يحيى بن ايوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن اسماعيل بن جعفر قال ابن ايوب حدثنا اسماعيل قال اخبرني العلاء عن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا

হাদীছ–২১৯ঃ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহ্ইয়া বিন আইয়ূব কুতায়বা ও ইবন হুজ্র (রহঃ)। তাহারা— হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেনঃ অন্ধকার রাত্রির যেকোন অংশে পতিত বিপদের ন্যায় ব্যাপক ফিৎনা–ফাসাদ প্রকাশিত হইবার পূর্বে যথাশীঘ্র নেক আ'মাল করিয়া লও। সেই সময় (ফিৎনা–ফাসাদ এমন মারাত্মক আকার ধারণ করিবে যে উহা হইতে বাঁচিয়া থাকা খুবই কষ্টকর হইবে। অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রে যেমন বস্তুর পার্থক্য করা যায় না তেমনি সত্য–মিথ্যা ও হক–বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করা দুষ্কর হইবে। ফলে দেখা যাইবে যে একই দিনে) এক ব্যক্তি সকালে (ঈমানদার) মুমিন হইবে এবং সন্ধ্যায় হইবে কাফির। অথবা (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন) সন্ধ্যায় (ঈমানদার) মুমিন হইবে এবং সকালে হইয়া যাইবে কাফির। পার্থিব (ক্ষণস্থায়ী মর্যাদাহীন) সম্পদের বিনিময়ে সে স্বীয় (চিরস্থায়ী মহামূল্যবান) দ্বীন বিক্রি করিয়া বসিবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

ইসলাম পূর্ব জাহিলিয়্যাত যুগে অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রিই সর্বাধিক আতঙ্কের ছিল। চুরি, ডাকাতি, হত্যা, লুণ্ঠন ইত্যাদি অন্ধকার রাত্রেই অধিক হইত। তাই মানুষ অন্ধকার রাত্রিতে খুবই আতঙ্কগ্রস্ত থাকিত কখন কি আপদ–বিপদ আসিয়া পড়ে। ফলে তাহারা কোন কর্মই স্বস্তিতে করিতে পারিত না। অশান্ত পরিবেশে শান্তির বার্তা নিয়া ইসলাম আগমন করে। দূরীভূত করে সকল প্রকার পাপাচার ও ফিৎনা–ফাসাদ। ইসলাম অশান্তি ও আতঙ্কের স্থলে উপহার দেয় মানুষকে শান্তি ও স্বস্তি। অত্র হাদীছ শরীফ ইঙ্গিত করিতেছে যে, পুনরায় আবার সেই পরিস্থিতির উদ্ভব হইবে। আরম্ভ হইবে ফিৎনা–ফাসাদ। রাত্রির অন্ধকার যেমন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে তদ্রূপ ফিৎনা–ফাসাদও ক্রমশঃ ব্যাপক আকার ধারণ করিতে থাকিবে। খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগের পর সেই ইয়াযীদ ও মারোয়ানের যুগ হইতেই ফিৎনার সূত্রপাত হইয়াছে। আর বর্তমানেও উহা বৃদ্ধি পাইতে চলিয়াছে। জান–মালের নিরাপত্তার অভাব দৃষ্ট হইতেছে। চুরি–ডাকাতি ইত্যাদিও বৃদ্ধি পাইতেছে। ইসলাম স্বীয় বৈশিষ্ট্য সংকোচিত করিয়া লইতেছে। পরিশেষে এই ফিৎনা পরম্পরা ব্যাপক ও মারাত্মক আকার ধারণ করিবে। সেই সময় মিথ্যা হইতে সত্যকে এবং বাতিল হইতে হককে বাছাই করা বড়ই কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে। মানুষ স্বীয় পার্থিব স্বার্থকেই বড় করিয়া দেখিবে। অপরের কোন তোয়াক্কা করিবে না। হালাল–হারামের মধ্যে পার্থক্য করিবে না। স্বার্থ সিদ্ধির অভিলাষ এমন প্রাধান্য লাভ করিবে, ঈমানের মুহাব্বত অন্তরে থাকিবে না। সামান্য পার্থিব স্বার্থের বশবর্তী হইয়া মানুষ স্বীয় ঈমান পরিত্যাগ করিয়া কুফরী অবলম্বন করিবে। দিন যতই অতীত হইতেছে ফিৎনা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। গতকালের তুলনায় আজকের অবস্থা মন্দ। কাজেই আজকের তুলনায় আগামীকালের অবস্থা আরও খারাপ হইবে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বিষয়টির প্রতি সতর্ক করিয়া ইরশাদ করিয়াছেন যে, সুযোগের সদ্ব্যবহার করিবে, শান্তি ও স্বস্তির সময়কে গনীমত মনে করিবে এবং অশান্তি ও হতবুদ্ধিতার পূর্বে যথাশীঘ্র নেক আ'মাল করিয়া লইবে।

আল্লামা নববী (রহঃ) বলেনঃ হাদীছ শরীফের উদ্দেশ্য ও মর্মার্থ হইতেছে যে, ফিৎনা-ফাসাদ প্রকাশ হইবার পূর্বে যখনই সুযোগ হয় দ্রুত অধিক হইতে অধিক নেক আ'মাল সম্পাদন করার উৎসাহ এবং আখিরাতের পাথেয় সঞ্চয়ের প্রেরণা দেওয়া হইয়াছে। কারণ সেই সময় শান্তি বিদায় নিবে। অশান্তি, হতবুদ্ধিতা ও অস্থিরতা এমন বৃদ্ধি পাইবে যে, নেক আ'মাল করিবার সুযোগ তো দূরের কথা ঈমানকে নিরাপদ রাখা খুবই মুশকিল হইয়া দাঁড়াইবে। একই দিনের সকাল ও বিকালে মানুষের মধ্যে বিস্ময়কর পরিবর্তন হইবে। মানুষ সকালে মুমিন হইবে এবং সন্ধ্যায় হইবে কাফির। আহকামে শরীয়াতের অবস্থা যাহাই হউক কিন্তু দুনইয়ার সম্পদ লাভ করাই হইবে মূখ্য উদ্দেশ্য। পার্থিব সামগ্রীর বিনিময়ে মানুষ দ্বীনকে বিক্রি করিয়া দিবে।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, এই ফিৎনা বর্তমান যুগে অনেক প্রসার লাভ করিয়াছে। ঈমানের মাহাত্ম ও মর্যাদা একেবারে নাই বলিলেই চলে। আর যাহার দিকে তাকাইবে দেখিবে যে, প্রায় সকলেই দুনইয়ার সন্ধানী। অনেক লোককে দেখা যায় যে, প্রথমে দ্বীনদার মুসলমান ছিল অতঃপর দুনইয়ার লিপ্সায় বে-ঈমান হইয়া গিয়াছে এবং কুফরী অবলম্বন করিয়াছে। কেহ তো খ্রীষ্টান হইয়া গিয়াছে, আর কেহ হইয়া গিয়াছে নাস্তিক। বর্তমান সময়ে বিধর্মীরা সেবা করিবার নামে বিভিন্ন পন্থায় বিশেষভাবে এনজিও-এর মাধ্যমে পার্থিব অর্থ সামগ্রীর বিনিময়ে ঈমান ক্রয়ের আড়ৎদারী খুলিয়াছে। দুঃস্থ ও অভাবী কেন, সাধারণ ও বিশেষ মুসলমানেরা সেই জালে শিকার হইতেছে। হে আল্লাহ তা'আলা! আপনি মুসলমানগণকে হিফাযত করুন।

باب مخافة المؤمن ان يحبط عمله.

অনুচ্ছেদঃ মুমিন ব্যক্তির নিজ আমল বিনষ্ট হওয়া সম্পর্কে আতঙ্ক

٢٢٠ **حدثنا** ابو بكر بن ابى شيبة قال نا الحسن بن موسى قال نا حماد بن سلمة عن ثابت البنانى عن انس بن مالك انه قال لما نزلت هذه الاية يايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبى الى اخر الاية جلس ثابت بن قيس فى بيته وقال انا من اهل النار واحتبس عن النبى صلى الله عليه وسلم فسأل النبى صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ فقال يا ابا عمرو ما شأن ثابت اشتكى قال سعد انه لجارى وما علمت له بشكوى قال فاتاه سعد فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ثابت انزلت هذه الاية ولقد علمتم انى من ارفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فانا من اهل النار فذكر ذلك سعد للنبى صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو من اهل الجنة.

হাদীছ-২২০ঃ(ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বাক্‌র বিন আবী শায়বা (রহঃ)। তিনি---হযরত আনাস বিন মালিক (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন। হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেনঃ যখন এই আয়াত নাযিল হয় যে,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۝

অর্থাৎ "হে ঈমানদারগণ। তোমরা নিজেদের কণ্ঠস্বরকে নবী (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম)–এর কণ্ঠস্বর অপেক্ষা উচ্চ করিও না।" –আয়াতখানা শেষ পর্যন্ত (অর্থাৎ "এবং নিজেদের মধ্যে যেইভাবে উচ্চস্বরে কথা বল তাঁহার সহিত সেইরূপ উচ্চস্বরে কথা বলিবে না। ইহাতে তোমাদের আমল বিনষ্ট হইয়া যাওয়ার আশংকা রহিয়াছে অথচ তোমরা টেরও পাইবে না।" সূরা হুজরাত–২) তখন হযরত ছাবিত বিন কায়স (রাযিঃ)[১] স্বীয় ঘরে বসিয়া গেলেন এবং বলিতে লাগিলেনঃ আমি জাহান্নামীদের একজন। এমনকি তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর খেদমতে হাযির হওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। অতঃপর (একদা) নবী করীম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সা'দ বিন মু'আয (রাযিঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ হে আমর! (হযরত সা'দ (রাযিঃ)–এর উপনাম) ছাবিতের খবর কি, সে কি অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে? (জবাবে) হযরত সা'দ (রাযিঃ) বলিলেনঃ তিনি তো আমার প্রতিবেশী, তাঁহার কোন অসুখ হইয়াছে বলিয়া আমি জানি না। রাবী হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেনঃ অতঃপর হযরত সা'দ (রাযিঃ) হযরত ছাবিত (রাযিঃ)–এর কাছে গমন করিলেন এবং তাহার নিকট রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর জিজ্ঞাসার কথাটি উল্লেখ করিলেন। (জবাবে) হযরত ছাবিত (রাযিঃ) বলিলেনঃ অত্র আয়াত নাযিল করা হইয়াছে। আর আপনারা জানেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর পাক খিদমতে আমি আপনাদের অপেক্ষা অধিক উচ্চস্বরে কথা বলি। কাজেই আমি তো জাহান্নামীদের একজন। অতঃপর হযরত সা'দ (রাযিঃ) হযরত ছাবিত (রাযিঃ)–এর অবস্থা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর নিকট উল্লেখ করিলেন। (জবাবে) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ বরং সে জান্নাতীদেরএকজন।[২]

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

হযরত ছাবিত বিন কায়স (রাযিঃ) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর দরবারে অনুপস্থিত থাকিবার কারণ হযরত আনাস (রাযিঃ)–এর নিকট জিজ্ঞাসিত হইলে হযরত আনাস (রাযিঃ) এই বিষয়টি অবহিত হওয়ার জন্য হযরত ছাবিত (রাযিঃ)–এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাতে হযরত ছাবিত (রাযিঃ) নিজ অনুপস্থিতির কারণ বর্ণনা করিতে যাইয়া বলেন, হাদীছ শরীফে উল্লিখিত আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আমার আ'মাল নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ফলে আমি তো জাহান্নামীদের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত হইয়াছি। ইহাই আমার অন্তরে হতবুদ্ধিতা সৃষ্টি করিয়াছে এবং আতঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছি। এই রিওয়ায়তখানা ইমাম বুখারী (রহঃ) হযরত মূসা বিন আনাস (রাযিঃ)–এর সূত্রে ইলতেফাত (উপস্থিতকে অনুপস্থিত) পদ্ধতিতে রিওয়ায়ত করিয়াছেন। উক্ত রিওয়ায়তখানা হইতেছে–

كان يرفع صوته فوق صوت النبى صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله وهومن اهل النار اى لقوله

টীকা–১. ثابت بن قيس ঃ হযরত ছাবিত বিন কায়স বিন শাম্মাস (রাযিঃ) আন্‌সারী খাযরাজী জলীলুল কদর সাহাবী এবং আন্‌সার খতীব তথা বক্তা ছিলেন। গযুয়ায়ে ওহদ এবং উহার পরবর্তী সমস্ত গযুয়াসমূহে তিনি অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়াছেন। তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এরও বক্তা ছিলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)–এর খিলাফত যুগে হিজরী ১২ সন ইয়ামার যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। ইহা ছিল কুফর ও ইসলামের মধ্যকার একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ। মুরতাদদের একটি বিরাট দল মিথ্যুক মুসাইলামার পক্ষে ছিল। এইদিকে সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ) প্রাণ উৎসর্গের এক মহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছিলেন। রক্তক্ষয়ী জিহাদের পর আল্লাহ তা'আলা মুসলমানগণকে বিজয় দান করেন। কিন্তু আকাবিরে সাহাবা (রাযিঃ)–এর মধ্যে বহু বড় বড় সাহাবী (রাযিঃ) শাহাদতবরণ করেন। তাঁহাদের মধ্যে হযরত ছাবিত বিন কায়স (রাযিঃ) একজন।

টীকা–২. بل هو من اهل الجنة (বরং সে জান্নাতী।) আল্লামা ইবন শিহাব (রহঃ) হযরত ইসমাঈল বিন মুহাম্মদ বিন ছাবিত (রহঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ছাবিত বিন কায়স (রাযিঃ)কে বলিলেন, তোমার জন্য কি ইহা আনন্দদায়ক যে, তুমি সৌভাগ্যতার সহিত জীবিত থাক এবং শাহাদতের মৃত্যু লাভ কর এবং জান্নাতে প্রবেশ হইয়া যাও? রিওয়ায়ত মুরসাল বটে কিন্তু সনদ হিসাবে শক্তিশালী। ইবন সা'দ (রহঃ) হযরত মা'ন বিন ঈসা (রহঃ) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। (ফতহুল মুলহিম)

تعالى ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون .

অর্থাৎ "তাঁহার (হযরত ছাবিত (রাযিঃ)-এর) কণ্ঠস্বর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কণ্ঠস্বর অপেক্ষা উচ্চ হইয়া যাইত। কাজেই তাহার আমল বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। আর সে জাহান্নামী।" অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার এই ইরশাদ দ্বারা তোমাদের কণ্ঠস্বর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কণ্ঠস্বর অপেক্ষা উঁচু করিও না এই আশংকার কারণে যে, কোথাও তোমাদের সকল আমল বরবাদ হইয়া যায় এবং তোমরা টেরও পাওনা।

হযরত ছাবিত (রাযিঃ)-এর এইরূপ আন্তরিক অবস্থাটি বাহ্যতঃ ভয়-ভীতির কারণেই সৃষ্টি হইয়াছিল। অন্যথায় নিষেধাজ্ঞার আয়াত নাযিল হইবার পূর্বে ইহা হারাম ছিল না। (কেননা শরীআতে হারাম-হালাল তো কেবল কুরআন মজীদ ও হাদীছে রসূল দ্বারাই প্রমাণিত হয়।) অধিকন্তু উচ্চস্বরের মাধ্যমে যাহারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (নাউযুবিল্লাহ) অপমান, ঠাট্টা-বিদ্রুপ ও কষ্ট প্রদানের ইচ্ছা করে উহা তাহাদের ব্যাপারেই প্রযোজ্য। কেননা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দেওয়া কুফরী। ইহা মুসলমানদের সর্বসম্মত অভিমত। আর ইমামগণও ফতোয়া দিয়াছেন, যাহারা রসূলকে অপমান ও কষ্ট প্রদান করে তাহাদেরকে কাফির হইয়া যাওয়ার দরুণ হত্যা করা হইবে। তাহাদের তাওবা গৃহীত হইবে না। আর কাফির ও মুরতাদ হওয়ার দ্বারা পূর্বের আ'মাল বরবাদ হইয়া যায়।

কুফরী ছাড়া অন্য কোন কবীরা গুনাহ দ্বারা নেক আ'মাল বিনষ্ট হয় না

আলোচ্য হাদীছ শরীফের বাহ্যিক অর্থ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, গুনাহ ব্যাপকভাবে নেক আ'মাল বরবাদ করিয়া দেয়। কিন্তু আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সর্বসম্মত অভিমত হইতেছে যে, একমাত্র কুফরীই সৎ কর্মসমূহ বিনষ্ট করিয়া দেয়। তাহাছাড়া অন্য কোন গুনাহের কারণে কোন সৎ কর্ম বরবাদ হয় না।

মু'তাযিলা সম্প্রদায় বলেনঃ গুনাহ ব্যাপকভাবে নেক আ'মাল বিনষ্ট করিয়া দেয়। এই কারণেই মু'তাযিলা মতালম্বী প্রখ্যাত কুরআন ভাষ্যকার আল্লামা যমখশারী (রহঃ) বলেন, অত্র আয়াত দুইটি ভয়ানক বিষয় প্রমাণ করে যে, (১) গুনাহে সমাবৃত হওয়ার দ্বারা মুমিনের নেক আ'মাল বিনষ্ট হয়। (২) মুমিনের আ'মালসমূহে এমনও রহিয়াছে যাহাকে সে নেক আমল বিনষ্টকারী বলিয়া অবহিত নহে অথচ আল্লাহ তা'আলার নিকট উহা নেক আমল বিনষ্টকারী বলিয়া বিবেচিত হয়।

তাহাদের জবাবে বলা যায় যে, উল্লিখিত আয়াত শরীফে মুমিন তথা সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ)কে يا ايها الذين امنوا (হে ঈমানদারগণ!) বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, কাজটি কুফরী নহে। কাজেই নেক আ'মাল বিনষ্ট হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ ঈমান একটি ইচ্ছাধীন কর্ম। যে পর্যন্ত কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ঈমান গ্রহণ না করিবে সে মুমিন হইবে না। অনুরূপ কুফরও একটি ইচ্ছাধীন কাজ। তাই স্বেচ্ছায় কুফরী অবলম্বন না করিলে কাফির হইতে পারে না। অথচ আয়াতের শেষাংশে স্পষ্ট وانتم لا تشعرون (আর তোমরা টেরও পাও না) বলা হইয়াছে। আর ইচ্ছার বহির্ভূত কর্ম দ্বারা কাফির হয় না। তাহা হইলে সমস্ত নেক আ'মাল বরবাদ হইয়া যাওয়া যাহা খাঁটি কুফরীর শাস্তি, তাহা কিরূপে হইতে পারে? কাজেই ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, উল্লিখিত আয়াতে গুনাহ দ্বারা নেক আ'মাল বিনষ্ট হইবার বিষয়টি বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নহে বরং ইহা দ্বারা ঐ বিষয়টি বর্ণনা করা উদ্দেশ্য যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুবারক দরবারে কাহারও উচ্চস্বরে কথা বলার দ্বারা তাঁহার কষ্ট হইতে পারে আশংকায় নেক আ'মাল বরবাদ হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। সুতরাং আয়াতের উদ্দেশ্য হইতেছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দেওয়ার দ্বারা আমল বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। ইচ্ছাকৃত কষ্ট দেওয়া তো কুফরী। ফলে আ'মাল নিঃসন্দেহে বিনষ্ট হইয়া যাইবে। আর কষ্ট দেওয়ার ইচ্ছা না থাকিলেও হয়ত অজ্ঞাতসারে তাহার কষ্টের কারণ হইবে। ফলে আ'মাল বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে। তাই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আড়ম্বরপূর্ণ দরবারে উচ্চস্বরে

কথা বলা বা তাঁহার সমস্বরে কথা বলা নিঃসন্দেহে সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ। শুধু উচ্চস্বরে কথাই কেন বরং যেকোন কথায় অথবা কাজে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা অগ্রণী হওয়া নিষিদ্ধ। তবে তাঁহার পক্ষ হইতে সুস্পষ্ট বর্ণনা অথবা শক্তিশালী ইঙ্গিত দ্বারা যদি প্রমাণিত হয় যে, তিনি কাহাকেও যদি অগ্রে প্রেরণ করিতে চান অথবা উচ্চস্বরে কথা বলিতে নির্দেশ দেন তবে ভিন্ন কথা। যেমন কোন কোন সফরে অথবা যুদ্ধের সময় কিছুসংখ্যক সাহাবাকে অগ্রে যাইতে এবং কোন সাহাবাকে উচ্চস্বরে আহবান করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। তাই আল্লামা আলোসী আল-বুগদাদী (রহঃ) বলেনঃ উচ্চস্বরের মধ্যে এমনও রহিয়াছে যাহা সর্বসম্মত মতে নিষেধাজ্ঞার আওতাধীন নহে। তাহা হইতেছে, জিহাদ অথবা কাহারও মুকাবালা অথবা শত্রুকে ভয় প্রদর্শন ইত্যাদি ক্ষেত্রে যাহা নিশ্চিতভাবে জ্ঞাত যে, উহাতে কাহারও কষ্ট অথবা অপমান হওয়ার আশংকা নাই। যেমন হাদীছ শরীফে বর্ণিত হইয়াছে যে, হুনায়নের জিহাদে যখন মুসলমানগণ পশ্চাদপসরণ করিয়াছিলেন, তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আব্বাস বিন আবদিল মুত্তালিব (রাযিঃ)কে নির্দেশ দিয়াছিলেনঃ

نادا صحاب السمرة فنادى باعلى صوته اين اصحاب السمرة -

অর্থাৎ "আসহাবুস সামুরা (হুদায়বিয়া সন্ধির সময় বাবলা গাছের পদতলে অঙ্গীকারকারী সাহাবাগণ) কে আহবান কর।" অতঃপর হযরত আব্বাস (রাযিঃ) উচ্চস্বরে আহবান করিলেন, হে আসহাবুস সামুরা কোথায়?

হযরত আব্বাস (রাযিঃ) উচ্চ কণ্ঠস্বর বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। তাহার এই মর্মস্পর্শী শব্দ কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেই সকল সৈন্য মুহূর্তের মধ্যে ফিরিয়া আসিলেন। অসম্ভব ভীড়ের কারণে যাহাদের ঘোড়া মোড় ঘুরিতে পারিল না, তাহারা লৌহবর্ম পরিহার করিয়া ঘোড়া হইতে লাফাইয়া পড়িলেন। মুহূর্তের মধ্যে জিহাদের মোড় ঘুরিয়া গেল।

বর্ণিত আছে যে, একদা ডাকাতের দ্বারা আক্রান্ত হইলে হযরত আব্বাস (রাযিঃ) ইয়া সাবাহাহ্! (হে সকালের আগতগণ) বলিয়া একটি চিৎকার দিয়াছিলেন। তাহার কণ্ঠস্বরের কঠোরতায় গর্ভবতীরা স্বীয় গর্ভনষ্ট করিয়া দিয়াছিল।

আল্লামা ইবনুল মুনীর (রহঃ) আলোচ্য বিষয়ের উপর অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ জবাব দিয়াছেন। উহার সারমর্ম এই যে, উল্লেখিত আয়াতে ব্যাপকভাবেই কণ্ঠস্বর উচ্চ করার নিষেধাজ্ঞা বর্ণনা মর্ম। অর্থাৎ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আড়ম্বরপূর্ণ দরবারে উচ্চস্বরে কথা বলা বা তাঁহার সমস্বরে কথা বলা নিঃসন্দেহে সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ। আর এই বিষয়টি প্রমাণিত যে, কণ্ঠস্বর উচ্চ করার নিষেধাজ্ঞা এই কারণে যে, ইহাতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। উল্লেখ্য যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুবারক দরবারে উচ্চস্বরে কথা বলার দুইটি অবস্থা হইতে পারে। এক, হয়ত উচ্চস্বরে কথা বলিবার দ্বারা পয়গাম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (নাউযুবিল্লাহ) কষ্ট প্রদান কিংবা অপমান করা উদ্দেশ্য হয় তবে মুসলমানদের সর্বসম্মত অভিমতে সে কাফির হইয়া যাইবে এবং তাহার যাবতীয় নেক আ'মাল বিনষ্ট হইয়া যাইবে। অথবা (দুই) কষ্ট প্রদানের উদ্দেশ্য তো নাই, তবে হয়ত কষ্টের কারণ হইতে পারে আশংকা। আশংকার কারণ হইতেছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অগ্রণী হওয়া অথবা তাঁহার কণ্ঠস্বর অপেক্ষা নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করার মধ্যে তাঁহার শানে ধৃষ্টতা ও বেআদবী হওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান রহিয়াছে যাহা রসূলকে কষ্ট দানের কারণ। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কষ্টের কারণ হয় এইরূপ কোন কর্ম সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ) ইচ্ছাকৃতভাবে করিবেন ইহা কল্পনাও করা যায় না। কিন্তু কোন কাজ বা কথা অগ্রণী হওয়া এবং কণ্ঠস্বর উচ্চ করিবার মত কাজ কষ্ট দানের ইচ্ছা না হইলেও উহা দ্বারা কষ্ট পাওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

সম্ভাবনার দুইটি বাহু। এক, কষ্ট হওয়া; দুই, কষ্ট না হওয়া। মাঝে মধ্যে মানসিক প্রফুল্লতার সময় এইরূপ ব্যবহার অসহনীয় হয় না। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য কষ্টদায়ক না হইবার কারণে

এই ধরণের কথাবার্তা সৎ কর্ম বিনষ্ট হইবার কারণ হইবে না। কিন্তু এই ধরণের কথাবার্তা কখন অসহনীয় ও কষ্টদায়ক হইবে না তাহা জানা বক্তার পক্ষে সম্ভব নহে। হয়ত বক্তা এইরূপ ধারণা করিয়া কথা বলিবে যে, এই কথায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর কষ্ট হইবে না অথচ বাস্তবে উহা দ্বারা কষ্ট হইয়া যাইবে। এমতাবস্থায় তাহার কথা তাহার সৎ কর্মকে বরবাদ করিয়া দিবে। যদিও সে ধারণাও করিতে পারে নাই যে, তাহার এই কথা দ্বারা নিজের কতখানি সর্বনাশ হইয়া গিয়াছে। আয়াত শরীফের শেষাংশ - وانتم لا تشعرون। (আর তোমরা টেরও পাওনা) ইহার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছে। সুতরাং দরবারে রিসালতে কণ্ঠস্বর উচ্চ করিতে এবং জোরে কথা বলিতে সর্বাবস্থায় নিষেধ করা হইয়াছে। কারণ এই প্রকারের কিছুসংখ্যক কথাবার্তা যদিও কর্ম বিনষ্ট হওয়ার কারণ নহে, কিন্তু উহা নির্দিষ্ট করা যেহেতু দুষ্কর সেহেতু নিজেদের মধ্যে যে সকল খোলাখুলী যে কথাবার্তা চলে, উহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর দরবারে না করাই বিধেয়।

আল্লামা ইবনুল মুনীর (রহঃ) আরো বলেনঃ বিভিন্ন প্রমাণ ও বাস্তব অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত যে, ছাত্রের উচ্চস্বর ওস্তাদের কষ্টদায়ক হয়। তাহা হইলে নবুওয়াতের স্তর তো বহুগুণে উর্ধ্বে যাহা আড়ম্বর ও শ্রেষ্ঠত্বের হকদার। (ফতহুল মুলহিম)

আল্লামা আশরাফ আলী থানুবী (রহঃ) স্বীয় 'বয়ানুল কুরআন'–এ লিখেন যে, কোন কোন গুনাহের বৈশিষ্ট্য ইহা যে, যাহারা এই গুনাহ করে তাহাদের নিকট হইতে তাওবা ও সৎ কর্মের তাওফীক ছিনাইয়া নেওয়া হয়। ফলে তাহারা গুনাহে অহর্নিশি মগ্ন হইয়া পরিণামে কুফরী পর্যন্ত পৌছিয়া যায়, যাহা সমস্ত আ'মাল বিনষ্ট হওয়ার কারণ। এই সকল গুনাহের মধ্যে হইতেছে, নবী অপেক্ষা অগ্রণী হওয়া এবং তাঁহার কণ্ঠস্বর অপেক্ষা কণ্ঠস্বর উচ্চ করা, যাহা দ্বারা সৎ কর্মের তাওফীক ছিনাইয়া নেওয়ার এবং পরিশেষে কুফর পর্যন্ত পৌছিয়া যাইবার প্রবল আশংকা থাকে। ফলে সমস্ত নেক কর্ম বরবাদ হইয়া যাইতে পারে। যাহারা এইরূপ কাজ করে তাহারা যেহেতু কষ্ট দেওয়ার ইচ্ছায় করে না সেহেতু তাহারা টেরও পাইবে না যে, এই কুফর ও সৎ কর্ম নিষ্ফল হইবার প্রকৃত কারণ কি ছিল। অনুরূপ হক্কানী আলেম, ধর্মীয় নেতা, ওস্তাদ কিংবা পীরকে কষ্ট দেওয়া এমনি গুনাহ, যাহা দ্বারা সৎ কর্মের তাওফীক ছিনাইয়া নেওয়ার আশংকা আছে। তাই কতক বিশেষজ্ঞ ওলামা বলেন, হক্কানী আলেম, বুযুর্গ ও পীরের সহিত ধৃষ্টতা ও বেআদবীও অনেক ক্ষেত্রে সৎ কর্মের তাওফীক ছিনাইয়া নেওয়ার কারণ হইয়া দাঁড়ায়। যাহার পরিণামে ঈমানের সম্পদও হাত ছাড়া হইতে পারে।

নবীজীর রওযা মুবারকের সম্মুখেও উচ্চস্বরে সালাম–কালাম করা নিষিদ্ধ

আলোচ্য হাদীছ শরীফে উল্লিখিত আয়াত দ্বারা বিশেষজ্ঞ ওলামাগণ দলীল দিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর পবিত্র কবরের সামনে উচ্চস্বরে সালাম ও কালাম করা আদবের খিলাফ বিধায় নিষিদ্ধ। অনুরূপ যে মজলিসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর হাদীছের দরস দেওয়া হয়, উহাতেও কণ্ঠস্বর উচ্চ করা নিষিদ্ধ। উল্লেখ্য যে, তাঁহার কথা যখন তাঁহার পবিত্র যবান হইতে উচ্চারিত হইত তখন সকলের জন্য উহা নীরবে শ্রবণ করা ওয়াজিব ছিল, তেমনি তাঁহার ওফাতের পর যেই মজলিসে সেই সকল হাদীছসমূহ শুনানো হয়, সেই স্থানে স্বর উচ্চ করা আদবের খিলাফ ও বেআদবী হয়। কেননা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর সম্মান ও আদব তাঁহার ওফাতের পরও জীবদ্দশার ন্যায় ওয়াজিব ও জরুরী।

ইসলামী শরীআতের হাক্কানী আলেম–এর মজলিসে স্বর উচ্চ না করা বাঞ্ছনীয়

ইবন হাব্বান (রহঃ) বলেন, অনুরূপ ইসলামী শরীআতের হক্কানী আলেম–এর মজলিসেও স্বর উচ্চ করা নিষিদ্ধ। কারণ আলেমগণ নবীর উত্তরাধিকারী হওয়ায় তাঁহাদেরকে কষ্ট দেওয়া ও অপমান করা হারাম–এর পর্যায়েই হইবে। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর মুবারক দরবারে এবং তাঁহার উত্তরাধিকারী আলেমের মজলিসে কণ্ঠস্বর উচ্চ করা এতদুভয়ের মধ্যে হারাম হওয়ার স্তরের মধ্যে অবশ্য পার্থক্য রহিয়াছে।

(ফতহুল মুলহিম)

অনুরূপ ধর্মীয় নেতা ও মাশায়েখগণের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এক হাদীছে বর্ণিত আছে যে, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবূ দ্দারদা (রাযিঃ)কে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)–এর আগে আগে চলিতে দেখিয়া সতর্ক করিয়া বলিলেন, তুমি এমন এক ব্যক্তিত্বের আগে চলিতেছ যিনি দুনইয়াতে ও আখিরাতে তোমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করিলেনঃ দুনইয়াতে এমন কোন ব্যক্তির উপর সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত হয় নাই যে পয়গাম্বরগণের পর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) হইতে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ (রুহুল–বয়ান)। এই কারণেই বিশেষজ্ঞ ওলামাগণ বলেন যে, ধর্মীয় নেতা, ওস্তাদ ও হক্কানী পীরের সহিতও এই প্রকারের আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখা বাঞ্ছনীয়।

মাসআলাঃ

পয়গাম্বরগণের উত্তরাধিকারী হইবার দরুণ পয়গাম্বরের আগে হাটা সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞার আওতায় যেমন হক্কানী আলেমগণও শামিল রহিয়াছেন, তেমনিভাবে স্বর উচ্চ করার বিধানও উহাই। আলেমগণের মজলিসে এমন উচ্চ স্বরে কথা বলিবে না যাহাতে তাহাদের কণ্ঠস্বর চাপা পড়িয়া যায়। (কুরতুবী হইতে মা'আরিফুল কুরআন)

ফায়দাঃ (১) আল্লামা নবভী (রহঃ) বলেনঃ আলোচ্য হাদীছ শরীফ দ্বারা হযরত ছাবিত বিন কায়স (রাযিঃ) উচ্চ মর্যাদাশীল হইবার বিষয়টি প্রমাণিত হয়। কেননা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার সম্পর্কে সুসংবাদ দিয়াছেন যে, তিনি জান্নাতী।

(২) ইমাম ও গোত্রের নেতার পক্ষে স্বীয় সম্পর্কশীল লোকদের খবরা খবর রাখা চাই যে, তাহাদের কেহ অনুপস্থিত থাকিলে তাহার অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া অবহিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। (শরহে নবভী)

٢٢١ **حدثنا** قَطَنُ بْنُ نُسَيْرٍ قَالَ نَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ نَا ثَابِتٌ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ خَطِيْبَ الْاَنْصَارِ فَلَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ بِنَحْوِ حَدِيْثِ حَمَّادٍ وَلَيْسَ فِىْ حَدِيْثِهٖ ذِكْرُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ -

হাদীছ–২২১ঃ (ইমাম মুসলিম (রহঃ)বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কাতান বিন নুসায়র (রহঃ)। তিনি…হযরত আনাস বিন মালিক (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেনঃ হযরত ছাবিত বিন কায়স বিন শাম্মাস (রাযিঃ) আনসারীদের খতীব ছিলেন। অতঃপর যখন এই আয়াত নাযিল হইল…(বাকী অংশ) হযরত হাম্মাদ (রহঃ)–এর সূত্রে বর্ণিত উপরোল্লিখিত হাদীছের অনুরূপ। তবে তাহার বর্ণিত (এই) হাদীছে হযরত সা'দ বিন মু'আয (রাযিঃ)–এর উল্লেখ নাই।

٢٢٢ **وحدثنيه** اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ صَخْرٍ الدَّارِمِىُّ قَالَ نَا حَبَّانُ قَالَ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ لَا تَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِىِّ وَلَمْ يَذْكُرْ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ فِى الْحَدِيْثِ۔

হাদীছ–২২২ঃ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন), আর উপরোক্ত হাদীছ আমার নিকট বর্ণনা করেন হযরত আহমদ বিন সাঈদ বিন সাখর আদ–দারিমী (রহঃ)। তিনি…হযরত আনাস বিন মালিক (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেনঃ যখন নাযিল হইলঃ لَا تَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِىِّ "তোমরা নিজেদের কণ্ঠস্বরকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)–এর কণ্ঠস্বর অপেক্ষা উচ্চ করিও না।" (বাকী অংশ উপরোল্লিখিত হাদীছের অনুরূপ) আর এই হাদীছেও হযরত সা'দ বিন মু'আয (রাযিঃ)–এর উল্লেখ নাই।

٢٢٣ حدثنا هُرَيْمُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى الْاَسَدِيُّ قَالَ نَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ يَذْكُرُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ وَاقْتَصَّ الْحَدِيْثَ وَلَمْ يَذْكُرْ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ وَزَادَ فَكُنَّا نَرَاهُ يَمْشِيْ بَيْنَ اَظْهُرِنَا رَجُلٌ مِّنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ -

হাদীছ—২২৩ঃ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন), আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হুরায়ম বিন আবদিল আ'লা আল-আসাদী (রহঃ)। তিনি—হযরত আনাস (বিন মালিক (রাযিঃ)) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেনঃ যখন এই আয়াত (অর্থাৎ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْا الخ) অবতীর্ণ হইল।—ইহার পর তিনি (হযরত ছাবিত (রাযিঃ)-এর ঘটনা বর্ণিত) হাদীছখানা বর্ণনা করিয়াছেন। আর এই রিওয়ায়তেও হযরত সা'দ বিন মু'আয (রাযিঃ)-এর উল্লেখ নাই। তবে এই রিওয়ায়তের শেষ দিকে এতখানি অতিরিক্ত রহিয়াছে যে, রাবী হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন যে, হযরত ছাবিত (রাযিঃ) আমাদের সম্মুখে চলিতেন আর আমরা তাঁহাকে ভাবিতাম যে, একজন জান্নাতী ব্যক্তি (আমাদের মধ্যে) বিচরণ করিতেছেন।[১]

باب هل يؤاخذ باعمال الجاهلية -

অনুচ্ছেদঃ কোন ব্যক্তি মুসলমান হইবার পর কি তাহার কুফরী অবস্থার আ'মালের জবাবদিহী করিতে হইবে

٢٢٤ حدثنا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ نَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ اُنَاسٌ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنُؤَاخَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ اَمَّا مَنْ اَحْسَنَ مِنْكُمْ فِى الْاِسْلَامِ فَلَا يُؤَاخَذُ بِهَا وَمَنْ اَسَاءَ اُخِذَ بِعَمَلِهِ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَ الْاِسْلَامِ -

হাদীছ—২২৪ঃ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ওছমান বিন আবী শায়বা (রহঃ)। তিনি—হযরত আবদুল্লাহ (বিন মাসউদ (রাযিঃ)) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেনঃ কতক লোক রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে আরয করিলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমরা জাহিলী যুগে (কুফর অবস্থায়) যে আ'মাল করিয়াছি উহারও কি আমাদের জবাবদিহী করিতে হইবে? (জবাবে) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেনঃ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সত্য অন্তরে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে তাহাকে তাহার (ইসলাম গ্রহণের পূর্বেকার) জাহিলী যুগের আ'মালের জবাবদিহী করিতে হইবে না। আর যে ব্যক্তি মন্দ অবলম্বন করে (অর্থাৎ সত্য অন্তরে ইসলাম গ্রহণ করে নাই বরং বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু অন্তরে কুফর গোপন রহিয়াছে এই প্রকার পাপিষ্ঠ মুনাফিক ব্যক্তি) তাহার জাহিলী ও বাহ্যিক ইসলাম উভয় যুগের আ'মালের জন্য জবাবদিহী করিতে হইবে।

টীকা—১. فكنا نراه يمشى بين اظهرنا । হযরত ছাবিত (রাযিঃ) আমাদের সম্মুখে চলিতেন, আর আমরা তাঁহাকে ভাবিতাম—।" ইবন আবী হাতিম (রহঃ) স্বীয় 'তাফসীরে হযরত সুলায়মান' ও ছাবিত (রহঃ)-এর সূত্রে হযরত আনাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন। উক্ত রিওয়ায়তের শেষাংশে হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন যে, আমরা হযরত ছাবিত (রাযিঃ)কে আমাদের মধ্যে চলিতে দেখিতাম এবং তাঁহার ব্যাপারে আমরা অবহিত ছিলাম যে, তিনি জান্নাতী। অতঃপর যখন ইয়ামামার যুদ্ধ সামনে আসিল তখন হযরত ছাবিত (রাযিঃ) কাফন পরিধান করিয়া এবং সুগন্ধী লাগাইয়া জিহাদে অংশগ্রহণ করেন। এমনকি তিনি সেই জিহাদেই শহীদ হইয়া যান।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

শারেহ নবভী (রহঃ) বলেনঃ ওলামায়ে মুহাক্কিকীন বলেন, من احسن منكم বাক্যের احسان দ্বারা এই স্থানে মর্ম হইতেছে যে, বাহ্যিক ও আন্তরিক উভয় দিক দিয়া (খালিসভাবে) ইসলামে প্রবেশ করা। আর যেই ব্যক্তি খালিস মুসলমান হইবে তবে সেই ব্যক্তির কুফরী অবস্থায় কৃত যাবতীয় গুনাহ মাফ হইয়া যাইবে। ইহা কুরআন মজীদ দ্বারা প্রমাণিত। এই সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنْ يَّنْتَهُوْا يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ

অর্থাৎ "(হে রসূল!) আপনি সেই সকল লোকদেরকে, যাহারা কুফরী করিয়াছে, বলিয়া দিন যে, যদি তাহারা (কুফর হইতে) নিবৃত্ত হয় (এবং খাঁটিভাবে ইসলামে দীক্ষিত হয়) তবে তাহাদের অতীতের যাবতীয় গুনাহ ক্ষমা করা হইবে।" (সূরা আনফাল–৩৮)

আর সহীহ হাদীছ শরীফে বর্ণিত হইয়াছে– الاسلام يهدم ما كان قبله -

অর্থাৎ "ইসলাম পূর্ববর্তী (কুফরী অবস্থায় কৃত) যাবতীয় গুনাহ মিটাইয়া দেয়।" আর এই মাসআলায় মুসলমানগণের ইজ্মা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে, খাঁটিভাবে ইসলাম গ্রহণের দ্বারা কুফরী অবস্থায় কৃত যাবতীয় অপরাধ ক্ষমা হইয়া যাইবে।

আর হাদীছ শরীফের " من اساء " বাক্যের " اساءة " শব্দের মর্ম হইতেছে যে, আন্তরিকভাবে ইসলামে প্রবেশ না করিয়া কেবল বাহ্যিকভাবে ইসলাম প্রকাশ করা। মৌখিক শাহাদাতাইনের স্বীকার আর অন্তরে অবিশ্বাস। সে তো বস্তুতঃ মুনাফিক এবং সে স্বীয় কুফরীর উপরই অটল রহিয়াছে। এই ব্যক্তির ব্যাপারেও মুসলমানগণের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে, সে বাহ্যিকভাবে ইসলামে প্রবেশ করিবার পূর্বের এবং বাহ্যিকভাবে মুসলমান হওয়ার পরের উভয় কালের গুনাহসমূহের জন্য পাকড়াও হইবে। কারণ সে স্বীয় কুফরী অবস্থার উপরইরহিয়াছে।

আর শরীআতে এইরূপ ব্যবহারের পদ্ধতি প্রসিদ্ধ বটে। যথাঃ যখন কোন ব্যক্তি ইখলাসের সহিত প্রকৃতভাবে দ্বীনে ইসলামে প্রবেশ করে তখন তাহার সম্পর্কে বলা হয় حسن اسلام فلان অমুকের ইসলাম খুবই উত্তম। পক্ষান্তরে যখন কেহ ইখলাসের সহিত প্রকৃতভাবে দ্বীনে ইসলামে প্রবেশ না করে তখন তাহার সম্পকে বলা হয় যে, ساء اسلامه তাহার ইসলাম মন্দ অথবা لم يحسن اسلامه তাহার ইসলাম উত্তম নহে। অর্থাৎ তাহার ইসলাম গ্রহণের মধ্যে ইখলাস নাই। কপট ইসলাম মন্দ ও অনুত্তমই হয়। বরং কুফরের সহিত নিফাক মিলিয়া অধিক শাস্তির উপযুক্ত বিবেচিত হইবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। (শরহে নবভী)

আল্লামা বদরে আলম (রহঃ) লিখিয়াছেনঃ " اساءة " দ্বারা মর্ম হইতেছে কুফর। এইজন্য যে, ইহা চূড়ান্ত পর্যায়ের মন্দ এবং মারাত্মক গুনাহ। কাজেই যদি কোন ব্যক্তি (নাউযুবিল্লাহ) মুরতাদ হইয়া ইসলামের সীমা হইতে বাহির হইয়া যায় এবং কুফর অবস্থায় তার মৃত্যু হয় তবে তাহার অবস্থা ঐ ব্যক্তির ন্যায় হইল, যে ইসলাম কবুলই করে নাই। ফলে তাহাকে পূর্ববর্তী যাবতীয় গুনাহের শাস্তি প্রদান করা হইবে। এই দিকে ইঙ্গিত করিয়াই ইমাম বুখারী (রহঃ) এই হাদীছ শরীফকে اكبر الكبائر الشرك - হাদীছের পরে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। আর উভয় হাদীছকে ابواب المرتدين (মুরতাদদের অনুচ্ছেদে) অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।

আবূ আবদিল মালিক আল–বোনী (রহঃ) من احسن فى الاسلام বাক্যের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি সহীহ অর্থে ইসলাম কবুল করিয়াছে অর্থাৎ তাহার মধ্যে নিফাক না হয় আর না কোন প্রকার দ্বিধা–সন্দেহ। আর من اساء فى الاسلام এর মর্মার্থ হইতেছে যে, সে কেবল বাহ্যাড়ম্বর ও প্রতারণার উদ্দেশ্যে ইসলামে প্রবেশ করিয়াছে। বস্তুতঃ সে মুসলমানই হয় নাই। ইহার ভিত্তিতে আল্লামা কুরতুবী (রহঃ) প্রমুখ احسان শব্দের অর্থ اخلاص শব্দ দ্বারা করিয়া বলেন যে, পূর্ণ ইখলাস তথা আন্তরিকতার সহিত

ইসলাম কবুল করিয়া উহার উপরই মৃত্যু পর্যন্ত সুদৃঢ় থাকা। আর اساءة হইতেছে احسان। এর বিপরীত। কাজেই যে ব্যক্তি ইখলাসের সহিত ইসলাম কবুল না করে সে ব্যক্তি মুনাফিক হইবে এবং তাহার ইসলাম গ্রহণযোগ্য না হইবার দরুণ তাহার জাহিলী যুগে (কুফরী অবস্থায়) কৃত গুনাহ ক্ষমা হইবে না বরং পূর্ববর্তী কুফরীর গুনাহের সহিত পরবর্তী নিফাকের গুনাহ মিলিত হইয়া জঘন্যতা বৃদ্ধি করিয়াছে। তাই তাহার শাস্তি কাফির হইতেও মারাত্মক হইবে। মুনাফিকের শাস্তি সম্পর্কে মহান রাব্বুল আলামীন বলেন–

إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا

অর্থাৎ "নিশ্চয় মুনাফিকদের স্থান (পরকালে) জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে। তাহাদের কোন সাহায্যকারী পাওয়া যাইবে না।" (সূরা নিসা–১৪৫)

٢٢٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ نَا اَبِىْ وَوَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ نَا وَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ اَنُؤَاخَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ مَنْ اَحْسَنَ فِى الْاِسْلَامِ لَمْ يُؤَاخَذْ بِمَا عَمِلَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَمَنْ اَسَاءَ فِى الْاِسْلَامِ اُخِذَ بِالْاَوَّلِ وَالْاٰخِرِ ـ

হাদীছ–২২৫ঃ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদিল্লাহ বিন নুমায়র (রহঃ)। তিনি···(সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ বাকর বিন আবী শায়বা (রহঃ), তিনি··· হযরত আবদুল্লাহ (বিন মাসঊদ (রাযিঃ)) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেনঃ আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর খিদমতে আরয করিলামঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমরা জাহিলী যুগে যে সকল আমল করিয়াছি উহার জন্যও কি আমাদেরকে পাকড়াও করা হইবে? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (জবাবে) বলিলেনঃ যে ব্যক্তি সত্য অন্তরে ইসলাম কবুল করিয়াছে তাহাকে তাহার (ইসলাম গ্রহণের পূর্বেকার) জাহিলী যুগের আ'মালের জবাবদিহী করিতে হইবে না। আর যে ব্যক্তি কবূলে ইসলামে কপটতা অবলম্বন করে (অর্থাৎ সত্য অন্তরে ইসলাম কবুল করে নাই বরং প্রতারণা করার উদ্দেশ্যে বাহ্যিকভাবে মুসলমান হয় সে পাপিষ্ঠ মুনাফিক ব্যক্তি) তাহাকে তাহার পূর্বাপর সকল আমলের জন্য পাকড়াও করা হইবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

ঈমান বস্তুতঃ আন্তরে ইচ্ছাধীন আমলের নাম, কেবল ইলম–এর নাম নহে। সহীহ বুখারী শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর খিদমতে আরয করা হইয়াছিল, কোন্ আমল উত্তম? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করেনঃ আল্লাহ তা'আলা ও তাঁহার মনোনীত রসূলের উপর ঈমান গ্রহণ করা। অতঃপর জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, ইহার পর কোন্টি? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করেনঃ আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় জিহাদ করা। (পুনরায়) জিজ্ঞাসা করা হইল, তারপর কোন্টি? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেনঃ সেই হজ্জ যাহাতে কোন গুনাহ করা হয় নাই।

এই হাদীছ শরীফের ব্যাখ্যায় (যাহা দ্বারা আলোচ্য হাদীছ শরীফের ব্যাখ্যাও হইয়া যায়) হযরত বদরে আলম (রহঃ) স্বীয় 'তরজমানুস সুন্নাহ' কিতাবে লিখিয়াছেন, উল্লিখিত হাদীছ শরীফে সর্বাপেক্ষা উত্তম আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসার জবাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈমানকে উত্তম আমল বলিয়াছেন। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ঈমান কেবল ইলম এবং জানার নাম নহে বরং আমলের নাম। উহা মানুষের আন্তরে ইচ্ছাধীন বশ্যতার নাম এবং ইসলামী আহকামসমূহ নিয়মানুবর্তিতার সহিত পালন উক্ত আন্তরিক বশ্যতার দলীল হইয়া থাকে। কাজেই ঈমানে কামিল ইহা যে, বান্দা বাহ্যিক ও আন্তরিক উভয় দিক থেকে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁহার প্রেরিত

রসূলের বাধ্য হইয়া যাইবে। এই ঈমান প্রারম্ভে ইচ্ছাধীন কর্ম হইয়া থাকে। কিন্তু যখন উহা উন্নতি লাভ করিতে থাকে তখন ইচ্ছাধীন হইতে অনিচ্ছাধীন হইয়া যায়। এই সময় উহাকে 'হালাত' নামে বুঝানো হয় এবং উহা দৃঢ়তা লাভের পর 'মাকাম' নামে নামকরণ হইয়া যায়। ইহসানের অবস্থাবলী উহারই ফলাফল ও উপাদান হইয়া থাকে। এই কারণেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উল্লিখিত হাদীছ শরীফের মধ্যে ঈমানকে মোটামুটি অন্যান্য আ'মালের একটি আমলই গণ্য করিয়াছেন। কেবল ইলমের ধাপে কোন কামাল নাই। উহাতে কাফিররাও শরীক হইতে পারে। এই কারণে মুহাদ্দিছগণ বলেন যে, ঈমান কথা ও আমল-এর সমষ্টির নাম। যাহারা ঈমানকে ইলম বুঝিয়াছে তাহাদের মর্মও ঐ ইলমই যাহার সহিত ইচ্ছাধীন বশ্যতা বিদ্যমান রহিয়াছে। (তরজমানুস্ সুন্নাহ)

(বিস্তারিত ব্যাখ্যা ২২৪ নং হাদীছ শরীফের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।)

٢٢٦ حدثنا منجاب بن الحارث التميمي قال انا علي بن مسهر عن الاعمش بهذا الاسناد مثله

হাদীছ-২২৬ঃ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মিনজাব বিন-আল-হারিছ আত-তামীমী (রহঃ)। তিনি...হযরত আ'মাশ (রহঃ)-এর সূত্রে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

باب كون الاسلام يهدم ما قبله وكذا الحج والهجرة

অনুচ্ছেদঃ ইসলাম গ্রহণের দ্বারা পূর্ববর্তী যাবতীয় গুনাহ মাফ হইয়া যায়। অনুরূপ হজ্জ ও হিজরত (দ্বারাও পূর্ববর্তী গুনাহ মাফ হইয়া যায়)

٢٢٧ حدثنا محمد بن المثنى العنزي وابو معن الرقاشي واسحق بن منصور كلهم عن
ابي عاصم واللفظ لابن المثنى قال نا الضحاك يعني ابا عاصم قال انا حيوة بن شريح قال
حدثني يزيد بن ابي حبيب عن ابن شماسة المهري قال حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة
الموت فبكى طويلا وحول وجهه الى الجدار فجعل ابنه يقول يا ابتاه اما بشرك رسول الله
صلى الله عليه وسلم بكذا اما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا قال فاقبل بوجهه
فقال ان افضل ما نعد شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله اني قد كنت على اطباق
ثلاث لقد رايتني وما احد اشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولا احب الي ان
اكون قد استمكنت منه فقتلته فلو مت على تلك الحال لكنت من اهل النار فلما
جعل الله الاسلام في قلبي اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ابسط يمينك فلابايعك
فبسط يمينه قال فقبضت يدي قال ما لك يا عمرو قال قلت اردت ان اشترط قال تشترط بماذا
قلت ان يغفر لي قال اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجرة تهدم ما كان قبلها
وان الحج يهدم ما كان قبله وما كان احد احب الي من رسول الله صلى الله عليه وسلم و

لَا اَجَلَّ فِى عَيْنِى مِنْهُ وَمَا كُنْتُ اُطِيْقُ اَنْ اَمْلَأَ عَيْنَىَّ مِنْهُ اِجْلَالًا لَهُ وَلَوْ سُئِلْتُ اَنْ اَصِفَهُ مَا اَطَقْتُ لِاَنِّى لَمْ اَكُنْ اَمْلَأُ عَيْنَىَّ مِنْهُ وَلَوْ مُتُّ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ لَرَجَوْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ ثُمَّ وَلِيْنَا اَشْيَاءَ مَا اَدْرِى مَا حَالِى فِيْهَا فَاِذَا اَنَا مُتُّ فَلَا تَصْحَبْنِى نَائِحَةٌ وَلَا نَارٌ فَاِذَا دَفَنْتُمُوْنِى فَشُنُّوْا عَلَىَّ التُّرَابَ شَنًّا ثُمَّ اَقِيْمُوْا حَوْلَ قَبْرِى قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَزُوْرٌ وَيُقْسَمُ لَحْمُهَا حَتَّى اَسْتَاْنِسَ بِكُمْ وَاَنْظُرَ مَاذَا اُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّى -

হাদীছ—২২৭ঃ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আল-মুছান্না আল-আনাযী, আবূ মাআন আর-রাকাশী[১] ও ইসহাক বিন মানসূর (রহঃ)। তাহারা সকলই---(আবদুর রহমান) বিন শুমাসা আল-মাহরী (রহঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমরা হযরত আমর ইবনুল আস (রাযিঃ)-এর খিদমতে তাঁহার ইন্তেকালের নিকটবর্তী সময়ে হাযির হইলাম। তখন তিনি দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া দীর্ঘ সময় ধরিয়া কাঁদিতেছিলেন। আর তাঁহার পুত্র তাঁহাকে (তাঁহার সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রদত্ত সুসংবাদসমূহ উল্লেখ করিয়া করিয়া) প্রবোধ দিতেছিলেন যে, হে আব্বাজান! (আপনি কাঁদিতেছেন কেন?) আপনাকে কি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সুসংবাদ দেন নাই? আপনাকে কি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অমুক সুসংবাদ শুনান নাই? রাবী বলেন, অতঃপর হযরত আমর ইবনুল আস (রাযিঃ) স্বীয় মুখমণ্ডল ফিরাইলেন এবং বলিলেনঃ নিশ্চয় আমার যাবতীয় কথার মধ্যে এই কলেমার সাক্ষ্য দেওয়াকেই সর্বোত্তম পাথেয় বলিয়া বিশ্বাস করিতেছি যে, "একক আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন সত্য মা'বুদ নাই এবং মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ তা'আলার (মনোনীত সর্বশেষ) রসূল।"

আর আমি আমার জীবনের তিনটি স্তর অতিক্রম করিয়াছি। (একটি স্তর তো এমন ছিল যে) আমি নিজেকে এইরূপ দেখিয়াছি যে, আমার অপেক্ষা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিরুদ্ধাচরণে অন্য অধিক কঠোরতর কেহই ছিল না। আর আমার অপেক্ষা অধিক অন্য কাহারও অভিপ্রায় ছিল না যে, আমি যদি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাতের কবজায় পাইতাম এবং (নাউযুবিল্লাহ) হত্যা করিতে পারিতাম। যাহা হউক আমি যদি সেই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিতাম তবে নিশ্চিত যে, আমি জাহান্নামী হইতাম। অতঃপর (দ্বিতীয় অবস্থা এই যে) আল্লাহ তা'আলা যখন আমার অন্তরে ইসলামের মুহাব্বত সৃষ্টি করিয়া দিলেন তখন আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে হাযির হইয়া আরয করিলাম যে, আপনার ডান হাতকে প্রসারিত করুন যাহাতে আমি আপনার আনুগত্যের বায়আত করিতে পারি। অতঃপর তিনি (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বীয় হস্ত মুবারক প্রসারিত করিলেন। হযরত আমর ইবনুল আস (রাযিঃ) বলেন, তখন আমি আমার হাত গুটাইয়া লইলাম। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ হে আমর! তোমার কি হইল? হযরত আমর (রাযিঃ) বলেনঃ আমি বলিলাম, আমি কিছু শর্ত আরোপ করিতে চাই। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেনঃ কি শর্ত আরোপ করিতে চাও? আমি (উত্তরে) বলিলামঃ আমাকে যেন মাফ করিয়া দেওয়া হয়। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ হে আমর! তুমি কি জ্ঞাত নও যে, ইসলাম পূর্ববর্তী যাবতীয় অন্যায় অপরাধকে মিটাইয়া দেয়। আর হিজরত[২] উহার পূর্বকৃত গুনাহসমূহ মিটাইয়া

টীকা—১. ابو معن الرقاشى । আবূ মাআন আর-রাকাশী (রহঃ)-এর নাম যায়দ বিন ইয়াযীদ। (ফতহুল মুলহিম)

টীকা—২. ان الهجرة । নিশ্চয় হিজরত অর্থাৎ হিজরত আমার দিকে আমার জীবদ্দশায়, এবং আমার ওফাতের পর দারুল হারব হইতে দারুল ইসলামের দিকে হিজরত। তবে প্রশ্ন হয় যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন - لا هجرة بعد الفتح অর্থাৎ মক্কা বিজয়ের পর হিজরত নাই। উহার জবাব এই যে, এই হাদীছের মর্ম হইতেছে যে, لا هجرة من مكة অর্থাৎ মক্কা হইতে হিজরত নাই। কেননা মক্কা মুআজ্জমার বাসিন্দা সকলেই মুসলমান হইয়া গিয়াছে। (ফতহুল মুলহিম)

দেয় এবং হজ্জও পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ মিটাইয়া দেয়। আর তখন আমার অন্তরে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা অধিক প্রিয় আর কেহই ছিল না, আর না আমার দৃষ্টিতে তাহার চাইতে মহৎ সৃষ্টির কেহ ছিলেন। অপরিসীম শ্রদ্ধার দরুণ আমি তাঁহার দিকে চোখ ভরিয়া দেখিতেও পারিতাম না। আজ যদি আমাকে তাঁহার দৈহিক আকৃতির বর্ণনা করিতে বলা হয় তাহা হইলে আমার পক্ষে তাহা সম্ভব হইবে না। কারণ আমি চোখ ভরিয়া কখনও তাঁহার দিকে দেখিতে পারি নাই। সেই অবস্থায় যদি আমার মৃত্যু হইত তাহা হইলে নিশ্চিত যে, আমি জান্নাতী হইবার আশাবাদী হইতাম। অতঃপর (তৃতীয় অবস্থা এই যে) নানা দায়িত্বপূর্ণ বিষয়ের সহিত আমার জড়িত হইতে হইয়াছিল। তাই এখন আমি জানিনা যে, আমার অবস্থান কোথায়? কাজেই এখন আমি যখন মৃত্যুবরণ করিব তখন যেন আমার (শবদেহের) সহিত কোন বিলাপকারিণী অথবা অগ্নি না থাকে। (কেননা ইহা হইতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করিয়াছেন) আর যখন তোমরা আমাকে দাফন করিবে তখন উত্তমভাবে আমার উপর মাটি ঢালিবে। অতঃপর (দাফন সমাপ্ত করিয়া) আমার কবরের পার্শ্বে এতখানি সময় অবস্থান করিবে যতখানি সময় একটি উট জবাই করিয়া উহার গোশত বন্টন করিতে লাগে যাহাতে তোমাদের উপস্থিতির দরুণ আমি আতঙ্কমুক্ত অবস্থায় চিন্তা করিয়া লইতে পারি যে, আমার প্রতিপালকের (সম্মানিত) দূতগণ (মুনকার-নাকীর)-এর (প্রশ্নের) জবাব কি দিব।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

আমাদের ইমামগণের মধ্যে আল্লামা শায়খ তুরপুশতী (রহঃ) বলেনঃ ইসলাম কবূল করার দ্বারা ইসলাম গ্রহণের দিনের পূর্ববর্তী যাবতীয় গুনাহ মাফ হইয়া যাইবে, চাই যুলুম জাতীয় গুনাহ হউক বা অন্যান্য প্রকারের গুনাহ। চাই সগীরা হউক বা কবীরা। সর্বপ্রকার গুনাহই ব্যাপকভাবে মিটিয়া যাইবে। আর হিজরত এবং হজ্জ দ্বারা পূর্ববর্তী যুলুম জাতীয় গুনাহ (বান্দার হক) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট হইতে ক্ষমা করাইয়া না নিলে ক্ষমা হয় না। আর বান্দা ও আল্লাহ তা'আলার মধ্যকার কবীরা গুনাহ মাফ হইবার বিষয়টিও নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। তবে তাওবা করিলে ভিন্ন কথা। কাজেই আলোচ্য হাদীছ শরীফের মর্ম হইতেছে যে, হিজরত এবং হজ্জ দ্বারা পূর্ববর্তী যাবতীয় সগীরা গুনাহ ক্ষমা হইয়া যাইবে। আর তাওবা দ্বারা বান্দার হক সম্পর্কিত অন্যান্য কবীরা গুনাহ ক্ষমা হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

আমাদের কতক বিশেষজ্ঞ ওলামায়ে কিরাম বলেন যে, ইসলাম গ্রহণের দ্বারা ইসলাম পূর্ব কুফরী ও নাফরমানী গুনাহ মিটাইয়া দেওয়া হয় এবং এতদুভয়ের উপর যেই সকল শরয়ী শাস্তির সম্পর্ক আল্লাহ তা'আলার সহিত রহিয়াছে সেইগুলিও ক্ষমা হইয়া যায়। আর সর্বসম্মত মতে, হজ্জ এবং হিজরত দ্বারা বান্দার হক ক্ষমা হইবে না। আর না ইসলাম গ্রহণের দ্বারা ক্ষমা হইবে সেই ব্যক্তির, যে ইসলাম গ্রহণের পূর্বে যিম্মী ছিল। চাই তাহার উপর মালী হক থাকুক বা মালী নহে এমন হক থাকুক, যেমন কিসাস। আর সেই নব মুসলিম যে ইসলাম গ্রহণের পূর্বে হারবী ছিল এবং তাহার উপর মালী হক রহিয়াছে, যেমন ফরয অথবা ক্রয়-বিক্রয়ে লেন-দেন ইত্যাদি ক্ষমা হইবে না। তবে মাল মদ্য না হইতে হইবে। কেননা মদ্য মাল হিসাবে গণ্য নহে। ফলে উহার লেন-দেনওমিটিয়াযাইবে।

আল্লামা ইবন হাজার (রহঃ) বলেন যে, হজ্জের দ্বারা ইসলাম কবুল করার পূর্বের গুনাহ এবং ইসলাম কবুলের পরের গুনাহ কেবল যুলুম জাতীয় গুনাহ ব্যতীত যাবতীয় গুনাহ মাফ হইয়া যায়। তবে শর্ত হইতেছে যে, হাদীছ শরীফের বর্ণনা মূতাবিক হজ্জ যথাযথ আদায় করা। যেমন হাদীছ শরীফে বর্ণিত হইয়াছেঃ

من حج لله فلم يرفث و لم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه ـ

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে হজ্জ করিতে গিয়া অশ্লীল বাক্য বলে না ও শরীআত বহির্ভূত কাজ করে না সে তাহার জন্ম দিবসে যেইরূপ পাপমুক্ত ছিল সেইরূপ পাপমুক্ত হইয়া ফিরিয়া আসিবে।" ইহাই আহলে সুন্নাতের অভিমত।

আর কতক হাদীছ ব্যাখ্যাকার বলেন যে, হজ্জ এবং হিজরত দ্বারা হকূককে মালিয়া ক্ষমা হয় না বরং উহা আদায় করা ওয়াজিব থাকে। আর হজ্জ এবং হিজরত দ্বারা হকূকুল ইবাদ মাফ হয় না। ইহার উপর ইজমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। হ্যাঁ, আল্লাহ তা'আলা যদি ইচ্ছা করেন তবে ভিন্ন কথা। যেমন কোন কোন হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তা'আলা যখন কোন গুনাহগার বান্দাকে ক্ষমা করিতে ইচ্ছা করেন অথচ তাহার উপর বান্দার হক রহিয়াছে তখন তিনি হক প্রাপ্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে এমন যথেষ্ট পরিমাণ ছাওয়াব দান করিবেন যাহার কারণে সে তাহার প্রাপ্য ক্ষমা করিয়া দিবে এবং তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া যাইবে। (ফতহুল মুলহিম)

ফায়দাঃ

আলোচ্য হাদীছ শরীফ হইতে বিভিন্ন আহকামে শরীআত নির্গত হয়। উক্ত আহকামের মধ্য হইতে (১) সর্বোত্তম সৌভাগ্য ইসলাম গ্রহণ। উহার দ্বারা পূর্ববর্তী যাবতীয় গুনাহ মিটিয়া যায়। অনুরূপ হিজরত এবং হজ্জ। (বিস্তারিত মাসআলা ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। (২) মৃত্যু শয্যায় মুমূর্ষু অবস্থায় পতিত ব্যক্তির সামনে আশা, ক্ষমা, উপহার ও সুসংবাদ সম্পর্কিত আয়াত ও হাদীছ শরীফসমূহ শুনাইয়া তাহাকে সান্ত্বনা ও প্রবোধ দেওয়া বাঞ্ছনীয়। অধিকন্তু তাহার ভাল ভাল আমলসমূহ উল্লেখ করিবে যাহাতে আল্লাহ তা'আলার ক্ষমার আশা ও বিশ্বাসের উপর তাহার মৃত্যু হয়। যেমন হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আল-আস (রাযিঃ) এই তরীকা অবলম্বন করিয়াছেন। এই তরীকা সর্বসম্মত মতে মুস্তাহাব। (৩) অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হযরত সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কি পরিমাণ সম্মান, মর্যাদা ও সমীহ করিতেন। (৪) জানাযাহ-এর সহিত বিলাপকারিণী ও অগ্নি লইয়া যাওয়া শরীআতে নিষিদ্ধ। মৃত ব্যক্তির উপর বিলাপ করা হারাম এবং শবদেহের সহিত অগ্নি নেওয়া অন্য হাদীছ দ্বারা মাকরূহ তাহরিমী প্রমাণিত। কতক বলেনঃ জানাযাহ-এর সহিত অগ্নি লইয়া যাওয়া মাকরূহ তাহরিমা হইবার কারণ হইতেছে যে, ইহা জাহিলিয়্যাত যুগের রীতিনীতি ও প্রথা ছিল। ইবন হাবীব মালিকী (রহঃ) বলেন, মৃতের সহিত অগ্নি রাখা মাকরূহ হইবার কারণ হইতেছে যে, উহা মন্দ পূর্বসূচনা। (৫) কবরের মধ্যে মাটি আস্তে আস্তে ঢালা মুস্তাহাব। (৬) কবরের উপর কোন অবস্থায়ই বসিবে না, যেমন কোন কোন দেশে বসিবার প্রথা রহিয়াছে। (৭) কবরের মধ্যে মৃত ব্যক্তির পরীক্ষা হয় এবং আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক প্রেরিত ফিরিশতাদ্বয় তাহাকে প্রশ্ন করেন, ইহাই আহলে হকদের মাযহাব। (৮) দাফন সমাপ্ত করিবার পর কিছুক্ষণ (অর্থাৎ হাদীছ শরীফে উল্লিখিত সময় পর্যন্ত) দাঁড়াইয়া থাকা মুস্তাহাব যাহাতে মৃত ব্যক্তি আতঙ্কমুক্তভাবে সম্মানিত মুনকার ও নাকীর (আঃ)-এর প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হইতে পারে। (৯) মৃত ব্যক্তি সেই সময় স্বীয় কবরের আশে-পাশে উপস্থিত দণ্ডায়মান লোকদের কণ্ঠস্বর শুনিতে পান। (১০) শরীকানা গোশ্‌ত বন্টন করিয়া লওয়া জায়েয। অনুরূপ ভিজা বস্তুসমূহ যেমন আঙ্গুর প্রভৃতি বন্টন করিয়া নেওয়া জায়েয আছে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। (শরহে নববী)

হযরত আমর ইবনুল আস (রাযিঃ)

হযরত আমর ইবনুল আস আস-সাহমী (রাযিঃ) কুরায়শ বংশীয় প্রসিদ্ধ সাহাবী ছিলেন। তিনি মিষ্টভাষী, সুবক্তা, অভিজ্ঞ শাসক, রাজনীতিবিদ, বিচক্ষণ রণকৌশলী ও সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি দাহিয়্যাতুল আরব অর্থাৎ আরবদের কূটনীতিবিদরূপে খ্যাত ছিলেন। দশ বৎসর তিন মাস মিসরের শাসনকর্তা হিসাবে তিনি দায়িত্ব পালন করেন। হযরত ওমর (রাযিঃ)-এর খিলাফত কালে চার বৎসর, হযরত ওছমান (রাযিঃ)-এর খিলাফত কালে চার বৎসর এবং হযরত মু'আবিয়া (রাযিঃ)-এর খিলাফত কালে দুই বৎসর তিন মাস মিসরের শাসনকর্তা তথা গভর্ণর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মৃত্যুর নিকটবর্তী সময়ে তিনি আফ্‌সুস করিয়া বলিয়াছেন যে, হায়, আমি যদি পরস্পর অনুষ্ঠিত জিহাদের মধ্যে মৃত্যুবরণ করিতাম তাহা হইলে এই সকল ব্যাপারে জড়িত হইতাম না। আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে উহার জবাবদিহী বড়ই মুশকিল। অতঃপর তিনি বলেন, হে করুণাময় আল্লাহ! আপনি হুকুম দিয়াছিলেন, আর আমার পক্ষ হইতে আপনার হুকুমের নাফরমানী হইয়াছে এবং আপনি আমাকে গুনাহ হইতে বিরত করিয়াছিলেন, আর আমি সীমা অতিক্রম করিয়াছি। আমি ক্ষমতাবান নই, কাজেই আমাকে আপনি

সাহায্য করুন এবং অপরাধমুক্তও নই, কাজেই আপনি আমাকে ক্ষমার্হ গণ্য করুন। কিন্তু এই সকল অপরাধ সত্বেও আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নাই এবং মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার প্রিয় বান্দা ও আপনার মনোনীত রসূল। অতঃপর লজ্জিত ও চিন্তান্বিত ব্যক্তির ন্যায় স্বীয় আঙ্গুল মুখে রাখিয়া ইন্তেকাল করেন। (ফতহুল মুলহিম)

'আল ইকমাল ফি আসমাইর রিজাল' কিতাবে লিখিত আছে যে, হযরত আমর ইবনুল আস আস-সাহমী-আল-কুরায়শী (রাযিঃ) হিজরী ৫ম সনে এবং অন্য এক বর্ণনা মতে হিজরী ৮ম সনে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি মদীনায় আগমন করিয়া হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাযিঃ) ও হযরত ওছমান বিন আবী তালহা (রাযিঃ)-এর সহিত একযোগে মক্কা বিজয়ের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে ওমানের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তেকাল অবধি তিনি ওমানের শাসনকর্তা পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন। অতঃপর তিনি হযরত ওমর (রাযিঃ)-এর খিলাফত কালে মিসর বিজয় করেন। মিসর বিজয়ই ছিল হযরত আমর ইবনুল আস (রাযিঃ)-এর সর্বাপেক্ষা বড় কৃতিত্ব। মিসর জয়ের পর হইতে হযরত ওমর (রাযিঃ)-এর খিলাফত কালে চার বৎসর এবং হযরত ওছমান (রাযিঃ)-এর খিলাফত প্রারম্ভ কালে চার বৎসর হযরত আমর ইবনুল আস (রাযিঃ) মিসরের গভর্ণর পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। অতঃপর হযরত ওছমান (রাযিঃ) তাঁহাকে সেই পদ হইতে অপসারিত করেন। জঙ্গে জমলের পর হযরত আলী (রাযিঃ) ও হযরত মু'আবিয়া (রাযিঃ)-এর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি হযরত মু'আবিয়া (রাযিঃ)-এর পক্ষ অবলম্বন করেন। অবশেষে হযরত মু'আবিয়া (রাযিঃ)-এর খিলাফত কালে পুনরায় মিসরের শাসনকর্তা পদে অধিষ্ঠিত হন এবং মৃত্যু পর্যন্ত তিনি সেই পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন। হযরত মু'আবিয়া (রাযিঃ)-এর খিলাফত যুগে হিজরী ৪২ সনে ইন্তেকাল করেন। ইন্তেকালের সময় তাঁহার বয়স নব্বই বৎসর অতিক্রম করিয়াছিল। তাঁহার ইন্তেকালের পর তাঁহার সুযোগ্য পুত্র হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযিঃ)কে হযরত মু'আবিয়া (রাযিঃ) সেই পদে অধিষ্ঠিত করেন। হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ) প্রজ্ঞা, ধর্মীয় জ্ঞান ও ইবাদতের জন্য ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। হযরত আমর ইবনুল আস (রাযিঃ) হইতে তাহার পুত্র হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ), হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাযিঃ) এবং কায়স বিন আবী হাযিম (রাযিঃ) রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

٢٢٨ **حدثني** مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ وَاللَّفْظُ لِإِبْرَاهِيمَ قَالاَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ قَتَلُوا فَأَكْثَرُوا وَزَنَوْا فَأَكْثَرُوا ثُمَّ أَتَوْا مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا إِنَّ الَّذِي تَقُولُ وَتَدْعُو لَحَسَنٌ وَلَوْ تُخْبِرُنَا أَنَّ لِمَا عَمِلْنَا كَفَّارَةً فَنَزَلَ وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا وَنَزَلَ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ الآية ۞

হাদীছ-২২৮ঃ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম বিন মায়মূন (রহঃ) ও ইব্রাহীম বিন দীনার (রহঃ)। তাহারা উভয়ে---(হযরত আবদুল্লাহ) বিন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, মুশরিকদের কতিপয় লোক যাহারা ব্যাপকভাবে হত্যা করিয়াছে ও অধিক হারে ব্যভিচারে লিপ্ত ছিল, অতঃপর তাহারা মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে হাযির হইয়া জিজ্ঞাসা

করিল যে, আপনি যে সকল কথা ইরশাদ করেন এবং যে (দ্বীনে ইসলামের দিকে মানুষদেরকে) আহবান করিতেছেন ইহা তো অবশ্য অনেক উত্তম। তবে যদি আপনি আমাদের পূর্বকৃত গুনাহসমূহের প্রায়শ্চিত্ত সম্পর্কে অবহিত করিতেন[১] (তাহা হইলে আমরা দ্বীনে ইসলাম গ্রহণ করিতাম।) এই পরিপ্রেক্ষিতেই এই আয়াত নাযিল হয়ঃ

وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا ۝

অর্থাৎ "আর যাহারা আল্লাহ তা'আলার সহিত অন্য কোন ইলাহ-এর উপাসনা করে না এবং আল্লাহ তা'আলা যাহাকে হত্যা করা হারাম করিয়া দিয়াছেন, শরীআত সম্মত কারণ (যেমন ইচ্ছাকৃত হত্যাকারীদের হত্যা করা, বিবাহিত ব্যভিচারীর শাস্তিতে সংগেসার করা এবং মুরতাদকে হত্যা করা) ব্যতীত তাহাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। আর যে ব্যক্তি এই সকল কাজ করিবে সেই ব্যক্তিকে শাস্তির সম্মুখীন হইতে হইবে।"

(সূরা ফুরকান-৬৮)

আর এই আয়াত নাযিল হয়ঃ

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ۚ

অর্থাৎ "হে আমার বান্দাগণ! যাহারা নিজেদের প্রতি অত্যাচার করিয়াছ, তোমরা আল্লাহ তা'আলার রহমত হইতে নিরাশ হইও না।" (সূরা যুমার-৫৩)

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) বর্ণিত আলোচ্য হাদীছ শরীফকে ইমাম মুসলিম (রহঃ) কর্তৃক অত্র অনুচ্ছেদে সন্নিবেশিত করিবার উদ্দেশ্য হইতেছে যে, হাদীছ শরীফসমূহে বর্ণিত বিষয়টি অর্থাৎ "ইসলাম উহার পূর্ববর্তী যাবতীয় গুনাহ মিটাইয়া দেয়।" কুরআন মজীদের আয়াত দ্বারাও প্রমাণিত।

হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, মুশরিকদের কতিপয় লোক যাহারা হত্যা ও ব্যভিচারে লিপ্ত ছিল তাহারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি যে দ্বীনে ইসলামের দিকে মানুষদেরকে আহবান করিতেছেন, ইহা অবশ্য খুবই উত্তম। তবে যদি আপনি আমাদের পূর্বকৃত অপরাধের ক্ষতিপূরণের বিষয়ে নিশ্চিত কিছু অবহিত করিতেন তাহা হইলে আমরা ইসলাম গ্রহণ করিতাম। এই পরিপ্রেক্ষিতে আয়াত অবতীর্ণ হয়ঃ

وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا ۝

অর্থাৎ "আর যাহারা আল্লাহ তা'আলার সহিত অন্য কোন ইলাহ-এর উপাসনা করে না এবং আল্লাহ তা'আলা যাহাকে হত্যা করা হারাম করিয়া দিয়াছেন, শরীআত সম্মত কারণ ব্যতীত তাহাকে হত্যা করে না এবং

টীকা-১, ولو تخبرنا ان لما عملنا كفارة (তবে যদি আপনি আমাদের পূর্বকৃত গুনাহসমূহের প্রায়শ্চিত্ত সম্পর্কে অবহিত করিতেন) বাক্যে لو এর জবাব উহ্য রহিয়াছে। উহা হইতেছে "لاسلمنا" (তাহা হইলে আমরা ইসলাম গ্রহণ করিতাম)। আর جواب لو উহ্য রাখিবার নীতি আরবী ভাষায় রহিয়াছে। কুরআন মজীদের বহু স্থানে উহার উদাহরণবিদ্যমানআছে। যেমনঃ وَلَوْ تَرٰٓى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ فِيْ غَمَرٰتِ الْمَوْتِ

অর্থাৎ "আর যদি আপনি সেই সময়ে দেখেন যখন এই যালিমরা মৃত্যু যন্ত্রণায় (অভিভূত) হইবে।"

(সূরা আনাম-৯৩,

ব্যভিচার করে না, আর যে ব্যক্তি এই সকল কাজ করিবে সেই ব্যক্তিকে শাস্তির সম্মুখীন হইতে হইবে।"
(সূরা ফুরকান–৬৮)

আর কতক সহীহ রিওয়ায়তসমূহে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, যখন সূরা ফুরকানের আয়াত নাযিল হইল তখন মক্কার মুশরিকরা বলিল যে, আমরা তো না হক হত্যা করিয়াছি, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্যান্য বাতিল ইলাহকে ডাকিয়াছি এবং অনেক অশ্লীলতায় জড়িত হইয়াছি। (তবে আমাদের গুনাহ কিরূপে ক্ষমা হইবে?) এই পরিপ্রেক্ষিতে কুরআন মজীদের আয়াত অবতীর্ণ হয় যে,

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

অর্থাৎ "কিন্তু যাহারা তাওবা করিয়া লয় এবং ঈমান গ্রহণ করে এবং নেক কর্ম করিতে থাকে, তবে এই লোকদিগকে আল্লাহ তা'আলা তাহাদের গুনাহসমূহের পরিবর্তে পূণ্যসমূহ দান করিবেন। আল্লাহ তা'আলা বড়ই ক্ষমাশীল, করুণাময়।"
(সূরা ফুরকান–৭০)

বলাবাহুল্য উভয় রিওয়ায়তের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। সম্ভবতঃ আয়াতের শানে নযূলের ক্ষেত্রে কোন রাবী প্রথম আয়াত এবং কোন রাবী শেষ আয়াত উল্লেখ করিয়াছেন। আর এই আয়াতসমূহে একটি বিষয়ের বিধানই বর্ণিত হইয়াছে। কেননা উভয় রিওয়ায়তে উল্লিখিত–

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ﴿٦٩﴾ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٧٠﴾

আয়াতসমূহ সূরা ফুরকানের–৬৮–৬৯–৭০ নম্বর আয়াত। এই আয়াত শরীফসমূহে বর্ণিত হইয়াছে যে, যাহারা শিরক ও কুফরের সাথে সাথে হত্যা ও ব্যভিচারে লিপ্ত ছিল, তাহাদের শাস্তি বর্ধিত হইবে অর্থাৎ কঠোরও হইবে এবং চিরকাল স্থায়ীও থাকিবে। তারপর বলা হইয়াছে যাহাদের শাস্তির কথা এই স্থানে বলা হইল, এইরূপ জঘন্য অপরাধীও যদি তাওবা করে, ঈমান গ্রহণ করে এবং আ'মালে সালেহা করিতে থাকে তাহা হইলে আল্লাহ তা'আলা তাহাদের মন্দ কর্মসমূহকে পূণ্য দ্বারা রূপান্তরিত করিয়া দিবেন। কেননা আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা এই যে, শিরক ও কুফর অবস্থায় যত পাপই করিয়া থাকুক না কেন, তাওবা করতঃ ইসলাম গ্রহণ করিবার দরুণ পূর্বেকৃত যাবতীয় গুনাহ ক্ষমা হইয়া যাইবে। কাজেই অতীতে তাহাদের আমলনামায় যদিও গুনাহ ও মন্দ কর্ম পরিপূর্ণ ছিল, কিন্তু বর্তমানে ঈমান গ্রহণের কারণে সেই সকল গুনাহ ক্ষমা হইয়া গিয়াছে এবং কুফর ও মন্দ কর্মের স্থান ঈমান ও সৎ কর্ম দখল করিয়া লইয়াছে। (মাযহারী)

ইবন কাসীর (রহঃ) এই আয়াতের তাফসীরে ইহাও লিখিয়াছেন যে, কাফিররা কুফর অবস্থায় যে সকল পাপ করিয়াছিল, বিশ্বাস স্থাপনের পর সেই পাপগুলি পূণ্যে রূপান্তর করিয়া দেওয়া হইবে। ইহার কারণ হইতেছে যে, ঈমান গ্রহণের পর তাহারা যখন কোন সময় অতীত পাপের কথা স্মরণ করিবে তখনই অনুতপ্ত হইবে এবং নতুন করিয়া তাওবা করিবে। তাহাদের এই কর্মের ফলে পাপসমূহ পূণ্যে রূপান্তরিত হইয়া যাইবে।

এইখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, রইসুল মুফাসসিরীন হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিঃ) কুরআন মজীদের এই আয়াত এবং হাদীছ শরীফসমূহের ভিত্তিতে বলেন যে, মুশরিকদের ইসলাম গ্রহণের দ্বারা তাহাদের ইসলাম গ্রহণের পূর্বেকার শিরক, হত্যা ও ব্যভিচার ইত্যাদির ন্যায় যাবতীয় অপরাধ ক্ষমা হইয়া যাইবে। অথচ সূরা নিসার নিম্নোক্ত আয়াতঃ

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

(অর্থাৎ "আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে স্বেচ্ছায় হত্যা করিবে, তবে তাহার শাস্তি জাহান্নাম, যাহাতে সে চিরকাল (দীর্ঘকাল) থাকিবে এবং আল্লাহ তা'আলা তাহার প্রতি (নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত) ক্রুদ্ধ হইবেন এবং তাহাকে স্বীয় (বিশেষ) রহমত হইতে দূরে রাখিবেন এবং তাহার জন্য (জাহান্নামের) বিরাট শাস্তির ব্যবস্থা করিবেন। (অবশ্য ঈমানের বদৌলতে অবশেষে মুক্তি পাইবে)। (সূরা নিসা-৯৩)-এর হুকুমের ভিত্তিতে তিনি বলেনঃ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুসলমানকে হত্যা করিলে হত্যাকারী জাহান্নামী হইবে এবং তাহার জন্য কোন তাওবা নাই। হযরত সাঈদ বিন যুবায়র (রহঃ) বলেনঃ আমি এই কথাটি হযরত মুজাহিদ (রহঃ)-এর নিকট উল্লেখ করিলাম। তিনি বলিলেন যে, তবে যে ব্যক্তি লজ্জিত হইবে সে ব্যতিক্রম।

এই বিষয়টি হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে আরও স্পষ্টভাবে আহমদ এবং তাবারী হযরত ইয়াহইয়া আল জাবির (রহঃ)-এর সূত্রে এবং নাসায়ী ও ইবন মাজাহ হযরত আম্মার আদ-দহনী (রহঃ) উভয়ই হযরত সালিম বিন আবিল জাআদ (রহঃ) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ)-এর খিদমতে হাযির ছিলাম এবং সেই সময় হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ)-এর দৃষ্টি শক্তি নিঃশেষ হইয়া যাওয়ার পথে ছিল। তখন এক ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এমন ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার কি অভিমত, যে কোন মুমিন ব্যক্তিকে স্বেচ্ছায় হত্যা করিয়া ফেলে? হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিঃ) জবাবে বলিলেন যে, উহার পরিণাম জাহান্নাম, তথায় সে সর্বদা থাকিবে। অতঃপর তিনি সূরা নিসার পবিত্র আয়াত ومن يقتل .. .. عظيما তিলাওয়াত করিলেন। বলিলেন, এই বিষয়ে অবতীর্ণ আয়াতের সর্বশেষ আয়াত এবং ইহা অন্য কোন বস্তু দ্বারা মানসূখ করা হয় নাই। এমনকি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওফাত হইয়া গিয়াছেন। আর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের পর ওহী অবতরণের কোন প্রশ্নই আসে না। উক্ত ব্যক্তি বলিলেন, আচ্ছা, আপনি কি এই আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করেন নাই যে,

وَاِنِّىْ لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدٰى ۝

অর্থাৎ "আর আমি তাহাদের জন্য পরম ক্ষমাশীল, যাহারা তাওবা করে, বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎ কর্ম সম্পাদন করে। অতঃপর সৎ পথে সুদৃঢ় থাকে।" হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিঃ) জবাবে বলিলেন, তাহার জন্য কি তাওবা ও হিদায়াত নসীব হইবে?

আর হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিঃ)-এর অভিমতের স্বপক্ষে অনেক হাদীছ শরীফ রহিয়াছে। উহার মধ্য হইতে একটি যাহা ইমাম আহমদ (রহঃ) এবং ইমাম নাসায়ী (রহঃ) হযরত আবূ ইদ্রীস আল হালওয়ানী (রহঃ)-এর সূত্রে হযরত মু'আবিয়া (রাযিঃ) হইতে বর্ণিতঃ

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله ان يغفرله الا الرجل يموت كافرا والرجل يقتل مؤمنا متعمدا ـ

অর্থাৎ "হযরত মু'আবিয়া (রাযিঃ) বলেনঃ আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, প্রত্যেক গুনাহকারীকে আল্লাহ তা'আলা সাধারণতঃ মাফ করিয়া দেওয়ার আশা আছে, তবে ঐ ব্যক্তি যে কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে এবং যে ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুসলমানকে হত্যা করে।"

জমহূরে সালাফ ও সকল আহলে সুন্নাহ এই হুকুমকে কঠোরতার উপর প্রয়োগ করিয়াছেন এবং তাঁহারা অন্যান্য কবীরা গুনাহের ন্যায় হত্যাকারীর তাওবা সহীহ বলিয়া অভিমত পোষণ করেন। আর তাঁহারা বলেন যে, আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ فجزاءه جهنم -এর অর্থ হইতেছে যে, আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করিলে উহার প্রতিশোধে তাহাকে জাহান্নামের শাস্তি প্রদান করিবেন। তাহাদের দলীল হইতেছে, সূরা নিসার ৪৮ নং আয়াত শরীফে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ،

অর্থাৎ "নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাঁহার সহিত অংশীদার সাব্যস্ত করিবার গুনাহ মাফ করিবেন না, এবং ইহা ব্যতীত অন্যান্য যাবতীয় গুনাহ তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন মাফ করিয়া দিবেন।" (সূরা নিসা-৪৯)

অধিকন্তু বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছ দলীল হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। বর্ণিত আছে যে, বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি নিরানব্বই জন মানুষ হত্যা করিবার পর তাহার মনে ভয়ের উদয় হইলে একজন দরবেশ ব্যক্তির নিকট যাইয়া ঘটনার বিবরণ দিলেন এবং তাওবার কি রাস্তা এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। জবাবে দরবেশ ব্যক্তি বলিলেন, তোমার জন্য তাওবার কোন রাস্তা নাই। ইহা শ্রবণ করিয়া সে উক্ত দরবেশকেও হত্যা করিয়া দিল এবং হত্যার সংখ্যা একশত পূর্ণ করিয়া লইল। অতঃপর অন্য একজন দরবেশের নিকট হাযির হইয়া সে উক্ত বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিল। দরবেশ জবাবে বলিলেন, তুমি এবং তোমার তাওবার মধ্যে বাধা কিসের? (অর্থাৎ তোমার তাওবার রাস্তা খোলা রহিয়াছে)। এই হাদীছখানা সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত হইয়াছে-

عن ابى سعيد الخدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - كان فى بنى اسرائيل رجل قتل تسعة و تسعين انسانا ثم خرج يسال فاتى راهبا فساله فقال اله توبة قال لا فقتله وجعل يسئل فقال له رجل ائت قرية كذا وكذا فادركه الموت فناء بصدره نحوها فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فاوحى الله الى هذه ان يقربى والى هذه ان تباعدى فقال قيسوا ما بينهما فوجد الى هذه اقرب بشبر فغفر له

অর্থাৎ "হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ বনী ইসরাঈলের মধ্যে এক ব্যক্তি ছিল, যে নিরানব্বই জন মানুষকে হত্যা করিয়াছিল। তারপর সে এই বিষয়ে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করিবার জন্য বাহির হইল এবং একজন দরবেশের নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তাহার জন্য কি তাওবার রাস্তা আছে? দরবেশ উত্তরে বলিলেনঃ না। সে তাঁহাকেও হত্যা করিয়া দিল এবং এই সম্পর্কে লোকদেরকে বার বার জিজ্ঞাসা করিতে রহিল। অতঃপর এক ব্যক্তি বলিল, অমুক গ্রামে যাইয়া অমুক ব্যক্তিকে এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর। পথেই তাহার মৃত্যু আসিয়া গেল এবং মৃত্যুকালে সে স্বীয় সীনাকে ঐ গ্রামের দিকে ধাক্কাইয়া খানিকটা বাড়াইয়া দিয়াছিল। অতঃপর রহমতের ফিরিশতা এবং আযাবের ফিরিশতার মধ্যে মতানৈক্য হইল যে, কাহারা তাহার রূহ লইয়া যাইবে। এমন সময় করুণাময় আল্লাহ তা'আলা ঐ গ্রামকে নির্দেশ দিলেন, তুমি মৃত ব্যক্তির নিকটে আস, আর তাহার নিজ গ্রামকে নির্দেশ দিলেন, তুমি দূরে সরিয়া যাও। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ফিরিশতাদেরকে বলিলেনঃ তোমরা উভয় দিকের দূরত্ব মাপিয়া দেখ। মাপে তাহাকে (দরবেশের) গ্রামের দিকে অর্ধহাত নিকটে পাওয়া গেল। কাজেই তাহাকে মাফ করিয়া দেওয়া হইল।"

এই রিওয়ায়ত দ্বারা যখন পূর্ববর্তী উম্মতের হত্যাকারী ব্যক্তির তাওবা গৃহীত বলিয়া প্রমাণিত হইল তখন উম্মতে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য উত্তমভাবেই হত্যাকারীর তাওবা গৃহীত হইবে। কেননা পূর্ববর্তী উম্মতের জন্য যেই সকল কঠোর নির্দেশ ছিল আল্লাহ তা'আলা আখিরী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মতের জন্য উহা আরও সহজ করিয়া দিয়াছেন। (ফতহুল বারী হইতে ফতহুল মুলহিম)

আল্লামা শাব্বীর আহমদ ওছমানী (রহঃ) বলেন, "হত্যাকারীর জন্য তাওবা নাই" এই কথার দ্বারা সম্ভবতঃ হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিঃ)-এর মর্ম ইহা যে, তিনি আশা করেন না যে, হত্যাকারী হত্যার ন্যায় জঘন্যতম কবীরা গুনাহে লিপ্ত হইবার পর তাহার তাওবার তাওফীক হইবে। যেমন তাহার কথা وانى له التوبة والهدى (আর তাহার জন্য কি তাওবা ও হিদায়াত নসীব হইবে?) বাক্যটি ইঙ্গিত বহন করে। কাজেই এই স্থানে হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিঃ) তাওবা গৃহীত হইবার বিষয়টি অস্বীকার করে নাই বরং তাহার এই প্রকার কথার মাধ্যমে হত্যা কর্মের জঘন্যতা বর্ণনা এবং উহা হইতে কঠোরভাবে ভয় প্রদর্শনের রীতিই অনুসৃত হয়।

গুনাহের প্রতি ঘৃণা ও ভয় প্রদর্শনের ক্ষেত্রে তিনি কেন, প্রায় সকল দ্বীনে শরীআতের বিশেষজ্ঞ সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের এইরূপ রীতিনীতি ছিল। হযরত সুফিয়ান (রহঃ) বলেন যে, আহলে ইলমগণের নিকট যখনই এইরূপ কবীরা গুনাহের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হইত তখনই তাঁহারা জবাবে বলিতেন لا توبة له (তাহার জন্য তাওবা নাই)। আর যদি কোন ব্যক্তি শয়তানের প্রতারণায় এইরূপ কাজ সম্পাদন করিয়া বসিত তবে তাঁহারা তাহাকে নির্দেশ দিতেন যে, তাওবা কর। (রুহুল মাআনী)

হযরাতে ওলামায়ে কিরাম (রহঃ) এই আয়াত যাহাতে (কবীরা গুনাহকারীর) চিরকাল জাহান্নামী বলিয়া প্রতীয়মান হয়, উহার উত্তম তাবীল (ব্যাখ্যা) সমূহ করিয়াছেন। উক্ত তাবীলসমূহের মধ্যে একটি হইতেছে যে, চিরকাল (الخلود) দ্বারা মর্ম হইতেছে দীর্ঘকাল অবস্থান (المكث الطويل) করা। আর অন্যান্য তাবীলসমূহের বিস্তারিত বিবরণ 'রুহুল মাআনী' ও 'মাফাতিহুল গায়েব' কিতাবদ্বয়ে রহিয়াছে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। (ফতহুল মুলহিম)

باب بيان حكم عمل الكافر اذا اسلم بعده

অনুচ্ছেদঃ ইসলাম গ্রহণের পর কুফরী অবস্থায় কৃত নেক আমলের (প্রতিদান সম্পর্কিত) হুকুম—এর বর্ণনা

٢٢٩ حدثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمُورًا كُنْتُ أَتَحَنَّثُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ هَلْ لِي فِيهَا مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ مِنْ خَيْرٍ وَالتَّحَنُّثُ التَّعَبُّدُ ●

হাদীছ—২২৯ঃ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন ইয়াহ্ইয়া (রহঃ)। তিনি—হযরত হাকীম বিন হিযাম (রাযিঃ)[১] হইতে বর্ণিত যে, তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেনঃ (ইসলাম গ্রহণের পূর্বে) জাহিলী যুগে (কুফরী অবস্থায়) আমি যে সকল নেক কাজ ইবাদত হিসাবে সম্পাদন করিতাম, উহার কি আমি কোন ছাওয়াব পাইব? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে বলিলেন; পূর্বেকৃত নেক কাজসমূহের উপরই তুমি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছ (অর্থাৎ ছাওয়াব পাইবে। অথবা পূর্বেকৃত নেক কাজসমূহের ফলেই তোমার ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য হইয়াছে।) রাবী বলেন, হাদীছ শরীফে উল্লিখিত التحنث। শব্দের অর্থ ইবাদত করা।[২]

টীকা—১. حكيم بن حزام হযরত হাকীম বিন হিযাম (রাযিঃ) উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রাযিঃ)—এর ভ্রাতুষ্পুত্র এবং জলীলুল কদর সাহাবী ছিলেন। তিনি কা'বা ঘরের অভ্যন্তরে জন্মগ্রহণ করেন। কতক ওলামাগণ বলেন, ইহা তাহার একক বৈশিষ্ট্য, অন্য কেহ কা'বা ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া জানা নাই। তিনি সর্বমোট ১২০ বৎসর জীবন পাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে ৬০ বৎসর জাহিলী যুগে এবং ৬০ বৎসর ইসলাম প্রসারের যুগে কাটাইয়াছেন। ইসলাম গ্রহণের পূর্বাপর তিনি দান—খয়রাত ও নেক কাজের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি হিজরী ৮ম সনে মক্কা বিজয়ের বৎসর ইসলাম গ্রহণ করেন এবং হিজরী ৫৪ সনে মদীনায় ইন্তেকাল করেন। (শরহে নববী)

টীকা—২. التحنث। আলোচ্য হাদীছ শরীফে التحنث। শব্দের তাফসীর التعبد। (ইবাদত করা) দ্বারা করা হইয়াছে। অন্য রিওয়ায়তে التبرر। (নেক কাজ) দ্বারা করা হইয়াছে। উভয় একই মর্ম। ভাষাবিদগণ বলেনঃ التحنث। শব্দের আসল হইতেছে ان يفعل فعلا يخرج به عن الحنث। অর্থাৎ এমন কর্ম করা যেই কর্ম গুনাহ হইতে দূরে সরাইয়া দেয়। (শরহে নববী)

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

আলোচ্য হাদীছ শরীফে বর্ণিত হইয়াছে যে, যখন তুমি মুসলমান হইয়া গিয়াছ তখন তোমার কুফরী অবস্থায় কৃত নেক কর্মগুলিও বৃথা যাইবে না বরং উহার ছাওয়াব মিলিবে। তবে তুমি যদি মুসলমান না হইতে এবং কুফর অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিতে তাহা হইলে তোমার যাবতীয় নেক আমলগুলি মিটিয়া যাইত। এই মর্মার্থই হাদীছ শরীফের বাহ্যিক মর্মার্থ দ্বারা প্রতীয়মান হয়। আর ইহাই ইবন বাত্তাল (রহঃ) ও মুহাক্কিকীনেব অভিমত যে, কাফির যদি মুসলমান হইয়া যায় তবে তাহার কুফরী অবস্থায় কৃত নেক আ'মালগুলি বেকার যাইবে না বরং আল্লাহ তা'আলা উহার ছাওয়াব দিবেন। তাহাদের অভিমতের স্বপক্ষে দলীল হইতেছে যে, দারে কুতনী হযরত আবূ সাঈদ খূদরী (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেনঃ

عن ابى سعيد الخدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اسلم الكافر فحسن اسلامه كتب الله تعالى له كل حسنة كان زلفها ومحى عنه كل سيئة كان زلفها وكان عمله بعد الحسنة بعشر امثالها الى سبع مائة ضعف والسيئة بمثلها الا ان يتجاوز الله تعالى

অর্থাৎ "হযরত আবূ সাঈদ খূদরী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেনঃ যখন কাফির মুসলমান হইয়া যাইবে, আর তাহার ইসলাম গ্রহণ (ইখলাসের ভিত্তিতে) উত্তম হয় তবে আল্লাহ তা'আলা তাহার পূর্বেকৃত প্রত্যেক নেক কর্ম (যাহা ইসলামী শরীআতে আ'মালে সালিহার অন্তর্ভূক্ত তাহা) লিখিয়া দিবেন এবং পূর্বেকৃত প্রত্যেক মন্দ কর্ম মিটাইয়া দিবেন। আর ইসলাম গ্রহণের পর সে যেকোন নেক কর্ম করিবে উহার একটির বিনিময়ে দশ হইতে সাতশত পর্যন্ত (আন্তরিকতার স্তর হিসাবে) ছাওয়াব মিলিবে এবং একটি মন্দ কর্মের বিনিময়ে একটিই মন্দ লিখা হইবে। তারপরও যদি আল্লাহ তা'আলা উহাকেও মাফ করিয়া দেন তবে এই একটিও লিখিবেন না।"

ইমাম আবূ আবদিল্লাহ আল–মাযরী (রহঃ) বলেনঃ অত্র হাদীছ শরীফের বাহ্যিক অর্থ উক্ত নির্ধারিত কানূনের বিপরীত যে, কাফিরদের সান্নিধ্য সহীহ তথা শুদ্ধ নহে। কাজেই তাহার কৃত নেক কর্মসমূহের ছাওয়াব পাইবে না। আর ঈমানের সম্পর্ক যতখানি উহা দ্বারা আনুগত্য বলা যায় কিন্তু সান্নিধ্য (تقرب) বলা যায় না। আর উহাকে সান্নিধ্য না বলার কারণ ইহা যে, সান্নিধ্যের জন্য শর্ত হইতেছে যে, যাহার সান্নিধ্য লাভ উদ্দেশ্য হয় তাহাকে চিনিবে। অথচ কুফরী অবস্থায় বস্তুতঃ সে আল্লাহ তা'আলাকে নিয়মিত চিনিতই না। সুতরাং হাদীছ শরীফের বাক্য اسلمت على ما اسلفت من خير (পূর্বকৃত নেক কাজসমূহের উপরই তুমি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছ)–এর তাবীল করা জরুরী হইয়াছে। আর ইহার মর্মার্থ নির্ণয়ে বিভিন্নভাবে তাবীল করা যায়।

১· হাদীছ শরীফের মর্মার্থ এই হইতে পারে যে, কুফরী অবস্থায় কৃত নেক কাজসমূহের কারণে তোমার স্বভাব নেক কাজে অভ্যস্ত হইবে এবং তোমার স্বভাবের এই নেক অভ্যস্ততা ইসলামী জীবনেও তোমাকে ফায়দা পৌঁছাইবে। কেননা উক্ত স্বভাব তোমাকে নেক আ'মাল করিবার প্রতি উদ্বুদ্ধ করিবে।

২· অথবা মর্ম হইবে যে, তুমি উক্ত নেক কাজসমূহ করিবার কারণে প্রসংশার উপযুক্ত হইয়াছ এবং ইসলামী জীবনেও তোমার সেই নেক স্বভাব বাকী রহিয়াছে।

৩· অথবা মর্ম হইবে যে, মুসলমান অবস্থায় তোমার নেক আ'মালের ছাওয়াব অন্যান্য যাহারা কুফরী অবস্থায় নেক আ'মাল করে নাই তাহাদের তুলনায় অধিক পাইবে। কেননা তুমি পূর্ব হইতেই নেক কাজ করিতেছিলে।

উল্লেখ্য যে, কাফির ব্যক্তির যখন (ইসলামী শরীআতে আ'মালে সালিহা বলিয়া স্বীকৃত) নেক কাজের দরুণ আযাব হালকা হইবে তখন তাহার ছাওয়াব অধিক লাভ করাতে বাধা কোথায়? ইমাম মাযরী (রহঃ)–এর কথা সমাপ্ত।

কাযী আয়্যায (রহঃ) বলেন, কতক বিশেষজ্ঞ বলেনঃ হাদীছ শরীফের মর্মার্থ ইহা যে, পূর্ববর্তী নেক কাজের

বদৌলতেই আল্লাহ তা'আলা তোমাকে ইসলামের দিকে হিদায়াত করিয়াছেন। আর সূচনায় নেক কর্মসমূহই তোমার আখিরাতে সৌভাগ্যবান হইবার এবং ঈমানের সহিত মৃত্যু বরণ করিবার প্রমাণ বহন করে।

কিন্তু ইবন বাত্তাল ও মুহাক্কিকীন (রহঃ) আলোচ্য হাদীছ শরীফকে বাহ্যিক অর্থের উপর প্রয়োগ করিয়া যাহা বলিয়াছেন উহাই সর্বোত্তম। কারণ হাদীছ শরীফকে বাহ্যিক অর্থে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া সহীহ মর্মার্থ নির্ণয়ে সক্ষম হইলে তাবীল করার প্রয়োজন নাই। ইবন বাত্তাল (রহঃ) আরও বলেন যে, আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাধীন রহিয়াছে যে, তিনি স্বীয় বান্দাদের উপর যেই পরিমাণ ইচ্ছা করেন এবং যেইভাবে চাহেন অনুগ্রহ করিবেন। ইহাতে কাহারও আপত্তি করার অবকাশ নাই। আর দ্বীনে শরীআতের ফকীহগণ বলেন যে, কাফিরদের ইবাদত সহীহ নহে, আর যদি তাহারা ঈমান গ্রহণ করে তবে তাহাদের কুফরী অবস্থায় কৃত ইবাদত সমাদরযোগ্য হইবে না, উহার মর্মার্থ হইতেছে যে, পার্থিব আহকামের দৃষ্টিতে কাফিরদের ইবাদত সহীহ নহে। তবে আখিরাতের ছাওয়াব আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাধীন বস্তু। আল্লাহ তা'আলা যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই করিবেন। কাজেই যদি কোন ব্যক্তি ইহা বলে যে, আখিরাতে সে ছাওয়াব পাইবে না, তবে তাহার কথা আলোচ্য হাদীছ দ্বারা খণ্ডন করা হইবে। অধিকন্তু কাফিরদের কতক কাজ তো দুন্ইয়াবী লক্ষ্যেও বিশুদ্ধ হয়। স্বয়ং ফকীহগণ (রহঃ) বলেন যে, যদি কোন কাফির ব্যক্তির উপর কাফ্ফারায়ে যিহার ইত্যাদি ওয়াজিব হয়, আর সে যদি কুফরী অবস্থায় স্বীয় কাফ্ফারা আদায় করিয়া দেয় তবে উহাকে যথেষ্ট গণ্য করা হইবে এবং ইসলাম গ্রহণের পর পুনরায় উক্ত কাফ্ফারা আদায় করা ওয়াজিব হইবে না।

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)–এর মতালম্বীগণ এই বিষয়ে মতানৈক্য করিয়াছেন যে, যদি কেহ কুফরী অবস্থায় 'জানাবত' (শুক্রক্ষরণে অপবিত্র) হয়, অতঃপর সে কুফরী অবস্থায়ই গোসল করিয়া লয় এবং উহার পর ইসলাম গ্রহণ করে তবে পুনরায় গোসল করা জরুরী কিনা? এই বিষয়ে আমাদের কতক আসহাব অতিশয়োক্তি অবলম্বন করিয়া বলেন যে, কাফিরদের প্রত্যেক পবিত্রতা স্বীয় স্থানে সহীহ। চাই উহা গোসল হউক, উযু হউক বা তায়াম্মুম। আর উক্ত পবিত্রতা দ্বারাই নামায আদায় সহীহ হইবে। (শরহে নববী)

٢٣٠ حَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا وَقَالَ عَبْدٌ حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ نَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَىْ رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنْتُ أَتَحَنَّثُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ عَتَاقَةٍ أَوْ صِلَةِ رَحِمٍ أَفِيهَا أَجْرٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ مِنْ خَيْرٍ -

হাদীছ–২৩০ঃ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাসান আল–হুলওয়ানী ও আব্দ বিন হুমায়দ (রহঃ)। তিনি···হাকীম বিন হিযাম (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেনঃ আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর নিকট আরয করিলাম, হে আল্লাহ তা'আলার রসূল। (ইসলাম গ্রহণের পূর্বে) জাহিলী যুগে (কুফরী অবস্থায়) আমি যে সকল নেক কাজ যেমন, দান–সদকা, দাস–মুক্তি ও আত্মীয়–স্বজনের সহিত সদ্ব্যবহার করা ইত্যাদি ইবাদত হিসাবে সম্পাদন করিতাম, উহাতে কি ছাওয়াব পাইব? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে বলিলেনঃ পূর্বেকৃত নেক কাজসমূহের উপরই তুমি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছ (অর্থাৎ উক্ত কর্মগুলি বেকার যাইবে না বরং ছাওয়াব পাইবে।)

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

(ব্যাখ্যা ২২৯ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

২৩১ وَحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ قَالَ نَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَشْيَاءَ كُنْتُ أَفْعَلُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ هِشَامٌ يَعْنِيْ أَتَبَرَّرُ بِهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْلَمْتَ عَلٰى مَا أَسْلَفْتَ لَكَ مِنَ الْخَيْرِ قُلْتُ فَوَاللّٰهِ لَا أَدَعُ شَيْئًا صَنَعْتُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِلَّا فَعَلْتُ فِي الْإِسْلَامِ مِثْلَهُ

হাদীছ—২৩১ঃ(ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইব্রাহীম ও আব্দ বিন হুমায়দ (রহঃ)—(সূত্র পরিবর্তন) এবং আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইব্রাহীম (রহঃ)। তিনি—হাকীম বিন হিযাম (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আরয করিলামঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! কতক বস্তু এমন আছে যাহা আমি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে (কুফরী অবস্থায় নেক কাজ হিসাবে) করিতাম। বর্ণনাকারী হিশাম বলেনঃ (হাকীম বিন হিযাম (রাযিঃ)–এর স্বীয় কথা "আমি কতক বস্তু করিতাম" দ্বারা মর্ম) অর্থাৎ নেক কাজ করিতাম। (উহার কি আমি ছাওয়াব পাইব)। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (জবাবে) বলিলেনঃ পূর্বেকৃত নেক কাজসমূহের সহিত তুমি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছ। (কাজেই তুমি ছাওয়াব পাইবে)। আমি (হাকীম বিন হিযাম (রাযিঃ)) বলিলাম, আল্লাহ তা'আলার শপথ! ইসলাম গ্রহণের পূর্বে (কুফরী অবস্থায়) আমি যেই সকল নেক কাজ করিয়াছি, উহার একটি কর্মও পরিত্যাগ করিব না বরং মুসলমান অবস্থায়ও আমি উহার অনুরূপ আমল করিতে থাকিব।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

(ব্যাখ্যা ২২৯ নং হাদীছ শরীফের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

২৩২ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ حَكِيْمَ بْنَ حِزَامٍ أَعْتَقَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِائَةَ رَقَبَةٍ وَحَمَلَ عَلٰى مِائَةِ بَعِيْرٍ ثُمَّ أَعْتَقَ فِي الْإِسْلَامِ مِائَةَ رَقَبَةٍ وَحَمَلَ عَلٰى مِائَةِ بَعِيْرٍ ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِهِمْ۔

হাদীছ—২৩২ঃ(ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বাকর বিন আবী শায়বা (রহঃ)। তিনি—হযরত উরওয়া বিন যুবায়র (রহঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত হাকীম বিন হিযাম (রাযিঃ) জাহিলী যুগে একশত ক্রীতদাস আযাদ করিয়াছিলেন এবং একশত উট সওয়ারীর জন্য আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় সদকা করিয়াছিলেন। অতঃপর ইসলাম গ্রহণের পরও তিনি একশত ক্রীতদাস আযাদ করেন এবং একশত উট সওয়ারীর জন্য আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় সদকা করেন। তারপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর খিদমতে উপস্থিত হইলেন। অতঃপর রাবী হযরত উরওয়া বিন যুবায়র (রহঃ) তাহাদের (উপরোল্লেখিত রাবীগণের) হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

باب صدق الايمان واخلاصه

অনুচ্ছেদঃ সত্য অন্তরে ঈমান লওয়া ও আন্তরিকতার সহিত ঈমান গ্রহণের বিবরণ

۲۳۳ **حدثنا** ابو بكر بن ابى شيبة قال نا عبد الله بن ادريس وابو معاوية ووكيع عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لما نزلت الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم شق ذلك على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا اينا لا يظلم نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو كما تظنون انما هو كما قال لقمان لابنه يا بنى لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم -

হাদীছ—২৩৩ঃ(ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বাকর বিন আবী শায়বা (রহঃ)। তিনি—হযরত আবদুল্লাহ (বিন মাসউদ (রাযিঃ)) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেনঃ যখন এই আয়াত নাযিল হইল যে, "যাহারা ঈমান গ্রহণ করিয়াছে এবং তাহাদের ঈমানকে যুলুম দ্বারা কলুষিত করে নাই (তাহাদের জন্য নিরাপত্তা, তাহারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত।" (সূরা আনআম—৮২) তখন এই বিষয়টি সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ)—এর কাছে খুবই ভারী মনে হইল এবং তাঁহারা (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম—এর কাছে) আরয করিলেন, আমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে স্বীয় নফসের উপর যুলুম করে নাই (অর্থাৎ গুনাহ করে নাই)? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে ইরশাদ করিলেনঃ তোমরা যুলুমের অর্থ যেইরূপ ধারণা করিয়াছ বস্তুতঃ সেইরূপ নহে।[১] বস্তুতঃ এই স্থানে যুলুমের অর্থ উহা যাহা লুকমান স্বীয় পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন। (তাহা হইল) "হে বৎস! আল্লাহ তা'আলার সহিত অন্য কাহাকেও শরীক করিও না। নিশ্চয় শিরক বিরাটযুলুম।" (সূরা লুকমান—১৩)

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

অত্র হাদীছ শরীফের প্রথমে উল্লিখিত আয়াতে ইরশাদ হইয়াছে যে, শাস্তির কবল হইতে নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত তাহারাই হইতে পারে যাহারা আল্লাহ তা'আলার প্রতি (ইখলাসের সহিত সত্য অন্তরে) ঈমান গ্রহণ করে, অতঃপর ঈমানের সহিত কোনরূপ যুলুমকে মিশ্রিত না করে। এই আয়াতে যুলুম (ظلم) শব্দটি অনিৰ্দিষ্ট (نكره) ব্যবহৃত হইয়াছে। আর আরবী ব্যাকরণ মতে نكره যদি نفى এর অধীনে স্থাপিত হয় তবে ব্যাপক অর্থ মর্ম

টীকা—১. ليس هو كما تظنون (তোমরা যুলুমের অর্থে যেইরূপ ধারণা করিয়াছ বস্তুতঃ সেইরূপ নহে) তাহাদের ধারণা সঠিক না হইবার ধরণ (قرينه) ইহা যে, আয়াতে উল্লেখিত يلبسوا শব্দটি لبس হইতে উদ্ভূত। لبس শব্দের প্রকৃত অর্থ হইতেছে যে, দুইটি বস্তু এমনভাবে মিশ্রিত করা যাহাতে একটি হইতে অপরটি প্রভেদ করা অসম্ভব হয় এবং প্রত্যক্ষকারী উভয়কে পার্থক্য করিতে পারে না। কাজেই একই স্থান (محل) —এ দুইটি বস্তু মিশ্রিত হওয়া ব্যতীত ' لبس ' (মিশ্রিত বা পরিধান করা) হইতে পারে না। আর সর্বসম্মত মতে এই আয়াতে ايمانهم শব্দের ايمان (ঈমান অর্থাৎ বিশ্বাস) দ্বারা আন্তরিক বিশ্বাস (تصديق قلبى) মর্ম। সুতরাং ظلم দ্বারাও মর্ম অন্তরের কর্ম জাতীয় বস্তু হইবে। আর যুলুম—এর অন্তরের কর্ম জাতীয় বস্তু তথা বিশ্বাস কেবল শিরক ও কুফরই হয়, অঙ্গ—প্রত্যঙ্গ দ্বারা সম্পাদিত গুনাহ নহে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম—এর পক্ষ হইতে সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ)কে এই আয়াত শরীফের সঠিক মর্ম নির্ণয়ে শিক্ষা দেওয়ার বিষয়টি আল্লাহ তা'আলার নিম্নে উল্লিখিত ইরশাদের অন্তর্ভুক্ত যে و يعلمهم الكتب - (আর তিনি তাহাদেরকে শিক্ষা দেন কিতাব অর্থাৎ আল কুরআন। (সূরা জুমুআ—২) (ফতহুল মুলহিম)

হয়। কাজেই আয়াতে যাবতীয় শিরক এবং অন্যান্য সকল কবীরা গুনাহও অন্তর্ভুক্ত হয়। সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ) যুলুম শব্দের বাহ্যিক ব্যাপক অর্থই বুঝিয়াছিলেন। তাই এই আয়াত অবতীর্ণ হইলে সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ) চমকিয়া উঠেন এবং আরয করেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে, পাপের মাধ্যমে নিজের উপর আদৌ যুলুম করে নাই। অথচ এই আয়াতে আযাব হইতে নিরাপত্তার জন্য ঈমানকে যুলুম দ্বারা কুলষিত না করিবার শর্ত করা হইয়াছে। এমতাবস্থায় আমাদের নাজাতের উপায় কি? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে বলিলেন, তোমরা আয়াতের প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করিতে সক্ষম হও নাই। বস্তুতঃ এই আয়াতে উল্লেখিত 'যুলুম' শব্দটির ব্যাপক অর্থ মর্ম নহে বরং বিশেষ এক যুলুম যাহা সর্বাপেক্ষা বড় যুলুম অর্থাৎ শিরক মর্ম। যেমন লুকমান হাকীম স্বীয় পুত্রকে উপদেশ প্রদান করিতে যাইয়া বলিয়াছিলেন, "হে পুত্র! আল্লাহ তা'আলার সহিত অন্য কাহাকেও শরীক সাব্যস্ত করিও না। নিশ্চয় শিরক চরম যুলুম।"

ইমাম খাত্তাবী (রহঃ) বলেনঃ সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ)–এর কাছে এই আয়াত এইজন্য কঠিন মনে হইয়াছিল যে, যুলুম (ظلم) এর বাহ্যিক অর্থ হইতেছে যে, মানুষের হক বশীভূত করিয়া নেওয়া এবং গুনাহে লিপ্ত হওয়া। তাহারা ধারণা করিয়াছিলেন যে, এই আয়াতেও যুলুমের বাহ্যিক অর্থই মর্ম হইবে। আর 'যুলুম'–এর আসল অর্থ তো হইতেছে وضع الشئ فى غير موضعه. অর্থাৎ "কোন বস্তুকে উহার স্বীয় যথার্থ স্থান হইতে হটাইয়া অন্য স্থানে রাখা।" আল্লাহ তা'আলা মহান স্রষ্টা, পালনকর্তা। আর স্রষ্টাই ইবাদত পাইবার একক মালিক। কাজেই যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কাহারও ইবাদত করে তবে সে যালিমদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় যালিম তথা যুলুমকারী।

আলোচ্য হাদীছ শরীফ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, শিরক ব্যতীত অন্য কোন কবীরা গুনাহে জড়িত হইবার দ্বারা মানুষ ইসলাম হইতে বহিষ্কার হইয়া কাফির হয় না। (শরহে নববী)

যদি প্রশ্ন করা হয় যে, এই আয়াত إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (নিশ্চয় শিরক চরম যুলুম) দ্বারা উক্ত আয়াতে উল্লিখিত ظلم দ্বারা এই বিষয়টি অত্যাবশ্যক হয় না যে, শিরক ব্যতীত অন্য কোন কবীরা গুনাহে যুলুম হইবে না। উত্তর এই যে, উক্ত আয়াতে উল্লিখিত بظلم শব্দের 'মীম' বর্ণের তানভীন تعظيم এর জন্য ব্যবহৃত। আর এই বিষয়টি শরীআত প্রবর্তক দ্বিতীয় আয়াত দ্বারা দলীল দিয়াছেন। কাজেই উক্ত আয়াত শরীফখানা এইরূপ হইবে لَمْ يَلْبِسُوْا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ عَظِيمٍ - ("তাহাদের ঈমানকে চরম যুলুম দ্বারা কলুষিত করে নাই।") অর্থাৎ শিরক দ্বারা কলুষিত করে নাই। কেননা শিরক হইতে বড় যুলুম নাই।

আর এই রিওয়ায়তখানা আরও স্পষ্টরূপে ইমাম বুখারী (রহঃ) হযরত ইব্রাহীম খলীল আলাইহিস সালাম–এর ঘটনার বর্ণনায় হাফস বিন গিয়াছ আন আল–আ'মাশ (রহঃ)–এর সূত্রে বর্ণনা করেন। উহার শব্দ নিম্নরূপ–

قلنا يا رسول الله اينا لم يظلم نفسه قال ليس كما تقولون لم يلبسوا ايمانهم انهم بظلم بشرك اولم تسمعوا الى قول لقمان فذكر الاية.

অর্থাৎ "আমরা আরয করিলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে পাপের মাধ্যমে নিজের উপর কোন যুলুম করে নাই? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বলিলেন, তোমরা যাহা ধারণা করিয়াছ তাহা নহে (বরং আয়াতে যুলুম শব্দ দ্বারা শিরককে বুঝানো উদ্দেশ্য)। আয়াতের মর্ম হইবে, "তাহাদের ঈমানকে যুলুম তথা শিরক দ্বারা কলুষিত করে নাই।" তোমরা কি শুন নাই যে, ···লুকমান (হাকীমের ভাষায়) আয়াতকে উল্লেখ করিলেন। (ফতহুল বারী) (অর্থাৎ হে বৎস! আল্লাহ তা'আলার সহিত অন্য কাহাকেও শরীক করিও না। নিশ্চয় শিরক চরম যুলুম।) কাজেই হাদীছ শরীফের প্রথমে উল্লিখিত আয়াত শরীফের অর্থ হইবে যে, যে ব্যক্তি ঈমান গ্রহণ করে, অতঃপর আল্লাহ তা'আলার সত্তায় ও গুণাবলীতে অন্য কাহাকেও শরীক স্থির না করে, সে আযাবের কবল হইতে নিরাপদ ও হিদায়াতপ্রাপ্ত।

বলাবাহুল্য পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে যে, শিরক বিভিন্ন প্রকার রহিয়াছে। উহার চরম পর্যায় হইল বিশ্বাসগত শিরক। আর বিশ্বাসগত শিরক বিশ্বাসগত ঈমানের বিপরীত। আর এক প্রকার হইতেছে আমলগত শিরক যাহাকে শিরকে খফী বা ছোট শিরক বলে। আমলগত শিরক আমলগত ঈমানের বিপরীত বটে কিন্তু বিশ্বাসগত ঈমানের বিপরীত নহে। তাই আমলগত শিরক বিশ্বাসগত ঈমানের সহিত সংযোজন হইতে পারে। যেমন রিয়া ইত্যাদি।

সুতরাং কতক মানুষ তো এমন আছে যাহারা স্পষ্টরূপে শিরকী আকীদা পোষণ করে এবং প্রতিমা, প্রস্তর, বৃক্ষ, সূর্য ও নক্ষত্র ইত্যাদির পূজা করে। তাহারা নির্বুদ্ধিতাবশতঃ এইগুলিকে ক্ষমতাশালী মনে করে এবং ধারণা করে যে, তাহারা হয়ত কোন ক্ষতি করিবে। তাই তাহাদের পূজা ত্যাগ করিতে ভয় পায়। তাহারাই চরম মুশরিকদের দল। তাহাদের অন্তরে ঈমান নাই।

আর কতক মানুষ এমন আছে যাহারা ঈমানের দাবী করে অথচ তাহারাও মুশরিকদের দলের অন্তর্ভুক্ত। আল্লামা সাইয়্যেদ আলোসী (রহঃ) الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ আয়াত শরীফের তাফসীরে বলেন যে, ইহা দ্বারা মর্ম শিরকে লিপ্ত হওয়া। যেমন মুশরিকদের কতক যাহারা ঈমানের দাবীদারও হয় এবং আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্যের আরাধনা করে। আর গায়রুল্লাহ-এর আরাধনাকে তাহাদের মতে ঈমানের পরিশিষ্ট এবং উহার আহকামের মধ্যে গণ্য করে। আর উহা দ্বারা তাহাদের উদ্দেশ্য হইল সান্নিধ্য ও শাফাআত। যেমন ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানরা হযরত ওযায়র (আঃ) এবং হযরত ঈসা (আঃ)কে (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহ তা'আলার পুত্র গণ্য করিয়া শিরক করে এবং উহার সহিত ঈমান বিল্লাহ-এর দাবীও করে। তাহারাও বস্তুতঃ বে-ঈমান মুশরিক। এই সকল লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَى ۚ

অর্থাৎ "(তাঁহারা বলে) আমরা তো তাহাদের উপাসনা শুধু এইজন্য করিতেছি যেন তাহারা আমাদিগকে আল্লাহ তা'আলার ঘনিষ্ট করিয়া দেয়।" (সূরা যুমার-৩)

সুতরাং আলোচ্য হাদীছ শরীফে উল্লিখিত আয়াত শরীফ তাহাদের ঈমানের দাবীকে খণ্ডন করিয়া দিয়াছে যে, যে ব্যক্তি স্বীয় ঈমানের সহিত কোন প্রকার শিরক মিশ্রিত করে, অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাকে তাহার যাবতীয় গুণসহ স্বীকার করা সত্ত্বেও অন্যকে কোন কোন ঐশী গুণের বাহক মনে করে, সেও ঈমান হইতে বহিস্কৃত। কেননা তাওহীদের সহিত রিসালতের প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস এবং মুখে স্বীকারোক্তির নামই প্রকৃত ঈমান।

আর কতক লোক তো এমন আছে যাহারা তাওহীদ ও রিসালতের বিশ্বাসসহ স্বীকারোক্তিকারী মুমিন বটে কিন্তু তাহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আ'মালে শিরকে খফী সমাবৃত হয় যেমন রিয়া ও অহংকার ইত্যাদি। তাহাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ۝

অর্থাৎ "আর অনেক মানুষ আল্লাহ তা'আলার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। কিন্তু সাথে সাথে শিরকও করে।" (সূরা ইউসুফ-১০৬)

এই প্রকার মুমিন ব্যক্তিগণও আযাব হইতে নিরাপদ নহে। তবে শাস্তি ভোগের পর অথবা ক্ষমার মাধ্যমে ঈমানের বদৌলতে একবার না একবার নাজাত পাইবে। (ফতহুল মুলহিম সংক্ষিপ্ত)

আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহঃ) স্বীয় 'মা'আরিফুল কুরআন'-এ লিখিয়াছেন যে, হাদীছ শরীফে উল্লিখিত আয়াত দ্বারা ইহাও বুঝা যায় যে, খোলাখুলিভাবে মুশরিক ও প্রতিমা পূজারী হইয়া যাওয়াই কেবল শিরক নহে বরং সে ব্যক্তিও মুশরিক যে কোন প্রতিমার পূজাপাঠ করে না এবং ইসলামের কলেমা উচ্চারণ করে; কিন্তু ফিরিশতা কিংবা রসূল কিংবা ওলীকে আল্লাহ তা'আলার কোন কোন বিশেষ গুণে শরীক মনে করে।

কাজেই জনসাধারণের মধ্যে যাহারা ওলীদেরকে এবং তাহাদের মাযারকে 'মনোবাঞ্ছা পূরণকারী' বলিয়া বিশ্বাস করে এবং কার্যতঃ মনে করে যে, আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতা যেন তাহাদেরকে হস্তান্তর করা হইয়াছে, আয়াতে তাহাদের প্রতিও হুশিয়ারী উচ্চারণ রহিয়াছে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের হিফাযত করুন।

লুকমান 'হাকীম' ছিলেন 'নবী' নহেন

লুকমান হাকীম নবী ছিলেন কি না এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ওলামায়ে কিরাম (রহঃ)-এর মধ্যে মতানৈক্য রহিয়াছে। ইমাম আবূ ইসহাক আছ-ছাআলবী (রহঃ) বলেন, হযরত ইক্‌রামা (রহঃ) ব্যতীত সকল ওলামাগণের সর্বসম্মত অভিমত যে, তিনি হাকীম তথা দার্শনিক ছিলেন এবং তিনি নবী ছিলেন না। শুধু হযরত ইক্‌রামা (রহঃ) লুকমান হাকীমকে নবী বলিয়াও অভিমত পোষণ করেন। আর লুকমান হাকীম নিজে যেই পুত্রকে শিরক হইতে বাঁচিয়া থাকিবার উপদেশ দিয়াছিলেন তাহার নাম 'আনআম' অথবা 'মাশকম' ছিল। আল্লামা শাব্বীর আহমদ ওছমানী (রহঃ) লিখিয়াছেন যে, সহীহ অভিমত হইতেছে, লুকমান হাকীম হযরত দাউদ আলাইহিস সাল্লাম-এর যুগে ছিলেন। (ফতহুল মুলহিম, শরহে নবভী)

٢٣٤ **حدثنا** إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عِيسَى وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ ح وَحَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ قَالَ أَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ أَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ حَدَّثَنِيهِ أَوَّلًا أَبِي عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ عَنِ الْأَعْمَشِ ثُمَّ سَمِعْتُهُ مِنْهُ -

হাদীছ-২৩৪ঃ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইব্রাহীম ও আলী বিন খাশরাম (রহঃ)। তাহারা---(সূত্র পরিবর্তন) এবং আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মিনজাব বিন আল-হারিছ আত-তামীমী (রহঃ)। তিনি---(সূত্র পরিবর্তন) এবং আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব (রহঃ)। তিনি---তাহারা সকলই হযরত আ'মাশ (রহঃ) হইতে এই সূত্রে উপরোল্লিখিত হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। রাবী হযরত কুরায়ব (রহঃ) বলেন যে, ইবন ইদ্রীস (রহঃ) বলেনঃ প্রথমতঃ আমার নিকট উপরোক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আমার পিতা, তিনি আবান বিন তাগলিব (রহঃ) হইতে,[১] তিনি আ'মাশ (রহঃ) হইতে। পরে আমি নিজেই হযরত আ'মাশ (রহঃ) হইতে সরাসরি এই হাদীছ শুনিয়াছি।

টীকা-১. حدثنيه اولا ابى عن ابان (আমার নিকট উপরোক্ত হাদীছখানা প্রথমতঃ আমার পিতা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি হযরত আবান বিন তাগলিব (রহঃ) হইতে, তিনি তাবেঈ হযরত আ'মাশ হইতে রিওয়ায়ত করেন) এই বাক্যে ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর হাদীছ শরীফের সনদের বিশুদ্ধতা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ আবূ কুরায়ব (রহঃ) সনদসূত্রে প্রথমতঃ ইবন ইদ্রীস (রহঃ) রিওয়ায়ত করেন নিজ পিতা হইতে, তিনি আবান বিন তাগলিব হইতে, তিনি তাবেঈ হযরত আ'মাশ (রহঃ) হইতে বর্ণনা করেন। পরবর্তীতে ইবন ইদ্রীস স্বয়ং নিজেই তাবেঈ হযরত আ'মাশ হইতে এই রিওয়ায়ত শুনিয়াছেন। ইহাতে দুইজন রাবীর মাধ্যম কমিয়া গিয়াছে। ফলে সনদ খুবই উন্নত হইয়া গিয়াছে।

باب بيان تجاوز الله تعالى عن حديث النفس والخواطر بالقلب اذا لم تستقر وبيان انه سبحانه تعالى لم يكلف الا ما يطاق وبيان حكم الهم بالحسنة وبالسيئة

অনুচ্ছেদঃ মানুষের মনের ওয়াসওয়াসা তথা কল্পনা বা কুমন্ত্রণা অন্তরে স্থায়ী না হইলে আল্লাহ তা'আলা উহা ক্ষমা করিয়া দেন। আর মানুষের সামর্থানুযায়ীই আল্লাহ তা'আলা তাহাকে দায়িত্ব অর্পণ করেন। আর নেক কার্যের এবং পাপ কার্যের ইচ্ছা করার কি হুকুম—ইহার বিবরণ

২৩৫ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيرُ وَأُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ الْعَيْشِيُّ وَاللَّفْظُ لأُمَيَّةَ قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ قَالَ فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ بَرَكُوا عَلَى الرُّكَبِ فَقَالُوا أَىْ رَسُولَ اللَّهِ كُلِّفْنَا مِنَ الأَعْمَالِ مَا نُطِيقُ الصَّلاَةَ وَالصِّيَامَ وَالْجِهَادَ وَالصَّدَقَةَ وَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيْكَ هَذِهِ الآيَةُ وَلاَ نُطِيقُهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا بَلْ قُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ فَلَمَّا اقْتَرَأَهَا الْقَوْمُ ذَلَّتْ بِهَا أَلْسِنَتُهُمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي إِثْرِهَا آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ نَسَخَهَا اللَّهُ تَعَالَى فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا قَالَ نَعَمْ رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا قَالَ نَعَمْ رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ قَالَ نَعَمْ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلاَنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. قَالَ نَعَمْ

হাদীছ—২৩৫ঃ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মিনহাল-আয–যারীর ও উমায়্যা বিন বিসতাম আল–আয়শী (রহঃ)। তাহারা উভয়ই---হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর প্রতি এই আয়াত অবতীর্ণ হইল যে, "নভোমণ্ডলে যাহা কিছু রহিয়াছে এবং ভূ–মণ্ডলে যাহা কিছু রহিয়াছে সকল (সৃষ্ট বস্তু) আল্লাহ তা'আলারই। (কাজেই স্বীয় মালিকানাধীন বস্তুসমূহের জন্য যাবতীয় বিধি–বিধান রচনা ও প্রয়োগ করা তাঁহারই নিরঙ্কুশ

কর্তৃত্বাধীনে রহিয়াছে। ইহাতে কাহারও চুলচেরা করার অবকাশ নাই। উক্ত বিধানসমূহের একটি বিধি হইতেছে যে,) আর তোমাদের অন্তরে যেই সকল (ভ্রান্ত বিশ্বাস, অশালীন চরিত্র অথবা পাপ কাজের ইচ্ছা ও কৃতসংকল্প হওয়া সম্পর্কিত) বিষয় আছে সেইগুলিকে যদি তোমরা (মুখ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে) প্রকাশ কর (যেমন মুখে কুফরী বাক্য উচ্চারণ কর বা হিংসা, অহংকার ইত্যাদি প্রকাশ কর বা যে পাপ কাজের ইচ্ছা করিয়াছিলে তাহা করিয়া ফেল) অথবা (মনের মধ্যেই) গোপন রাখ (উভয় অবস্থাতে) আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নিকট হইতে (অন্যান্য পাপ কাজের ন্যায় সেইগুলিরও) হিসাব গ্রহণ করিবেন। অনন্তর (হিসাব গ্রহণের পর কুফর ও শিরক ছাড়া) যাহাকে (ক্ষমা করিবার) ইচ্ছা তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন এবং যাহাকে (শাস্তি দেওয়ার) ইচ্ছা তাহাকে শাস্তি দিবেন। আর আল্লাহ তা'আলা সকল বিষয়েই পরিপূর্ণ শক্তিমান।" (সূরা বাকারা-২৮৪) তখন সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ) অত্যধিক চিন্তান্বিত হইয়া পড়েন। (তাহারা ভাবিতে থাকেন যে, অনিচ্ছাকৃত কল্পনা ও কুচিন্তার জন্যও যদি পাকড়াও করা হয় তবে কি কাহারও জন্য মুক্তি পাওয়া সম্ভব হইবে?) তাই তাহারা সকলেই (নিজেদের ভাবনার বিষয়টি) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট (ব্যক্ত করিবার জন্য) আসিলেন এবং হাটু গাড়িয়া বসিয়া আরয করিলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! এই যাবত যে সকল আ'মাল আমরা করিতে সামর্থবান সেই সকল আ'মাল করিবার জন্য আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। যেমন নামায, রোযা, জিহাদ ও সদকা প্রভৃতি। আর বর্তমানে যে এই আয়াত আপনার উপর অবতীর্ণ হইয়াছে, আমরা তো ইহা মুতাবিক আমল করিবার সামর্থ্য রাখি না। (যে অন্তরে কুমন্ত্রণা আসিতে না দিতে সক্ষম হইব)।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (জবাবে) বলিলেনঃ তোমরা কি ঐ কথা বলিতে ইচ্ছা করিতেছ যাহা তোমাদের পূর্ববর্তী দুই কিতাবের অনুসারী (ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানরা) বলিয়াছিল? (তাহারা বলিয়াছিল) আমরা (নির্দেশ) শুনিলাম, কিন্তু অমান্য করিলাম। বরং (আল্লাহ তা'আলার প্রত্যেক নির্দেশ শুনিবার পর) তোমরা ইহা বলঃ (হে আমাদের পালনকর্তা) আমরা আপনার নির্দেশ শুনিয়াছি এবং মানিয়া নিয়াছি। হে আমাদের প্রভু (নির্দেশ পালনে যদি আমাদের কোন ভুল-ক্রটি হইয়া থাকে তবে উহা) আপনি ক্ষমা করিয়া দিন। কেননা (আমাদের সকলকে) আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। (উপস্থিত) সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ) (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই নির্দেশটি শুনিয়া) সকলেই বলিলেনঃ

سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَ اِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ۝

(অর্থাৎ "আমরা শুনিয়াছি এবং অনুগত হইয়াছি, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করুন। আপনার দিকেই আমাদের প্রত্যাবর্তন।" (সূরা বাকারা-২৮৪)) রাবী বলেনঃ সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ) সকলেই এই আয়াত পাঠ করিলেন এবং বিনয়াপ্লুত হইয়া মনে প্রাণে তাহা গ্রহণ করিয়া নিলেন। অনন্তর আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করেনঃ

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۚ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۟ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۟ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ۝

অর্থাৎ "বিশ্বাস রাখেন সেই বিষয়ের প্রতি যাহা তাঁহার প্রতি তাহার প্রভুর পক্ষ হইতে অবতীর্ণ করা হইয়াছে এবং মুমিনগণও, সকলেই বিশ্বাস রাখেন আল্লাহ তা'আলার প্রতি এবং তাঁহার কিতাবসমূহের প্রতি এবং তাঁহার পয়গাম্বরগণের প্রতি এই মর্মে যে, আমরা তাঁহার পয়গাম্বরগণের মধ্যে কাহাকেও পার্থক্য করি না। আর তাহারা সকলেই বলিল, আমরা শ্রবণ করিলাম এবং সানন্দে আনুগত্য স্বীকার করিলাম। আমরা আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, হে আমাদের প্রতিপালক। আর আপনারই দিকে প্রত্যাবর্তিত হইতে হইবে।"

(সূরা বাকারা-২৮৪)

অতঃপর যখন তাহারা সর্বোতভাবে আনুগত্য জ্ঞাপন করিলেন তখন আল্লাহ তা'আলা (স্বীয় ফযল ও করমে) উক্ত আয়াত (وان تبدوا الخ)-এর হুকুম রহিত করিয়া অবতীর্ণ করিলেনঃ

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَا اَوْ اَخْطَاْنَا

অর্থাৎ "আল্লাহ তা'আলা কাহাকেও নির্দেশ পালনে বাধ্য করেন না। কিন্তু উহাই যাহা তাহার সামর্থ আছে। সে ছাওয়াবও উহারই পাইবে যাহা সে স্বেচ্ছায় করে এবং সে শাস্তিও উহারই ভোগ করিবে যাহা স্বেচ্ছায় করে, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদিগকে পাকড়াও করিবেন না, যদি আমরা ভুলিয়া যাই কিংবা ভুল করিয়া বসি।" (সূরা বাকারা-২৮৬) আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ হ্যাঁ, (তোমাদের আবেদন গৃহীত হইল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ উহার সহিত ইহাও বল) "হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদের উপর এমন কোন দায়িত্ব অর্পণ করিবেন না যাহা আপনি আমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর (কঠোরতর) গুরুদায়িত্ব অর্পণ করিয়াছিলেন।" আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ হ্যাঁ, (তোমাদের আবেদন গৃহীত হইল এবং ইরশাদ করেনঃ উহার সহিত আরও বল) "হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদের উপর এমন কোন গুরুভার অর্পণ করিবেন না যাহা বহন করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই।" আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ হ্যাঁ, (তোমাদের আবেদন গৃহীত হইল। অতঃপর ইরশাদ হইল, তোমরা আরও প্রার্থনা জানাও যে, হে আমাদের প্রতিপালক!) আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং আমাদেরকে মার্জনা করুন এবং আমাদের প্রতি দয়া করুন। আপনিই আমাদের পালনকর্তা, রক্ষাকর্তা। সুতরাং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে জয়ী করুন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, হ্যাঁ (তোমাদের প্রার্থনা কবুল মনযূর করিলাম)।

(সূরা বাকারা-২৮৬)

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

ইমাম আবদুল্লাহ আল-মাযরী (রহঃ) বলেন যে, সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ)-এর নিকট এই আয়াত (ان تبدوا الخ) এইজন্য কঠিন মনে হইয়াছিল যে, তাহারা বুঝিয়াছিলেন তাহাদের আন্তরিক ওয়াসওয়াসা তথা কুধারণার উপরও জবাবদিহী করিতে হইবে অথচ তাহারা উহা হইতে বাঁচিয়া থাকিবার সামর্থ রাখেন না। আর ইহা মানুষের সামর্থের বহির্ভূত দায়িত্ব অর্পণের সমতুল্য। অবশ্য সামর্থের বহির্ভূত দায়িত্ব পালনের নির্দেশ আকল বৈধ রাখিলেও শরীআতের বিধি-বিধানে মতানৈক্য রহিয়াছে যে, শরীআত কি এই হুকুম দিয়াছে কিংবা না? যাহা হউক আল্লাহ তা'আলার স্বীয় ফযল ও করমে নিজ দুর্বল বান্দাদের দু'আ কবুল করিলেন এবং প্রথম হুকুম (অর্থাৎ আন্তরিক ওয়াসওয়াসার উপরও জবাবদিহী হইবে) রহিত করিয়া অবতীর্ণ করিলেনঃ لا يكلف الله نفسا الا وسعها - অর্থাৎ "আল্লাহ তা'আলা কাহাকেও সামর্থের বাহিরে কার্যভার অর্পণ করেন না।" ইহার মর্মার্থ হইতেছে যে, অনিচ্ছাকৃত কুচিন্তার জন্য পাকড়াও করা হইবে না। ইহার পর সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ) স্বস্তি লাভ করিলেন। এখন যদি কাহারও অন্তরে গুনাহের ধারণা জন্মে তবে যতক্ষণ না সে উক্ত গুনাহ সম্পাদন করিবে ততক্ষণ লিখা হইবে না।

ইমাম মাযরী (রহঃ) আরও বলেনঃ ان تبدوا ما فى انفسكم আয়াতের হুকুম মানসূখ হওয়ার বিষয়ে এই প্রশ্ন হয় যে, রহিত (نسخ) তো ঐ স্থানে প্রযোজ্য হয় যেই স্থানে প্রথম হুকুম এবং দ্বিতীয় হুকুম একত্রিত হওয়া অসম্ভব হয়। আর এই স্থানে উভয় হুকুম একত্রিত হওয়া সম্ভব। উহা এইভাবে যে, প্রথম আয়াত (ان تبدوا الخ)কে ব্যাপক হুকুমের উপর প্রয়োগ করিয়া যে, উহাতে যাবতীয় ওয়াসওয়াসা, চাই ইচ্ছাধীন হউক কিংবা অনিচ্ছাধীন হউক সবই অন্তর্ভুক্ত এবং দ্বিতীয় আয়াত (لا يكلف الله الخ) দ্বারা প্রথম আয়াতকে বিশেষ (خاص) করা হয়। আর ইহা দ্বারা মর্ম কেবল ইচ্ছাধীন ওয়াসওয়াসা হয়, তাহা হইলে কোন প্রশ্ন থাকে না, আর প্রথম আয়াতের হুকুম রহিত বলিয়া গণ্য করার কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ) প্রথম আয়াত হইতে যেই বিষয়টি অনুধাবন করিয়াছিলেন উহাতে অনিচ্ছাধীন ওয়াসওয়াসাও অন্তর্ভূক্ত ছিল। তাই তাহাদের দৃষ্টিতে দ্বিতীয় আয়াত প্রথম আয়াতের হুকুম মানসূখকারী হইবে।

কাযী আয়্যায (রহঃ) এই সম্পর্কে বলেন যে, نسخ এবং আয়াত মানসূখ হওয়ার মধ্যে কোন বাধা নাই। কেননা স্বয়ং রাবীই মানসূখ হইবার কথাটি বর্ণনা করিয়াছেন। আর উহার উপর শাব্দিক ও তাৎপর্যিক স্বয়ং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরাতে সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ)কে ঈমান, শ্রবণ ও আনুগত্যের হুকুম দিয়াছেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর হুকুম অমান্যকারীদের পাকড়াও করিবেন। অতঃপর যখন সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ) উক্ত হুকুম পালন করার স্বীকৃতি প্রদান করিলেন তখন আল্লাহ তা'আলা তাহাদের ঈমানকে অটল করিয়া দিলেন এবং তাহাদের মুখে আনুগত্য ও হুকুম পালনের অঙ্গীকার প্রকাশ করায় আল্লাহ তা'আলা তাহাদের উপর দয়ার্দ্রতার দৃষ্টি করিয়া এই কঠোরতা দূরীভূত করিয়া দিলেন এবং প্রথম আয়াতের হুকুমকে দ্বিতীয় আয়াত দ্বারা রহিত করিলেন।

কাযী আয়্যায (রহঃ) আরও বলেন যে, ইমাম মাযরী (রহঃ)–এর উপরোক্ত অভিমত যে, যদি দুই আয়াতের বিধান একত্রিত হওয়া অসম্ভব হয় তবে দ্বিতীয় আয়াত দ্বারা প্রথম আয়াতকে মানসূখ বুঝা যাইবে। ইহা অবশ্য যথার্থ। কিন্তু এই কানূন ঐস্থানে প্রয়োগ হইবে যেই স্থানে উক্ত বিষয়ে কোন 'নস' (কুরআন ও হাদীছের দলীল) না থাকে। যদি 'নস' বিদ্যমান থাকে তবে আমরা উহার উপরই যথেষ্ট মনে করিব।

আর এই আয়াত (ان تبدوا الخ)–এর হুকুম রহিত হওয়ার বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ওলামায়ে কিরামের মধ্যেমতবিরোধরহিয়াছে।

মুফাস্সিরীনে সাহাবার অধিকাংশ এবং সাহাবাগণের পর অধিকাংশ তাবেঈন এই আয়াতের হুকুম রহিত হইবার পক্ষে। তবে কতক বিশেষজ্ঞ মুতায়াখ্খিরীন উহাতে দ্বিমত পোষণ করেন। তাহারা বলেনঃ উহা খবর–এর স্তর। আর খবর দ্বারা নস্খ জায়েয নহে। কিন্তু ঘটনা ইহা নহে। কেননা খবর দ্বারা দায়িত্ব অর্পণ করা এবং পাকড়াও–এর বিষয়টি অবহিত করা হয়। আর তাহাদের বান্দেগী ও আনুগত্য প্রকাশক কথাটি হইতেছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর ইরশাদ بل قولوا سمعنا–এর ভিত্তিতে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ফযল ও করমে এই হুকুম মানসূখ করিয়া দিয়াছেন। এখন উহার উপর জবাবদিহী করিতে হইবে না।

কতক বিশেষজ্ঞ মুফাস্সিরীন (রহঃ) বলেনঃ এই স্থানে نسخ (রহিত)–এর অর্থ উক্ত সন্দেহ দূর করা যাহা প্রথম আয়াতে কঠিন হইবার বিষয়টি তাহাদের অন্তরে প্রবেশ করিয়াছিল। অতঃপর দ্বিতীয় আয়াতের মাধ্যমে সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ)–এর অন্তরকে স্থিরতা ও প্রশান্তি দান করা হইয়াছে।

ইমাম ওয়াহেদী (রহঃ) বলেন, এই বিষয়ে ওলামায়ে কিরামের মধ্যে মতবিরোধ রহিয়াছে যে, (ان تبدوا الخ) আয়াতখানার হুকুম মানসূখ হইয়াছে কি না? মুহাক্কিকীন (রহঃ) বলেন, এই আয়াত মুহ্কাম তথা সুরক্ষিত এবং মানসূখ তথা রহিত নহে। (নববী)

সারকথা এই যে, وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ
অর্থাৎ "তোমাদের অন্তরে যাহা আছে, প্রকাশ কর কিংবা গোপন কর সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা তাহাদের নিকট হইতে উহার হিসাব গ্রহণ করিবেন।" আয়াত শরীফের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তোমরা স্বেচ্ছায় যে সকল কাজ করিবে, আল্লাহ তা'আলা উহার হিসাব নিবেন। অনিচ্ছাকৃত কুচিন্তা ও ত্রুটি–বিচ্যুতি ইহার অন্তর্ভুক্তই ছিল না। কিন্তু আয়াতের ভাষা বাহ্যতঃ ব্যাপক ছিল। ইহাতে অনুধাবিত হইত যে, অনিচ্ছাকৃত ধারণারও হিসাব নেওয়া হইবে। তাই এই আয়াত শ্রবণ করিবার পর সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ) অস্থির হইয়া পড়িলেন এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর নিকট আরয করিলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ। এই যাবত আমরা ধারণা করিতাম যে, আমাদের ইচ্ছাকৃত কাজেরই হিসাব হইবে, মনে যেই সকল অনিচ্ছাকৃত কল্পনা আসে, সেইগুলির হিসাব হইবে না। কিন্তু এই আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, প্রতিটি কল্পনারও হিসাব হইবে। ইহাতে তো শাস্তির কবল হইতে নাজাত পাওয়া বড়ই মুশ্কিল ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়াতের প্রকৃত উদ্দেশ্য জানিতেন। কিন্তু এই আয়াতে ব্যবহৃত শব্দের ব্যাপকতার দরুণ তিনি নিজের পক্ষ হইতে কিছু না

বলিয়া ওহীর অপেক্ষায় রহিলেন। আর সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ)কে তিনি সাময়িক হুকুম দিলেন যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে যেই নির্দেশ আসে উহা সহজ হউক বা কঠিন, সর্বাবস্থায় মুমিনের কাজ তো হইতেছে মানিয়া নেওয়া। এই ব্যাপারে দ্বিধা করা বাঞ্ছনীয় নহে। আল্লাহ তা'আলার প্রত্যেক নির্দেশ শ্রবণ করার পর তোমাদের এই কথা বলা উচিত,

وَقَالُوا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ﴿۲۸۵﴾

অর্থাৎ "হে আমাদের প্রতিপালক। আমরা আপনার নির্দেশ শুনিয়াছি এবং মানিয়া নিয়াছি। হে আমাদের পালনকর্তা। নির্দেশ পালনে যদি আমাদের কোন ভুল-ত্রুটি হইয়া যায় তাহা হইলে আমাদেরকে আপনি ক্ষমা করুন। কেননা আমাদের প্রত্যেককেই আপনার দিকে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে।"

সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হুকুম মতে কাজ করিলেন। কিন্তু মনে খট্‌কা ছিল যে, অনিচ্ছাকৃত কল্পনা ও কু-চিন্তা হইতে বাঁচিয়া থাকা খুবই মুশ্‌কিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা পরবর্তী দুইটি আয়াত অবতীর্ণ করেন। প্রথম আয়াতঃ

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۟ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۟ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ﴿۲۸۵﴾

-এর মধ্যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত মুমিনগণের প্রশংসা করা হইয়াছে এবং দ্বিতীয় আয়াতঃ

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ؕ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ؕ

-এর মধ্যে وان تبدوا ... اخ আয়াতের দ্বারা সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ)-এর অন্তরে যে পেরেশানী প্রকাশ পাইয়াছিল উহা নিরসনে ব্যাখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। এই দ্বিতীয় আয়াতে একটি বিশেষ ভঙ্গিতে উক্ত অস্থিরতা নিরসন করা হইয়াছে যাহা পূর্ববর্তী আয়াত হইতে প্রকাশের সম্ভাবনা বিদ্যমান ছিল যে, অন্তরের অনিচ্ছাকৃত কুচিন্তা ও কুধারণা হইতে কিরূপে বাঁচা সম্ভব হইবে। আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, "আল্লাহ তা'আলা কাহাকেও তাহার সাধ্যের বহির্ভূত কর্ম সম্পাদনের নির্দেশ প্রদান করেন না, সুতরাং অনিচ্ছাকৃতভাবে যেই সকল কল্পনা ও কুচিন্তা অন্তরে মাথাচাড়া দিয়া উঠে, এই সকল বিষয়গুলি যদি কার্যে পরিণত না করা হয় তবে সে সকল বিষয় আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমাযোগ্য। আর যেই সকল কাজ ইচ্ছা করিয়া সম্পাদন করা হয় কেবলমাত্র সেইগুলিরই হিসাব হইবে।"

উল্লেখ্য যে, মানুষের যেই সকল কাজ কর্ম হাত, পা, চক্ষু ও মুখ প্রভৃতির সহিত সম্পর্কযুক্ত সেইগুলিকে বাহ্যিক কাজ কর্ম বলা হয়। এইগুলি দুই প্রকার। (১) ইচ্ছাধীন, যাহা স্বেচ্ছায় করা হয়। যেমন ইচ্ছা করিয়া কথা বলা, ইচ্ছা করিয়া কাহাকেও প্রহার করা, ইত্যাদি। (২) অনিচ্ছাধীন, যাহা ইচ্ছা ব্যতীতই ঘটিয়া যায়। যেমন এক কথা বলিতে যাইয়া মুখ হইতে অন্য কথা বাহির হইয়া যাওয়া কিংবা কাপুনি রোগে অনিচ্ছাকৃতভাবে হাত নড়িবার কারণে কাহারও ক্ষতি হইয়া যাওয়া। এই স্থানে লক্ষ্যণীয় বিশেষভাবে ইচ্ছাধীন কাজ কর্মেরই হিসাব-নিকাশ, প্রতিদান ও আযাব হইবে। অনিচ্ছাকৃত কাজের নির্দেশ মানুষকে দেওয়া হয় নাই এবং সে কারণে ছাওয়াব ও আযাব হইবে না।

অনুরূপভাবে মানুষের যে সকল কাজ কর্ম অন্তরের সহিত সম্পর্কযুক্ত, সেইগুলিও দুই প্রকার। (১) ইচ্ছাধীন, যেমন স্বেচ্ছায় অন্তরে কুফর ও শিরকের বিশ্বাস পোষণ করা অথবা জানিয়া বুঝিয়া স্বেচ্ছায় নিজেকে বড় মনে করা অর্থাৎ অহংকার করা অথবা মদ্যপানের সংকল্প করা। (২) অনিচ্ছাধীন, যেমন অনিচ্ছাকৃতভবে মনে কুধারণা আসা। এই ক্ষেত্রেও হিসাব-নিকাশ, প্রতিদান ও আযাব কেবল ইচ্ছাধীন কর্মের জন্যই হইবে, অনিচ্ছাধীন কাজের জন্যনহে।

ফায়দাঃ

সূরা বাকারার শেষ দুইখানা আয়াতের বিশেষ ফযীলত বিভিন্ন হাদীছ শরীফে বর্ণিত হইয়াছে। এক হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেনঃ কেহ এই দুইখানা আয়াত রাত্রিতে তিলাওয়াত করিলে উহা তাহার জন্য যথেষ্ট।

হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ আল্লাহ তা'আলা এই দুইটি আয়াত জান্নাতের ভাণ্ডার হইতে অবতীর্ণ করিয়াছেন। জগত সৃষ্টির দুই হাজার বৎসর পূর্বে পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কুদরতী হস্তে উহা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। ইশার নামাযের পর এই দুইখানা পবিত্র আয়াত তিলাওয়াত করিলে উহা তাহাজ্জুদ নামাযের স্থলাভিষিক্ত হইয়া যায়।

এক হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেনঃ তোমরা বিশেষভাবে সূরা বাকারার শেষ দুইটি আয়াত শিক্ষা কর এবং নিজেদের স্ত্রীলোক ও সন্তানদের শিক্ষা দাও।
(মা'আরিফুল কুরআন)

٢٣٦ **حَدَّثَنَا** أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ قَالَ إِسْحٰقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَا الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ آدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ مَوْلَى خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ قَالَ دَخَلَ قُلُوبَهُمْ مِنْهَا شَيْءٌ لَمْ يَدْخُلْ قُلُوبَهُمْ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَسَلَّمْنَا قَالَ فَأَلْقَى اللّٰهُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالَى لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا قَالَ قَدْ فَعَلْتُ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا قَالَ قَدْ فَعَلْتُ وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا قَالَ قَدْ فَعَلْتُ

হাদীছ—২৩৬ঃ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বাকর বিন আবী শায়বা, আবূ কুরায়ব ও ইসহাক বিন ইব্রাহীম (রহঃ)। তাহারা—হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, যখন এই আয়াত

وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ ۖ

(অর্থাৎ "আর তোমাদের অন্তরে যেই সকল বিষয় আছে সেইগুলিকে যদি তোমরা প্রকাশ কর কিংবা গোপন রাখ, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নিকট হইতে হিসাব গ্রহণ করিবেন।") অবতীর্ণ হইল তখন সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ)–এর অন্তরে এমন আতঙ্ক সৃষ্টি হইয়াছিল যে, ইতিপূর্বে অন্য কোন বিষয়ে তাহাদের অন্তরে অনুরূপ আতঙ্ক সৃষ্টি হয় নাই। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেনঃ তোমরা বল; আমরা শুনিয়াছি, আনুগত্য স্বীকার করিলাম এবং মানিয়া নিলাম।

রাবী হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) বলেনঃ আল্লাহ তা'আলা তাহাদের অন্তরে দৌলতে ঈমানকে পরিপূর্ণ দৃঢ়তা দান করিলেন। (আর উহার ফলশ্রুতিতে) আল্লাহ তা'আলা আয়াত অবতীর্ণ করিলেনঃ

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۚ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ

(অর্থাৎ "আল্লাহ তা'আলা কাহাকেও নির্দেশ পালনে বাধ্য করেন না কিন্তু উহাই যাহা তাহার সামর্থ আছে। সে ছাওয়াবও উহারই পাইবে যাহা সে স্বেচ্ছায় করে এবং সে শাস্তিও উহারই ভোগ করিবে যাহা সে স্বেচ্ছায় করে। হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদিগকে পাকড়াও করিবেন না, যদি আমরা ভুলিয়া যাই কিংবা ভুল করিয়া বসি।" সূরা বাকারা–২৮৬)। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ অবশ্যই আমি এইরূপই করিলাম (অর্থাৎ তোমাদের দু'আ কবুল করিলাম) এবং ইরশাদ করেন, উহার সহিত ইহাও বল)

رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ

(অর্থাৎ "হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদের উপর এমন কোন গুরুদায়িত্ব অর্পণ করিবেন না যাহা আপনি আমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর (কঠোরতর) গুরুভার অর্পণ করিয়াছিলেন।") আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ অবশ্যই আমি এইরূপই করিলাম (অতঃপর ইরশাদ করেনঃ তোমরা প্রার্থনা জানাও যে, হে আমাদের প্রতিপালক!)

وَاعْفُ عَنَّا ٭ وَاغْفِرْ لَنَا ٭ وَارْحَمْنَا ٭ اَنْتَ مَوْلٰنَا

(অর্থাৎ "আর আমাদেরকে আপনি ক্ষমা করুন, আমাদেরকে মার্জনা করুন এবং আমাদের প্রতি দয়া করুন। আপনিই আমাদের একক পালনকর্তা, রক্ষাকর্তা।") আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ অবশ্যই আমি এইরূপই করিলাম।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

(এই হাদীছ শরীফের ব্যাখ্যা ২৩৫ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

٢٣٧ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ وَاللَّفْظُ لِسَعِيْدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفٰى عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ تَجَاوَزَ لِاُمَّتِىْ مَا حَدَّثَتْ بِهٖ اَنْفُسَهَا مَا لَمْ يَتَكَلَّمُوْا اَوْ يَعْمَلُوْا بِهٖ

হাদীছ–২৩৭ঃ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সাঈদ বিন মানসূর, কুতায়বা বিন সাঈদ ও মুহাম্মদ বিন উবায়দ আল–গুবারী (রহঃ)। তাহারা--হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেনঃ "নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতের ঐ সকল বিষয় ক্ষমা করিয়াছেন যাহা তাহাদের মনের কল্পনায় সীমাবদ্ধ থাকে, কথায় ব্যক্ত করে না কিংবা কার্যে পরিণত করে না।"

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

মানুষের মনে অনিচ্ছাকৃতভাবে যেই সকল কুচিন্তা ও কুধারণা আসে ও যায়, সেইগুলির জন্য শাস্তি দেওয়া হইবেনা।

আল্লামা নববী (রহঃ) বলেনঃ ইমাম মাযরী (রহঃ) বলেন যে, কাযী আবূ বকর বিন আত–তায়্যাব (রহঃ)–এর অভিমত হইতেছে যে, যে সকল ইচ্ছা ও নিয়্যাত মানুষ স্বেচ্ছায়-অন্তরে পোষণ করে এবং উহা কার্যে পরিণত করিবার চেষ্টাও করে, অতঃপর ঘটনাক্রমে কোন বাধার সম্মুখীন হইবার কারণে কার্যে পরিণত করিতে না পারে, এই জাতীয় ইচ্ছা ও নিয়্যাতের জন্য কিয়ামত দিবসে জবাবদিহী করিতে হইবে।

আলোচ্য হাদীছ শরীফ ও অন্যান্য যেই সকল হাদীছ শরীফে অন্তরের গোপন বিষয় ক্ষমা করিবার কথা বর্ণিত হইয়াছে, ইহার অর্থ হইতেছে অনিচ্ছাকৃত কুচিন্তা ও কুধারণা, যেইগুলি কোনরূপ ইচ্ছা ব্যতীত মনে জাগরিত হয়। আবার অনেক সময় বিপরীত ইচ্ছা করিলেও এইগুলি অন্তরে জাগ্রত হইয়া থাকে। উম্মতে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য এই জাতীয় অনিচ্ছাকৃত কুধারণা ও কুমন্ত্রণা আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। অনিচ্ছাকৃত মনের ওয়াসওয়াসা তথা কুমন্ত্রণাকে কল্পনা (وهم) বলে। আর وهم (কল্পনা) এবং عزم (সংকল্প)-এর মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। আর হাদীছ শরীফে وهم (কল্পনা) শব্দ উল্লেখিত হইয়াছে। ইহা কাযী আবূ বকর (রহঃ)-এর অভিমত। তবে তাঁহার মতের বিপরীতে অনেক ফুকাহা ও মুহাদ্দিছীন রহিয়াছেন। অবশ্য তাহার প্রমাণ খুবই স্পষ্ট।

কাযী আয়্যায (রহঃ) বলেনঃ অধিকাংশ সালাফ, আহলে ইলম ফুকাহা এবং মুহাদ্দিছীন কাযী আবূ বকর (রহঃ)-এর অভিমতের স্বপক্ষে রহিয়াছেন। কেননা অন্যান্য অনেক হাদীছ শরীফ দ্বারা প্রমাণিত যে, অন্তরের কর্মসমূহের জন্য পাকড়াও করা হইবে। তবে তাহারা বলেন যে, এই পাকড়াও ঐ মন্দ ধারণার জন্য হইবে যাহার সে ইচ্ছা করিয়াছিল। কেননা মন্দ সংকল্প স্বয়ং একটি মন্দ। ফলে সে উক্ত মন্দ ইচ্ছার জন্য পাকড়াও হইবে। অতঃপর যদি সে উক্ত মন্দ ধারণাকে কথা বা কার্যে পরিণত করিত তবে দ্বিতীয় গুনাহ লিখা হইত। এখন যদি সে মন্দকে পরিত্যাগ করে তবে একটি নেকী লিখিত হইবে এবং এই মর্মে হাদীছ শরীফ বর্ণিত আছে। কেননা সে আল্লাহ তা'আলার ভয়ে একটি গুনাহ পরিত্যাগ করিয়াছে এবং স্বীয় কুপ্রবৃত্তির সহিত মুজাহাদা করিয়াছে যাহা ছাওয়াবের কাজ। কিন্তু ঐ কল্পনা যাহার মন্দাবলী লিখিত হয় না এবং ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইয়াছে উহা ওয়াসওয়াসা তথা শয়তানী কুমন্ত্রণা যাহা অনিচ্ছাকৃত মনে জাগ্রত হয় উহা সম্পাদনের সংকল্প থাকে না, আর না তাহা নফসের মধ্যে দৃঢ় হয়।

আর কতক মুতাকাল্লিমীন এই বিষয়ে মতানৈক্য করিয়াছেন যে, যদি সে কোন মন্দকে আল্লাহ তা'আলার ভয় ছাড়া কেবল মানুষের ভয়ে পরিত্যাগ করে তাহা হইলে সে ছাওয়াব পাইবে না। কেননা সে মন্দকে ত্যাগ করিয়াছে লজ্জার দরুণ আল্লাহ তা'আলার ভয়ে নহে। তবে মুতাকাল্লিমীনদের অভিমত দুর্বল। কারণ তাহাদের স্বপক্ষে কোন দলীল নাই। (কাযী আয়্যায (রহঃ)-এর কথা সমাপ্ত)।

শারেহ আল্লামা নববী (রহঃ) বলেন, কাযী আয়্যাযের অভিমত খুবই উত্তম। কেননা শরীআতে অকাট্য দলীল (نص) দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অন্তরের দৃঢ় সংকল্প বিষয়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট জবাবদিহী করিতে হইবে এবং উহার জন্য পাকড়াও হইবে। এই সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

অর্থাৎ "যাহারা চায় যে, মুসলমানদের মধ্যে অশ্লীলতার কথা চর্চা হউক, তাহাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে।" (সূরা নূর-১৯)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ

অর্থাৎ "হে মুমিনগণ। তোমরা অনেক ধারণা হইতে বাঁচিয়া থাক। নিশ্চয় কতক ধারণা গুনাহ।"

(সূরা হুজরাত-১২)

এই সম্পর্কে আরও বহু আয়াত শরীফ রহিয়াছে।

বিশেষজ্ঞ ওলামায়ে কিরামের ইজমা এবং শরীআতের অকাট্য প্রমাণাদির দ্বারা এই বিষয়টি স্পষ্টরূপে প্রমাণিত যে, হিংসা করা, মুসলমানগণকে তুচ্ছ মনে করা এবং তাহাদের মন্দ কামনা করা প্রভৃতি হারাম। অথচ এই সকল কর্মগুলি সবই অন্তরের আ'মালের সহিত সম্পর্কশীল। (নববী)

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেনঃ আলোচ্য হাদীছ শরীফখানা পার্থিব বিধি-বিধান সম্পর্কিত। যেমন, তালাক, ক্রীতদাস মুক্তকরণ, ক্রয়-বিক্রয় ও দান ইত্যাদি কেবল মনে ইচ্ছা করিলেই হয় না, যে পর্যন্ত না মুখে প্রকাশ অথবা কার্যে পরিণত করা হয়।

আল্লামা কিরমানী (রহঃ) বলেনঃ মস্তিষ্কের কল্পনা যতক্ষণ না উহার উপর আমল করিবে ততক্ষণ কোন ক্রিয়া করিবে না আর না, উহার উপর কোন হুকুম প্রতিষ্ঠিত হইবে। বরং কথার নিশ্চয়তা ঐ সময় হইবে যখন উহা মুখে ব্যক্ত করিবে এবং কর্মের মধ্যে আনিবে। আর উহার উপর পাকড়াও ঐ সময় হইবে যখন সে তাহার মস্তিষ্কের ধারণা মুতাবিক আমলও করিবে।

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য অধ্যায়ে বর্ণিত হাদীছ শরীফসমূহের মধ্যে এই উম্মতের প্রতি আল্লাহ তা'আলার বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহসমূহের বিষয়টি বর্ণনা করা হইয়াছে। অধিকন্তু এই বিষয়টিও প্রকাশ করা হইয়াছে যে, সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদসমূহের ভিত্তিতে আল্লাহ তা'আলার হুকুম পালনে কতখানি দ্রুততার সহিত কাজ করিয়াছেন।

٢٣٨ **حَدَّثَنِي** عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ كُلُّهُمْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ بِهِ -

হাদীছ-২৩৮ঃ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমর আন-নাকিদ ও যুহায়র বিন হারব (রহঃ)। তাহারা---(সূত্র পরিবর্তন) এবং আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বাকর বিন আবী শায়বা (রহঃ)। তিনি---(সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন মুছান্না ও ইবন বাশ্‌শার (রহঃ)। তাহারা---হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেনঃ নিশ্চয় আল্লাহ জাল্লা জালালুহু আমার উম্মতের অন্তরস্থ কল্পণাগুলি ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন যতক্ষণ পর্যন্ত না সে (কল্পনা মুতাবিক) কার্যে পরিণত করে কিংবা কথায় ব্যক্ত করে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

(আলোচ্য হাদীছ শরীফের ব্যাখ্যা ২৩৭ নং হাদীছ শরীফের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

٢٣٩ **وَحَدَّثَنِي** زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا وَكِيعٌ قَالَ نَا مِسْعَرٌ وَهِشَامٌ ح وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ شَيْبَانَ جَمِيعًا عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

হাদীছ-২৩৯ঃ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহঃ)। তিনি---(সূত্র পরিবর্তন) এবং ইসহাক বিন মানসূর (রহঃ)। তাহারা হযরত কাতাদাহ (রহঃ) হইতে এই সনদে উপরোল্লিখিত হাদীছ শরীফের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

۲۴۰ **حَدَّثَنَا** أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ قَالَ إِسْحٰقُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا هَمَّ عَبْدِي بِسَيِّئَةٍ فَلَا تَكْتُبُوهَا عَلَيْهِ فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا سَيِّئَةً وَإِذَا هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا فَاكْتُبُوهَا حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا عَشْرًا ۔

হাদীছ–২৪০ঃ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবী শায়বা, যুহায়র বিন হারব ও ইসহাক বিন ইব্রাহীম (রহঃ)। তাহারা···হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ আল্লাহ তা'আলা (মানুষের আ'মাল সংরক্ষণকারী ফিরিশতাদিগকে নির্দেশ দিয়া) বলেন, আমার কোন বান্দা যখন কোন পাপ কর্মের কথা (অন্তরে) কল্পনা করে তখনই উহা তাহার আমলনামায় লিপিবদ্ধ করিও না। তবে যদি সে (অন্তরের কল্পনা মুতাবিক) উহা আমলে পরিণত করে তাহা হইলে একটি গুনাহ লিখিবে। আর (আমার কোন বান্দা) যখন কোন সৎ কাজের নিয়্যাত করে[১] কিন্তু সে (অন্তরের নিয়্যাত মুতাবিক) উহা আমল না করে তাহা হইলেও ইহার প্রতিদানে তাহার জন্য একটি ছাওয়াব লিপিবদ্ধ কর। আর যদি (অন্তরের নিয়্যাত মুতাবিক) আমল করে তাহা হইলে দশটি ছাওয়াব লিপিবদ্ধ কর।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

মানুষের আ'মাল সংরক্ষণকারী ফিরিশতাগণ মানুষের অন্তরের ইচ্ছা ও অবস্থা তখনই অবগত হয় যখন আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে জানাইয়া দেন কিংবা আল্লাহ তা'আলা মানুষের আ'মাল সংরক্ষণকারী ফিরিশতাগণের মধ্যে এমন ইলম সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন যাহা দ্বারা তাহারা মানুষের অন্তরের ইচ্ছাসমূহের ব্যাপারে অবহিত হয়।

প্রথম অভিমতের স্বপক্ষে 'ইবন আবী দুনিয়া'–এর মধ্যে হযরত ইমরান আল–জাওনী (রহঃ)–এর বর্ণিত রিওয়ায়ত দ্বারা তায়ীদ হয়ঃ قال ينادى الملك اكتب لفلان كذا وكذا فيقول يارب انه لم يعمله فيقول انه نواه

অর্থাৎ "আল্লাহ তা'আলা ফিরিশতাকে আহবান করিয়া ইরশাদ করেন যে, অমুকের জন্য এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়া লও।" ফিরিশতা (নির্দেশ শ্রবণের পর) আরয করেন যে, হে পরওয়ারদিগার! সে তো আমল করে নাই। তারপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন যে, সে নিয়্যাত করিয়া লইয়াছে।"

আর কতক বিশেষজ্ঞ বলেন যে, বরং ফিরিশতাগণ মন্দ কল্পনাকারী হইতে দুর্গন্ধ এবং সৎ কাজের নিয়্যাতকারী হইতে সুবাস পাইয়া থাকেন।

আল্লামা মাযরী (রহঃ) বলেন যে, ইবন বাকিল্লানী (রহঃ) ও তাঁহার অনুসারীগণ বলেনঃ অন্তরে পাপ কর্মের দৃঢ় সংকল্পকারী এবং উহার উপর স্বীয় নফসকে প্রভাবিতকারী গুনাহগার হইবে। তবে যাহারা মন্দ কর্মের

টীকা–১. وإذا هم بحسنة . "আর যখন কোন সৎ কাজ করিবার নিয়্যাত করে।" 'সহীহ ইবন হাব্বান' গ্রন্থে আছে যে, এই স্থানে هم (ধারণা বা কল্পনা) দ্বারা عزم (দৃঢ় সংকল্প) মর্ম, এবং তিনি আরও বলেন যে, ইহারও সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, আল্লাহ তা'আলা কেবল সৎ কাজ করিবার ধারণা (هم)–এর উপর ছাওয়াব লিখিয়া দিবেন। চাই সংকল্প (عزم) হউক বা না হউক। ইহা আল্লাহ তা'আলার ফযল ও করমের প্রাচুর্যতার কারণে হইবে।

(ফতহুল মুলহিম)

কেবল ইচ্ছা করিয়াছে কিন্তু আমল না করে তাহা মাফ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আর ইহা ঐ আন্তরিক কল্পনা ও ধারণা যাহা অন্তরে আসা-যাওয়া করে বটে কিন্তু কোন প্রভাব বিস্তার করে না, তাহাও মাফ।

আল্লামা মাযরী (রহঃ) বলেনঃ এই অভিমতের বিপরীতে অধিকাংশ ফুকাহা, মুহাদ্দিছীন ও মুতাকাল্লিমীন গিয়াছেন। আর ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর অভিমতও বিপরীত বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছে। আর তাহাদের স্বপক্ষে হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীছ দ্বারা পক্ষপাতিত্ব হয়ঃ فانااغفرهالہ مالم يعملها-

অর্থাৎ "(আল্লাহ তা'আলা বলেন) আমি তাহার (আন্তরিক কল্পনাসমূহ) ক্ষমা করিয়া দিব যতক্ষণ সে (উক্ত আন্তরিক কল্পনা মুতাবিক) আমল না করে।" তবে বাহ্যতঃ এই স্থানে 'আমল' বলিতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা সম্পাদনযোগ্য আমল মর্ম। অর্থাৎ যে সকল গুনাহ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা সম্পাদিত হয় উহা কেবল অন্তরে কল্পনা করিলে গুনাহ হয় না বরং কল্পনা মুতাবিক আমল করিলেই গুনাহ হয়।

ভাল কর্মের ইচ্ছাও ভাল

আলোচ্য হাদীছ শরীফ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কোন সৎ কর্মের আন্তরিক ইচ্ছার উপর আল্লাহ তা'আলা ছাওয়াব দান করিবেন। যদিও উহার উপর (কোন বাধার কারণে কিংবা বাধা ছাড়াও) আমল করে নাই। ইহা আল্লাহ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহ। অধিকন্তু কেবল আন্তরিক ইচ্ছার উপর ছাওয়াব লিখিত হইবার কারণ হইতেছে যে, সৎ কাজের ইচ্ছাও উত্তমই হইয়া থাকে এবং ইহা সৎ কাজের উপর আমল করিবার দিকে পথ প্রদর্শন করে। অধিকন্তু সৎ কর্মের ইচ্ছা অন্তরের আমলের অন্তর্ভুক্ত।

তবে ইহার উপর একটি বাহ্যিক প্রশ্ন হয় যে, অন্তরের আমল যদি ছাওয়াব দানে সমাদর করা হয় তাহা হইলে তাহার বিপরীত অবস্থায় গুনাহ লিখিয়া তিরস্কৃত করা হইবে না কেন? উহার উত্তর এই যে, অন্তরে যে মন্দ কর্ম সম্পাদনের কল্পনা হইয়াছে কিন্তু সেই মুতাবিক আমল না করিয়া তাহা পরিত্যাগ করিবার কারণে উহা অন্তরের মন্দ কল্পনার কাফ্ফারা হইয়া গিয়াছে। কেননা সে তো মন্দ ইচ্ছা ও কল্পনাকে ত্যাগ করিয়াছে এবং কুপ্রবৃত্তির বিরোধিতা করিয়াছে। (ফতহুল মুলহিম)

২৪১ **حَدَّثَنَا** يَحْيَى بْنُ اَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اِذَا هَمَّ عَبْدِىْ بِحَسَنَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبْتُهَا لَهُ حَسَنَةً فَاِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ اِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ وَاِذَا هَمَّ بِسَيِّئَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ اَكْتُبْهَا عَلَيْهِ فَاِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا سَيِّئَةً وَاحِدَةً

হাদীছ-২৪১ঃ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন আয়্যুব, কুতায়বা ও ইবন হুজর (রহঃ)। তাহারা...হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ আমার বান্দা যখন কোন একটি নেক কাজ করিবার ইচ্ছা করে অথচ এখনও উহা সম্পাদন করে নাই, তখন আমি লিখি উহার বিনিময়ে তাহার জন্য একটি ছাওয়াব। আর যদি সে উহা কার্যতঃ সম্পাদন করে তাহা হইলে দশ হইতে (ইখলাসের ভিত্তিতে) সাতশত গুণ পর্যন্ত ছাওয়াব লিখি। পক্ষান্তরে (আমার কোন বান্দা) যদি কোন একটি মন্দ কর্ম করিবার কল্পনা করে অথচ সে এখনও (কল্পনা মুতাবিক) উহা সম্পাদন করে নাই তাহা হইলে ইহার জন্য আমি কিছুই লিপিবদ্ধ করি না। আর যদি সে উহা অনুযায়ী আমল করে তবে তাহার জন্য মাত্র একটি গুনাহ লিপিবদ্ধ করি।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

বান্দা যে পরিমাণ পাপ করিবে সেই পরিমাণই লিখিত হয় এবং সেই পরিমাণই শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। সৎ কাজের প্রতিদানে যেমন দশ হইতে সাতশত গুণ পর্যন্ত ইখলাসের উপর ভিত্তি করিয়া ছাওয়াব প্রদান করা হয় কিন্তু মন্দ কর্মের ক্ষেত্রে সেইরূপ নহে। বরং মন্দ কর্ম সমপরিমাণ লিখিত হয়, শাস্তিও সমপরিমাণ ভোগ করিতে হইবে। মন্দ কর্ম অতিরিক্ত লিখিত হয় না এবং অতিরিক্ত শাস্তি ভোগ করিতে হইবে না। আবার তাহা নেক কর্মের দ্বারা মিটিয়াও যায় এবং ক্ষমাও করিয়া দেওয়া হয়। ইহা মহান করুণাময় রব্বুল আলামীনের পক্ষে তাঁহার দুর্বল বান্দাদের প্রতি রহমতের প্রাচুর্যতা মাত্র এবং পরকালের প্রতিদান ও শাস্তির একটি সহৃদয় বিধি। অধিকন্তু জঘন্য মন্দ কর্ম করিবার পরও যদি মৃত্যুর পূর্বে তাওবা করিয়া লয় তবে আল্লাহ তা'আলা ইহাও ক্ষমা করিয়া দেন।

একখানা হাদীছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেনঃ তোমাদের প্রতিপালক অত্যন্ত দয়ালু। যে ব্যক্তি কোন সৎ কাজের কেবল ইচ্ছা করে, তাহার জন্য একটি নেকী লিখা হয়–ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করুক বা না করুক। অতঃপর যখন সে উক্ত সৎ কাজটি সম্পাদন করে, তখন তাহার আমলনামায় দশটি নেকী লেখা হয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোন পাপ কাজ করিবার ইচ্ছা করে, অতঃপর (কুপ্রবৃত্তির বিরোধিতা করিয়া) তাহা কার্যে পরিণত না করে (তবে তাহার এই মুজাহাদার প্রতিদানে) তাহার আমলনামায় একটি নেকী লেখা হয়। অতঃপর যদি সে ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করে তবে একটি মাত্র গুনাহ লেখা হয় কিংবা ইহাকেও মিটাইয়া দেওয়া হয়। এইরূপ দয়া ও অনুকম্পা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলার দরবারে ঐ ব্যক্তিই ধ্বংস হইতে পারে, যে ধ্বংস হইতেই দৃঢ় সংকল্প। (ইবন কাছীর)

পাপ কার্য সমপরিমাণের অধিক লিখিত হয় না এবং সমপরিমাণের অধিক শাস্তিও প্রদান করা হয় না, ইহা কুরআন মজীদ দ্বারাও প্রমাণিত। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا

অর্থাৎ "আর যে ব্যক্তি একটি মন্দ কর্ম করিবে, তবে সে তাহার মন্দ কর্ম পরিমাণই শাস্তি প্রাপ্ত হইবে।" (সূরা আনআম–১৬০)

ইবন আবদিস সালাম স্বীয় 'আমাল' (امال) গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, سيئة واحدة (অর্থাৎ একটি মাত্র গুনাহ লিখি)–এর মধ্যে তাকীদ দ্বারা ঐ সকল লোকদের অভিমত খন্ডন হইয়া যায় যাহারা এই ধারণা করে যে, একটি মন্দ কর্ম সম্পাদনের দ্বারা একটি মন্দ তাঁহার আমলনামায় লিপিবদ্ধ করা হয় তবে উহার সহিত ঐ আন্তরিক কল্পনার (যাহা মন্দ কর্ম সম্পাদনের পূর্বে অন্তরে আসিয়াছিল উহার) গুনাহও লিপিবদ্ধ করা হইবে। অথচ এইরূপ নহে বরং একটি মাত্র গুনাহ লিখিত হইবে। (ফতহুল মুলহিম)

٢٣٣ **حَدَّثَنَا** مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا تَحَدَّثَ عَبْدِي بِأَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ حَسَنَةً مَا لَمْ يَعْمَلْ فَإِذَا عَمِلَهَا فَأَنَا أَكْتُبُهَا بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَإِذَا تَحَدَّثَ بِأَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً فَأَنَا أَغْفِرُهَا لَهُ مَا لَمْ يَعْمَلْهَا فَإِذَا عَمِلَهَا فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ بِمِثْلِهَا وَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ رَبِّ ذَاكَ عَبْدُكَ يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً وَهُوَ أَبْصَرُ بِهِ فَقَالَ ارْقُبُوهُ فَإِنْ عَمِلَهَا

فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِمِثْلِهَا وَإِنْ تَرَكَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً إِنَّمَا تَرَكَهَا مِنْ جَرَّاىَ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلاَمَهُ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِمِثْلِهَا حَتَّى يَلْقَى اللهَ -

হাদীছ—২৪২ঃ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি (রহঃ)। তিনি--হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ আমার বান্দা যখন কোন একটি সৎ কর্ম করিবার বিষয় অন্তরে সংকল্প করে তবে উহা সম্পাদন করিবার পূর্বেই (নেক কর্মের নিয়্যাতের কারণে) আমি তাহার জন্য একটি নেকী লিখিয়া দেই। অতঃপর যখন সে (নিজ নেক নিয়্যাতের মুতাবিক) উহা কার্যতঃ সম্পাদন করিয়া লয় তখন আমি তাহার জন্য উহার দশগুণ ছাওয়াব লিখি। আর (আমার বান্দা) যখন কোন একটি পাপ কার্য করিবার বিষয় মনে মনে কল্পনা করে তখন তাহা কার্যতঃভাবে সম্পাদন না করা পর্যন্ত ক্ষমা করিয়া দেই। কিন্তু যদি সে (অন্তরের মন্দ কল্পনা মুতাবিক) উহা সম্পাদন করিয়া ফেলে তবে তদনুরূপ একটি গুনাহ লিখি।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে যাবতীয় বস্তু উদ্ভাসিত থাকা সত্ত্বেও ফিরিশতাগণ (বিস্ময় প্রকাশপূর্বক) আরয করেন, হে প্রতিপালক। আপনার এই বান্দা একটি পাপ কাজ করিবার ইচ্ছা করিয়াছে। তখন আল্লাহ তা'আলা (ফিরিশতাগণের আরযের জবাবে) ইরশাদ করেনঃ তোমরা তাহার প্রতি দৃষ্টি করিয়া অপেক্ষা করিতে থাক। যদি সে (অন্তরের মন্দ ইচ্ছা মুতাবিক) উহা কার্যতঃ সম্পাদন করে তাহা হইলে তোমরা তাহার জন্য উহার সমপরিমাণ লিখ (অর্থাৎ একটি মন্দের পরিণামে একটি গুনাহ)। আর যদি সে (অন্তরের মন্দ কল্পনার বিরোধিতা করিয়া) উহা বর্জন করে তবে তোমরা লিখ উহার স্থলে তাহার জন্য (কুপ্রবৃত্তির সহিত মুজাহাদার) একটি ছাওয়াব। কারণ সে উহা আমার (সন্তুষ্টির) জন্যই পরিত্যাগকরিয়াছে।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেনঃ তোমাদের মধ্যে কেহ যদি তাহার ইসলামে নিষ্ঠাবান হয় (অর্থাৎ নিফাকমুক্ত খালিস মুসলমান হয়) তবে তাহার প্রতিটি কৃত নেক কর্মের বিনিময়ে দশ হইতে সাতশত গুণ পর্যন্ত ছাওয়াব লিখিত হয়। আর তাহার প্রতিটি কৃত মন্দ কর্মের বিনিময়ে সমপরিমাণ (অর্থাৎ একটি পাপ) লিখিত হয়। এমনিভাবে চলিতে থাকে যে পর্যন্ত না সে (মৃত্যুর মাধ্যমে) আল্লাহ তা'আলার সহিত মুলাকাত করে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

হাদীছ শরীফের বাক্য إنما تركها من جرّاىَ এর جرّاىَ - শব্দটির " ج " বর্ণে যবর এবং 'ر' বর্ণে তাশদীদ এবং শেষে ياءُ متكلم দ্বারা পঠিত। অর্থ হইবে من اجلى (অর্থাৎ আমার জন্য) সে উক্ত গুনাহ পরিত্যাগ করিয়াছে। হাফিয ইবন হাজার (রহঃ) বলেন, উহা দ্বারা এই মর্মই অনুধাবিত হয় যে, ব্যাপকভাবে পাপ বর্জন দ্বারা ছাওয়াব হয়। যেমন পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে যে, গুনাহ হইতে প্রত্যাবর্তন করাই যেন মন্দ হইতে বিরত হওয়া। আর মন্দ হইতে বিরত হওয়া স্বয়ং একটি উত্তম ও ছাওয়াবের কাজ। তাহাছাড়া উহাতে এইরূপ হওয়ারও সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, যদি গুনাহের কল্পনা করিবার পর উহা হইতে বিরত হয় তাহা হইলে একটি ছাওয়াব লিখা হইবে। আর যদি সে আল্লাহ তা'আলার ভয়-ভীতির আধিক্যের কারণে গুনাহ করা হইতে বিরত থাকে তাহা হইলে দুইগুণ নেকী লিখা হইবে।

আল্লামা খাত্তাবী (রহঃ) বলেনঃ গুনাহ বর্জনের উপর নেকী তখনই লিখা হয় যখন বর্জনকারী গুনাহ করিবার উপর সামর্থবান হওয়া সত্ত্বেও উহা ত্যাগ করে। কেননা সামর্থবান হওয়ার পর যে ত্যাগ করে বস্তুতঃ সে-ই

বর্জনকারী ও গুনাহ পরিত্যাগকারী বলিয়া গণ্য হয়। উদাহরণতঃ কোন ব্যক্তি কোন মহিলার সহিত ব্যভিচার করিবার ইচ্ছা করিয়াছে, অতঃপর উক্ত মহিলাকে একাকী নির্জনে পাইয়াও আল্লাহ তা'আলার ভয়ে উক্ত মন্দ কর্ম হইতে বিরত রহিয়াছে তাহা হইলে (কুপ্রবৃত্তির সহিত মুজাহাদা করিবার কারণে) উহার জন্য ছাওয়াব লিখা হইবে। পক্ষান্তরে অন্তরে ব্যভিচারের কল্পনা এবং ব্যভিচার কর্ম সম্পাদনের মধ্যবর্তী কোন বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হইয়া বিরত থাকিতে বাধ্য হইলে ছাওয়াব লিখিত হইবে না। যেমন কোন বেগানা মহিলার সহিত ব্যভিচার করিবার ইচ্ছা করিয়া তথায় গিয়াছে, কিন্তু দরজা বন্ধ থাকায় এবং খুলিতে সক্ষম না হইয়া বিরত থাকিতে হইয়াছে, ইহাকে না বর্জনকারী বলা হইবে আর না তাহার জন্য নেকী লিখা হইবে। (ফতহুল মুলহিম)

٢٤٣ **وحدثنا** ابو كريب قال نا ابو خالد الاحمر عن هشام عن ابن سيرين عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشرا الى سبعمائة ضعف ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب وان عملها كتبت -

হাদীছ-২৪৩ঃ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব (রহ্ঃ)। তিনি-হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেনঃ যে ব্যক্তি কোন একটি সৎ কাজ করিবার ইচ্ছা করে অথচ (অন্তরের) ইচ্ছা মুতাবিক উহা সম্পাদন করে নাই, তাহা হইলে তাহার জন্য (তাহার নামায়ে আ'মালের মধ্যে) একটি নেকী লিখা হইয়া থাকে। আর যে ব্যক্তি একটি সৎ কাজের ইচ্ছা করিবার পর উহার উপর কার্যতঃভাবে আমল করে তবে তাহার জন্য দশ হইতে সাতশত গুণ পর্যন্ত নেকী লিখিত হয়। আর যে ব্যক্তি কোন একটি মন্দ কর্ম করার (আন্তরিক) কল্পনা করে অতঃপর সেই মুতাবিক আমল না করে তবে তাহার জন্য কোন কিছু (গুনাহ) লিখা হয় না। আর যদি সে (মন্দ কল্পনা মুতাবিক) কার্যত সম্পাদন করে তবে শুধু একটি গুনাহ লিখা হয়।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

(আলোচ্য অনুচ্ছেদের পূর্ববর্তী হাদীছ শরীফের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

٢٤٤ **حدثنا** شيبان بن فروخ قال نا عبد الوارث عن الجعد ابى عثمان قال نا ابو رجاء العطاردى عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروى عن ربه تبارك وتعالى قال ان الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وان هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده عشر حسنات الى سبعمائة ضعف الى اضعاف كثيرة وان هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وان هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة -

হাদীছ-২৪৪ঃ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন শায়বান বিন ফররূখ (রহঃ)। তিনি-[১]-হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন। হযরত (আবদুল্লাহ) বিন আব্বাস (রাযিঃ)

টীকা-১. ابورجاء العطاردى "আবূ রাজা আল-উতারিদী-এর আসল নাম ইমরান বিন তাইম (রহঃ)। আর

বাকী অংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর ঐ সকল রিওয়ায়ত হইতে বর্ণনা করেন যাহা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় প্রতিপালক হইতে (হাদীছে কুদসী হিসাবে) বর্ণনা করিয়াছেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সমূদয় সৎ ও অসৎ কর্মের হিসাব লিপিবদ্ধ করেন। অতঃপর তিনি (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উহার বিস্তারিত বর্ণনা করেনঃ অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন একটি সৎ কাজ করিবার নিয়্যাত করিয়াছে কিন্তু তাহা (এখনও) সম্পাদন করে নাই তবে আল্লাহ তা'আলা (নিজের কাছে সংরক্ষিত আমলনামায়) ইহার (সৎ নিয়্যাতের) বিনিময়ে তাহার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ নেকী লিপিবদ্ধ করেন।[১] আর যদি সে (আন্তরিক) নিয়্যাত মুতাবিক উহার উপর আমলও করে তাহা হইলে আল্লাহ তা'আলা (তাহার কাছে সংরক্ষিত আমলনামায়) ইহার বিনিময়ে (ইখলাসের ভিত্তিতে নিম্ন পক্ষে একটি সৎ কাজের জন্য) দশ নেকী হইতে সাতশত গুণ পর্যন্ত লিপিবদ্ধ করেন বরং সাতশত গুণেরও অধিক (আল্লাহ তা'আলা যাহা ইচ্ছা করেন তাহা) লিপিবদ্ধ করেন। পক্ষান্তরে যদি কেহ কোন একটি পাপ কার্য করিবার (আন্তরিক) ইচ্ছা করে অতঃপর সেই (আন্তরিক ইচ্ছা মুতাবিক) আমল না করে তবে আল্লাহ তা'আলা (নিজের কাছে রক্ষিত আমলনামায়) তাহার (মুজাহাদার) বিনিময়ে একটি পূর্ণাঙ্গ নেকী লিপিবদ্ধ করেন। আর যদি সে অন্তরের মন্দ ইচ্ছা মুতাবিক উহার উপর আমল করে তবে আল্লাহ তা'আলা তাহার (একটি পাপ কার্য সম্পাদনের জন্য) একটি মাত্র গুনাহ লিপিবদ্ধ করেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

আল্লামা শারেহ নববী (রহঃ) বলেনঃ আলোচ্য হাদীছ শরীফ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, একটি সৎ কাজ সম্পাদনের বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত ছাওয়াবের সংখ্যা সাতশত গুণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে বরং সাতশত গুণের অধিকও যাহা আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করেন তাহা প্রদান করেন এবং করিবেন। ইহাই সহীহ মাযহাব।

আর কতক ওলামায়ে কিরাম বলেন যে, একটি সৎ কাজ সম্পাদনের বিনিময়ে সাতশত গুণের অধিক ছাওয়াব লাভ হইবে না। এই অভিমত আলোচ্য হাদীছ শরীফ দ্বারা ভুল ও অগ্রহণযোগ্য বলিয়া প্রমাণিত হয়। (শরহে নববী)

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার টীকার বাকী অংশ

কেহ বলেন, ইবন মালহান, আর কেহ বলেন, ইবন আবদিল্লাহ। তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর মুবারক যুগ পাইয়াছিলেন। কিন্তু সাক্ষাত করিতে পারেন নাই। তিনি মক্কা বিজয়ের বৎসর হিজরী ৮ম সনে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং একশত বিশ বৎসর জীবিত ছিলেন। আর কেহ বলেন, একশত আটাইশ বৎসর। আর কেহ বলেন, একশত ত্রিশ বৎসর। (ফতহুল মুলহিম)

অত্র পৃষ্ঠার টীকা

টীকা–১. حسنة كاملة "একটি পূর্ণাঙ্গ বা শ্রেষ্ঠ নেকী।" এই বাক্য দ্বারা নেক ও ছাওয়াবের মাহাত্ম্যের দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে এবং নেকী প্রদানের বিষয়টির তাকীদ করা হইয়াছে। আর 'কামাল' শব্দ উল্লেখ দ্বারা নেকী–এর শ্রেষ্ঠত্ব বুঝানো উদ্দেশ্য। এই নহে যে, নেকী (حسنة)–এর সংখ্যা দশ পর্যন্ত পৌছিবে। অর্থাৎ كاملة (পূর্ণাঙ্গ ও শ্রেষ্ঠ) দ্বারা দশ নেকীর ছাওয়াব প্রমাণ করা উদ্দেশ্য নহে যেমন কতক ওলামা (রহঃ) ধারণা করিয়াছেন। (ফতহুল মুলহিম)

২৪৫ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ نَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ وَزَادَ وَمَحَاهَا اللّٰهُ وَلَا يَهْلِكُ عَلَى اللّٰهِ إِلَّا هَالِكٌ

হাদীছ-২৪৫ঃ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহ্ইয়া বিন ইয়াহ্ইয়া (রহঃ)। তিনি---জা'দ আবী ওছমান (রহঃ) হইতে এই সনদ সূত্রে (উপরোল্লিখিত) আবদুল ওয়ারিছ সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়তের মর্মার্থের হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে এই হাদীছ শরীফের রাবী এতখানি অতিরিক্ত রিওয়ায়ত করিয়াছেন যে, (আর যদি সে মন্দ কল্পনা মুতাবিক কার্যত উহা সম্পাদন করে তবে কেবল একটি গুনাহ লিখা হয়) অথবা আল্লাহ তা'আলা এই গুনাহকেও মিটাইয়া দেন। আর আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে সে ব্যতীত আর কেহ ধ্বংস (ও বরবাদ) হয় না, তবে সেই ব্যক্তি ব্যতীত যাহার তাকদীরের মধ্যেই ধ্বংস (ও বরবাদী) লিখিত রহিয়াছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

মহান আল্লাহ তা'আলার করুণা ও দয়ার ভাণ্ডার এমন প্রশস্ত ও অসীম যাহার মধ্যে যাবতীয় বস্তুই অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায় এবং তাঁহার রহমত হইতে কোন ভুলকারী ও গুনাহগার বঞ্চিত হয় না। অবশ্য শুধুমাত্র ঐ ব্যক্তি করুণাময় আল্লাহ তা'আলার রহমত হইতে বঞ্চিত এবং তাঁহার অভিশাপের যোগ্য হইবে, যে ব্যক্তি সংকল্প, কথা ও কর্মের গুনাহসমূহের উপর অটল থাকে এবং উহা বার বার করিতে থাকে। আর সংকল্প, কথা ও কর্মের দিক দিয়া সৎ কর্মসমূহ হইতে সম্পূর্ণ শূন্য হয় এবং আখিরাতের কল্যাণ লাভে সে কোন চেষ্টাই করে না, সে তো ধ্বংস হইতেই চায়। কাজেই তাহার ধ্বংস হওয়া ব্যতীত আর কি হইবে?

আল্লামা ইবন বাত্তাল (রহঃ) বলেনঃ অত্র হাদীছ শরীফের মধ্যে উম্মতে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর আল্লাহ তা'আলার অসীম করুণা ও দয়ার প্রকাশ হইয়াছে। আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও দয়ার অনুরূপ অবস্থা যদি না হইত তবে সম্ভবতঃ কোন ব্যক্তিই জান্নাতে প্রবেশ করিবার উপযুক্ত হইত না। কেননা (প্রায়শঃ) বান্দাদের গুনাহসমূহ নেক কর্মসমূহ হইতে অধিক হইয়া থাকে। (তাহাছাড়া মহান চিরন্তন সত্ত্বা আল্লাহ তা'আলার শান মুতাবিক যথাযথ নেক কর্মসমূহ সম্পাদনের সামর্থ কাহার রহিয়াছে?) এই বিষয়টির উপর প্রায় নিশ্চিত প্রমাণ বহন করে আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীছ শরীফ যে, সৎ কর্মের আন্তরিক ইচ্ছার উপর ছাওয়াব প্রদান করা হইবে অথচ মন্দ কর্মের আন্তরিক কল্পনার জন্য পাকড়াও করা হইবে না। (ফতহুল মুলহিম)

باب بيان الوسوسة في الايمان ويقوله من وجدها۔

অনুচ্ছেদঃ ঈমানের মধ্যে ওয়াসওয়াসা তথা সন্দেহ, কুমন্ত্রণা সৃষ্টির বিবরণ। আর যদি কেহ অন্তরে ওয়াসওয়াসা অনুভব করে তবে সে কি বলিবে

২৪৬ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُوهُ إِنَّا نَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظَمُ أَحَدُنَا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ قَالَ وَقَدْ وَجَدْتُمُوهُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ ذَاكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ۔

হাদীছ-২৪৬ঃ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহঃ)। তিনি---হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেনঃ সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ)-এর মধ্যে কতক সাহাবী (রাযিঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে উপস্থিত হইয়া আরয করিলেন

যে, আমাদের অন্তরে এমন কিছু সন্দেহ–সংশয়ের উদ্রেক হয় যাহা আমাদের কেহ মুখ দিয়া উচ্চারণ করিতেও জঘন্য (গুনাহ) অনুভব করে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ তবে কি তোমরা (তোমাদের অন্তরে কুমন্ত্রণা সৃষ্টি হয় বলিয়া) অনুভব করিতেছ? সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ) জবাবে আরয করিলেনঃ জ্বী, হ্যাঁ। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেনঃ ইহাই তো প্রকৃত ঈমান (এবং ঈমানের স্পষ্ট আলামত)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

আল্লামা শারেহ নববী (রহঃ) বলেনঃ যখন তোমরা তোমাদের অন্তঃকরণে ওয়াসওয়াসা তথা কুমন্ত্রণা, সন্দেহ–সংশয়ের উদ্রেক হওয়াকে মারাত্মক মন্দ বলিয়া অনুভব কর এবং উহাকে বিশ্বাস করা তো দূরের কথা বরং মুখ দিয়া প্রকাশ করাও অপছন্দ কর, ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তোমাদের অন্তরে কামিল ঈমান রহিয়াছে। কেননা বস্তুতঃ শয়তান এমন ব্যক্তিদের অন্তরে ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি করিতে সচেষ্ট থাকে যাহাদেরকে পথভ্রষ্ট করিতে নিরাশ হইয়া যায়। কাফিরদের অন্তরে শয়তান ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি করিবার কোন প্রয়োজন মনে করে না। কারণ তাহারা শয়তানের হাতের মুঠোর মধ্যেই রহিয়াছে, যেইভাবে ইচ্ছা সেইভাবে খেল–তামাশা করে এবং অসৎপথে পরিচালিত করে।

এই বিবরণের আলোকে হাদীছ শরীফের মর্মার্থ হইতেছে যে, ওয়াসওয়াসার কারণ প্রকৃত ঈমান কিংবা ওয়াসাওয়াসা প্রকৃত ঈমানের আলামত। ইহা কাযী আয়্যায (রহঃ)–এর অভিমত।

আল্লামা মুল্লা আলী কারী (রহঃ) বলেনঃ সম্পদ শূন্য ঘরে চোর প্রবেশ করে না। আর কাফিরদের অন্তরে যখন ঈমানী দৌলত নাই তখন তাহাদের অন্তরে ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি করিবার প্রয়োজন কি? বরং তাহারা তো শয়তানেরই অনুসারী। কাজেই কাফিরদের ব্যাপারে শয়তানের কোন চিন্তা নাই। এখন কেবল তাহারা মুমিনগণকে নিয়াই ব্যস্ত। এই কারণেই হযরত আলী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে,

ان الصلوة التى لاوسوسة فيها انما هى صلوة اليهود والنصارى

অর্থাৎ "নিশ্চয় সেই নামায যাহার মধ্যে কোন ওয়াসওয়াসা তথা সন্দেহ–সংশয় সৃষ্টি হয় না, ইহা তো সেই ইয়াহুদ ও খ্রীষ্টানদের নামাযের ন্যায়।" (শরহে নববী, ফতহুল মুলহিম)

"ওয়াসওয়াসা"–এর অর্থ ও প্রকারসমূহ

وسوسة এর অর্থ হইতেছে গোপন স্বর। কাজেই যে সকল কল্পনা ও ধারণা মানুষের অন্তরে উদ্রেক হয় উহা যদি মন্দ ও গুনাহের দিকে ধাবিত করে তবে উহাকে وسوسة (কুমন্ত্রণা ও কুধারণা) বলা হয়। আর যদি উহা সৎ কর্মাবলীর দিকে ধাবিত করে তবে উহাকে الهام (স্বর্গীয় প্রেরণা) বলা হয়।

অতঃপর وسوسة দুই প্রকার। (এক) ضرورية (অনিচ্ছাধীন), (দুই) اختيارية (ইচ্ছাধীন)।

ضرورية (অনিচ্ছাধীন ওয়াসওয়াসা) উহাকে বলা হয় যাহা মানুষের সীনার মধ্যে প্রথমে অনুভূত হয় এবং মানুষ উহা হইতে বাঁচিয়া থাকিতে অপারগ। এই প্রকার ওয়াসাওয়াসায়ে জরুরীয়া সকল উম্মত হইতে মাফ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا

অর্থাৎ "আল্লাহ তা'আলা কাহাকেও নির্দেশ পালনে বাধ্য করেন না কিন্তু উহাই যাহা তাহার সামর্থ্য আছে।" (সূরা বাকারা–২৮৬)

- اختيارية - (ইচ্ছাধীন) উহাকে বলা হয় যাহা মানুষের অন্তরের অন্তঃস্থলে বহমান হয় এবং উহা সর্বদা স্থায়ী থাকে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি উক্ত ধারণা হইতে স্বাদ লাভ করে। যেমন কোন ব্যক্তির অন্তরে কোন

এক বেগানা মহিলার মুহব্বত এমনভাবে প্রবেশ করে যে, সে তাহা হইতে স্বাদ লাভ করে এবং তাহার নিকট পৌছিবার ইচ্ছা করে। কিন্তু কার্যত সম্পাদন না করে, কেবল ধারণা আর ধারণার মধ্যেই সীমিত থাকে তবে এই প্রকার ওয়াসওয়াসায়ে ইখতিয়ারিয়া উম্মতে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর জন্য বিশেষভাবে মাফ করা হইয়াছে। ইহা আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর শরাফত ও সম্মানার্থে এবং তাঁহার উম্মতের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশার্থেই করা হইয়াছে। এই বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করিয়া করুণাময় আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ؕ

অর্থাৎ "আর আমাদের প্রতি কঠোর ব্যবস্থা পাঠাইবেন না, যেইরূপ আমাদের পূর্ববর্তী (উম্মতদের) উপর পাঠাইয়াছিলেন।" (সূরা বাকারা–২৮৬)

তবে কোন অবস্থাতেই ভ্রান্ত আকীদা ও মন্দ চরিত্রাবলী ইহার অন্তর্ভুক্ত নহে।

অতঃপর নফসের মধ্যে যে সকল কামনা–বাসনা সৃষ্টি হয় উহাও দুই প্রকার।

প্রথম প্রকারঃ (ক) (وتنليث) অর্থাৎ মানুষের আন্তরিক ধারণাটি এত দুর্বল যে, অন্তরের মধ্যে আসিয়াই চলিয়া যায়। এই প্রকার ওয়াসওয়াসাও ক্ষমা করা হইয়াছে।

(খ) উপরোল্লিখিত প্রকার হইতে উচ্চস্তরের যে, উক্ত আন্তরিক ধারণার মধ্যে এইরূপ দ্বিধা হয় যে, উহার ইচ্ছা করিবার পর বিরত থাকিয়া উহাকে পরিত্যাগ করে, পুনরায় ইচ্ছা করে ও পরিত্যাগ করে, নিজের ইচ্ছার উপর অটল থাকে না। এই প্রকার দ্বিধা–সন্দেহ (تردد) ও ক্ষমার অন্তর্ভুক্ত।

(গ) উল্লিখিত (খ) স্তর হইতে উচ্চস্তরের যে, সে উক্ত আন্তরিক ধারণার দিকে ধাবিত হয় এবং উহা করা হইতে বিরতও থাকে না বরং উহাকে কার্যতঃসম্পাদন করিবার জন্য দৃঢ় সংকল্প করে। এই প্রকার সংকল্পকে عزم বলে।

দ্বিতীয় প্রকারঃ উহা আবার পাঁচ প্রকারঃ

(১) কোন কোন বস্তু মানুষের অন্তরে প্রথমে পতিত হয়, অতঃপর চলিয়া যায় ইহাকে هاجس (কল্পনা) বলে।

(২) আর ঐ সকল ধারণা যাহা মানুষের অন্তরের মধ্যে প্রথমে পতিত হইয়া ঘূর্ণায়মান থাকে এবং কার্যটি সম্পাদন করা এবং না করার কোন সম্ভবনা সৃষ্টি না করে তবে উহাকে خاطر (ধারণা) বলে।

(৩) আর যদি তাহার নফস উক্ত আন্তরিক ধারণার ভিত্তিতে কার্যটি সম্পাদন করা কিংবা না করার বিষয় তো সৃষ্টি করিয়াছে, কিন্তু কোন একটিকে অপরটির উপর প্রাধান্য না দেয় তবে ইহাকে حديث النفس (আত্মার কথা) বলে।

উপরোল্লিখিত তিন প্রকার ওয়াসওয়াসা তথা কামনা–বাসনা যদি কোন মন্দ সম্পর্কিত হয় তবে আযাব হইবে না, যতক্ষণ না উক্ত মন্দ কার্যটি কার্যতঃভাবে সম্পাদন করে। আর যদি সৎ কর্ম সম্পর্কিত হয় তবে ছাওয়াবও হইবে না যতক্ষণ না উক্ত সৎ কার্যটি কার্যতঃভাবে সম্পাদন করে।

(৪) আর যদি তাহার নফস উক্ত ধারণার ভিত্তিতে কর্মটি সম্পাদন করা কিংবা না করার বিষয়টি সৃষ্টি করিয়া কার্যতঃভাবে কার্যটি করিবার দিকে প্রাধান্য দেয় কিন্তু উক্ত প্রাধান্যতা শক্তিশালী নহে বরং وهم (সন্দেহ)–এর ন্যায় ধাবিত হয় তবে উহাকে همٌّ (ইচ্ছা) বলে।

এই প্রকার همٌّ (আন্তরিক ইচ্ছা)–এর উপর নেকী প্রদান করা হয় যদি সৎ কর্মের বিষয়ে হয় এবং আযাব দেওয়া হয় না যদি মন্দ কর্মের বিষয়ে হয়। (ইহা আল্লাহ তা'আলার অশেষ অনুগ্রহ)।

(৫) আর যদি তাহার নফস উক্ত ধারণার ভিত্তিতে কর্মটি সম্পাদন করা কিংবা না করার বিষয়টি সৃষ্টি করিয়া কার্যতভাবে কর্মটি সম্পাদন করিবার দিকে প্রাধান্য দেয় এবং উক্ত প্রাধান্যতা যদি এমন শক্তিশালী হয় যে, উহা عزم مصمم অর্থাৎ পাক্কা ইচ্ছা পর্যন্ত পৌছে যে, উহাকে বর্জন করিবার ক্ষমতা না রাখে তবে উহাকে عزم (সংকল্প) বলে। এই প্রকার عزم (সংকল্প)-এর উপর ছাওয়াব দেওয়া হয় যদি সৎ কাজের সংকল্প হয় এবং আযাবও দেওয়া হয় যদি পাপ কাজের সংকল্প হয়। (ইহা আল্লাহ তা'আলার ন্যায় প্রতিষ্ঠা)।

অতঃপর عزم (সংকল্প) দুই প্রকারঃ

(১) সংকল্প (عزم) ঐ আ'মালে কলব সম্পর্কিত যাহা কুফর পর্যন্ত পৌছাইয়া দেয়। যেমন একত্ববাদে ও নবুওয়াতের বিশ্বাসে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি হওয়া, উহা কুফরী যাহার শাস্তি অকাট্যভাবে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হইবে।

অথবা عزم (সংকল্প) ঐ সকল আ'মালে কলব সম্পর্কিত হয় যাহা কুফর পর্যন্ত পৌছায় না। যেমন অহংকার, রিয়া, আত্মগর্ব ও হিংসা প্রভৃতি। এই সকল গুনাহ কুফরীর স্তরে নহে বটে কিন্তু জঘন্য গুনাহের স্তরে রহিয়াছে। (এই সকল গুনাহ হইতে তাওবা ব্যতীত মৃত্যুবরণ করিলে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাধীন রহিয়াছে। তিনি ইচ্ছা করিলে গুনাহ পরিমাণ শাস্তি দিবেন কিংবা ক্ষমা করিয়া নাজাত দিবেন।) ইহাই জমহুরে ওলামায়ে কিরামের মত।

(২) সংকল্প (عزم) ঐ সকল আ'মাল সম্পর্কিত যাহা কলব ছাড়া অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা সংঘটিত ও সম্পাদিত হয়। যেমন ব্যভিচার ও চুরি প্রভৃতি। এই সকল গুনাহের আন্তরিক সংকল্পের উপর পাকড়াও হইবে কিনা, এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে মতানৈক্য রহিয়াছে। একদল শরীআত বিশেষজ্ঞ বলেন যে, পাকড়াও করা হইবে না। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, ব্যভিচার ও চুরির কেবল আন্তরিক সংকল্প করিবার দ্বারা পাকড়াও হইবে না। যেমন হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেনঃ

إنَّ الله عزوجل تجاوز لامتى عمّا حدّثت به انفسها مالم تعمل او تتكلم به ـ

অর্থাৎ "নিশ্চয় আল্লাহ জাল্লা জালালুহু আমার উম্মতের অন্তরস্থ কল্পনাগুলি ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন যতক্ষণ পর্যন্ত না সে (কল্পনা মুতাবিক) কার্যত সম্পাদন করে কিংবা কথায় ব্যক্ত করে।"

আর অধিকাংশ শরীআত বিশেষজ্ঞ ওলামায়ে কিরাম যেমন সুফিয়ান ছাওরী, ইবন মুবারক (রহঃ) প্রমুখের মতে দৃঢ় সংকল্প ـ العزم المصمم। করার উপর পাকড়াও হইবে। তাহাদের প্রমাণ হইতেছে যে, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ ۚ

অর্থাৎ "কিন্তু (আল্লাহ তা'আলা) তোমাদিগকে পাকড়াও করিবেন উহার জন্য যাহা তোমাদের অন্তরসমূহ (মিথ্যার) ইচ্ছা করিয়াছে।" (সূরাবাকারা-২২৫)

তাহারা হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপিত হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছ শরীফের জবাব দিয়াছেন যে, হাদীছ শরীফে যে تجاوز (ক্ষমা) করার কথা উল্লেখ রহিয়াছে উহা অন্তরের عزم (সংকল্প)-এর পূর্ববর্তী স্তরসমূহ সম্পর্কে। (ফতহুল মুলহিম, তা'লীকুস সবীহ)

٢٤٧ وحدثنا محمد بن بشار قال نا ابن ابي عدي عن شعبة ح وحدثني محمد بن عمرو بن جبلة بن ابي رواد و ابو بكر بن اسحق قالا حدثنا ابو الجواب عن عمار بن رزيق كلاهما عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث ـ

হাদীছ–২৪৭ঃ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন বাশ্শার (রহঃ)। তিনি–(সূত্র পরিবর্তন) এবং আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আমর বিন জাবালা বিন আবী রাওয়াদ ও আবূ বকর বিন ইসহাক (রহঃ)। তাহারা–হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)–এর সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ হাদীছ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

٢٤٨ حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار قال ثني علي بن عثام عن سعير بن الخمس عن مغيرة عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة قال تلك محض الايمان ـ

হাদীছ–২৪৮ঃ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইউসুফ বিন ইয়াকুব আস–সাফ্ফার (রহঃ)। তিনি–হযরত আবদুল্লাহ (বিন মাসউদ (রাযিঃ)) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর নিকট ওয়াসওয়াসা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। তিনি (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে) ইরশাদ করিলেনঃ ইহা তো প্রকৃত ঈমান (এর আলামত)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

(২৪৬নং হাদীছ শরীফের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

٢٤٩ حدثنا هرون بن معروف ومحمد بن عباد واللفظ لهرون قالا حدثنا سفيان عن هشام عن ابيه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله فمن وجد من ذلك شيئا فليقل امنت بالله ـ

হাদীছ–২৪৯ঃ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারুন বিন মারূফ এবং মুহাম্মদ বিন আব্বাদ (রহঃ)। তাহারা–হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ মানুষ পরস্পর এই প্রশ্ন করিতে থাকে, এমনকি এক পর্যায়ে কেহ এই প্রশ্ন করিয়া বসে যে, এই সৃষ্টি জগতের যাবতীয় বস্তু তো আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহা হইলে আল্লাহ তা'আলাকে সৃষ্টি করিয়াছে কে? (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন) যে ব্যক্তি এই ধরণের ওয়াসওয়াসা তথা সন্দেহ নিজ অন্তরে অনুভব করিবে সে যেন বলে, "আল্লাহ তা'আলার উপর ঈমান আনিয়াছি।"

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

শয়তান মানব জাতির চরম শত্রু। তাহার কাজই কেবল মানুষকে সৎ পথ হইতে সরাইয়া ভ্রান্ত পথে

পরিচালিত করা। মানুষকে ভ্রষ্টতায় নিপতিত করিবার জন্য যে সকল কলাকৌশল ও ক্ষমতা প্রয়োজন উহার সকল কিছুই আল্লাহ তা'আলা তাহাকে দিয়াছেন। তবে কোন অবস্থাতেই আল্লাহ তা'আলার খাঁটি মুমিন বান্দাদেরকে বিপথগামী করিতে পারিবে না। আল্লাহ তা'আলার খাস বান্দাগণ সর্বদা অকাট্যভাবে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁহার মনোনীত রসূল যাহা বলিয়াছেন উহার উপর অটল থাকেন। আর নিজ আকলী দলীল প্রমাণাদির পশ্চাতে লাগিয়া মূল্যবান সময় ব্যয় করেন না। অকাট্য প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত বস্তুর প্রমাণের জন্য মানবীয় আকলী দলীলের প্রয়োজন নাই। কারণ যে স্থানে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা ও তাঁহার প্রেরিত রসূল, আল্লাহ তা'আলা একক ও চিরন্তন হইবার কথা বলিয়াছেন উহাই শ্রেষ্ঠ ও অকাট্য দলীল। ইহার উপর মানুষের আকলী দলীলের স্থান কোথায়?

শয়তান তার প্রতি প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মানুষের অন্তরে নানা প্রকার ওয়াসওয়াসা তথা কুমন্ত্রণা ও প্রশ্নাদি সৃষ্টি করিতে থাকে। সেই সকল প্রশ্নাদির মধ্যে সর্বাপেক্ষা মারাত্মক ও জঘন্য প্রশ্ন হইতেছে যে, আল্লাহ তা'আলা যাবতীয় সৃষ্ট–বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন। তবে (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহ তা'আলাকে কে সৃষ্টি করিয়াছে? এই প্রকার মনের ওয়াসওয়াসার উপর চিন্তা করিতে থাকিলে ভ্রষ্টতা ও কুফরীতে নিক্ষিপ্ত হইবার আশংকা অধিক। কাজেই হাদীছ শরীফ বলিয়া দিয়াছে যে, মানুষ যখনই এই প্রকার শয়তানী ওয়াসওয়াসার অনুভব করিবে তৎক্ষণাৎ বলিবে, "আমি আল্লাহ তা'আলার উপর ঈমান আনিয়াছি।"

আর অন্য হাদীছ শরীফে বর্ণিত হইয়াছে যে, অন্তরে এই প্রকার শয়তানী ওয়াসওয়াসা অনুভব করিলে আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় চাহিবে এবং এই চিন্তা ত্যাগ করিবে। অর্থাৎ অন্তর হইতে অকাট্যভাবে উক্ত ওয়াসওয়াসা ও সন্দেহ দূরীভূত করিয়া আপাদমস্তক চিরন্তন একক আল্লাহ তা'আলার দিকে মনোযোগী হইয়া উহা দূরীভূত হওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলার সমীপে দু'আ করিবে।

ইমাম মাযরী (রহঃ) বলেনঃ হাদীছ শরীফের বাহ্যিক অর্থ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ)কে নির্দেশ দিয়াছেন যে, এই সকল শয়তানী ওয়াসওয়াসা খণ্ডন করিবার জন্য চিন্তা, ফিকির ও আকলী প্রমাণাদির পশ্চাতে পড়িবার কোন প্রয়োজন নাই। বরং আকলী দলীল ছাড়াই অন্তর হইতে এই সকল ওয়াসওয়াসা বহিস্কার ও দূরীভূত করিয়া দিবে। ইমাম মাযরী (রহঃ) আরও বলেনঃ বস্তুতঃ ধারণাসমূহ দুই প্রকার। (এক) ঐ সকল আন্তরিক ধারণাসমূহ যাহা অন্তরে জমিয়া যায় না বরং ঘটনাক্রমে আসে, আবার চলিয়া যায়, ইহাকেই ওয়াসওয়াসা বলে। এই প্রকার ধারণার চিকিৎসা অত্র হাদীছ শরীফে বর্ণনা করা হইয়াছে। (দুই) ঐ সকল আন্তরিক ধারণাসমূহ যাহা অন্তরে জমিয়া যায়। এই প্রকার ওয়াসওয়াসাকে গভীর চিন্তা–ফিকির ও প্রমাণাদি ব্যতীত দূরীভূত করা সম্ভব হয় না। (নববী)

বলাবাহুল্য অন্তরের ওয়াসওয়াসা তথা কুমন্ত্রণা হইতে বাঁচিবার জন্য হাদীছ শরীফে যে চিকিৎসা বাতলাইয়া দেওয়া হইয়াছে উহা উপরোল্লেখিত উভয় প্রকার ওয়াসাওয়াসারই চিকিৎসা। আর যদি কেহ আকলী দলীল প্রমাণাদির পশ্চাতে পড়ে তবে তাহার মধ্যে আরও অধিক ওয়াসাওয়াসার সৃষ্টি হইবে। কেননা মানুষের আকলী দলীল সীমিত। পক্ষান্তরে শয়তানের কুমন্ত্রণা অসংখ্য। কাজেই মানুষ যেকোন দলীল পেশ করিবে শয়তান উহা রদ করিয়া অন্য ওয়াসওয়াসার সৃষ্টি করিবে। শেষ পর্যন্ত শয়তানী ওয়াসওয়াসা দূরীভূত করা মুশকিল হইবে এবং শয়তানী জালে আবদ্ধ হইয়া ভ্রষ্টতায় নিপতিত হইবার প্রবল আশংকা রহিয়াছে। হে করুণাময় আল্লাহ তা'আলা। আপনি আমাদিগকে শয়তানী ওয়াসওয়াসা হইতে হিফাযত করুন।

২৫০ وحدثنا محمود بن غيلان قال ثنا ابو النضر قال ثنا ابو سعيد المؤدب عن هشام بن عروة بهذا الاسناد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ياتي الشيطان احدكم فيقول من خلق السماء من خلق الارض فيقول الله ثم ذكر بمثله وزاد ورسله ۔

হাদীছ—২৫০ঃ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মাহমুদ বিন গায়লান (রহঃ)। তিনি—হিশাম বিন ওরওয়া (রহঃ)[১]–এর সূত্রে একই সনদে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ শয়তান তোমাদের কাহারও নিকট আসিয়া (তোমাদিগকে পথভ্রষ্ট ও কুফরীতে নিপতিত করিবার উদ্দেশ্যে) বলেঃ আকাশ কে সৃষ্টি করিয়াছেন? ভূ–মন্ডল কে সৃষ্টি করিয়াছেন? তখন জবাবে সে (তোমাদের কেহ) বলেঃ আল্লাহ তা'আলা। অতঃপর রাবী উপরোল্লিখিত হাদীছ শরীফের অনুরূপ হাদীছ রিওয়ায়ত করেন। তবে তিনি (فليقل امنت بالله) –এর সহিত ورسله অর্থাৎ "আর তাঁহার মনোনীত রসূলগণ যাহা বলিয়াছেন উহার উপর আমি ঈমান আনিয়াছি।" বাক্য সংযোগ করিয়া রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(অর্থাৎ তখন শয়তান তোমাদের কাহারও অন্তরে ওয়াসওয়াসা ও সন্দেহ সৃষ্টি করিয়া দেয় যে, আল্লাহ তা'আলা তো আকাশ ও ভূ–মণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছেন তবে (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহকে কে সৃষ্টি করিয়াছে? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই প্রকার ওয়াসওয়াসার চিকিৎসায় বলেন যে, যখন তোমাদের মধ্যে কাহারও অন্তরে এই প্রকার জঘন্য ওয়াসওয়াসা ও সন্দেহের উদ্রেক হয় তখন যেন সে বলেঃ আমি একক আল্লাহ তা'আলার উপর ও তাঁহার মনোনীত রসূলগণের কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি।)

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

আলোচ্য হাদীছ শরীফের রাবী হাদীছের শেষ অংশে উপরোল্লিখিত হাদীছ শরীফের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে فليقل امنت بالله –এর সহিত ورسله শব্দ সংযোগসহ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। অর্থাৎ শয়তান তোমাদের কাহারও নিকট আসিয়া অন্তরে কুমন্ত্রণা ঢালিয়া বলে যে, আকাশ ভূ–মণ্ডল কে সৃষ্টি করিয়াছেন? জবাবে তোমাদের কেহ বলে, মহিমান্বিত আল্লাহ। তখন শয়তান বলে যে, তবে আল্লাহকে কে সৃষ্টি করিয়াছে? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যখন তোমাদের মধ্যে যে কেহ এই ধরণের শয়তানী ওয়াসওয়াসা ও সন্দেহে পতিত হয় তবে যেন সে বলেঃ امنت بالله ورسله অর্থাৎ

امنت بالذى قال الله ورسله من وصفه تعالى بالتوحيد والقديم ۔

অর্থ "মহিমান্বিত আল্লাহর তাওহীদ তথা একত্ব ও চিরন্তন গুণ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁহার প্রেরিত রসূলগণ যাহা বলিয়াছেন উহার উপর দৃঢ়ভাবে ঈমান আনিয়াছি।" বস্তুতঃ আল্লাহ তা'আলা ও তাঁহার মনোনীত রসূলগণের বর্ণিত কথাই যথার্থ সত্য ও হক। আর এই যথার্থ সত্য ও হকের বিপরীত যাহা আসে তাহা ভ্রষ্টতা ও কুফরী ছাড়া আর কিছুই নহে। (এই কথা বলিলে শয়তান নিরাশ হইয়া চলিয়া যাইবে।)

'সুনানে আবী দাউদ' ও 'নাসায়ী শরীফ'–এ আরও সংযোগসহ বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, এই প্রকার জঘন্য শয়তানী ওয়াসওয়াসা অন্তরে পতিত হইলে তোমার বলঃ

টীকা—১. هشام بن عروة - হিশাম বিন ওরওয়া (রহঃ) আবুল মনযর আল–করশী আল–মাদানী (রহঃ) হিজরী ৬১ সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আকাবিরে তাবেঈগণের একজন। তিনি হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রাযিঃ), হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাযিঃ) এবং অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ) হইতে হাদীছ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তিনি জলীলুল কদর মুহাদ্দিছ ছিলেন। তিনি ইমাম মালিক, ইমাম সুফিয়ান ছাওরী ও ইমাম সুফিয়ান বিন ওয়াইনা (রহঃ) প্রমূখের উস্তাদ ছিলেন। হিজরী ১৪৬ সনে তিনি ইন্তেকাল করেন। –(আল–একমাল ফি আসমায়ির রিজাল)

اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۙ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۚ

অর্থাৎ "আল্লাহ একক অদ্বিতীয়। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তাঁহার কোন সন্তান-সন্ততি নাই। আর তিনি কাহারও সন্তান নহেন। আর তাঁহার সমতুল্যও কেহই নাই।" অতঃপর বাম পার্শ্বে থুক ফেলিবে এবং পরে আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় প্রার্থনা করিবে। (ফতহুল মুলহিম)

٢٥١ حَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيْعًا عَنْ يَعْقُوْبَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَخِىْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِى الشَّيْطَانُ اَحَدَكُمْ فَيَقُوْلُ مَنْ خَلَقَ كَذَا وَكَذَا حَتّٰى يَقُوْلَ لَهٗ مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ فَاِذَا بَلَغَ ذٰلِكَ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ وَلْيَنْتَهِ ـ

হাদীছ-২৫১ঃ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব ও আবদ বিন হুমায়দ (রহঃ)। তিনি···হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ তোমাদের মধ্যে কাহারও কাছে শয়তান আসিয়া (কুমন্ত্রণার মাধ্যমে বিপথগামী করার জন্য) বলেঃ ইহা কে সৃষ্টি করিয়াছেন, উহা কে সৃষ্টি করিয়াছেন? এমনকি সে এই (জঘন্য) প্রশ্ন করিয়া তাহাকে বলে যে, তোমার প্রতিপালককে সৃষ্টি করিয়াছে কে? যখন সে এতদূর পর্যন্ত পৌছে তখন (তোমাদের মধ্যে যাহারই অন্তরে এইরূপ কুমন্ত্রণা অনুভব কর) তাহার উচিত যে, আল্লাহ তা'আলার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা এবং এই প্রকার ধারণা হইতে বিরত থাকা। (আর এই ওয়াসওয়াসাকে মস্তিষ্ক হইতে বহিষ্কার করিয়া দেওয়া)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

কাহারও অন্তরে শয়তানী ওয়াসওয়াসার অনুভব হইলে তাহাকে উক্ত ওয়াসওয়াসা হইতে বাঁচিবার উপায় হিসাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়াছেন فليستعذ بالله وليـنـتـه - অর্থাৎ "তাহার উচিত যে, সে যেন আল্লাহ তা'আলার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং এই প্রকার খেয়াল হইতে বিরত হয়।" রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র নির্দেশের মর্মার্থ হইতেছে যে, যখন তোমাদের মধ্যে কেহ উক্ত শয়তানী ওয়াসওয়াসাসমূহের মধ্যে পতিত হয় তবে উহার চিকিৎসা ইহা যে, আল্লাহ তা'আলার নিকট উক্ত শয়তানী কুমন্ত্রণা দূর হওয়ার জন্য দু'আ করা এবং এই বিষয়ে চিন্তা-ফিকির বর্জন করা এবং অন্তরে খাঁটিভাবে গাঁথিয়া লইবে যে, এই ধরণের ওয়াসওয়াসা হইতেছে শয়তানী কুমন্ত্রণা। আর তাহার উদ্দেশ্য কেবল মুমিনদেরকে সঠিক রাস্তা হইতে প্রতারিত করিয়া পথভ্রষ্টতার গভীর গুহায় নিপতিত করা। কাজেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উক্ত শয়তানী ওয়াসওয়াসাগুলিকে মস্তিষ্ক হইতে দূরে নিক্ষেপ করিয়া নিজ অন্তরের ভাবনাসমূহ অন্য দিকে ফিরাইয়া শয়তানের জাল হইতে বাহির হইয়া আসিবে। (নববী)

হাফিয ইবন হাজার (রহঃ) বলেনঃ এই ধরণের প্রশ্ন নির্বুদ্ধিতা, হাস্যাস্পদ এবং জবাব দেওয়ার অনুপযুক্ত। তাহাছাড়া আল্লাহ তা'আলার সিফাত ও সত্তায় চিন্তা-ফিকির করা হইতে বিরত থাকিবার হুকুম বর্ণিত হইয়াছে।

আল্লামা তীবী (রহঃ) বলেনঃ হাদীছ শরীফে এই ধরণের শয়তানী ওয়াসওয়াসার চিকিৎসায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় ও সাহায্য চাহিবার এবং অন্য কোন কাজে নিজ মস্তিষ্ককে ব্যস্ত করিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। কিন্তু তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ওয়াসাওয়াসা দূর করিবার জন্য চিন্তা-ফিকির ও দলীল-প্রমাণাদির উপস্থাপন করিতে নির্দেশ দেন নাই। কেননা অন্য কোন স্রষ্টা হইতে মহিমান্বিত আল্লাহ অমুখাপেক্ষী হইবার ইলম হইতেছে জরুরী তথা স্পষ্ট বিষয়ক যাহা দিবালোকের ন্যায়

উজ্জ্বল। কাজেই এই বিষয়টি মুনাযারা তথা তর্ক-বির্তকের অবকাশ রাখে না। আর ওয়াসওয়াসার ব্যাপারে মনের মধ্যে প্রশ্ন ও জবাব মানুষকে কেবল হতবুদ্ধিতার মধ্যে নিক্ষেপ করে। সুতরাং যাহার অন্তরে শয়তানী কুমন্ত্রণা পতিত হয় তাহার উক্ত শয়তানী কুমন্ত্রণা হইতে রেহাই পাইবার জন্য একমাত্র আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় এবং তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা ব্যতীত অন্য কোন চিকিৎসা নাই।

এই সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ـ

অর্থাৎ "আর যদি শয়তানের পক্ষ হইতে কোন প্ররোচনা আপনাকে প্ররোচিত করিতে চায়, তবে আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় প্রার্থনা করিতে থাকুন।" (সূরাআ'রাফ-২০০)

আর শয়তান দূর করার জন্য আল্লাহ তা'আলার সাহায্য প্রার্থনা করাকে استعاذة বলা হয়।

আল্লামা মুখাল্লাব (রহঃ) বলেনঃ বস্তুজগতসমূহের স্রষ্টা অত্যাবশ্যকভাবে স্বীকার করিবার পর ইহাও বিশ্বাস করা জরুরী যে, তাঁহার কোন স্রষ্টা নাই। তিনিই চিরন্তন সত্তা। কেননা চিন্তাশীল বুদ্ধিমান ব্যক্তি সৃষ্টিজগতের কারিগরী নিদর্শনাদি ও পরিবর্তন-পরিবর্ধন প্রত্যক্ষ করিয়া একজন স্রষ্টার সন্ধান পায়। আর ইহাও সত্য যে, স্রষ্টা এবং সৃষ্ট বস্তুর গুণ পৃথক জিনিস। কাজেই দৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তুসমূহের একজন একক স্রষ্টা রহিয়াছেন যাহার কোন সৃষ্টিকারী নাই। তিনি একক চিরন্তন সত্তা। আর ইহাই প্রকৃত ঈমান। কাজেই শয়তানী প্ররোচনার মধ্যে তর্ক-বিতর্ক করা যাহা মানুষকে হতবুদ্ধিতা, ব্যাকুলতা ও পেরেশানীতে নিক্ষেপ করে উহাতে লিপ্ত হওয়া চাই না।

আল্লামা ইবন আত-তীন (রহঃ) বলেনঃ বস্তুজগতসমূহের সৃষ্টিকারী স্রষ্টার যদি (নাউযুবিল্লাহ) অপর কোন সৃষ্টিকারী আছে বলিয়া জায়েয ধরিয়া নেওয়া হয়, তবে তাসালসুল তথা শিকলের ন্যায় সংযোগ পরম্পরা চলিতে থাকিবে যাহার কোন শেষ নাই। ইহা মহাল তথা অসম্ভব। সুতরাং ইহা অত্যাবশ্যক যে, একজন প্রাচীন সৃষ্টিকারী (موجد قديم -) পর্যন্ত যাইয়া চূড়ান্তভাবে সমাপ্ত হওয়া। আর কদীম অর্থাৎ প্রাচীনতম তিনিই যাহার পূর্বে তিনি ব্যতীত অন্য কোন বস্তু না থাকে। তিনিই চিরন্তন কর্তা, কর্ম নহে। তিনিই মহিমান্বিত চিরন্তন সত্তা একক আল্লাহ তা'আলা। (ফতহুল মুলহিম)

বলাবাহুল্য শয়তানী জিজ্ঞাস্য যে, তোমার প্রতিপালকের স্রষ্টা কে? (নাউযুবিল্লাহ) এই ধরণের প্রশ্ন অহেতুক ও জঘন্য মূর্খতার পরিচায়ক। ফলে উক্ত প্রশ্ন জবাবযোগ্য নহে বলিয়া কুমন্ত্রণার সহিত প্রশ্ন ও জবাবের মাধ্যমে বিতর্কে লিপ্ত হইবে না। বরং আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় ও সাহায্য প্রার্থনা করিয়া নিজ অন্তরকে অন্য কাজে ব্যস্ত করিবে। তাহাতে শয়তান নিরাশ হইয়া চলিয়া যাইবে। আর তুমি শয়তানী কুমন্ত্রণার সহিত মুজাহাদা করিয়া উত্তীর্ণ হইয়া খাঁটি ঈমানের অধিকারী হইবে। ইহাই প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শিক্ষা। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

٢٥٢ **حدثني** عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي الْعَبْدَ الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ كَذَا وَكَذَا حَتَّى يَقُولَ لَهُ مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ **بِمِثْلِ حَدِيثِ** ابْنِ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ ـ

হাদীছ-২৫২ঃ(ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল মালিক বিন শুআয়ব বিন লায়ছ (রহঃ)। তিনি---হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ আল্লাহ তা'আলার বান্দার কাছে শয়তান আসিয়া (কুমন্ত্রণার

মাধ্যমে বিপথগামী করার জন্য) বলেঃ ইহা কে সৃষ্টি করিয়াছেন, উহা কে সৃষ্টি করিয়াছেন? এমনকি এক পর্যায়ে সে (এমন জঘন্য প্রশ্ন করিয়া) তাহাকে বলে যে, কে তোমার প্রতিপালককে সৃষ্টি করিয়াছে? যখন শয়তান এতদূর পর্যন্ত পৌছে তখন (তোমাদের মধ্যে যাহারই অন্তরে এইরূপ শয়তানী কুমন্ত্রণা অনুভব কর তাহার উচিত) সে যেন আল্লাহ তা'আলার সমীপে আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং এই প্রকার ভাবনা হইতে বিরত হইয়া যায়। এই হাদীছ আমার ভ্রাতুষ্পুত্র ইবন শিহাবের ন্যায় হাদীছ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

(বিস্তারিত ব্যাখ্যা ২৫১ নং হাদীছ শরীফের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

٢٥٣ **حَدَّثَنِي** عَبْدُ الْوَارِثِ ابْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزَالُ النَّاسُ يَسْأَلُونَكُمْ عَنِ الْعِلْمِ حَتَّى يَقُولُوا هٰذَا اللّٰهُ خَلَقَنَا فَمَنْ خَلَقَ اللّٰهَ قَالَ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ رَجُلٍ فَقَالَ صَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ قَدْ سَأَلَنِي اثْنَانِ هٰذَا الثَّالِثُ أَوْ قَالَ سَأَلَنِي وَاحِدٌ وَهٰذَا الثَّانِي

হাদীছ—২৫৩ঃ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল ওয়ারিছ বিন আবদিস সামাদ (রহঃ)। তিনি…হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ মানুষ তোমাদের নিকট ইলম সম্পর্কিত বিষয়ে প্রশ্ন করিতে থাকিবে, এমনকি তাহারা এই কথাও জিজ্ঞাসা করিয়া বসিবে; আল্লাহ তা'আলা তো আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু কে আল্লাহ তা'আলাকে সৃষ্টি করিয়াছেন? বর্ণনাকারী বলেন, হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) এই হাদীছ বর্ণনা করিবার সময় এক ব্যক্তির হাত ধরা অবস্থায় ছিলেন। অতঃপর হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) বলিলেনঃ আল্লাহ তা'আলা ও তাঁহার প্রেরিত রসূলই সত্য বলিয়াছেন। ইতিপূর্বে এই বিষয়ে আমার কাছে দুই ব্যক্তি প্রশ্ন করিয়াছিল এবং এই প্রশ্নকারী হইতেছে তৃতীয় ব্যক্তি। (বর্ণনাকারী বলেন) অথবা হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) (এইরূপ) বলিয়াছেন যে, আমার নিকট (এই সম্পর্কে পূর্বে) এক ব্যক্তি প্রশ্ন করিয়াছিল এবং এই প্রশ্নকারী হইতেছে দ্বিতীয় ব্যক্তি।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদবাণী لا يزال الناس يسألونكم عن العلم "মানুষ তোমাদের কাছে জ্ঞানের বিষয়ে কথা জিজ্ঞাসা করিতে থাকিবে।" অত্র বাক্যে অধিক প্রশ্ন করার মন্দের দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। কেননা হাদীছ শরীফে উল্লিখিত প্রশ্ন সম্পর্কে অধিক গবেষণা, অনুসন্ধান ও জিজ্ঞাসার মধ্যে জড়িত হওয়া রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপছন্দ করিতেন। এই বিষয়ে অধিক জিজ্ঞাসা মানুষকে ঐ বস্তুর দিকে লইয়া যায় যাহা হইতে বিরত থাকা অপরিহার্য। আর এই ধরণের প্রশ্নাদি অত্যধিক মূর্খতার আলামত। (ফতহুল মুলহিম)

বলাবাহুল্য মানুষ যেমন সসীম ও ধ্বংসশীল, অনুরূপ তাহার ইলম-জ্ঞানও সসীম ও ধ্বংসশীল। আর ইহা অকাট্য সত্য যে, সসীম জ্ঞান অসীমকে আয়ত্ব করিতে পারে না। অসীমকে আয়ত্ব করা তো দূরের কথা সসীমের যাবতীয় জ্ঞানকে কি কেহ আয়ত্ব করিতে সক্ষম হইয়াছে? উদাহরণতঃ অভিজ্ঞ ডাক্তার প্রকৌশল বিষয় অনুধাবন করিতে পারে না। আর অভিজ্ঞ প্রকৌশলী রোগ নির্ণয়ে অনভিজ্ঞ। এমনিভাবে যাবতীয় বস্তুর ব্যাপারেই ইহা প্রযোজ্য। আর প্রত্যেক ব্যক্তি নিজস্ব জ্ঞাত বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে অপারগতা প্রকাশ করিতে বাধ্য। কাজেই বস্তুজগতের যাবতীয় বস্তুর সূক্ষ্মতা অনুধাবন করিতে যেখানে মানুষের ইলম-জ্ঞান অপারগ সেই স্থানে চিরন্তন সত্তার বিষয়ে অনুধাবন করিতে যাওয়া যে কতবড় মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতা তাহা বলার অপেক্ষা রাখে না।

কবি সুন্দর বলিয়াছেন-

جو سمجھ میں آگیا تو لا انتہا کیوں کر ہوا ؟

অর্থাৎ "যাহা অনুধাবন করা যায় তাহা অসীম কিভাবে হইবে?"

আল্লাহ তা'আলার সত্তা সম্পর্কে না বুঝাই তাঁহার অস্তিত্বের প্রমাণ। কাজেই আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা আসমানী কিতাবে এবং তাঁহার মনোনীত রসূলের মাধ্যমে যাহা বর্ণনা করিয়াছেন উহাই অকাট্য প্রমাণে প্রমাণিত হক ও সত্য। সীমিত জ্ঞানের অধিকারী মানুষের এই বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক করা নিতান্তই বেমানান এবং বিপদসঙ্কুলও বটে। তদুপরি যাহারা এই বিষয়ে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হইবে তাহারা ভ্রষ্টতায় নিক্ষিপ্ত হইতে বাধ্য। এই কারণে হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) আল্লাহ তা'আলার সত্তা সম্পর্কিত প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়া বলিয়া দিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় বিষয়াদি যাহা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁহার মনোনীত রসূল বর্ণনা করিয়াছেন উহাই অকাট্য সত্য, হক ও যথার্থ। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানুবী (রহঃ) স্বীয় 'আনফাসে ঈসা' কিতাবেলিখিয়াছেনঃ

خدا وہ ہے جو سمجھ میں نہ آوے اور سمجھ وہ ہے جو خدا کو پاوے یعنی طلب میں رہے ۔

অর্থাৎ "আল্লাহ তা'আলা তিনিই যিনি বোধ-জ্ঞানের আওতাধীন নহেন এবং জ্ঞান-বোধ উহাই যাহা দ্বারা আল্লাহ তা'আলাকে পাইবে অর্থাৎ অনুসন্ধানের মধ্যে রাখিবে।" (আনফাসেঈসা)

٢٥٤ وحدثنيه زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَا يَزَالُ النَّاسُ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْإِسْنَادِ وَلَكِنْ قَدْ قَالَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ .

হাদীছ---২৫৪ঃ(ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর উপরোক্ত হাদীছ আমার নিকট বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব ও ইয়াকূব আদ-দাওরাকী (রহঃ)। তাহারা---মুহাম্মদ হইতে। তিনি বলেনঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন, মানুষ সর্বদা (তোমাদের কাছে জ্ঞানের বিষয়ে কথা জিজ্ঞাসা করিতে থাকিবে)---। অতঃপর অত্র হাদীছের রাবী (উপরোল্লিখিত) আবদুল ওয়ারিছ সূত্রে বর্ণিত হাদীছের ন্যায় রিওয়ায়ত করিয়াছেন। কিন্তু তিনি এই সনদে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উল্লেখ করেন নাই। তবে তিনি হাদীছ শরীফের শেষাংশে বলিয়াছেন, "আল্লাহ তা'আলা ও তাঁহার মনোনীত রসূল (সম্পূর্ণ) সত্য বলিয়াছেন।"

٢٥٥ وحدثني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الرُّومِيِّ قَالَ نَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ نَا عِكْرِمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَمَّارٍ قَالَ نَا يَحْيَى قَالَ نَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُونَ يَسْأَلُونَكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ حَتَّى يَقُولُوا هَذَا اللَّهُ فَمَنْ خَلَقَ اللَّهَ قَالَ فَبَيْنَا أَنَا فِي الْمَسْجِدِ إِذْ جَاءَنِي نَاسٌ مِنَ الْأَعْرَابِ فَقَالُوا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ هَذَا اللَّهُ فَمَنْ خَلَقَ اللَّهَ قَالَ فَأَخَذَ حَصًى بِكَفِّهِ فَرَمَاهُمْ ثُمَّ قَالَ قُومُوا قُومُوا صَدَقَ خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۞

হাদীছ---২৫৫ঃ(ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন আর-

রূমী (রহঃ)। তিনি---হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, (একদা) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ হে আবূ হুরায়রা! মানুষ তোমাকে প্রশ্ন করিতে থাকিবে। এমনকি তাহারা এই প্রশ্নও করিবে, এই (সকল যাবতীয় বস্তু) তো আল্লাহ তা'আলা (সৃষ্টি করিয়াছেন;) তাহা হইলে কে আল্লাহকে সৃষ্টি করিয়াছে? হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন, পরবর্তী সময়ে একদিন আমি মসজিদে নববীতে উপস্থিত ছিলাম। তখন কতিপয় মরুচারী-বেদুইন লোক আসিয়া আমাকে প্রশ্ন করিলঃ হে আবূ হুরায়রা! এই (সকল যাবতীয় বস্তু) তো আল্লাহ তা'আলা (সৃষ্টি করিয়াছেন), তাহা হইলে কে আল্লাহ্ তা'আলাকে সৃষ্টি করিয়াছেন? রাবী বলেন, (এই কথা শ্রবণ করিবার পর) হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) এক মুষ্টি পাথর কণা লইয়া তাহাদের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। অতঃপর (ক্রোধ স্বরে) বলিলেনঃ তোমরা (এই স্থান হইতে) উঠিয়া যাও, তোমরা (এই স্থান হইতে) বাহির হইয়া যাও। আমার খাঁটি দোস্ত (রসূল) সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সম্পূর্ণ) সত্য কথাই ইরশাদ করিয়া গিয়াছেন।

٢٥٦ **حدثني** مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ نَا كَثِيْرُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ نَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ قَالَ نَا يَزِيْدُ بْنُ الْاَصَمِّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَسْأَلَنَّكُمُ النَّاسُ فِىْ كُلِّ شَىْءٍ حَتّٰى يَقُوْلُوْا اللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ فَمَنْ خَلَقَهُ -

হাদীছ—২৫৬ঃ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহঃ)। তিনি---ইয়াযীদ বিন আল-আসাম (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেনঃ অবশ্যই লোকেরা তোমাদের কাছে প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিবে। এমনকি তাহারা বলিবে, আল্লাহ তা'আলা তো প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন কে?

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

(আলোচ্য অনুচ্ছেদের পূর্ববর্তী হাদীছ শরীফসমূহের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

٢٥٧ **حدثنا** عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ الْحَضْرَمِىُّ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ مُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اِنَّ اُمَّتَكَ لَا يَزَالُوْنَ يَقُوْلُوْنَ مَا كَذَا مَا كَذَا حَتّٰى يَقُوْلُوْا هٰذَا اللّٰهُ خَلَقَ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللّٰهَ تَعَالٰى ۝

হাদীছ—২৫৭ঃ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন আমির বিন যুরাবা আল-হাযরামী (রহঃ)। তিনি---হযরত আনাস বিন মালিক (রাযিঃ)-এর সূত্রে (হাদীছে কুদসী) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রিওয়ায়ত করেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেনঃ নিশ্চয় আপনার উম্মত সর্বদা (প্রশ্নাকারে) বলিতে থাকিবে যে, ইহা কে সৃষ্টি করিল, উহা কে সৃষ্টি করিল। এমনকি (এক পর্যায়ে) তাহারা (এই প্রশ্ন করিয়া) বলিবে যে, আল্লাহ তা'আলা তো মাখলূকাত (সকল সৃষ্ট বস্তু) সৃষ্টি করিয়াছেন, তবে আল্লাহ তা'আলাকে সৃষ্টি করিয়াছেন কে?

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

হাদীছ শরীফের শব্দ ١٪ - امتك । ۱ । (আপনার উম্মত) অর্থাৎ উম্মতে দাওয়াহ অথবা কতক

উম্মতে ইজাবাহ মূর্খতাবশতঃ কিংবা ওয়াসওয়াসায় নিপতিত হইয়া এই ধরণের প্রশ্ন করিতে থাকিবে। আলোচ্য হাদীছ শরীফের উদ্দেশ্য হইতেছে যে, মহিমান্বিত আল্লাহ স্বীয় মনোনীত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই বিষয়টি অবহিত করা যে, অদূর ভবিষ্যতে আপনার উম্মতের লোকজন এই ধরণের প্রশ্ন করিতে থাকিবে। কাজেই আপনি আপনার উম্মতকে এই প্রকার প্রশ্ন হইতে ভয় প্রদর্শন করুন এবং বিরত থাকার নির্দেশ প্রদান করুন। (ফতহুল মুলহিম)

٢٥٨ حدثنا إسحٰق بن إبراهيم قال أنا جرير ح وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال نا حسين بن علي عن زائدة كلاهما عن المختار عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث غير أن إسحٰق لم يذكر قال قال الله عز وجل إن أمتك ـ

হাদীছ—২৫৮ঃ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইব্রাহীম (রহঃ)। তিনি…(সূত্র পরিবর্তন) এবং আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বাকর বিন আবী শায়বা (রহঃ)। তাহারা…হযরত আনাস (বিন মালিক (রাযিঃ))–এর সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে উপরোল্লিখিত হাদীছ শরীফের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে বর্ণনাকারী ইসহাক (বিন ইব্রাহীম) (রহঃ) তাহার রিওয়ায়তে "মহিমান্বিত আল্লাহ বলিয়াছেন নিশ্চয় আপনার উম্মত।" এই কথাটি উল্লেখ করেন নাই।

باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار

অনুচ্ছেদঃ মিথ্যা শপথের মাধ্যমে মুসলমানের হক নষ্টকারীর প্রতি জাহান্নামের শাস্তির প্রতিজ্ঞা

٢٥٩ حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أنا العلاء وهو ابن عبد الرحمٰن مولى الحرقة عن معبد بن كعب السلمي عن أخيه عبد الله بن كعب عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وإن قضيبا من أراك ـ

হাদীছ—২৫৯ঃ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন আইয়ূব, কুতায়বা বিন সাঈদ ও আলী বিন হুজর (রহঃ)। তাহারা…হযরত আবূ উমামা[১] (আল হারিছী (রাযিঃ)) হইতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেনঃ যে ব্যক্তি (মিথ্যা) শপথ করিয়া কোন মুসলমানের (যে কোন ধরণের) হক বিনষ্ট করে, আল্লাহ তা'আলা তাহার জন্য জাহান্নাম (–এর শাস্তি) অপরিহার্য করিয়া রাখিয়াছেন এবং তাহার জন্য জান্নাত (–এ প্রবেশ) হারাম করিয়া রাখিয়াছেন। তখন জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর পাক খিদমতে আরয করিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! অতি সামান্য বস্তু হইলেও? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে) ইরশাদ করিলেনঃ পীলু (এক ধরণের বৃক্ষ যাহার ডাল দ্বারা মিসওয়াক তৈরী হয়। সেই) গাছের একটি (কর্তনকৃত) ক্ষুদ্র শাখা (অর্থাৎ মিসওয়াক) হইলেও (এই আযাব দেওয়া হইবে।)

অত্র পৃষ্ঠার টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

মুসলমানের হক বিনষ্ট ও গ্রাস করা কবীরা গুনাহ। আর উহার সহিত মিথ্যা কসম-এর কবীরা গুনাহ মিলিত হইয়া কবীরা গুনাহে জঘন্যতা বৃদ্ধি করিয়াছে। এই কারণেই তাহার কঠোর শাস্তি বর্ণিত হইয়াছে যে, সে (প্রাথমিক) জান্নাত লাভে বঞ্চিত হইবে এবং (দীর্ঘ দিনের জন্য) জাহান্নামের শাস্তিতে নিপতিত হইবে। কেননা সে ইসলামের হক অধিকারকে অমর্যাদা করিয়াছে এবং আল্লাহ তা'আলার নামের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখে নাই।

বলাবাহুল্য পূর্বে বিভিন্ন হাদীছ শরীফের ব্যাখ্যার অধীনে আলোচনা করা হইয়াছে যে, আহলে-সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মাযহাব মতে কবীরা গুনাহকারী পাপী মুমিন চিরস্থায়ী জাহান্নামী হইবে না বরং যদি কোন মুমিন ব্যক্তি কবীরা গুনাহ হইতে তাওবা না করিয়া মৃত্যুবরণ করে তবে সে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাধীন রহিয়াছে। আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করিলে গুনাহ পরিমাণ জাহান্নামের শাস্তি দেওয়ার পর অথবা ক্ষমার মাধ্যমে নাজাত দিবেন এবং ঈমানের বদৌলতে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দিবেন। অথচ আলোচ্য হাদীছ শরীফের বাহ্যিক অর্থ হইতেছে যে, মিথ্যা কসমের মাধ্যমে মুসলমানের হক অধিকার নষ্ট করার জন্য জাহান্নাম অবধারিত এবং তাহার জন্য জান্নাতে প্রবেশ হারাম। কাজেই আলোচ্য হাদীছ শরীফের তাবীল তথা ব্যাখ্যা রহিয়াছে।

শারেহ নববী (রহঃ) বলেনঃ অত্র হাদীছ শরীফের দুইভাবে তাবীল হইতে পারে।

(এক) আলোচ্য হাদীছ শরীফে বর্ণিত শাস্তি সেই ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য যে মিথ্যা কসমের মাধ্যমে মুসলমানের হক নষ্ট করাকে হালাল মনে করে এবং এই বিশ্বাসের উপরই সে মৃত্যুবরণ করে। এইরূপ ধারণাকারী দ্বীনে ইসলাম হইতে বহিষ্কার হইয়া কাফির হইয়া যাইবে। কেননা জানিয়া বুঝিয়া দ্বীনে শরীআতের কোন হারামকে

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার টীকা

টীকা-১. ابى امامة। অত্র হাদীছ শরীফের রাবী হযরত আবূ উমামা (রাযিঃ) তিনি আবূ উমামা আল-বাহেলী সদ্দী বিন ইজলান (রাযিঃ) প্রসিদ্ধ সাহাবী নহেন বরং তিনি হইতেছেন আবূ উমামা আল-হারিছী (রাযিঃ)। তাহার আসল নাম আয়াস বিন ছাআলাবা আল আনসারী আল হারেছী (রাযিঃ)। তিনি বনী হারেছ বিন খাযরাজ সম্প্রদায়ভুক্ত হইবার কারণে তাহাকে আল-হারিছী বলা হয়। আর কতক বলেন যে, তিনি হারিছী নহেন বরং বলভী। যেহেতু তিনি বনী হারিছার অঙ্গীকারাবদ্ধ সাথী ছিলেন। আল্লামা শারিহ নববী (রহঃ) বলেনঃ এই বিষয়টির তম্বীহ তথা সতর্ক উপদেশ প্রয়োজন যে, যাহারা সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ)-এর জীবনী লিখিয়াছেন তাহাদের অধিকাংশ লিখিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহুদের জিহাদ সমাপ্ত করিয়া ফিরিবার পথে এই আবূ উমামা আল-হারিছী (রাযিঃ) ইন্তেকাল করেন এবং স্বয়ং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার জানাযার নামায পড়াইয়াছেন। এই ইতিহাস মতে মুসলিম (রহঃ) বর্ণিত এই রিওয়ায়ত মুনকাতি হয়। কেননা আবদুল্লাহ বিন কা'ব (রহঃ) তাবেঈ। কাজেই এক তাবেঈ কিভাবে ঐ ব্যক্তি হইতে হাদীছ শ্রবণ করিতে পারেন যিনি ওহুদের বৎসর হিজরী তৃতীয় সনে ইন্তেকাল করেন। কিন্তু আবূ ওমাস আল-হারিছী (রহঃ)-এর ইন্তেকাল সম্পর্কিত অধিকাংশ ঐতিহাসিকদের লিখিত ঘটনা সহীহ নহে। কেননা সহীহ সূত্রে বর্ণিত আছে যে, আবদুল্লাহ বিন কা'ব বলেন حدثنى ابو امامة "আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হযরত আবূ উমামা (আল-হারিছী) (রাযিঃ)। যেমন ইমাম মুসলিম (রহঃ) এই অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় রিওয়ায়তে উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে আবদুল্লাহ বিন কা'ব (রহঃ) তাবেঈ হযরত আবূ উমামা আল-হারিছী (রাযিঃ) হইতে স্পষ্টভাবে শ্রবণ প্রমাণিত হয়। ইহা দ্বারা হিজরী তৃতীয় সনে হযরত আবূ উমামা (রাযিঃ)-এর ওফাত সম্পর্কিত ঘটনা বাতিল হইয়া যায়। অধিকন্তু ইমাম আবূল বারাকাত আল-জাযরী ইবনুল আছীর (রহঃ) নিজ 'মা'রিফাতুস সাহাবা (রাযিঃ)' কিতাবে হযরত আবূ উমামা (রাযিঃ) তৃতীয় হিজরী সনে ইন্তেকালের ইতিহাসকে অস্বীকার করিয়াছেন। (নববী)

টীকা-২. وان قضيب من اراك পীলু গাছের একটি ক্ষুদ্র শাখা হইলেও। আর সহীহ মুসলিম শরীফের কোন কোন নুসখায় قضيب এর স্থলে قضيبا শব্দ বর্ণিত হইয়াছে। এই হিসাবে قضيبا শব্দটি উহ্য كان এর খবর হইবে। বাক্যটি হইবেঃ وان كان قضيبا من اراك অথবা উহা উহ্য فعل এর مفعول হইবে। বাক্যটি হইবেঃ - وان اقتطع قضيبا من اراك সকল বাক্যের মর্মার্থ একই। (নববী)

হালাল বিশ্বাস করিয়া সম্পাদন করা কুফরী। সুতরাং সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী এবং জান্নাত তাহার জন্য হারাম হইবে।

(দুই) আর যে ব্যক্তি মিথ্যা কসমের মাধ্যমে মুসলমানের হক নষ্ট ও গ্রাস করাকে জঘন্য হারাম বলিয়া বিশ্বাস করে, কিন্তু কুপ্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়া উহা সম্পাদন করে তবে সে পাপী মুমিন থাকিবে। কাজেই হাদীছ শরীফের বাণী "তাহার জন্য জাহান্নাম অবধারিত" ইহার মর্মার্থ হইবে যে, সে জাহান্নামের যোগ্য। তবে আল্লাহ তা'আলা তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিতে পারেন। আর তাহার জন্য জান্নাত হারাম হওয়ার মর্মার্থ হইতেছে যে, মুত্তাকী পরহেযগার ব্যক্তিগণ যখন প্রথমে জান্নাতে প্রবেশ করিতে থাকিবেন তখন সে জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। কেননা, তাহার কৃত কবীরা গুনাহ বাধা হইয়া দাঁড়াইবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করিলে তাহাকে তাহার কৃত গুনাহ পরিমাণ জাহান্নামের শাস্তি দিয়া উহা হইতে মুক্তি দিবেন অথবা তিনি ক্ষমা করিয়া জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দিবেন। কাজেই তাহার জন্য প্রথমে জান্নাতে প্রবেশ হারাম হইবে।

আর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদবাণীতে যেই হক অধিকার নষ্ট করার বিষয়ে বিশেষভাবে মুসলমানের বন্দীত্ব করিয়াছেন ইহার মর্মার্থ এই নহে যে, কাফির যিম্মী (ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিক)-এর হক নষ্ট ও গ্রাস করা হারাম নহে বরং মর্মার্থ এই যে, উল্লেখিত কঠোর শাস্তির প্রতিজ্ঞা সেই ব্যক্তির জন্য যে মুসলমানের হক নষ্ট করে। আর কাফির যিম্মীর হক নষ্ট করা অবশ্যই হারাম। কিন্তু ইহা জরুরী নহে যে, যিম্মীর হক নষ্ট করার প্রতিশোধে কঠোর শাস্তি সেইরূপ হইবে যেইরূপ মুসলমানের হক নষ্ট করার প্রতিশোধে হইবে। আর হাদীছ শরীফের এই ব্যাখ্যা সেই সকল বিশেষজ্ঞগণের মাযহাব মতে যাহারা মাসআলা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বিপরীত মর্মার্থ (مفهوم مخالف এর) গ্রহণের প্রবক্তা। আর যাহারা বিপরীত মর্মার্থ (مفهوم مخالف এর) গ্রহণের প্রবক্তা নহেন তাহাদের জন্য হাদীছ শরীফের এই অংশের তাবীল প্রয়োজনই নাই।

কাযী আয়্যায (রহঃ) বলেনঃ হাদীছ শরীফে বিশেষভাবে মুসলিম-এর বন্দীত্ব লাগানোর কারণ হইতেছে যে, বস্তুতঃ মুসলমানই আহকামে শরীআতের সম্বোধিত এবং তাহারাই শরীআতের উপর আমলকারী হইয়া থাকে, অমুসলিম নহে। অধিকন্তু সাধারণতঃ মুসলমানগণের লেন-দেন মুসলমানের সহিতই হইয়া থাকে। এইজন্যই বিশেষভাবে মুসলমানের বন্দীত্ব করা হইয়াছে। আর এইজন্য নহে যে, কাফিরদের হক নষ্ট করা জায়েয বরং হক অধিকার বিষয়ে কাফির ও মুসলিম উভয়ের হুকুম একই।

উল্লেখ্য যে, হাদীছ শরীফে বর্ণিত শাস্তির প্রতিজ্ঞা সেই ব্যক্তির জন্য, যে মুসলমানের হক নষ্ট ও গ্রাস করে এবং তাওবা করিবার পূর্বে মৃত্যুবরণ করে। কিন্তু যে ব্যক্তি তাওবা করে নিজ কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয় এবং হকদারের হককে ফিরাইয়া দেয় কিংবা মাফ করাইয়া লয় এবং পুনরায় এই কর্ম না করিবার দৃঢ় সংকল্প করে তবে তাহার গুনাহ মাফ হইয়া যাইবে। (নববী)

ফায়দাঃ শারেহ নববী (রহঃ) বলেনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদবাণী وان قضيب من اراك (পীলু গাছের একটি ক্ষুদ্র শাখা অর্থাৎ মিসওয়াক হইলেও) দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মুসলমানের হক নষ্ট ও গ্রাস করা জঘন্য হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে কম ও বেশীর কোন পার্থক্য নাই। হক কম হউক অথবা বেশী হউক উভয়ই জঘন্য হারাম। আল্লামা শাব্বীর আহমদ ওছমানী (রহঃ) বলেনঃ শারেহ নববী (রহঃ)-এর কথার মর্ম হইতেছে যে, জঘন্য হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে কম ও বেশীর পার্থক্য নাই। এই নহে যে, জঘন্যতার স্তরভেদ হইবে না। কেননা জঘন্যতার স্তরভেদ হইতে পারিবে। যেমন আল্লামা ইবন আবদিস সালাম (রহঃ) স্বীয় 'কাওয়ায়িদ' কিতাবে কম হক ও বেশী হকের মধ্যকার জঘন্যতার স্তরভেদ বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইহাও প্রমাণ করিয়াছেন যে, বেশী হক নষ্ট করার মধ্যে অধিক ফাসাদ এবং কম হক বিনষ্ট করার মধ্যে কম ফাসাদ হয়। (অবশ্য উভয়ই জঘন্য হারাম)। (ফতহুল মুলহিম)

٢٦٠ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَهٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ جَمِيْعًا عَنْ اَبِىْ اُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَخَاهُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ كَعْبٍ يُحَدِّثُ اَنَّ اَبَا اُمَامَةَ الْحَارِثِىَّ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ -

হাদীছ—২৬০ঃ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর উপরোক্ত হাদীছ আমাদের নিকট বর্ণনা করেন আবূ বাকর বিন আবী শায়বা, ইসহাক বিন ইব্রাহীম ও হারূন বিন আবদিল্লাহ (রহঃ)। তাহারা···মুহাম্মদ বিন কা'ব (রহঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি তাহার ভাই আবদুল্লাহ বিন কা'ব (রহঃ) হইতে হাদীছ শুনিয়াছেন। তিনি হাদীছ বর্ণনা করেন হযরত আবূ উমামা আল–হারিছী (রাযিঃ) হইতে যে, তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে উপরোল্লিখিত হাদীছ শরীফের অনুরূপ শুনিয়াছেন।

٢٦١ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ نَا وَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ نَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَوَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِىُّ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ اَنَا وَكِيْعٌ قَالَ نَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيْهَا فَاجِرٌ لَقِىَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ قَالَ فَدَخَلَ الْاَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فَقَالَ مَا يُحَدِّثُكُمْ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالُوْا كَذَا وَكَذَا قَالَ صَدَقَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فِىَّ نَزَلَتْ كَانَ بَيْنِىْ وَبَيْنَ رَجُلٍ اَرْضٌ بِالْيَمَنِ فَخَاصَمْتُهُ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ فَقُلْتُ لَا قَالَ فَيَمِيْنُهُ قُلْتُ اِذَنْ يَحْلِفُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذٰلِكَ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيْهَا فَاجِرٌ لَقِىَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ فَنَزَلَتْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ -

হাদীছ—২৬১ঃ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বাকর বিন আবী শায়বা (রহঃ)। তিনি···(সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন নুমায়র (রহঃ)। তিনি··· (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইসহাক বিন ইব্রাহীম আল–হানযালী (রহঃ)। তিনি···হযরত আবদুল্লাহ (বিন মাসউদ (রাযিঃ)) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি তাহার উপর বিচারকের পক্ষ হইতে অর্পিত চূড়ান্ত কসমের[১] মাধ্যমে কোন মুসলমানের সম্পদ গ্রাস করে অথচ সে তাহার শপথে মিথ্যাবাদী, তবে সে ব্যক্তির আল্লাহ তা'আলার সহিত এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ ঘটিবে যে, তিনি তাহার প্রতি ক্রোধান্বিত থাকিবেন।

টীকা—১. على يمين صبر ইমাম নববী (রহঃ) বলেনঃ يمين صبر বাক্যটি اضافت (উপাঙ্গ) দ্বারা ব্যবহৃত। অর্থাৎ শপথের মাধ্যমে কোন বস্তু অত্যাবশ্যক করিয়া দেওয়া, বন্দী করিয়া দেওয়া। আর যে কসম অপরিহার্য করিয়া দেয় শপথকারীর পক্ষে রায় হওয়ার। (ফতহুল মুলহিম)

রাবী হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিঃ) বলেনঃ অতঃপর আশআছ বিন কায়স (রহঃ) তথায় প্রবেশ করিলেন এবং বলিলেনঃ আবূ আবদির রহমান (অর্থাৎ আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিঃ)) তোমাদের কাছে কি বর্ণনা করিয়াছেন। উপস্থিত সকলে জবাবে বলিলেনঃ তিনি এই এবং এই (হাদীছ খানা) বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত আশআছ বিন কায়স (রহঃ) বলিলেন, আবূ আবদির রহমান সত্যই বলিয়াছেন। ঘটনাটি আমাকে কেন্দ্র করিয়াই ঘটিয়াছিল। ঘটনাটি হইতেছে এই যে, ইয়ামেনে জনৈক ব্যক্তির সহিত আমার একটি (কূপ) ভূমি[১] ছিল। (এক পর্যায়ে সে এই কূপের দাবী করিয়া বসিল। ফলে আমাদের মধ্যে উহার মালিকানা নিয়া বিবাদ হইল)। অতঃপর এই বিবাদের মীমাংসা করিবার নিমিত্তে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে হাযির হইলাম। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিলেনঃ তোমার দাবীর স্বপক্ষে তোমার নিকট কোন দলীল প্রমাণ আছে কি? (জবাবে) আমি আরয করিলাম, না। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ তাহা হইলে বিবাদীর কসম লওয়া হইবে। আমি বলিলামঃ এই ব্যক্তি তো (মিথ্যা) কসম করিয়াই ফেলিবে। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেনঃ যে ব্যক্তি তাহার উপর বিচারকের পক্ষ হইতে অর্পিত চূড়ান্ত কসমের মাধ্যমে কোন মুসলমানের সম্পদ গ্রাস করে অথচ সে তাহার কসম-এ মিথ্যাবাদী, তাহা হইলে সে ব্যক্তির আল্লাহ তা'আলার সহিত এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ ঘটিবে যে, তিনি তাহার প্রতি ক্রোধান্বিত থাকিবেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়; "নিশ্চয় যাহারা আল্লাহ তা'আলার সহিত কৃত অঙ্গীকার এবং নিজেদের শপথকে সামান্য মূল্যে বিক্রয় করে২ আয়াতখানা শেষ পর্যন্ত। (অর্থাৎ পরকালে তাহাদের কোন অংশ নাই। কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলা তাহাদের সহিত (সন্তুষ্টির) কথা বলিবেন না। আর না তাহাদের দিকে (রহমতের) দৃষ্টিতে তাকাইবেন এবং তাহাদেরকে পবিত্রও করিবেন না। আর তাহাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে। (আল-ইমরান-৭৭)

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

কোন হক বা সম্পদের মালিকানায় দুই ব্যক্তির মধ্যে বিবাদ হইয়া হাকিম তথা বিচারকের নিকট মুকাদ্দমা হইলে ইসলামী শরীআতের হুকুম হইতেছে যে, হাকিম বাদীকে তাহার নিজ মালিকানার স্বপক্ষে দলীল প্রমাণ বা সাক্ষী পেশ করিবার জন্য হুকুম দিবেন। বাদী যদি তাহার মালিকানার স্বপক্ষে দলীল প্রমাণ পেশ করিতে পারেন তবে হাকিম তাহার পক্ষেই রায় দিবেন। আর যদি বাদী বস্তুতঃ সম্পদের মালিক বটে কিন্তু নিজের স্বপক্ষে দলীল প্রমাণ বা সাক্ষী পেশ করিতে অপারগ হয় তবে হাকিম বাধ্য হইয়া বিবাদীকে এই ব্যাপারে চূড়ান্ত কসম দিবেন। সে যদি বিচারকের সামনে শপথ করিয়া বলে তবে রায় তাহার পক্ষেই হইবে। তবে বিবাদী যদি বস্তুতঃ সম্পদের মালিক না হইয়াও মিথ্যা কসমের মাধ্যমে মুসলমান ব্যক্তির হক সম্পদ গ্রাস করে তবে দুনইয়ার বিচারের রায় তাহার পক্ষে হইলেও আখিরাতে আল্লাহ তা'আলা তাহার প্রতি ক্রোধান্বিত থাকিবেন। কারণ সে মুসলমানের হক অধিকার নষ্ট ও গ্রাস করিয়াছে এবং আল্লাহ তা'আলার নামে মিথ্যা কসম করিয়াছে। ফলে সে মুসলমানদের হক

টীকা-১. ارض باليمن। ইয়ামেনের একখণ্ড ভূমি নিয়া বিরোধ ছিল। আর পরবর্তী রাবী মানসূর সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়তে আছে, একটি কূপ নিয়া বিরোধ হইয়াছিল। উভয় রিওয়ায়তের সমন্বয় হইতেছে যে, ভূমি দ্বারা ভূমির যেই অংশে কূপ অবস্থিত তাহা মর্ম, সম্পূর্ণ ভূমি নহে। আর কূপও ভূমিরই অন্তর্ভূক্ত। (ফতহুল মুলহিম)

টীকা-২ فنزلت ان الذين يشترون অতঃপর এই পরিপ্রেক্ষিতে অর্থাৎ হাকিমের পক্ষে অর্পিত চূড়ান্ত কসমে মিথ্যা কসম করিয়া মুসলমানদের সম্পদ গ্রাস করে তাহার সম্পর্কে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। হাফিয ইবন হাজার (রহঃ) স্বীয় 'ফতহুল বারী' গ্রন্থে আলোচ্য আয়াতের শানে নযূল সম্পর্কে বলেন যে, তাফসীরে সূরা আলে ইমরানে বর্ণিত হইয়াছে যে, বাদ আসর মিথ্যা কসম করিয়া দ্রব্য বিক্রয়কারী সম্পর্কে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। অবশ্য ইহা বলা যায় যে, উভয় বিষয়েই এই আয়াত নাযিল হইয়াছে। আল্লামা কিরমানী (রহঃ) বলেনঃ সম্ভবতঃ এই আয়াত ইবন আবী আওফা-এর নিকট বাদ আসর দ্রব্য বিক্রয়ের সময়ে পৌঁছিয়াছে। তাই তিনি ধারণা করিয়াছেন যে, এই পরিপ্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াত নাযিল হইয়াছে। অথবা উভয় ঘটনা একই সময় সংঘটিত হইয়াছিল। অতঃপর এই আয়াত নাযিল হইয়াছে। তবে আয়াতের শব্দ ব্যাপক, কাজেই এই উভয় ঘটনা ও অন্যান্য ঘটনা ইহাতে অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। (ফতহুল মুলহিম)

অধিকারের অমর্যাদা করিয়াছে এবং আল্লাহ তা'আলার নামের মাহাত্ম ক্ষুন্ন করিয়াছে।

আলোচ্য হাদীছ শরীফে শরীআতের উল্লিখিত বিধানই বর্ণিত হইয়াছে যে,-যে ব্যক্তি তাহার উপর অর্পিত চূড়ান্ত কসমের মাধ্যমে কোন মুসলমানের সম্পদ গ্রাস করে অথচ সে তাহার শপথে মিথ্যাবাদী, তাহা হইলে আখিরাতে আল্লাহ তা'আলার সহিত এমন অবস্থায় তাহার সাক্ষাৎ ঘটিবে যে, তিনি তাহার প্রতি ক্রোধান্বিত থাকিবেন।

অত্র রিওয়ায়তে غضبان (ক্রোধান্বিত) শব্দ এবং অন্য রিওয়ায়তে معرض (পরাম্মুখতা) বর্ণিত হইয়াছে। বিশেষজ্ঞ ওলামায়ে কিরাম বলেনঃ আল্লাহ তা'আলার পরাম্মুখতা, ক্রোধান্বিত ও অসন্তুষ্ট হইবার দ্বারা মর্ম হইতেছে, তাহার নিকট হইতে দূর হওয়া। অর্থাৎ মিথ্যা শপথের মাধ্যমে মুসলমানের হক অধিকার নষ্ট ও গ্রাসকারী ব্যক্তিকে আখিরাতে আল্লাহ তা'আলা নিজ রহমত হইতে দূরে রাখিবেন, শাস্তিতে নিপতিত করিবেন এবং তাহার কর্মের প্রতি অসন্তুষ্ট থাকিবেন। (নববী)

আশআছ বিন কায়স (রাযিঃ)

আশআছ বিন কায়স অর্থাৎ ইবন মা'আদি কারিব। তাহার উপনাম আবূ মুহাম্মদ আল-কিন্দী। তিনি কিন্দা প্রতিনিধি দলের সহিত হিজরী ১০ম সনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে হাযির হইয়াছিলেন। তিনি ছিলেন নিজ সম্প্রদায়ের নেতা। আর ইসলামের পূর্বে যেমন নেতা ছিলেন তেমনই ইসলাম গ্রহণের পরও নিজ সম্প্রদায়ের সর্দার ছিলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের পর 'ফিৎনায়ে মুরতাদ'-এ তিনি জড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন, এমনকি মুরতাদ হইয়া গিয়াছিলেন। অতঃপর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)-এর খিলাফত যুগে নতুনভাবে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং কূফায় বসতি স্থাপন করেন। হিজরী ৪০ সনে তিনি ইন্তেকাল করেন। হযরত ইমাম হাসান (রাযিঃ) তাহার জানাযার নামাযের ইমামাত করেন। এক জামাআত মুহাদ্দিছ তাহার নিকট হইতে হাদীছ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর মতে তিনি সাহাবী। আর হানাফী মাযহাব মতে তিনি তাবেঈ। কারণ তিনি ফিৎনায় জড়িত হইয়া মুরতাদ হইয়া যাইবার কারণে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুহবত বাতিল হইয়া গিয়াছিল। অবশ্য পরে ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে সাহাবায়ে কিরামের সুহবত লাভে তাবেঈ-এর মর্যাদা লাভ করিয়াছেন। (ফতহুল মুলহিম)

২৬২ **حدثنا** إسحق بن إبراهيم قال أنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان ثم ذكر نحو حديث الأعمش غير أنه قال كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شاهداك أو يمينه –

হাদীছ-২৬২ঃ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইব্রাহীম (রহঃ)। তিনি --- হযরত আবদুল্লাহ (বিন মাসঊদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ যে ব্যক্তি (অন্য কাহারও) সম্পদ গ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে মিথ্যা কসম করে তবে আল্লাহ তা'আলার সহিত তাহার এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ হইবে যে, তিনি তাহার প্রতি ক্রোধান্বিত থাকিবেন।[১] অতঃপর রাবী হযরত আ'মাশ (রাযিঃ) বর্ণিত হাদীছ

টীকা-১. لقي الله وهو عليه غضبان "আল্লাহ তা'আলার সহিত এমন অবস্থায় তাহার সাক্ষাৎ ঘটিবে যে, তিনি তাহার প্রতি ক্রোধান্বিত থাকিবেন।" এই বাক্যে মুসলমানদের সম্পদ গ্রাস করার অভিলাষে মিথ্যা কসম খাওয়া জঘন্যতম হারাম হওয়ার এবং আখিরাতে কঠোরভাবে পাকড়াও হইবার বিষয়টি প্রকাশ করা হইয়াছে। আর ইহা সকলের মতে ঐ অবস্থায় প্রযোজ্য যে, যদি গ্রাসকারী খাঁটিভাবে তাওবা এবং সম্পদ ফিরত প্রদান করতঃ কিংবা মাফ না করাইয়া

বাকী অংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

শরীফের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য এই রিওয়ায়তে এই কথা বলিয়াছেন যে, আমার সহিত অন্য এক ব্যক্তির একটি কূপ নিয়া বিরোধ ছিল। পরে আমার এই বিরোধের মীমাংসার লক্ষ্যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর খিদমতে হাযির হইলাম। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাবীদারকে লক্ষ্য করিয়া ইরশাদ করিলেনঃ তোমার দাবীর স্বপক্ষে দুইজন সাক্ষী প্রয়োজন অন্যথায় বিবাদীর নিকট হইতে কসম লওয়াহইবে।

٢٦٣ وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ سَمِعَا شَقِيقَ بْنَ سَلَمَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ حَلَفَ عَلَى مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقِّهِ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ -

হাদীছ–২৬৩ঃ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন আবী ওমর আল–মাক্কী (রহঃ)। তিনি--হযরত শাকীক বিন সালামা (রহঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন। তিনি বলেনঃ আমি হযরত (আবদুল্লাহ) বিন মাসউদ (রাযিঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি। তিনি বলেনঃ আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কোন মুসলমানের সম্পদ গ্রাস করিবার জন্য (মিথ্যা) কসম করে, তবে সে ব্যক্তির (আখিরাতে) আল্লাহ তা'আলার সহিত এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ হইবে যে, তিনি তাহার উপরক্রোধান্বিতথাকিবেন।

হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিঃ) বলেন যে, অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহার যথার্থতার প্রমাণে আমাদের সামনে কুরআন মজীদের এই আয়াত পাঠ করিলেন। "নিশ্চয় যাহারা আল্লাহ তা'আলার সহিত কৃত অঙ্গীকার এবং নিজেদের শপথকে সামান্য মূল্যে[১] বিক্রয় করে--আয়াতখানা শেষ পর্যন্ত। (অর্থাৎ পরকালে তাহাদের কোন অংশ নাই। কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলা তাহাদের সহিত (সন্তুষ্টির) কথা বলিবেন না। আর না তাহাদের দিকে (রহমতের) দৃষ্টিতে তাকাইবেন এবং তাহাদেরকে পবিত্রও করিবেন না। আর তাহাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে।" (সূরা আলে ইমরান–৭৭)

٢٦٤ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَأَبُو عَاصِمٍ الْحَنَفِيُّ وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا قَدْ غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ لِي كَانَتْ لِأَبِي فَقَالَ الْكِنْدِيُّ

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার টীকার বাকী অংশ

মৃত্যুবরণ করে। আর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতে এই অবস্থায় মৃত্যুবরণকারীকে আল্লাহ তা'আলা যেইভাবে ইচ্ছা সেইভাবে শাস্তি দিবেন। (ফতহুল মুলহিম)

এই পৃষ্ঠার টীকা

টীকা–১. ثمنا قليلا 'সামান্য মূল্যে' অর্থাৎ পার্থিব জগতের সামান্য আসবাবপত্র ও বিষয় সম্পত্তির বিনিময়ে, যদিও পার্থিব জগতের যাবতীয় বিষয় সম্পত্তি সম্পূর্ণই সামান্য। (ফতহুল মুলহিম)

هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي أَزْرَعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَضْرَمِيِّ أَلَكَ بَيِّنَةٌ قَالَ لَا قَالَ فَلَكَ يَمِينُهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الرَّجُلَ فَاجِرٌ لَا يُبَالِي عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذٰلِكَ فَانْطَلَقَ لِيَحْلِفَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَدْبَرَ أَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا لَيَلْقَيَنَّ اللهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ

হাদীছ—২৬৪ঃ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ, আবূ বাকর বিন আবী শায়বা, হান্নাদ বিন সিররী ও আবূ আসিম আল-হানাফী' (রহঃ)। তাহারা⋯হযরত ওয়ায়েল(রাযিঃ)[১] হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, হাযরা মাওতের এক ব্যক্তি[২] কিন্দার এক ব্যক্তিকে[৩] নিয়া (উভয়ে) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র দরবারে হাযির হইলেন। অতঃপর হাযরা মাওতবাসী লোকটি আরয করিলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! এই ব্যক্তি আমার একখণ্ড জমি জবর দখল করিয়া রাখিয়াছে, যাহা আমার পিতার ছিল। কিন্দাবাসী লোকটি বলিলেন, ইহা তো আমার জমি এবং আমারই দখলে রহিয়াছে। আমি উহাতে চাষাবাদ করি, ইহাতে তাহার কোন হক অধিকার নাই। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাযরামী (হাযরা মাওতবাসী)কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেনঃ তোমার কি কোন দলীল (সাক্ষী) আছে? তিনি জবাবে বলিলেনঃ না। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ (দাবীর স্বপক্ষে যখন তোমার কোন দলীল বা সাক্ষী নাই) তখন তোমার জন্য (এখন একমাত্র পথ) তাহার (বিবাদী) নিকট হইতে কসম লওয়া। হাযরা মাওতবাসী লোকটি আরয করিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! এই ব্যক্তি তো ফাসিক (মিথ্যুক)। সে কোন বিষয়ে (মিথ্যা) কসম করিতে আদৌ পরোয়া করে না। আর সে কোন বিষয় হইতে পরহেয করিবে না (বরং যেকোনভাবেই হউক নিজ মতলব সাধনে চেষ্টা করিবে।) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমার জন্য এখন তাহার নিকট হইতে কসম লওয়া ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই।[৪] অতঃপর কিন্দী লোকটি কসম করিবার জন্য (সুনির্দিষ্ট স্থান তথা মসজিদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মিম্বরের দিকে) চলিল। (উল্লেখ্য যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র যুগে কসমের জন্য তাঁহার মিম্বরের পার্শ্বস্থানই নির্ধারিত ছিল।) সে যখন (মসজিদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিচার মজলিস হইতে উঠিয়া) পৃষ্ঠ প্রদর্শনপূর্বক (মিম্বরের দিকে) যাইতেছিল[৫] তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেনঃ দেখো! যদি সে (কিন্দী) না-হকভাবে তাহার (হাযরামীর) সম্পদ গ্রাস করিবার অভিলাষে (মিথ্যা) কসম করে থাকে তাহা হইলে সে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলার সামনে এমন অবস্থায় হাযির হইবে যে, তিনি (অসন্তোষের কারণে) তাহার দিক হইতে ফিরিয়া থাকিবেন (এবং তাহার দিকে রহমতের দৃষ্টি করিবেন না।)

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

(এই অনুচ্ছেদের পূর্ববর্তী হাদীছসমূহের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

টীকা—১. عن علقمة بن وائل عن أبيه "হযরত আলকামা বিন ওয়ায়েল হইতে, তিনি তাহার পিতা অর্থাৎ ওয়ায়েল বিন হুজ্‌র (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন।" স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে, আলোচ্য হাদীছে উল্লেখিত ঘটনা এবং পূর্ববর্তী হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিঃ) সূত্রে বর্ণিত (২৬১ নং) হাদীছে উল্লেখিত ঘটনা ও পরবর্তী হযরত আবদুল মালিক বিন ওমায়র (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত (২৬৫ নং) হাদীছে উল্লিখিত ঘটনা এক নহে বরং একই বিষয়বস্তুর উপর বিভিন্ন ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। (ফতহুল মুলহিম)

বাকী অংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

ওয়ায়েল বিন হুজর (রাযিঃ)

হাদীছ শরীফের রাবী আলকামা বিন ওয়ায়েল–এর পিতা অর্থাৎ হযরত ওয়ায়েল বিন হুজ্র আল–হাযরামী (রাযিঃ)। হযরত ওয়ায়েল (রাযিঃ) হাযরা মাওতের অধিবাসী রাজ পরিবারের সদস্য ছিলেন। তিনি একটি ওয়াফ্দ (প্রতিনিদি দল)–এর সহিত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর পবিত্র খিদমতে হাযির হইয়াছিলেন। বর্ণিত আছে যে, হযরত ওয়ায়েল (রাযিঃ)–এর আগমনের পূর্বে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ)কে সুসংবাদ দিয়াছিলেন যে, তোমাদের নিকট ওয়ায়েল বিন হুজ্র দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া অর্থাৎ হাযরা মাওত হইতে আসিতেছেন। আর তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলা ও তাঁহার মনোনীত রসূলের সন্তুষ্টি অর্জন, সৎ কর্মের আগ্রহ ও আনুগত্য ব্যতীত অন্য কিছুই নাই। আর তিনি বাদশাহদের বংশধর। অতঃপর যখন হযরত ওয়ায়েল (রাযিঃ) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর পবিত্র দরবারে হাযির হইলেন। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে খোশ আমদেদ জানাইলেন, তাহার ইকরাম করিলেন এবং তাহার জন্য নিজ চাদর মুবারক বিছাইয়া দিলেন। হযরত ওয়ায়েল (রাযিঃ) মুবারক চাদরের উপর বসিলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার জন্য দু'আ করিলেন যে, ইয়া আল্লাহ! ওয়ায়েল ও তাহার সন্তান–সন্ততি এবং পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে বরকত দান করুন। অতঃপর তাহাকে হাযরা মাওতের কর্মকর্তা ও হাকিম নিয়োগ করেন। তাঁহার নিকট হইতে তাহার পুত্র হযরত আলকামা, আবদুল জাব্বার ও অন্যান্য অনেক লোক রিওয়ায়ত করিয়াছেন। –(আল–একমাল ফি আসমাউর রিজাল)

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার টীকার বাকী অংশ

টীকা–২. رجل من حضرموت "হায্‌রা মাওত–এর এক ব্যক্তি।" হায্‌রা মাওত ইয়ামেনের প্রান্তে একটি স্থানেরনাম।

টীকা–৩. ورجل من كندة "আর কিন্দাহ–এর এক ব্যক্তি।" কিন্দাহ হইতেছে ইয়ামেনের এক সম্প্রদায়ের পূর্বপুরুষেরনাম।

টীকা–৪. ليس لك منه الا ذلك "তোমার জন্য এখন তাহার নিকট হইতে কসম লওয়া ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই।" এই বাক্য দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মিথ্যা কসম খাওয়ার দ্বারাও বিবাদীর বিরুদ্ধে অভিযোগ খণ্ডন হইয়া যায়। অবশ্য বিবাদী মিথ্যা কসমের মাধ্যমে অপরের সম্পদ গ্রাস করার জন্য কঠোরতর গুনাহগার হইবে এবং আখিরাতে পাকড়াও হইবে। কিন্তু পার্থিব রায় তাহার পক্ষেই হইবে। অন্যথায় কসমের কোন মূল্য থাকে না।

বলাবাহুল্য পার্থিব জগতে প্রকাশ্যের উপরই হুকুম হয়। আর অন্তরের বিষয় একমাত্র আল্লাহ তা'আলা জানেন। কাজেই যদি কোন ব্যক্তি হাকিমের নিকট কাহারও বিরুদ্ধে অভিযোগ করে তবে হাকিম প্রথমে দাবীদারকে তাহার দাবীর স্বপক্ষে দলীল প্রমাণ বা সাক্ষী পেশ করিতে নির্দেশ দিবেন। দাবীদার নিজের স্বপক্ষে যথার্থ প্রমাণ বা সাক্ষী পেশ করিতে সক্ষম হইলে এবং বিবাদী অস্বীকারকারী হইলে তবে বিবাদীকে কসম দেওয়া ছাড়াই দাবীদারের পক্ষে রায় দিবেন। আর যদি বাদী ও বিবাদী উভয়ই কোন বস্তুর মালিকানা দাবী করে তবে যে যথার্থ দলীল প্রমাণ বা সাক্ষী পেশ করিতে পারিবে তাহার পক্ষেই রায় হইবে। আর যদি কোন দাবীদার বস্তুতঃ সম্পদের মালিক হওয়া সত্ত্বেও নিজে স্বপক্ষে সাক্ষী পেশ করিতে না পারে তবে অপরিহার্যভাবে অস্বীকারকারী বিবাদীকে কসম দিতে হইবে। কেননা এই পর্যায়ে বিচার কার্যের জন্য কসম ছাড়া বিকল্প কোন রাস্তা নাই। আর হাকিমের পক্ষে এই চূড়ান্ত কসমে যদি মিথ্যা অবলম্বন করে তবেও ইহা পার্থিব বিচারে গৃহীত হইবে এবং রায় তাহার পক্ষেই হইবে। তবে আখিরাতে আল্লাহ তা'আলা তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকিবেন এবং তাহাকে শাস্তিতে নিক্ষেপ করিবেন।

টীকা–৫. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ادبر الخ "সে যখন পৃষ্ঠ প্রদর্শনপূর্বক (মিম্বরের দিকে শপথ করার জন্য) যাইতেছিল তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন" এই বাক্য দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম তথা হাকিম–এর পক্ষ হইতে অস্বীকারকারী বিবাদীকে চূড়ান্ত কসম করিবার জন্য নির্দেশ দেওয়ার পর সে যখন কসম করিবার উদ্যোগ নেয় তখন হাকিম তাহাকে মিথ্যা কসম হইতে ভয় প্রদর্শনপূর্বক উহা হইতে বিরত থাকার জন্য নসীহত করিবেন, যাহাতে সে এই নসীহতের ফলে ন্যায় ও হকের দিকে প্রত্যাবর্তন করিতে পারে। (ফতহুল মুলহিম)

ফায়দাঃ

আলোচ্য হাদীছ শরীফ হইতে শরীআতের অনেক মাসআলা জানা যায়। যেমন–

(ক) যাহার দখলে সম্পদ তিনি অপরিচিত দাবীদার হইতে অধিক হকদার।

(খ) যাহার উপর অভিযোগ করা হয়, সে যদি অস্বীকারকারী হয় এবং অভিযোগকারী দাবীদারের নিকট যদি সাক্ষী না থাকে তবে অস্বীকারকারী বিবাদীর উপর কসম অপরিহার্য হইবে।

(গ) দলীল প্রমাণ বা সাক্ষী দখলের উপর প্রাধান্য পাইবে। যাহার কাছে দলীল রহিয়াছে তাহার পক্ষেই রায় হইবে। প্রতিপক্ষকে কসম দেওয়ার প্রয়োজন নাই।

(ঘ) যাহার উপর অভিযোগ করা হয় তাহার মিথ্যা কসমও সত্য কসমের ন্যায় গৃহীত হইবে এবং কসম করিবার পর তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ খণ্ডন হইয়া যাইবে। (তবে মিথ্যা কসমের পরিণামে আখিরাতে পাকড়াও হইবে।)

(ঙ) দাবীদার (المدعى) অথবা যাহার উপর অভিযোগ করা হয় (المدعى عليه) উভয়ের মধ্যে বিবাদের সময় একে অপরকে যদি যালিম অথবা মিথ্যুক ইত্যাদি বলিয়া সম্বোধন করে তবে ইহা ধর্তব্য হইবেনা।

(চ) যদি উত্তরাধিকারী (الوارث) নিজ মৃত ব্যক্তি (المورث)–এর কোন বস্তু দাবী করে এবং হাকিম এই বিষয়টি জ্ঞাত যে, যাহার উত্তরাধিকারী হওয়ার দাবী করা হইতেছে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করিয়াছে এবং এই দাবীদার ব্যতীত অন্য কোন উত্তরাধিকারী নাই তাহা হইলে হাকিম–এর জন্য জায়েয আছে যে, তাহার দাবীর স্বপক্ষে সাক্ষী তলব ব্যতীত ফায়সালা করিয়া দেওয়া। (নবভী)

٢٦٥ **وحدثني** زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ جَمِيْعًا عَنْ اَبِي الْوَلِيْدِ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ نَا اَبُوْعَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَتَاهُ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِيْ اَرْضٍ فَقَالَ اَحَدُهُمَا اِنَّ هٰذَا انْتَزٰى عَلٰى اَرْضِيْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ امْرَؤُ الْقَيْسِ بْنِ عَابِسٍ الْكِنْدِيُّ وَخَصْمُهُ رَبِيْعَةُ بْنُ عِبْدَانَ قَالَ بَيِّنَتُكَ قَالَ لَيْسَ لِيْ بَيِّنَةٌ قَالَ يَمِيْنُهُ قَالَ اِذَنْ يَذْهَبُ بِهَا قَالَ لَيْسَ لَكَ اِلَّا ذَاكَ قَالَ فَلَمَّا قَامَ لِيَحْلِفَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اقْتَطَعَ اَرْضًا ظَالِمًا لَقِيَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ قَالَ اِسْحٰقُ فِيْ رِوَايَتِهٖ رَبِيْعَةُ بْنُ عَيْدَانَ ـ

হাদীছ–২৬৫ঃ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব ও ইসহাক বিন ইব্রাহীম (রহঃ)। তাহারা…হযরত ওয়ায়েল বিন হুজর (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেনঃ (একদা) আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর খিদমতে হাযির ছিলাম। এমন সময় দুই ব্যক্তি একটি ভূমি সম্পর্কে ঝগড়ায় লিপ্ত হইয়া (মীমাংসার জন্য) তাঁহার মুবারক দরবারে হাযির হইল। অতঃপর তাহাদের উভয়ের একজন বলিল, ইয়া রসূলাল্লাহ! এই ব্যক্তি (ইসলাম পূর্ব) জাহিলিয়্যাত যুগে আমার একটি ভূমি

জবর দখল করিয়া নিয়াছে। (রাবী বলেন) আর সে (বিচার প্রার্থী) হইতেছে, ইম্‌রাউল কায়স বিন আবিস আল-কিন্দী এবং তাহার প্রতিপক্ষ ছিল, রবীআ বিন ইবদান। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ তোমার দলীল প্রমাণ বা সাক্ষী পেশ কর। ইম্‌রাউল কায়স বিন আবিস আল-কিন্দী (জবাবে) বলিলঃ আমার কোন দলীল বা সাক্ষী নাই। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তাহা হইলে বিবাদীর কসম নেওয়া হইবে। ইম্‌রাউল কায়স বিন আবিস আল-কিন্দী আরয করিলঃ (ইয়া রসূলাল্লাহ!) তাহা হইলে তো সে (মিথ্যা কসম করিয়া) আমার সম্পদ গ্রাস করিয়া নিবে। (কারণ সে যখন আমার সম্পদ জবর দখল করিয়াছে তখন তাহার জন্য মিথ্যা কসম করা কোন ব্যাপার নহে।) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেনঃ (তাহা সত্ত্বেও) তোমার জন্য তাহার নিকট হইতে কসম লওয়া ব্যতীত অন্য কোন বিকল্প নাই।

রাবী বলেনঃ অতঃপর যখন বিবাদী কসম করিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (নসীহত করার উদ্দেশ্যে) ইরশাদ করিলেনঃ যে ব্যক্তি (মিথ্যা কসম খাইয়া) না-হকভাবে অন্য কাহারও সম্পত্তি গ্রাস করিবে সে আল্লাহ তা'আলার কাছে এমন অবস্থায় উপস্থিত হইবে যে, তিনি তাহার প্রতি ক্রোধান্বিত থাকিবেন। ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেনঃ বর্ণনাকারী ইসহাক তাহার রিওয়ায়তে 'রবীআ বিন ইবদান'-এর স্থলে 'রবীআ বিন আয়দান' উল্লেখ করিয়াছেন।[১]

باب الدليل عن ان من قصد اخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم فى حقه وان قتل كان فى النار وان من قتل دون ماله فهو شهيد۔

অনুচ্ছেদঃ অন্যায়ভাবে কাহারও সম্পদ গ্রাস করিতে চাহিলে ইহার প্রতিরোধে অন্যায়কারীকে হত্যা করা অন্যায় নয়। আর যদি সেই ছিনতাইকারী নিহত হয় তাহা হইলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করিবে। আর যে ব্যক্তি নিজ সম্পদ রক্ষা করিতে গিয়া নিহত হয় সে হইবে শহীদ

٢٦٦ **حدثنى** اَبُوكُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ نَا خَالِدٌ يَعْنِى ابْنَ مَخْلَدٍ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ اِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيْدُ اَخْذَ مَالِىْ قَالَ فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ قَالَ اَرَاَيْتَ اِنْ قَاتَلَنِىْ قَالَ قَاتِلْهُ قَالَ اَرَاَيْتَ اِنْ قَتَلَنِىْ قَالَ فَاَنْتَ شَهِيْدٌ قَالَ اَرَاَيْتَ اِنْ قَتَلْتُهُ قَالَ هُوَ فِى النَّارِ۔

হাদীছ-২৬৬ঃ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ বিন আল-আলা (রহঃ)। তিনি--হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেনঃ এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ

টীকা-১. اسحٰق فى روايته ربيعه بن عبدان - ইমাম মুসলিম (রহঃ) এই বাক্যে রাবী যুহায়র এবং ইসহাক-এর মধ্যকার عبدان (ইবদান) নামটির যবত-এর বিষয়ে পার্থক্য উল্লেখ করিয়াছেন। কাযী আয়্যায (রহঃ) এই বিষয়ে বিভিন্ন অভিমত ও রিওয়ায়তের পার্থক্য উল্লেখ করিয়াছেন। অতঃপর তিনি বলেন, عيدان (আয়দান) শব্দটির ع বর্ণে যবর এবং ى বর্ণের সহিত পঠন অধিক সহীহ, যেমন রাবী ইসহাক রিওয়ায়ত করিয়াছেন। আর যুহায়র عبدان (ইবদান) শব্দটি ع বর্ণে যের এবং ب বর্ণের সহিত রিওয়ায়ত করেন। কাযী আয়্যায (রহঃ) বলেনঃ আমি আমার হাদীছের উস্তাদগণ হইতে উল্লিখিত দুই বর্ণের সহিত সংরক্ষণ করিয়াছি। তবে ইবনুল হিযা (রহঃ) আমাদের সংরক্ষণের বিপরীত বর্ণনা করেন। তিনি বলেনঃ যুহায়র-এর রিওয়ায়তে 'আয়দান' এবং ইসহাকের রিওয়ায়তে 'ইবদান'। (ফতহুল মুলহিম)

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর খিদমতে উপস্থিত হইয়া আরয করিলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! এই সম্পর্কে আপনার কি রায় যে, যদি কোন ব্যক্তি আমার সম্পদ আমার নিকট হইতে (অন্যায়ভাবে) ছিনাইয়া নিতে আসে? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে ইরশাদ করিলেন, তবে তুমি তোমার সম্পদ তাহাকে নিতে দিবে না।[১] (আগন্তুক) লোক আরয করিলেনঃ সে যদি এই নিয়া আমার সহিত মুকাবালা তথা লড়াই করিতে উদ্যত হয় তবে আমি কি করিব? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে ইরশাদ করিলেনঃ তুমিও তাহার সহিত মুকাবালা করিবে। (আগন্তুক) লোকটি (পুনরায়) আরয করিলেনঃ আপনার কি রায় যদি সে আমাকে হত্যা করিয়া বসে? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (জবাবে) ইরশাদ করিলেনঃ তাহা হইলে তুমি শহীদ বলিয়া গণ্য হইবে। (পুনরায় আগন্তুক) লোকটি আরয করিলেনঃ আর যদি আমি তাহাকে হত্যা করি তবে (এই বিষয়ে) আপনার রায় কি? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (জবাবে) ইরশাদ করিলেনঃ সে জাহান্নামে প্রবেশ করিবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

কাহারও সম্পদ ডাকাতি কিংবা ছিনতাইয়ের মাধ্যমে গ্রাস করিতে চাহিলে তাহা সহজে ছাড়িয়া দেওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। কারণ ধন–সম্পদ আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত নিয়ামত। উহাকে সংরক্ষণ ও সঠিক রাস্তায় ব্যয় করা মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য। সম্পদের হিফাযত না করা দায়িত্বহীনতা, অন্যায় ও নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই নহে।

আলোচ্য হাদীছ শরীফে জনৈক সাহাবী (রাযিঃ)–এর জিজ্ঞাস্য যে, কোন ব্যক্তি যদি অন্যায়ভাবে আমার সম্পদ ছিনাইয়া নিতে উদ্যত হয় তবে আমি কি করিব? জবাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে নির্দেশ দিয়াছেন যে, কেহ যদি তোমার সম্পদ অন্যায়ভাবে ছিনাইয়া নিতে উদ্যত হয় তবে তুমি তোমার সম্পদ সহজে তাহাকে দিয়া দিও না বরং তোমার সম্পদ রক্ষার জন্য তুমি আপ্রাণ চেষ্টা করিবে। আর যদি ছিনতাইকারী তোমার বিরুদ্ধে মুকাবালা করিবার জন্য প্রস্তুত হয় তাহা হইলেও তুমি প্রয়োজনে মুকাবালা করিয়া স্বীয় সম্পদ রক্ষা করিবে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর এই সম্পদ রক্ষার নির্দেশ ওয়াজিব–এর স্তরে নহে বরং জায়েয স্তরের। কাজেই সম্পদের মালিককে অবস্থার বিবেচনা করিতে হইবে। তিনি যদি শক্তিসম্পন্ন হন এবং ছিনতাইকারী অপেক্ষাকৃত দুর্বল হয় এবং একাধিক ছিনতাইকারী না হয় এবং ছিনতাইকারীর সহিত মুকাবালা তথা লড়াই করিয়া সম্পদ রক্ষা করার প্রবল সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকে তাহা হইলে মুকাবালা করিয়া সম্পদ রক্ষা করিবে। অগত্যা এই মুকাবালায় যদি তুমি নিহত হইয়া যাও তাহা হইলে নিজ হক অধিকার রক্ষা করিতে যাইয়া অত্যাচারিত হিসাবে নিহত হইবার কারণে আখিরাতে শহীদের মর্যাদা ও ছাওয়াব লাভ করিবে। অবশ্য আল্লাহ তা'আলার দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য কাফিরদের বিরুদ্ধে প্রাণ উৎসর্গকারী মুখলিস শহীদের মর্যাদা অনেক উর্ধ্বে।

আর যদি তোমার হাতে সে নিহত হইয়া যায় তবে তোমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নাই। আর সে হইবে জাহান্নামী। সে জাহান্নামী হইবার মর্ম হইতেছে যে, সে অত্যাচার করিবার পরিণামে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করিবার যোগ্য হইবে এবং জাহান্নামের শাস্তিতে নিক্ষিপ্ত হইবে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করিলে তাহাকেও ক্ষমা করিয়া দিতে পারেন।

আর যদি সেই ছিনতাইকারী ব্যক্তি এইরূপ অন্যায় কার্যকে হালাল মনে করিয়া সম্পাদন করে তবে সে ইসলাম হইতে বহিষ্কার হইয়া কাফির হইয়া যাইবে। কারণ জানিয়া বুঝিয়া শরীআতের কোন হারাম কাজকে হালাল বিশ্বাস করা কুফরী। আর কাফির নিঃসন্দেহে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হইবে। সে কোন অবস্থাতেই পরিত্রাণ পাইবে না।

টীকা–১. فلا تعطه مالك "তবে তুমি তোমার সম্পদ তাহাকে নিতে দিবে না।" অর্থাৎ ইহা অত্যাবশ্যক নহে যে, তুমি তোমার সম্পদ তাহাকে দিয়া দিবে। আর ইহার দ্বারা এই মর্ম নহে যে, ছিনতাইকারীকে সহজে সম্পদ দিয়া দেওয়া হারাম। বরং অবস্থা বিবেচনায় তাহাকে সম্পদ দিয়াও দিতে পার। (ফতহুল মুলহিম)

আর যদি ছিনতাইকারীর সহিত মুকাবালা করিয়া সম্পদ রক্ষা করিবার কোন সম্ভাবনা না থাকে এবং স্বয়ং নিজে নিহত হইবার অধিক আশংকা থাকে তবে এই অবস্থায় সম্পদ ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। আত্মসাৎকারী কিংবা ছিনতাইকারী মুকাবালা তথা লড়াইয়ের জন্য উদ্যত হইলে তাহার বিরুদ্ধে মুকাবালা করিবার বিষয়ে পরিবেশ, অবস্থা বিবেচনার প্রয়োজনীয়তার উপর সুনানে নাসায়ী শরীফের নিম্নোক্ত হাদীছ শরীফ প্রমাণ বহন করেঃ

عن ابن مخارق عن ابيه قال جاء رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال الرجل ياتينى فيريد مالى قال ذكره بالله قال فان لم يذكر قال فاستعن عليه بمن حولك من المسلمين قال فان لم يكن حولى احد من المسلمين قال فاستعن عليه بالسلطان قال فان نأى السلطان عنى قال قاتل دون مالك حتى تكون من شهداء الأخرة او تمنع مالك ۔ (كذا فى عمدة القارى)

অর্থাৎ "ইবন মুখারিক হইতে বর্ণিত, তিনি তাহার পিতা মুখারিক বিন সুলায়ম (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে আসিয়া আরয করিলেনঃ এক ব্যক্তি আমার নিকট আসিয়া আমার সম্পদ অন্যায়ভাবে ছিনাইয়া নিতে চায়। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে ইরশাদ করিলেনঃ তুমি তাহাকে নসীহতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার ভয় প্রদর্শন কর। আগন্তুক লোকটি (পুনরায়) আরয করিলেনঃ সে ব্যক্তি যদি নসীহত গ্রহণ না করে অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার ভয় প্রদর্শন করিবার পরও বিরত না হয়? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে ইরশাদ করিলেনঃ তাহা হইলে আশেপাশে তোমার (প্রতিবেশী) মুসলমানদের সাহায্য প্রার্থনা কর। (পুনরায় আগন্তুক) লোকটি আরয করিলেনঃ আমার আশেপাশে যদি কোন মুসলমান না থাকে? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে ইরশাদ করিলেনঃ বাদশাহ তথা হাকিমের সাহায্য গ্রহণ কর। (আগন্তুক) লোকটি (পুনরায়) আরয করিলেনঃ বাদশাহ যদি আমায় সাহায্য না করে? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে ইরশাদ করিলেনঃ অতঃপর তুমি নিজের সম্পদ রক্ষার্থে লড়াই করিয়া আখিরাতে শহীদদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাও কিংবা নিজের সম্পদ রক্ষা কর।" (উমদাতুল কারী)

এই হাদীছ শরীফ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কোন লোক যদি কাহারও সম্পদ ছিনাইয়া নিতে কিংবা আত্মসাৎ করিতে চায় তাহা হইলে প্রথমে ওয়ায নসীহত ও উপদেশের মাধ্যমে তাহাকে বুঝাইবে এবং আল্লাহ তা'আলার ভয় প্রদর্শন করিবে। যদি সে ইহাতে বিরত না হয় তবে অন্যান্য মুসলমানদের সাহায্য তলব করিবে। ইহাতেও যদি কোন কাজ না হয় তাহা হইলে হাকিম ও শাসনকর্তার শরণাপন্ন হইবে। ইহাতেও কোন ফল না হইলে এবং সম্পদ রক্ষার আর কোন বিকল্প না থাকিলে স্বয়ং লড়াই করা জায়েয আছে। ইহাতে হয়ত যালিমের বিরুদ্ধে নিজ সম্পদ রক্ষার্থে নিহত হইয়া আখিরাতে শহীদগণের মর্যাদা লাভকরতঃ ছাওয়াবের অধিকারী হইবে অথবা তাহার সম্পদ রক্ষা পাইবে।

নিজ সম্পদ রক্ষার্থে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে মুকাবালা করিয়া নিহত হইলে আখিরাতে শহীদের মর্যাদা লাভ হইবে

আলোচ্য হাদীছ শরীফে বর্ণিত হইয়াছে যে, কেহ যদি তোমার সম্পদ ছিনতাই করিয়া নিতে উদ্যত হয় তবে তাহাকে তোমার সম্পদ সহজে দিয়া দিবে না বরং উহা রক্ষা করার আপ্রাণ চেষ্টা করিবে। তখন যদি ছিনতাইকারী মুকাবালা করার জন্য প্রস্তুত হয় তবে প্রয়োজনে মুকাবালা করা জায়েয। যদি সে তোমাকে হত্যা করিয়া বসে তবে তুমি শহীদ। অন্য হাদীছ শরীফে বর্ণিত হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি নিজ সম্পদ রক্ষার্থে নিহত হয় তবে সে শহীদ। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই ইরশাদের মর্মার্থ হইতেছে যে, তাহাকে শহীদদের ন্যায় ছাওয়াব প্রদান করা হইবে। তবে দুনইয়ার বিধি-বিধানে প্রকৃত শহীদের বিধান তাহার উপর জারী হইবে না। কেননা শহীদ তিন প্রকারের রহিয়াছে।

(এক) যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করিতে যাইয়া জিহাদের ময়দানে যেকোনভাবে নিহত হয়, সে দুন্‌ইয়া ও আখিরাতের ছাওয়াবের দিক দিয়া শহীদ। তিনিই প্রকৃত শহীদ। তাহার জন্য দুন্‌ইয়াবী বিধান হইতেছে যে, তাহাকে গোসল দেওয়া হইবে না, আর না তাহার জানাযার নামায পড়া হইবে। আর আখিরাতে সে শহীদ হইবার মহান মর্যাদাসহ আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ করিবে।

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ۭ بَلْ اَحْيَاۗءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ۝ فَرِحِيْنَ بِمَآ اٰتٰىھُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۙ

অর্থাৎ "আর যাহারা আল্লাহ তা'আলার পথে নিহত হইয়াছে তাহাদিগকে (অন্যান্য মৃতের ন্যায়) মৃত ধারণা করিও না, বরং তাহারা জীবিত। স্বীয় প্রতিপালকের নৈকট্য প্রাপ্ত, তাহারা রিযিকও প্রাপ্ত হয়। তাহারা পরিতুষ্ট ঐ সকল বস্তুতে যাহা তাহাদিগকে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে দান করিয়াছেন।" (সূরা আলে ইমরান–১৬৯-১৭০)

(দুই) যে ব্যক্তি আখিরাতে ছাওয়াব লাভের লক্ষ্যে শহীদ হিসাবে গণ্য কিন্তু দুন্‌ইয়াবী আহকামের লক্ষ্যে শহীদ নহে। যেমন পেটের পীড়ায় মৃত্যুবরণকারী, ঘর বা ছাঁদ ধ্বসিয়া পড়িয়া মৃত্যুবরণকারী। নিজ সম্পদ রক্ষা করিতে যাইয়া নিহত ব্যক্তি ও অনুরূপ অন্যান্য ব্যক্তিদের সম্পর্কে হাদীছ শরীফসমূহে শহীদ বলা হইয়াছে। এই প্রকার শহীদকে গোসল দেওয়া হইবে এবং তাহার জানাযার নামাযও পড়া হইবে। আর আখিরাতে তাহাকে শহীদের ন্যায় ছাওয়াব প্রদান করা হইবে। তবে ইহা জরুরী নহে যে, প্রথম প্রকার প্রকৃত শহীদদের ন্যায় আখিরাতে ছাওয়াব প্রদান করা হইবে।

(তিন) যে ব্যক্তি দুন্‌ইয়ার আহকামের লক্ষ্যে শহীদ হয়, কিন্তু সে আখিরাতে শাহাদতের পূর্ণ ছাওয়াব পাইবে না। যেমন ঐ শহীদ যে গনীমতের সম্পদ খিয়ানত করে, সে যদিও বীরত্বের সহিত জিহাদ করে এবং কাফিরদের হাতে নিহত হয়। কিন্তু হাদীছ শরীফসমূহে তাহাকে শহীদ বলিতে নিষেধ করা হইয়াছে। তবে দুন্‌ইয়াবী আহকামের লক্ষ্যে এই প্রকার শহীদকে গোসল দেওয়া হইবে না এবং জানাযার নামাযও পড়া হইবে না।

উল্লেখ্য যে, প্রথম ও তৃতীয় প্রকার শহীদদের "জানাযার নামায পড়া হইবে না।" ইহা ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)–এর মাযহাব মতে। আমাদের মাযহাব মতে জানাযার নামায পড়িতে হইবে। এই বিষয়ে বিস্তারিত মাসআলা ইনশাআল্লাহ 'আবওয়াবুস সালাত' এর মধ্যে আসিবে। (নববী, ফতহুল মুলহিম)

শহীদকে 'শহীদ' নামকরণ

শহীদকে 'শহীদ' নামকরণের বিষয়ে বিভিন্ন অভিমত রহিয়াছে। আল্লামা নববী (রহঃ) 'শহীদ'–এর ব্যাখ্যায় নযর বিন শুমায়ল (রহঃ)–এর কথা উদ্ধৃত করিয়া বলেন যে, শহীদকে 'শহীদ' বলার কারণ হইতেছে যে, সে জীবিত থাকে, (অন্যান্য মৃতদের ন্যায়) তাহার মৃত্যু হয় না বরং তাহার রূহ জান্নাতে উপস্থিত থাকে। পক্ষান্তরে অন্যান্য মুসলমানগণের রূহসমূহ কেবল কিয়ামতের দিবসে (শরীরসহ) জান্নাতে যাইবে।

ইবনুল আম্বারী (রহঃ) বলেন, শহীদকে 'শহীদ' নামকরণের কারণ হইতেছে যে, আল্লাহ তা'আলা ও ফিরিশতাগণ তাহার (শহীদের) জন্য জান্নাতের সাক্ষ্য দিয়াছেন।

কতকের মতে, শহীদের প্রাণ বাহির হওয়ার সময় সে তাহার মর্যাদার আসন অবলোকন করিয়া থাকে। তাই তাহাকে 'শহীদ' বলা হয়।

আর কতক বলেন, যেহেতু আল্লাহ তা'আলা তাহার ব্যাপারে জাহান্নাম হইতে নিরাপদ বলিয়া সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাই তাহাকে 'শহীদ' বলে।

আর কেহ কেহ বলেন, তাহার মৃত্যুর সময় রহমতের ফিরিশতা ছাড়া আর কেহ উপস্থিত থাকে না। রহমতের ফিরিশতা উপস্থিত থাকার কারণে তাহাকে 'শহীদ' বলে।

আর কেহ কেহ বলেন, ফিরিশতাগণ তাহার সম্পর্কে খাতিমা বিল খায়ের অর্থাৎ ঈমানের সহিত জীবনের পরিসমাপ্তি হইবার সাক্ষ্য প্রদান করেন বলিয়া তাহাকে 'শহীদ' নামকরণ করা হইয়াছে।

আর কেহ কেহ বলেন, আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালাম তাহার সম্পর্কে উত্তম অনুসরণকারী হওয়ার সাক্ষ্য প্রদান করেন বলিয়া তাহাকে 'শহীদ' বলা হয়।

আর কতক বলেন যে, যেহেতু আল্লাহ তা'আলা তাহার উত্তম নিয়্যাত ও ইখলাসের সাক্ষ্য প্রদান করেন সেহেতু তাহাকে 'শহীদ' বলা হয়।

আর কতক বলেন যে, তাহার রক্ত এবং ক্ষতসমূহ তাহার সাক্ষী হওয়ার কারণে তাহাকে 'শহীদ' বলা হয়। কেননা সে কিয়ামতের দিন এই অবস্থায় উঠিবে যে, তাহার ক্ষতসমূহ হইতে তাজা রক্ত প্রবাহিত হইতে থাকিবে। (নবভী, ফতহুল মুলহিম)

ফায়দাঃ শারেহ নবভী (রহঃ) বলেনঃ আলোচ্য হাদীছ শরীফ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অন্যায়ভাবে সম্পদ ছিনতাইকারীকে হত্যা করা জায়েয, চাই সম্পদ কম হউক কিংবা বেশী। কারণ হাদীছ শরীফের শব্দ ব্যাপক। উহাতে সম্পদের পরিমাণ উল্লেখ নাই। ইহা জমহুরে ওলামায়ে কিরামের অভিমত। আর কতক মালিকী মাযহাব অবলম্বী বলেন যে, অল্প সম্পদ যথা কাপড় কিংবা খানা ছিনতাইকারীর মুকাবালা করিয়া তাহাকে হত্যা করা বৈধ নহে। এই অভিমত সঠিক নহে। ইহা হাদীছ শরীফের বিপরীত। সহীহ হইতেছে যাহা হাদীছ শরীফ দ্বারা প্রমাণিত হয় এবং জমহুরে ওলামা গ্রহণ করিয়াছেন। আর নিজ সম্পদ রক্ষার জন্য লড়াই করা জায়েয, কিন্তু ওয়াজিব নহে। সম্পদের মালিক মুকাবালা করা হইতে বিরত থাকিয়া সম্পদ ছাড়িয়া দেওয়ার ইচ্ছাধীকার রহিয়াছে। কিন্তু নিজ স্ত্রীর ইজ্জত রক্ষা করা ওয়াজিব এবং উহার জন্য মুকাবালা করা অপরিহার্য। আর নিজ প্রাণ রক্ষা করার জন্য লড়াই করা এবং অন্যকে হত্যা করা বৈধ হওয়া না হওয়া সম্পর্কে ওলামায়ে কিরামের মধ্যে মতবিরোধ রহিয়াছে। (নবভী)

٢٦٧ **حَدَّثَنِي** الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ وَإِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ قَالَ إِسْحٰقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ أَنَّ ثَابِتًا مَوْلٰى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ بَيْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَبَيْنَ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ مَا كَانَ تَيَسَّرُوْا لِلْقِتَالِ فَرَكِبَ خَالِدُ بْنُ الْعَاصِ إِلٰى عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَمْرٍو فَوَعَظَهُ خَالِدٌ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ ـ

হাদীছ—২৬৭ঃ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আল–হাসান বিন আলী আল–হুলওয়ানী, ইসহাক বিন মানসূর ও মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহঃ)। তাহারা—হযরত আমর বিন আবদির রহমানের আযাদকৃত দাস হযরত ছাবিত (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, যখন হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযিঃ) ও আমবাসা বিন আবী সুফিয়ানের মধ্যে কিছু সম্পদ নিয়া ঝগড়া বাঁধে এবং তাহারা উভয়ই মুকাবালার জন্য উদ্যত হইয়া পড়ে তখন (হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযিঃ)–এর চাচা) হযরত খালিদ বিন আল–আস

টীকা—১. من قتل دون ماله "যে ব্যক্তি নিজ সম্পদ (এর কারণে তথা) রক্ষার্থে নিহত হয়।" আল্লামা কুরতুবী (রহঃ) বলেন যে, دون শব্দটি বস্তুতঃ تحت (নিম্নতম) এর অর্থে ظرف مكان আর ইহা রূপকভাবে سببت অর্থাৎ কারণ, হেফাযত, রক্ষা, দায়িত্ব, অধিকার, ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। (ফতহুল মুলহিম)

(রাযিঃ) সওয়ারীতে আরোহণ করিয়া হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযিঃ)–এর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে মুকাবালা করা হইতে বিরত থাকার জন্য নসীহতের মাধ্যমে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। তখন হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযিঃ) বলিলেনঃ আপনি কি জানেন না, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি নিজ সম্পদ রক্ষার্থে নিহত হয় সে শহীদ।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

কোন অত্যাচারী অত্যাচারের মাধ্যমে কাহারও সম্পদ অন্যায়ভাবে ছিনাইয়া নিতে চাহিলে, সম্পদের মালিক স্বীয় সম্পদ রক্ষার চেষ্টা করিতে গিয়া যদি নিহত হয় তবে সে আখিরাতে শহীদ হিসাবে গণ্য হইবে এবং শহীদদের ন্যায় ছাওয়াবের অধিকারী হইবে। আর যদি অত্যাচারী নিহত হয় তবে সে হইবে জাহান্নামী। (বিস্তারিত ব্যাখ্যা পূর্ববর্তী ২৬৬ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

٢٦٨ **وحدثنيه** مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ح وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ نَا اَبُوْ عَاصِمٍ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ -

হাদীছ–২৬৮ঃ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর উপরোক্ত হাদীছ আমার নিকট বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহঃ)। তিনি–(সূত্র পরিবর্তন) এবং আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন ওছমান আন নাওফলী (রহঃ)। তিনি–তাহারা উভয়ই ইবন জুরায়জ (রহঃ) হইতে এই সনদে উপরোল্লিখিত হাদীছ শরীফের অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

باب استحقاق الوالى الغاش لرعيته النار

অনুচ্ছেদঃ প্রজাবর্গ তথা নাগরিকদের হক অধিকারের খিয়ানতকারী শাসক জাহান্নামের যোগ্য

٢٦٩ **حدثنا** شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ قَالَ نَا اَبُو الْاَشْهَبِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ عَادَ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ زِيَادٍ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ الْمُزَنِيَّ فِيْ مَرَضِهِ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ قَالَ مَعْقِلٌ اِنِّيْ مُحَدِّثُكَ حَدِيْثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ عَلِمْتُ اَنَّ لِيْ حَيَاةً مَا حَدَّثْتُكَ اِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيْهِ اللّٰهُ رَعِيَّةً يَمُوْتُ يَوْمَ يَمُوْتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ اِلَّا حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ -

হাদীছ–২৬৯ঃ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন শায়বান বিন ফররূখ (রহঃ)। তিনি–হাসান (আল–বাসূরী (রহঃ)) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেনঃ হযরত মা'কিল বিন ইয়াসার আল–মুযনী (রাযিঃ)–এর মৃত্যুশয্যায় (বাসূরার আমীর) ওবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ তাহার পরিদর্শনে যান। হযরত মা'কিল (রাযিঃ) তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, আমি তোমার নিকট একখানা হাদীছ শরীফ বর্ণনা করিতেছি যাহা আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর নিকট শুনিয়াছি। যদি আমি এই বিষয়ে জ্ঞাত হইতাম যে, আমার আরও জীবনকাল অবশিষ্ট রহিয়াছে (অর্থাৎ আমি আরও কিছুদিন বাঁচিয়া থাকিব) তাহা হইলে আমি তোমার নিকট উক্ত হাদীছ (কিছুতেই) বর্ণনা করিতাম না। আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই ইরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, বান্দার মধ্যে এমন কেহ হইতে পারে না যাহাকে আল্লাহ তা'আলা জনগণের উপর

শাসন ক্ষমতা দান করিয়াছেন, আর সে তাহার প্রজাদের (হক অধিকারসমূহ) খিয়ানতকারী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিবে। কিন্তু (যদি কেহ খিয়ানতকারী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তবে) আল্লাহ তা'আলা তাহার জন্য জান্নাত হারাম করিয়াদিবেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

মহিমান্বিত আল্লাহ তা'আলা নিজ বান্দাদের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহাকেই জনগণের দ্বীন–দুনইয়ার সার্বিক কল্যাণের প্রচেষ্টার নিমিত্তে শাসন ক্ষমতা দান করেন। তিনি সর্বদা জনসাধারণের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন এবং তাহাদের জান–মালের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিবেন, যুলুম নির্যাতন হইতে রক্ষা করিবেন, শরীআতের বিধান জারী ও প্রতিষ্ঠা করিবেন এবং যাবতীয় প্রয়োজনের আঞ্জাম দিবেন। কিন্তু সে যদি শাসক হইয়া নিজ দায়িত্বে অবহেলা তথা খিয়ানত করে, অধীনস্তদের প্রতি ক্ষমতার অপব্যবহার করে, যুলুম নির্যাতন চালায়, রক্তপাত ঘটায়, দুষ্কৃতিকারীদের অবাধে ছাড়িয়া দেয়, অন্যায়ভাবে সম্পদ আত্মসাৎ করে এবং প্রতারণার পথ অবলম্বন করে তবে সে হইবে জঘন্যতম অপরাধী, মহাপাপী। সে যদি তাওবা ব্যতীত মৃত্যুবরণ করে তাহা হইলে প্রথমে জান্নাত লাভ হইতে বঞ্চিত হইবে এবং জাহান্নামের শাস্তিতে পতিত হইবে।

আলোচ্য হাদীছ শরীফে হযরত মা'কিল (রাযিঃ) বাস্‌রার অত্যাচারী শাসক ওবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছেনঃ لو علمت ان لى حياة ما حدثتك . "যদি আমি জ্ঞাত থাকিতাম যে, আমার হায়াত আরও বাকী রহিয়াছে তাহা হইলে আমি তোমার নিকট এই হাদীছ কিছুতেই বর্ণনা করিতাম না।" আর এই অনুচ্ছেদের পরবর্তী ২৭২ নং হাদীছ শরীফে বর্ণিত হইয়াছেঃ لولا انى فى الموت لم احدثك به . "যদি আমি মৃত্যুশয্যায় পতিত না হইতাম তাহা হইলে এই হাদীছ তোমার নিকট বর্ণনা করিতাম না।" হযরত মা'কিল (রাযিঃ) মৃত্যুশয্যায় পতিত হইয়া ওবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের নিকট এই হাদীছ বর্ণনা করিবার কারণ বর্ণনা করিতে যাইয়া আল্লামা কাযী আয়্যায (রহঃ) বলেন, মৃত্যুশয্যার পূর্বজীবনে তাহার নিকট হাদীছ বর্ণনা না করিবার কারণ হইল যে, হযরত মা'কিল (রাযিঃ) পূর্ব হইতেই জ্ঞাত ছিলেন যে, ওবায়দুল্লাহকে নসীহত করার দ্বারা কোন ফায়দা হইবে না। কারণ তাহার কার্যকলাপ হইতে এমন অনেক ঘটনা প্রকাশিত হইয়াছে যে, যখনই কোন ব্যক্তি তাহাকে কোন নসীহত তথা উপদেশ দিতেন তখনই উপদেশদাতার পশ্চাতে লাগিয়া যাইত এবং বিভিন্নভাবে তাহাকে সমস্যায় পতিত করিয়া ক্ষতিসাধন করিত। অতঃপর হযরত মা'কিল (রাযিঃ) ধারণা করেন যে, হাদীছ গোপন করিবার গুনাহ হইতে বাঁচা এবং হক কথা তাবলীগ করিয়া দেওয়াই অপরিহার্য। তাই তিনি মৃত্যুশয্যায় তাহার নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়া দায়মুক্ত হইলেন।

অথবা হযরত মা'কিল (রাযিঃ) প্রথমে এই আশংকা করিয়াছিলেন যে, মৃত্যুশয্যার পূর্বজীবনে যদি অত্যাচারী ওবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের নিকট এই হাদীছ বর্ণনা করিতেন তাহা হইলে সে ক্ষমতার জোরে তাঁহাকে কষ্টে পতিত করিত। অধিকন্তু সে যেহেতু বাস্‌রার আমীর সেহেতু জনসাধারণের তাহার প্রতি আনুগত্য থাকা জরুরী। এখন যদি মানুষের অন্তরে তাহার মন্দ অবস্থাবলী প্রকাশিত হইয়া পড়ে তবে মুসলমানগণ তাহার আনুগত্য বর্জন করিবে। ফলে শহরে ফিতনা–ফাসাদের সৃষ্টি হইবে। তাই তিনি পূর্বজীবনে এই হাদীছ বর্ণনা করেন নাই।

টীকা–১. عبيد الله بن زياد ওবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ বাস্‌রার আমীর তথা শাসক ছিলেন। তাহার পিতা যিয়াদ হইলেন যিয়াদ বিন ওমাইয়্যা যাহাকে যিয়াদ বিন আবী সুফিয়ান বলা হয়। হযরত মু'আবিয়া (রাযিঃ)–এর পক্ষ হইতে তিনি বাস্‌রার আমীর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অতঃপর হযরত মু'আবিয়া (রাযিঃ)–এর পুত্র ইয়াযীদের শাসন আমলেও তিনি যথারীতি বাস্‌রার আমীররূপে বহাল থাকেন। ওবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ একজন অত্যাচারী ও রক্তপাতকারী শাসক ছিলেন। সে আহলে বায়ত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর সহিতও অমর্যাদার আচরণ করিয়াছে। সে কাহারও নসীহতের তোয়াক্কা করিত না। অধিকন্তু কেহ তাহাকে নসীহত করিলে নসীহতকারীকে নানাভাবে কষ্টে পতিত করিত। এই কারণেই হযরত মা'কিল (রাযিঃ) মৃত্যুশয্যায় তাহার নিকট রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শ্রুত খিয়ানতের পরিণাম সম্পর্কিত হাদীছ শরীফ বর্ণনা করিলেন। (ফতহুল মুলহিম ও অন্যান্য)

শারেহ নববী (রহঃ) বলেনঃ কাযী আয়্যায (রহঃ)–এর দ্বিতীয় ব্যাখ্যাই স্পষ্ট ও সহীহ এবং প্রথম ব্যাখ্যা দুর্বল। কেননা সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ হইতে নিষেধ করার হুকুম কেহ কবুল না করার সম্ভাবনায় পতিত হয় না বরং কবুল করুক আর না করুক উভয় অবস্থায়ই সৎ কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজ হইতে নিষেধ করিতে হইবে। (নববী)

প্রজাবর্গের হক অধিকারে খিয়ানত করার মর্ম

প্রজাবর্গ তথা জনগণের হক অধিকারে খিয়ানত (غش) করার দ্বারা মর্ম হইতেছে যে, শাসককে স্বীয় অধীনস্তদের দ্বীন ও দুন্‌ইয়ার উভয় জাহানের সংশোধনের প্রচেষ্টা করা অপরিহার্য। কাজেই সে যদি জনসাধারণের দ্বীনকে বরবাদ করে, শরীআতের বিধান পরিত্যাগ করে, জান–মালের উপর না–হক শক্তি প্রয়োগ করে কিংবা অন্য কোন প্রকার অবিচার করে কিংবা তাহাদের হক অধিকার বা দাবী লংঘন করে তবে সে নিজ দায়িত্বে খিয়ানত করিয়াছে। ফলে সে উহার পরিণামে জান্নাত হইতে বঞ্চিত হইয়া জাহান্নামী হইবে। যদি সে উক্ত মন্দ কাজকে হালাল বিশ্বাস করিয়া সম্পাদন করিয়া থাকে তাহা হইলে চিরকালের জন্য জান্নাত হইতে বঞ্চিত থাকিবে। আর যদি উক্ত মন্দ কাজগুলিকে হারাম বিশ্বাস করিয়াও কুপ্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়া সম্পাদন করিয়া থাকে তবে পরহেযগার মুত্তাকীগণ যখন জান্নাতে প্রবেশ করিতে থাকিবেন তখন সে জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। সুতরাং محرم (নিষিদ্ধ) দ্বারা মর্ম منع (নিষেধ) অর্থাৎ প্রথমে জান্নাতে প্রবেশ নিষেধ হইবে।

ইবন বাত্তাল (রহঃ) বলেনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর ইরশাদঃ الا حرم الله عليه الجنة (কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাহার জন্য জান্নাত হারাম করিয়া দিবেন।) বাক্যে অত্যাচারী শাসকের উপর কঠোর শাস্তির বিষয়টি বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহ তা'আলা যাহাকে শাসন ক্ষমতা দান করিয়াছেন সে যদি জনগণের হক অধিকার ধ্বংস করে, কিংবা খিয়ানত করে কিংবা তাহাদের উপর অত্যাচার করে তাহা হইলে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসে বান্দাদের উপর কৃত অত্যাচারের বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার বিশ্লেষণমূলকভাবে জিজ্ঞাসা করিবেন। কাজেই সে কিরূপে এই শ্রেষ্ঠ উম্মতের উপর কৃত অত্যাচারগুলির পরিণাম হইতে রক্ষা পাইবার উপায় অলবম্বন করিতে পারিবে। আর حرم الله عليه الجنة (আল্লাহ তা'আলা তাহার জন্য জান্নাত হারাম করিয়া দিবেন।) এর মর্মার্থ হইতেছে যে, আল্লাহ তা'আলার শাস্তির প্রতিজ্ঞা তাহার উপর জারী হইবে এবং অত্যাচারিত ব্যক্তিগণ অত্যাচারী শাসকের উপর সন্তুষ্ট হইবে না আর না তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিবে।

কতক বলেনঃ এই শাস্তির প্রতিজ্ঞা ঐ শাসকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যে প্রজাদের হক অধিকারে খিয়ানত হারাম কার্যটিকে হালাল মনে করিয়া সম্পাদন করে। শরীআতের হারামকে হালাল মনে করা কুফরী। ফলে তাহার সর্বদার জন্য জান্নাতে প্রবেশ হারাম হইবে এবং সে চির জাহান্নামী হইবে।

আল্লামা শাব্বীর আহমদ ওছমানী (রহঃ) বলেন, উত্তম ব্যাখ্যা হইতেছে এই যে, আলোচ্য হাদীছ শরীফের শাস্তির প্রতিজ্ঞা সেই শাসকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যে প্রজাদের হক অধিকারে খিয়ানত করাকে হালাল মনে না করে এবং হারামই বিশ্বাস করে। তবে কুপ্রবৃত্তির প্রভাবে পড়িয়া তাহাদের হকসমূহে খিয়ানত করে। এই হিসাবে শাস্তির প্রতিজ্ঞার দ্বারা মর্ম হইল, উক্ত খিয়ানত হইতে ভয় প্রদর্শন করা এবং উহার জঘন্যতা প্রকাশ করা। এই ব্যাখ্যার স্বপক্ষে পরবর্তী রিওয়ায়তের لم يدخل معهم الجنة (সে তাহাদের সহিত জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না।) বাক্যটি প্রমাণ বহন করে। বাক্যটির মর্ম انه لا يدخل الجنة فى وقت دون وقت "সে এক সময়ে (অর্থাৎ মুত্তাকী পরহেযগার প্রজাগণ যখন প্রাথমিকভাবে জান্নাতে প্রবেশ করিতে থাকিবেন তখন) জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। অন্য সময়ে জান্নাতে প্রবেশ নিষেধ করা হয় নাই।" কেননা পাপী ঈমানদারও চিরকালের জন্য জান্নাত হইতে বঞ্চিত হইবে না। তবে প্রথমে জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। কারণ তাহার কৃত খিয়ানত বাধা হইয়া দাঁড়াইবে। অতঃপর গুনাহ পরিমাণ শাস্তি ভোগের পর কিংবা ক্ষমার মাধ্যমে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। (ফতহুল মুলহিম)

হযরত মা'কিল বিন ইয়াসার আল–মুযনী (রাযিঃ)

প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত মা'কিল বিন ইয়াসার আল–মুযনী (রাযিঃ) হইলেন ঐ সকল সম্মানিত সাহাবায়ে কিরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুমের মধ্য হইতে একজন যাহারা গযুয়ায়ে হুদায়বিয়ার স্থলে একটি গাছের নীচে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর মুবারক হাতে বায়আত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বাসরায় বসবাস করিতেন এবং বাসরায় অবস্থিত 'নহরে মা'কিল' তাঁহারই নামের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। তাঁহার নিকট হইতে হযরত হাসান আল–বাসরী (রহঃ) ও অন্যান্য অনেক রাবী হাদীছ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। হিজরী ৬০ সনে অত্যাচারী গভর্ণর ওবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের যুগে তিনি ইন্তেকাল করেন। (আল–ইকমাল)

٢٧٠ **حدثنا** يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ اَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ دَخَلَ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ زِيَادٍ عَلَى مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ وَهُوَ وَجِعٌ فَسَأَلَهُ فَقَالَ اِنِّىْ مُحَدِّثُكَ حَدِيْثًا لَمْ اَكُنْ حَدَّثْتُكَهُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَسْتَرْعِى اللّٰهُ عَبْدًا رَعِيَّةً يَمُوْتُ حِيْنَ يَمُوْتُ وَهُوَ غَاشٌّ لَهَا اِلَّا حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ قَالَ اَلَّا كُنْتَ حَدَّثْتَنِىْ هٰذَا قَبْلَ الْيَوْمِ قَالَ مَا حَدَّثْتُكَ اَوْلَمْ اَكُنْ لِاُحَدِّثَكَ ـ

হাদীছ–২৭০ঃ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহ্ইয়া বিন ইয়াহ্ইয়া (রহঃ)। তিনি…হাসান (আল–বাসরী (রহঃ)) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেনঃ হযরত মা'কিল বিন ইয়াসার (রাযিঃ)–এর অসুস্থ অবস্থায় (বাসরার শাসক) ওবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ তাহার অবস্থা জানিবার জন্য হাযির হইলেন এবং তাহার রোগের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন হযরত মা'কিল (রাযিঃ) বলিলেন যে, আজ আমি তোমার নিকট এমন একখানা হাদীছ শরীফ বর্ণনা করিব যাহা আমি ইতিপূর্বে (বিশেষ কারণে) তোমার নিকট বর্ণনা করিতে প্রস্তুত ছিলাম না। (হাদীছ শরীফখানা এই যে,) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেনঃ আল্লাহ তা'আলা যে বান্দাকে জনগণের শাসনভার প্রদান করেন আর সে যদি প্রজাদের (হকসমূহ আদায় করিবার মধ্যে) খিয়ানতকারী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তবে আল্লাহ তা'আলা তাহার জন্য জান্নাত হারাম করিয়া দিবেন। ওবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ বলিলেনঃ আপনি কেন অদ্যকার পূর্বে এই হাদীছ আমার নিকট বর্ণনা করেন নাই? (জবাবে) হযরত মা'কিল (রাযিঃ) বলিলেনঃ আমি তোমার নিকট এই হাদীছ বর্ণনা করি নাই।[১] অথবা (হযরত মা'কিল (রাযিঃ) এই কথা বলিয়াছেন) আমি তোমার নিকট এই হাদীছ শরীফ বর্ণনা করিবার মত অবস্থায় ছিলাম না।

(কারণ তুমি আমার ক্ষতিসাধনে লিপ্ত হইতে। এখন আমি মৃত্যুশয্যায় এবং বাঁচিয়া থাকারও কোন আশা নাই। ফলে তোমার পক্ষ হইতে আমার প্রতি কোন কষ্ট পৌঁছাইবার আশংকা নাই। এইজন্যই ইলম গোপন করার গুনাহ হইতে রেহাই এবং সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ হইতে নিষেধ করার হুকুমের উপর আমল করার উদ্দেশ্যে এই হাদীছ তোমার কাছে বর্ণনা করিয়াছি। সুতরাং তুমি সতর্ক হও এবং জনগণের উপর যুলুম অত্যাচার করা হইতে বিরত থাক।)

টীকা–১. قال ما حدثتك "হযরত মা'কিল (রাযিঃ) বলিলেন, আমি তোমার নিকট এই হাদীছ বর্ণনা করি নাই।" অর্থাৎ কারণসমূহের কোন্ কারণ বশতঃ সেই কারণ উল্লেখ করা তাঁহার জন্য জরুরী নহে। (ফতহুল মুলহিম)

২৭১ وحدثني القاسم بن زكريا قال ثنا حسين يعني الجعفي عن زائدة عن هشام قال قال الحسن كنا عند معقل بن يسار نعوده فجاء عبيد الله بن زياد فقال له معقل انى ساحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر بمعنى حديثهما ـ

হাদীছ—২৭১ঃ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আল–কাসিম বিন যাকারিয়্যা (রহঃ)। তিনি—হযরত হিশাম (রহঃ) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেনঃ হযরত হাসান বাসৃরী (রহঃ) বলিয়াছেন যে, আমরা হযরত মা'কিল বিন ইয়াসার (রাযিঃ)–এর নিকট তাহার শারীরিক অসুস্থতার অবস্থা জানিবার উদ্দেশ্যে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় ওবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ সে স্থানে উপস্থিত হন। তখন হযরত মা'কিল বিন ইয়াসার (রাযিঃ) তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন যে, আমি (আজ) তোমার নিকট এমন একখানা হাদীছ শরীফ বর্ণনা করিব যাহা আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শ্রবণ করিয়াছি।—অতঃপর তিনি উপরোল্লেখিত হাদীছদ্বয়ের মর্মার্থের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন।

২৭২ وحدثنا ابو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى واسحق بن ابراهيم قال اسحق اخبرنا وقال الاخران حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة عن ابي المليح ان عبيد الله ابن زياد عاد معقل بن يسار في مرضه فقال له معقل اني محدثك بحديث لولا اني في الموت لم احدثك به سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امير يلي امر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح الا لم يدخل معهم الجنة ـ

হাদীছ—২৭২ঃ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ গাস্সান আল–মিসমাঈ,[১] মুহাম্মদ বিন মুছান্না এবং ইসহাক বিন ইব্রাহীম (রহঃ)। তাহারা—আবুল মালীহ (রহঃ)[২] হইতে বর্ণনা করেন যে, (বাসরার শাসক) ওবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ হযরত মা'কিল বিন ইয়াসার (রাযিঃ)–এর অসুস্থতাকালে তাঁহাকে দেখিতে যান। তখন হযরত মা'কিল (রাযিঃ) তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেনঃ আমি (আজ) তোমার নিকট একখানা হাদীছ শরীফ বর্ণনা করিব। যদি আমি মৃত্যুশয্যায় না হইতাম (এবং আরও বাঁচিয়া থাকার আশা থাকিত) তাহা হইলে আমি (কিছুতেই) তোমার নিকট এই হাদীছ বর্ণনা করিতাম না। আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, মুসলমানগণের শাসক নিযুক্ত হইয়া যদি কোন আমীর তাহাদের স্বার্থ রক্ষায় সর্বাত্মক প্রয়াস না চালায় এবং খালিস নিয়্যাতে তাহাদের কল্যাণ কামনা না করে (খিয়ানতকারী হয়) তবে সে (শাসক) মুসলমানগণের সহিত (প্রাথমিক প্রবেশের মধ্যে) জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

আলোচ্য রিওয়ায়তে বর্ণিত হইয়াছে ـ ثم لا يجهد لهم وينصح "অতঃপর সে তাহাদের স্বার্থ

টীকা—১. ابو غسان المسمعي "আবূ গাস্সান আল–মিসমাঈ। আল–মিসমাঈ, মিসমা বিন রবীআ–এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত। আবূ গাস্সান–এর আসল নাম হইতেছে মালিক বিন আবদিল ওয়াহিদ। (ফতহুল মুলহিম)

টীকা—২. عن ابى المليح আবূল মালীহ–এর নাম আমের। আর কেহ বলেন, যায়িদ বিন উসামা আল–হুযলী আল–বাসৃরী (রহঃ)। (ফতহুল মুলহিম, নববী)

রক্ষার্থে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায় না এবং খালিস নিয়্যাতে তাহাদের কল্যাণ কামনা করে না।" আর অত্র অনুচ্ছেদের ২৬৯ নং হাদীছ শরীফে هو غاش "সে খিয়ানতকারী।" বর্ণিত হইয়াছে। উভয় রিওয়ায়তে বাহ্যিক পার্থক্য মনে হইলেও মূল বক্তব্য এক ও অভিন্ন। কেননা রিওয়ায়তদ্বয়ের একটিতে ফরয দায়িত্বে খিয়ানত (الغش) করা ছাবিত তথা স্থির করা এবং অপরটিতে কল্যাণ (النصيحة) না করা ছাবিত করা হইয়াছে। আর প্রজাদের সহিত খিয়ানত করিবার মধ্যেই রহিয়াছে তাহাদের কল্যাণ কামনা না করা। আবার কল্যাণ কামনা না করাই খিয়ানত। ফলে সে (শাসক) অত্যাচার ও শক্তি প্রয়োগে প্রজাবর্গের ধনসম্পদ ছিনাইয়া লয়। কিংবা তাহাদের রক্তপাত ঘটায় কিংবা তাহাদের সম্মানহানি করে কিংবা তাহাদের হক অধিকার নষ্ট করে এবং দ্বীন ও দুন্‌ইয়ার জরুরী বিষয়াবলী জানানো ত্যাগ করে। আর শরীআতের বিধান 'হুদূদ' জারী ও প্রতিষ্ঠা করার মধ্যে অলসতা প্রদর্শন করে, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী ও দুষ্কৃতিকারীদের অবাধে ছাড়িয়া দেয় এবং শান্তিকামী নাগরিকদের রক্ষা ও সাহায্য করে না, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

হাফিয ইবন হাজার (রহঃ) হাদীছের মর্মার্থ প্রকাশে বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের উপর যাহাকে শাসক নিয়োগ করেন তাহার জন্য অপরিহার্য যে, সর্বদা জনসাধারণকে নসীহত ও কল্যাণ সাধনের প্রয়াস চালাইতে থাকা, আর আজীবন নিজ দায়িত্বে খিয়ানত না করা। আর যদি সে উহার বিপরীত করে তবে সে মহাপাপী ও শাস্তিযোগ্য হইবে।

(ফতহুল মুলহিম)

বলাবাহুল্য মুত্তাকী, ন্যায়পরায়ণ ও আমানতদার শাসকের প্রতি মহিমান্বিত আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি রহিয়াছে। তাহার জন্য রহিয়াছে অনেক সুসংবাদ এবং জান্নাতের উচ্চ স্তরের ব্যবস্থা। অথচ সেই শাসকই যদি নিজ দায়িত্বে খিয়ানত করে, ক্ষমতার অপব্যবহার করে, শরীআত বিরোধী মু'আমালা করে এবং জনসাধারণের কল্যাণ সাধনের প্রয়াস না চালায়, আর সে তাওবা ব্যতীত খিয়ানতকারী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তবে সে তাহার অধীনস্ত মুত্তাকী মুসলমানদের সহিত জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। আর ইহা দুইভাবে হইতে পারে। (এক) মুত্তাকী মুসলমানগণ যখন প্রথমেই জান্নাতে প্রবেশ করিতে থাকিবেন তখন এই খিয়ানতকারী শাসক-এর তাহার খিয়ানতের অপরাধ জান্নাত দ্বারে বাধা হইয়া দাঁড়াইবে। ফলে সে তাহাদের সহিত জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। অবশ্য পরে গুনাহ পরিমাণ শাস্তি ভোগ অথবা ক্ষমা-এর মাধ্যমে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। (দুই) পরিশেষে যদিও সে তাহার দুর্বল ঈমানের বদৌলতে জান্নাতে প্রবেশ করিবে, কিন্তু মুত্তাকী মুসলমানগণ যেই স্তরের জান্নাতে প্রবেশ করিবেন সেই স্তরের জান্নাতে সে প্রবেশ করিতে পারিবে না বরং নিম্ন স্তরের জান্নাতে থাকিতে হইবে। আল্লাহসর্বজ্ঞ।

باب رفع الامانة والايمان من بعض القلوب وعرض الفتن على القلوب

অনুচ্ছেদঃ কতকের অন্তর হইতে ঈমান ও আমানতদারী উঠাইয়া লওয়া এবং অন্তরে ফিতনা বিস্তার লাভ করার বিবরণ

٢٧٣ **حدثنا** ابو بكر بن ابى شيبة قال نا ابو معاوية ووكيع ح وحدثنا ابو كريب ثنا ابو معاوية عن الاعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت احدهما وانا انتظر الاخر حدثنا ان الامانة نزلت فى جذر قلوب الرجال ثم نزل القرأن فعلموا من القرأن وعلموا من السنة ثم حدثنا عن رفع الامانة قال ينام الرجل النومة فتقبض الامانة من قلبه فيظل اثرها مثل الوكت ثم ينام النومة فتقبض الامانة من قلبه فيظل اثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء ثم اخذ حصى فدحرجه على رجله فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد احد يؤدى الامانة حتى يقال ان فى بنى فلان رجلا امينا حتى يقال للرجل ما اجلده ما اظرفه ما اعقله وما فى قلبه مثقال حبة من خردل من ايمان ولقد اتى على زمان وما ابالى ايكم بايعت لئن كان مسلما ليردنه على دينه ولئن كان نصرانيا او يهوديا ليردنه على ساعيه واما اليوم فما كنت لابايع منكم الا فلانا وفلانا

হাদীছ—২৭৩ঃ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বাকর বিন আবী শায়বা (রহঃ)। তিনি—(সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ কুরায়ব (রহঃ)। তিনি—হযরত হুযায়ফা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট (আমানত সম্পর্কিত) দুইখানা হাদীছ শরীফ ইরশাদ করিয়াছেন। সেই দুইখানা হাদীছ শরীফের মধ্যে একটি তো আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আর অপরটি দেখিবার অপেক্ষায় রহিয়াছি। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট হাদীছ ইরশাদ করিয়াছেন (ইহাই প্রথম হাদীছ যাহা আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি) যে, আমানত মানুষের অন্তরসমূহের মূলে অবতীর্ণ হয়। অতঃপর কুরআন মজীদ নাযিল হয়। অনন্তর তাহারা কুরআন মজীদের ইলম শিক্ষা করিয়াছে এবং সুন্নাহ (তথা হাদীছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)–এর জ্ঞান লাভ করিয়াছে। অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট আমানত উঠাইয়া নেওয়া সম্পর্কে (দ্বিতীয়) হাদীছ শরীফ (যাহা আমি দেখিবার প্রতীক্ষায় আছি তাহা) ইরশাদ করিলেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করিলেন যে, এক ব্যক্তি সামান্য সময়ের জন্য ঘুমাইবে (অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার স্মরণ হইতে গাফিল হইবে)। অতঃপর তাহার অন্তর হইতে আমানত উঠাইয়া নেওয়া হইবে। ফলে উহার হালকা চিহ্ন নুক্তার ন্যায় বিদ্যমান থাকিবে। অতঃপর সে (পুনরায়) সামান্য সময়ের জন্য ঘুমাইবে। তখন তাহার অন্তর হইতে আমানত (আরও) উঠাইয়া নেওয়া হইবে। ফলে উহার চিহ্ন (কুঠার দ্বারা কাজ করিবার দরুণ হাতে পড়া) ফোস্কার ন্যায় থাকিবে; যেমন তুমি একটি অঙ্গার তোমার নিজ পায়ে লাগাইয়া দিলে পর উহা (স্পর্শের) স্থলে (চামড়া ফুলিয়া বসন্ত গোটার ন্যায়) ফোস্কা পড়িয়া যায় আর তুমি উহাকে (গম্বুজরূপ) ফোলা দেখিতে পাও অথচ উহার অভ্যন্তরে (সামান্য ক্ষতিকর পানি ছাড়া অন্য) কিছুই নাই।

অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (বর্ণিত উপমাটিকে আরও স্পষ্ট এবং যুক্তিসম্মতভাবে অনুভূত রূপে প্রকাশিত করিবার জন্য) একটি পাথর টুকরা লইয়া নিজ মুবারক পায়ে ঘষিলেন। (ফলে ঘষিত

স্থানটি ফোস্কার আকার ধারণ করিলে উহার দিকে ইঙ্গিত করিয়া) ইরশাদ করিলেন যে, (এইরূপ হইবে আমানত উঠিয়া যাওয়ার চিহ্ন। কাজেই যখন এইরূপ অবস্থা হইয়া যাইবে) তখন মানুষ তো ক্রয়-বিক্রয় করিবে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি থাকিবে না, যে আমানত আদায় করিবে (অর্থাৎ কেহই আমানতের হক পরিশোধ করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিবে না) এমনকি (আমানতদার ব্যক্তিদের সংখ্যা এমন কমিয়া যাইবে যে,) বলা হইবে, অমুক সম্প্রদায়ের মধ্যে এক ব্যক্তি আমানতদার আছেন। আর অবস্থা এই পর্যায়ে যাইয়া দাঁড়াইবে যে, এক ব্যক্তি সম্পর্কে (লোকেরা প্রশংসা করিয়া) বলিবে যে, সে কতই না বাহাদুর, প্রতিভাবান ও বুদ্ধিমান অথচ (আমানতদারী না থাকিবার কারণে) তাহার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমানও বিদ্যমান নাই।

আর রাবী হযরত হুযায়ফা (রাযিঃ) বলেনঃ আমার উপর এমন এক যুগ অতীত হইয়া গিয়াছে তখন আমি প্রত্যেকের সহিত (আমানতদারীর আধিক্যতার কারণে) দ্বিধাহীনভাবে লেন-দেন (এর মু'আমালা) করিতাম। কারণ যদি সে মুসলমান হইত তবে তাহার দ্বীনই তাহাকে বেঈমানী হইতে বিরত রাখিত (ফলে তাহার দ্বীনদারীই আমার হক পরিশোধ করিতে বাধ্য করিত।) আর যদি সে খ্রীষ্টান কিংবা ইয়াহুদী হইত তবে তাহার প্রশাসক তাহাকে খিয়ানত করা হইতে বিরত রাখিত। (ফলে সে আমার হক পরিশোধ করিতে বাধ্য হইত।) বর্তমানে (পূর্বের তুলনায় আমানতদারীতে বিশ্বস্ততার অবনতির প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়াছে তাই) তো আমি অমুক অমুক (পরিচিত) ব্যক্তি ব্যতীত তোমাদের অন্য কাহারও সহিত (পূর্বের ন্যায়) মু'আমালা (লেন-দেন) করি না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

امانت (আমানত) ও ايمان। শব্দদ্বয়ের مادہ (মূলধাতু) এক। আর শরীআতের দৃষ্টিতে ঈমান ও আমানতের মধ্যে لازم - ملزوم (পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত) সম্পর্ক বিদ্যমান। যাহার অন্তরে ঈমান রহিয়াছে তাহার অন্তরে আমানতও অটল রহিয়াছে। আর যাহার অন্তরে ঈমান নাই তাহার অন্তরে আমানতও নাই। আমানত হইতেছে যে, মানুষের মধ্যে জন্মগতভাবে প্রদত্ত এক প্রকার পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা, সত্য সাধুতা, সুবিচার ও সত্যবাদিতার গুণ। ইহা পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে বিকৃত না করিলে বিকৃত হয় না। কাজেই অধিকৃত জন্মগত প্রাকৃতিক স্বভাবগুণের অধিকারী অন্তরসমূহই জাহিলিয়্যাত যুগে সত্যকে বুঝিতে সক্ষম হইয়াছে। ফলে শিরক-কুফরী ত্যাগ করিয়াছে এবং ঈমান কবুল করিয়াছে। অতঃপর কুরআন মজীদ ও হাদীছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিক্ষা লাভ ও আমলের মাধ্যমে তাহাদের অন্তর নূরে নূরানী করিয়া আমানত ও ঈমানকে সুদৃঢ় করিয়াছে। পক্ষান্তরে যাহারা জন্মগত আমানতদারী হাতছাড়া করিয়াছিল তাহাদের অন্তরে ধোকা, প্রতারণা ও খিয়ানত দ্বারা কলুষিত হইয়া কুফর ও শিরকের অন্ধকারাচ্ছন্নে নিমজ্জিত হইয়াছিল। ফলে তাহারা ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করে নাই। বরং ইসলাম আগমনের পর উহার বিরোধিতা করার কারণে তাহাদের অন্তর হইতে জন্মগত আমানতদারী গুণ বিদায় হইয়া শয়তানী, প্রতারণা ও খিয়ানতে অটল হইয়া যায়। ফলে কুফর ও শিরক-এর মধ্যে আরও একগুঁয়ে হয়। যেমন আবূ জাহলের অন্তর। এইরূপ অন্তর কুরআন মজীদ ও হাদীছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বারা কোনরূপ উপকৃত হইতে পারে নাই। পরিশেষে তাহাদের কোন বিকল্প চিকিৎসা না থাকায় আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছে দিয়াছেন।

ইসলামী শরীআতের মাধ্যমেই আমানতদারীতে অটলতা লাভ করিয়াছিল। অতঃপর মানুষ যেই পরিমাণ ইসলামী শরীআতের উপর আমল করা ত্যাগ করিতে থাকিবে সেই পরিমাণ আমানতদারী উঠিয়া যাইবে। আর যখন পৃথিবী হইতে আমানতদারী ও ঈমান সম্পূর্ণ চলিয়া যাইবে তখন আল্লাহ তা'আলা এই পৃথিবীকে ধ্বংস করিয়া দিবেন। আলোচ্য হাদীছ শরীফে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমানতদারীর উপস্থিতি ও উহা উঠাইয়া নেওয়ার স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

বলাবাহুল্য স্বভাবগত আমানতদারীর অধিকারী অন্তরসমূহ যখন কুরআন ও হাদীছ লাভ করিল তখন তাহাদের অন্তরসমূহ আমানতদারীর সহিত ঈমানী দৌলতে নূরানীয়াতে অটলতা লাভ করিল। ফলে মুসলমানদের

মধ্যে খিয়ানতের নাম গন্ধও ছিল না। আমানতদারী ও বিশ্বাসীই ছিল মুসলমানের অপর নাম। এই কারণেই হাদীছ শরীফের রাবী হযরত হুযায়ফা (রাযিঃ) বলেন, আমি এমন এক যুগ (ইসলামের প্রাথমিক যুগ) অতীত করিয়াছি তখন লেন-দেন-এর ব্যাপারে কোন চিন্তা ছিল না বরং যে কাহারো সহিত লেন-দেন (মু'আমালা) করিলে উহা পরিশোধের ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। মুসলমান হইলে তো তাহার দ্বীনদারীই তাহাকে আমানত পরিশোধের জন্য যথেষ্ট ছিল। আর খ্রীষ্টান ও ইয়াহুদী হইলে শাসক তাহাকে বিশ্বাস ভঙ্গ না করিতে বাধ্য করিত। ফলে সে বাধ্য হইয়া আমানত পরিশোধ করিত। কিন্তু বর্তমানে খিয়ানতের দ্বার খুলিয়া গিয়াছে। ফলে আমানতের খিয়ানত আরম্ভ হইয়াছে। তাই আমি আমার পরিচিত অমুক অমুক ব্যতীত তোমাদের অন্য কাহারও সহিত লেন-দেন করিনা।

উল্লেখ্য যে, হযরত হুযায়ফা (রাযিঃ) হিজরী তেত্রিশ সনে বৎসরের প্রথম দিকে এবং হযরত ওছমান (রাযিঃ)-এর শাহাদাতের কিছুদিন পর ইন্তেকাল করেন। তাই তিনি তাহার জীবনের শেষ দিকে আমানতের মধ্যে ত্রুটি হওয়ার কিছু কাল পাইয়াছিলেন। কেননা হযরত ওমর (রাযিঃ)-এর শাহাদাতের পরই আমানতের রুদ্ধ দ্বার খুলিয়া গিয়াছিল এবং খিয়ানত আরম্ভ হইয়াছিল। সুতরাং হযরত হুযায়ফা (রাযিঃ) বর্তমান বলিয়া তাহার জীবনের শেষভাগের কথাই বুঝাইয়াছেন এবং ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, 'আমানত'-এর মধ্যে ত্রুটি এখন হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তবে তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শ্রুত আমানত সম্পর্কিত দুইখানা হাদীছের মধ্যে দ্বিতীয় হাদীছ অর্থাৎ আমানত উঠাইয়া নেওয়ার হাদীছ যাহা প্রত্যক্ষ করিবার প্রতীক্ষায় ছিলেন তাহা তখনও প্রকাশিত হয় নাই। অবশ্য হযরত ওমর (রাযিঃ)-এর শাহাদাতের পর যৎসামান্য আরম্ভ হইয়াছিল মাত্র। অতঃপর তাহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে চলিয়াছে।

আমানত উঠাইয়া নেওয়ার স্বরূপ বর্ণনায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন যে, "মানুষ সামান্য সময়ের জন্য ঘুমাইবে।" এই ঘুমানোর দ্বারা হয়ত نوم এর বাহ্যিক অর্থ নিদ্রাই মর্ম অথবা نوم (ঘুম)-এর রূপক অর্থ গাফিল মর্ম হইবে। ঘুমানোর রূপক অর্থে বাক্যের মর্ম হইতেছে যে, মানুষ সামান্য সময়ের জন্য আল্লাহ তা'আলার স্মরণ হইতে গাফিল তথা অমনোযোগী হইবে কিংবা মন্দের সুহবত-এ বসিবে কিংবা বে-ঈমানদের সহিত উঠাবসা করিবে কিংবা দুনইয়ার কাজকর্ম, বেচা-কেনায় ব্যস্ত হইবে। এমতাবস্থায় অন্তর হইতে আমানতদারীর নূর উঠিয়া যাইবে এবং অন্ধকার আসিয়া বসিবে। যেমন একটি উত্তম রংকে ধুইয়া ফেলিবার পর একটি অনুজ্জ্বল কালো চিহ্ন থাকিয়া যায়। হাদীছ শরীফে وكت (নুক্তা) শব্দ বর্ণিত হইয়াছে যাহার অর্থ হালকা দাগ। আর কতকের মতে কালো দাগ। আর কতকের মতে প্রথম রং-এর বিপরীত রং।

শারেহ নববী (রহঃ) তাহরীর গ্রন্থকারের অভিমত উদ্ধৃতি করিয়া বলেন যে, তিনি বলেনঃ উহার মর্মার্থ হইতেছে যে, আমানত সামান্য সামান্য করিয়া মানুষের অন্তর হইতে উঠিতে আরম্ভ করিবে। যখন উহার প্রথম অংশ উঠিয়া যাইবে তখন উহার নূর চলিয়া যাইবে এবং রাখিয়া যাইবে একটি নুক্তার ন্যায় কালো দাগ। আর এই কালো দাগ প্রথম রং-এর বিপরীত সৃষ্ট স্বাদহীন রক্ষিত থাকিবে। অতঃপর যখন আমানতের দ্বিতীয় অংশ উঠিয়া যাইবে তখন ফোস্কার ন্যায় একটি চিহ্ন হইয়া যাইবে। আর ইহা একটি শক্ত দাগ যাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী থাকে এবং ইহার কালোত্ব প্রথমটির কালোত্ব হইতে অধিক হইবে। অতঃপর নূরে ঈমান চলিয়া যাওয়ার এবং বেঈমানীর অন্ধকার আচ্ছন্ন করিবার বিষয়টিকে উপমা দিয়াছেন একটি অঙ্গারের সহিত যাহা পায়ের উপর চালাইবার দ্বারা অগ্নির নূর তো শীঘ্র গতিতে চলিয়া যায়, কিন্তু উহার একটি কালো দাগ চামড়ার উপর রাখিয়া যায়। আর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি কঙ্কর নিজ পা মুবারকের উপর ঘষিয়া একটি দাগ সৃষ্টি করিয়া উক্ত উপমাকে স্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন যাহাতে মানুষ যুক্তিসম্মত বিষয়টি অনুভূত রূপে সহজে বুঝিতে সক্ষম হয়।

সারকথা ঈমানের নূর মানুষের অন্তর হইতে আস্তে আস্তে বিলীন হইতে থাকিবে এবং সমপরিমাণ অন্ধকার

আচ্ছাদন করিয়া লইবে। প্রথমে তো একটি নুক্তা পরিমাণ হালকা কালো চিহ্ন হইবে। অতঃপর আরও অধিক, অতঃপর আরও। এমনকি অন্তর সম্পূর্ণই কালা হইয়া যাইবে এবং ঈমানের পরিবর্তে কুফর ছাইয়া যাইবে। তখন ঈমান ও আমানতের নাম নিশানা পৃথিবী হইতে উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইবে। তবে কোথাও কোথাও হাজারো লাখো ব্যক্তিদের মধ্যে হয়ত এক ব্যক্তি ঈমানদার আল্লাহ ভীরু থাকিবেন যিনি আমানতদার। তখনকার সময়ে কোন ব্যক্তিই অন্য কোন ব্যক্তির উপর নির্ভর করিবে না। যাহাকে টাকা দিবে সেই আত্মসাৎ করিবে। আমানত শোধ করা তো দূরের কথা খিয়ানত করাই বীরত্ব বলিয়া মনে করিবে। সারা দুন্ইয়ায় বেঈমানী বিস্তার লাভ করিবে। ঈমানের সম্মান ও মর্যাদা বলিতে কিছু থাকিবে না। যদি প্রশংসা করে তবে বেঈমানদেরই করিবে। ইলমে নাফি' ও আমলে সালিহের অধিকারীর কোন প্রশংসা করিবে না বরং তাহাদেরকে নিয়া ঠাট্টা বিদ্রূপ করিবে। হযরত হুযায়ফা (রাযিঃ) শ্রুত দ্বিতীয় হাদীছ শরীফ যাহা তিনি দেখিবার অপেক্ষায় ছিলেন উহার মিসদাক তথা উপযুক্ত প্রমাণকাল বর্তমানে (অর্থাৎ পনের শত হিজরী শতাব্দীর প্রথমে) বাস্তবে প্রমাণিত হইতে চলিয়াছে।

বর্তমানে মুমিন মুসলমান বলিয়া পরিচিত ব্যক্তিবর্গ সামান্যতম পার্থিব স্বার্থসিদ্ধির জন্য বেঈমান-বেদ্বীন লোকদের প্রশংসা করিতেছে এবং তাহাদের খোশামোদ করে। অধিকন্তু বেঈমানদের সন্তুষ্ট করিবার জন্য আল্লাহওয়ালা দ্বীনদার হক্কানী ব্যক্তিকে মন্দ বলিতেও কুণ্ঠাবোধ করিতেছে না। نعوذ بالله

এক সময় মুসলমানগণ সকল জাতির নেতৃত্ব দিয়াছে। তাহাদের প্রভাব ও জাঁকজমক এমন ছিল যে, কাফিররাও তাহাদের নাম শুনিয়া কম্পিত হইয়া উঠিত। প্রত্যেক মুসলমান আহকামে শরীআত পালনে প্রাণ উৎসর্গ করাকে নিজেদের জন্য গৌরবের বিষয় বলিয়া মনে করিত। আমানত ও ঈমানদারীই ছিল তাহাদের পার্থক্যকরণের মনোগ্রাম। মুসলমান বলিতে আমানতদার বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করিত। ফলে পরিচিত অপরিচিত নির্বিশেষে সকলের সহিত দ্বিধাহীনভাবে ক্রয়-বিক্রয়, লেন-দেন ইত্যাদি মু'আমালা করা হইত। বিশ্বাসভঙ্গের কোন সম্ভাবনাই বিদ্যমান ছিল না। আর বিধর্মী খ্রীষ্টান, ইয়াহুদীও শাসকের ভয়ে বিশ্বাসভঙ্গ করিতে সাহস করিত না। যদিও কেহ বিশ্বাসভঙ্গ করিত কিন্তু ঈমানদার শাসক বর্তমান ছিলেন যিনি তাহাকে শাস্তি দিতেন এবং বিশ্বাসভঙ্গ হইতে বিরত রাখিতেন এবং প্রাপকের অর্থ ন্যায্য প্রাপকের নিকটই পরিশোধের ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। ফলে কাহারও হক নষ্ট হইবার আশংকা ছিল না।

হযরত হুযায়ফা (রাযিঃ)-এর শেষ জীবনে আমানত উঠাইয়া নেওয়ার মাত্র প্রারম্ভকাল ছিল। তখন গোটা কতক লোক ব্যতীত সকলেই আমানতদার ছিলেন। কিন্তু উহা চিনিয়া লওয়া মুশ্কিল ছিল বলিয়া তিনি পরিচিত অমুক অমুক ব্যতীত অন্য কাহারও সহিত লেন-দেন করিতেন না। ইহা তাহার পবিত্রতা এবং খিয়ানতের প্রতি অত্যধিক ঘৃণা করিবার নিদর্শন। কেননা ঈমান ও আমানতদারীর মহান যুগের পূর্বাপর তুলনামূলক অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি তাহার শেষ যুগের আমানতদারী অবস্থার ত্রুটি বরদাশ্ত করিতে পারেন নাই।

কিন্তু বর্তমানে তো অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। এখন গোটা কতক লোক ব্যতীত সকলেই বিশ্বস্ততা হারাইয়া বসিয়াছে। এখন যেন আমানত উঠাইয়া নেওয়ার বার্ধক্য যুগ চলিয়াছে। আর যদি অধিকাংশ লোকের অবস্থা এই দাঁড়ায় তবে শাসকের অবস্থাও তো এইরূপই হইবে। সে ঘুষখোর, অত্যাচারী, হককে না-হককারী, নিঃস্ব প্রজাদের কষ্টে পতিতকারী এবং তাহাদের হক নষ্ট করিবে। কাজেই শাসকের পক্ষ হইতেও এই আশা করা যায় না যে, সে বে-ঈমানদেরকে শাস্তি দিবে এবং বিশ্বাসভঙ্গ করা হইতে বিরত রাখিবে। ফলে দ্রুতগতিতে আমানতদারী উঠিয়া যাইতে চলিয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে ঈমান ও আমানতদারী সম্পূর্ণ বিলীন হইয়া যাইবে এবং কিয়ামত প্রতিষ্ঠা হইবে। (নবভী, ফতহুল মুলহিম ও অন্যান্য) (হে করুণাময়, আপনি আমাদেরকে হিফাযত করুন এবং ঈমানের সহিত খাতিমা করুন। আমীন)

হাদীছ শরীফে উল্লিখিত 'আমানত' দ্বারা মর্ম

হাদীছ শরীফে উল্লিখিত 'আমানত' শব্দের মর্মার্থ গ্রহণে হাদীছ বিশেষজ্ঞগণের বিভিন্ন অভিমত রহিয়াছে।

শারেহ নববী (রহঃ) বলেনঃ হাদীছ শরীফে উল্লিখিত আমানত দ্বারা বাহ্যিকভাবে ইহাই বুঝা যায় যে, উহা দ্বারা সেই দায়িত্বকে বুঝানো হইয়াছে যাহা আল্লাহ তা'আলা নিজ বান্দাদের উপর অর্পণ করিয়াছেন এবং যাহার ইক্‌রার তথা স্বীকৃতি ও প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়াছেন।

ইমাম আবূল হাসান ওয়াহেদী (রহঃ) কুরআন মজীদের আয়াত

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ

(আমি আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে এই আমানত পেশ করিয়া ছিলাম-সূরা আহযাব-৭২)-এর তাফসির করিতে গিয়া বলেন যে, হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) আয়াতে উল্লিখিত আমানত সম্পর্কে বলিয়াছেন, 'আমানত' দ্বারা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে বান্দাদের প্রতি অর্পিত ফরয দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহকে বুঝানো হইয়াছে।

হযরত হাসান বাস্‌রী (রহঃ) বলেন, আমানত দ্বারা মর্ম দ্বীন। কেননা দ্বীনের যাবতীয় বস্তুই আমানত।

হযরত আবূল আলীয়া (রহঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলার যাবতীয় আদেশ নিষেধই আমানত।

হযরত মুকাতিল (রহঃ) বলেন, আমানত দ্বারা ইবাদতসমূহকে বুঝানো উদ্দেশ্য। আল্লামা ওয়াহিদী (রহঃ) বলেন যে, অধিকাংশ মুফাস্‌সিরীন এই মর্মই গ্রহণ করিয়াছেন। কাজেই উল্লিখিত সকল বিশেষজ্ঞগণের অভিমতে আমানত বলিতে সে সকল ইবাদত ও ফরযসমূহের দায়িত্বকে বুঝানো হইয়াছে যাহা আদায় ও পালন করিবার কারণে ছাওয়াব হয় এবং আদায় না করিবার দরুণ আযাব হইবে।

তাহরীর গ্রন্থকার বলেন, হাদীছ শরীফে উল্লিখিত আমানত দ্বারা উহাই উদ্দেশ্য যাহা আল্লাহ তা'আলার ইরশাদঃ

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ الخ আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য। আর ইহাই হইতেছে প্রকৃত ঈমান। সুতরাং মানুষের অন্তরের মধ্যে আমানত (ঈমান) দৃঢ়ভাবে অটল হইলেই কেবল তাহার প্রতি আদিষ্ট দায়িত্ব ফরয, ওয়াজিব, ইত্যাদি যথাযথ আদায় করিবার চেষ্টা করিবে। (নববী)

তাফসীরে মাযহারীতে বলা হইয়াছে, শরীআতের যাবতীয় আদেশ নিষেধের সমষ্টিই আমানত।

আবূ হাইয়ান স্বীয় 'বাহরে মুহীত' গ্রন্থে লিখিয়াছেনঃ

الظاهر انها كل مايؤتمن عليه من امر ونهي وشان ودين ودنيا والشرع كله امانة وهذا قول الجمهور

অর্থাৎ "প্রত্যেক যে বিষয়ে মানুষের উপর আস্থা রাখা হয় অর্থাৎ আদেশ নিষেধ এবং প্রত্যেক যে অবস্থা দ্বীন-দুনইয়ার সহিত সম্পর্ক রাখে এবং শরীআত সম্পূর্ণই আমানত।" ইহাই জমহুরে ওলামায়ে কিরামের অভিমত।

বলাবাহুল্য আমানতের উদ্দেশ্য হইতেছে শরীআতের বিধানাবলী দ্বারা আদিষ্ট হওয়া, যেইগুলি পূর্ণরূপে আদায় করিলে জান্নাতের চিরস্থায়ী নিয়ামত এবং বিরোধিতা করিলে চিরস্থায়ী জাহান্নামী, আর ত্রুটি করিলে গুনাহ পরিমাণ জাহান্নামের শাস্তির প্রতিশ্রুতি রহিয়াছে।

আর কতক বিশেষজ্ঞ বলেনঃ আমানতের উদ্দেশ্য আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত বিধানাবলীর ভার বহনের যোগ্যতা ও প্রতিভা, যাহা বিশেষ স্তরের জ্ঞান বুদ্ধি ও চেতনার উপর নির্ভরশীল। উন্নতি ও আল্লাহ তা'আলার প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতা এই বিশেষ যোগ্যতার উপর নির্ভরশীল। যে সকল সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে এই যোগ্যতা নাই তাহারা নিজ নিজ স্থানে যতই উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হউক না কেন, তাহারা তাহাদের স্থান হইতে উন্নতি করিতে পারিবে না। আকাশ, পৃথিবী এমনকি ফিরিশতাগণের মধ্যেও উন্নতি নাই। তাহারা নৈকট্যের নিজ নিজ স্থানেই অনড় হইয়া আছে।

আল্লামা শাব্বীর আহমদ ওছমানী (রহঃ) স্বীয় 'ফতহুল মুলহিম' গ্রন্থে মুফাস্সিরীন ও মুহাদ্দিছীনের অভিমতসমূহ উদ্ধৃতি করিবার পর বলেন, ইন্শাআল্লাহ তা'আলা আমার মতে, আমানত দ্বারা মর্ম হইতেছে যে, যাহা দ্বারা মানুষকে ঈমান ও ঈমানিয়্যাতের দায়িত্ব অর্পণ সহীহ হয়। আর উহা হইতেছে, প্রাকৃতিক জন্মগত যোগ্যতা যাহা দ্বারা বান্দা নেক কর্মসমূহ গ্রহণ ও গুনাহসমূহ হইতে বাঁচিয়া থাকিতে সামর্থবান হয়। আর এই আমানত বনী আদমের অন্তরসমূহের মধ্যে গচ্ছিত থাকে এই হিসাবে যে, ঈমানে শরয়ী জমির সীমানার স্থলাভিষিক্ত। আর বৃক্ষের দানাসমূহ জমির অভ্যন্তরে প্রোথিত। আর কুরআন ও সুন্নাহ–এর উপমা হইতেছে আকাশ হইতে অবতীর্ণ বৃষ্টির ন্যায়। কাজেই ভাল জমিনে বৃষ্টির পানি অবতীর্ণ হইলে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে শস্য ও গাছ উদিত হয়। আর যে জমি খারাপ তাহাতে খারাপ ছাড়া আর কিছুই উদিত হয় না। বরং অনেক ক্ষেত্রে সীমাও নষ্ট করিয়া দেয়। (ফতহুল মুলহিম)

সারকথা হাদীছ শরীফে মানুষের অন্তরের সহিত সম্পর্কশীল একটি বিষয়কে আমানত বলা হইয়াছে যাহা শরীআতের আদেশ নিষেধের আদিষ্ট হওয়ার যোগ্যতা রাখে।

٢٧٤ وحدثنا ابن نمير قال ثنا ابي ووكيع ح وحدثنا اسحق ابن ابراهيم قال نا عيسى بن يونس جميعا عن الاعمش بهذا الاسناد مثله ـ

হাদীছ—২৭৪ঃ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন নুমায়র (রহঃ)। তিনি–(সূত্র পরিবর্তন) এবং ইসহাক বিন ইব্রাহীম (রহঃ)। তিনি–তাহারা সকলই হযরত আ'মাশ (রহঃ) হইতে এই সনদে উপরোক্ত হাদীছ শরীফের অনুরূপ হাদীছ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

٢٧٥ وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال نا ابو خالد يعني سليمان بن حيان عن سعد ابن طارق عن ربعي عن حذيفة قال كنا عند عمر فقال ايكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن فقال قوم نحن سمعناه فقال لعلكم تعنون فتنة الرجل في اهله وجاره قالوا اجل قال تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة ولكن ايكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر قال حذيفة فاسكت القوم فقلت انا قال انت لله ابوك قال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فاي قلب اشربها نكت فيه نكتة سوداء واي قلب انكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين على ابيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السموات والارض والاخر اسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه قال حذيفة وحدثته ان بينك وبينها بابا مغلقا يوشك ان يكسر قال عمر اكسرا لا ابا لك فلو انه فتح لعله كان يعاد قلت لا بل يكسر وحدثته ان ذلك الباب رجل يقتل او يموت حديثا

لَيْسَ بِالْأَغَالِيطِ فَقَالَ أَبُوْ خَالِدٍ فَقُلْتُ لِسَعْدٍ يَا أَبَا مَالِكٍ مَا أَسْوَدُ مُرْبَادًّا قَالَ شِدَّةُ الْبَيَاضِ فِيْ سَوَادٍ قَالَ قُلْتُ فَمَا الْكُوْزُ مُجَخِّيًا قَالَ مَنْكُوْسًا ـ

হাদীছ—২৭৫ঃ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদিল্লাহ বিন নুমায়র (রহঃ)। তিনি··· হযরত হুযায়ফা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেনঃ আমরা আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রাযিঃ)—এর কাছে বসা ছিলাম। ইত্যবসরে হযরত ওমর (রাযিঃ) বলিলেনঃ তোমাদের মধ্যে কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ফিতনা সম্পর্কে আলোচনা করিতে শুনিয়াছ? উপস্থিত এক জামাআত (এর কয়েক ব্যক্তি) বলিলেনঃ (জ্বী, হ্যাঁ) আমরা শুনিয়াছি। হযরত ওমর (রাযিঃ) বলিলেনঃ সম্ভবতঃ তোমরা ফিতনা বলিতে সেই ফিতনাগুলিকে বুঝিয়াছ যাহা মানুষের স্বীয় পরিবার পরিজন, ধনসম্পদ ও প্রতিবেশীদের মধ্যে সংঘটিত হইয়া থাকে। উপস্থিত লোকজন আরয করিলেনঃ জ্বী, হ্যাঁ (আমাদের উদ্দেশ্য ইহাই)। হযরত ওমর (রাযিঃ) বলিলেনঃ এই সকল ফিতনার কাফ্ফারা তথা ক্ষতিপূরণ তো নামায, রোযা ও সদকা (যাকাত ইত্যাদি নেক কার্যাবলী)—এর দ্বারা হইয়া যায়। কিন্তু (ইহা আমার জিজ্ঞাসিত বিষয় নহে বরং আমি জানিতে চাহিয়াছি যে,) তোমাদের মধ্যে কে ঐ সকল (মারাত্মক) ফিতনা সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম—এর কাছে শুনিয়াছ যাহা সাগরের তরঙ্গের ন্যায় উচ্ছ্বসিত হইয়া আসিবে। রাবী হযরত হুযায়ফা (রাযিঃ) বলেনঃ উপস্থিত লোকজন সকলেই (হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু—এর এই প্রশ্ন শ্রবণের পর নিরুত্তর) চুপ রহিলেন। অতঃপর আমি আরয করিলামঃ আমি (শুনিয়াছি)। হযরত ওমর (রাযিঃ) বলিলেনঃ তুমি (শুনিয়াছ) সাবাস, তোমার পিতা অত্যন্ত ভাল (মানুষ) ছিলেন[১] (যে, তাহার হইতে তোমার ন্যায় সুযোগ্য সন্তান হইয়াছে)। হযরত হুযায়ফা (রাযিঃ) বলেনঃ আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করিয়াছেন যে, ফিতনাসমূহ (মানুষের) অন্তরসমূহে এমনভাবে আসিতে থাকিবে যেমনভাবে মাদুর (বা চাটাই) বুনার খেজুর পাতাসমূহ একটির পর একটি (সংলগ্ন পরম্পরায়) হইয়া থাকে। সুতরাং যে অন্তর উক্ত ফিতনার মধ্যে জড়িত হইবে সে ফিতনা তাহার অন্তরের মধ্যে একটি কালো নুক্তা সৃষ্টি করিয়া দিবে। আর যে অন্তর উক্ত ফিতনাকে প্রত্যাখ্যান করিবে (এবং গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিবে) তবে তাহার অন্তরের মধ্যে একটি সাদা (নূরানী) নুক্তা লাগিয়া যাইবে। এমনিভাবে (কালো ও সাদা নুক্তা পড়িয়া অন্তরের বিশ্বাসের অবস্থার গুণগ্রাহিতায় মানুষ) দুই অন্তরের (মধ্যে বিভক্ত) হইয়া যাইবে। একটি শ্বেত পাথরের ন্যায় (ধবধবে) সাদা; অতঃপর যতদিন আকাশ ও ভূ—মণ্ডল প্রতিষ্ঠিত থাকিবে ততদিন (অর্থাৎ আজীবন) কোন ফিতনা তাহাকে ক্ষতি করিতে পারিবে না। আর অপরটি শুভ্রতা মিশ্রিত অত্যন্ত কালো উল্টানো কলসীর ন্যায় যে, (জ্ঞান বিবেক হইতে খালি হইবে) সে কোন ভাল কথাকে ভাল বুঝিবে না, আর না কোন মন্দ কথাকে মন্দ বুঝিবে। কিন্তু উহাই বুঝিবে যাহা তাহার অন্তরে দৃঢ় হইয়া গিয়াছে (অর্থাৎ সে ভাল—মন্দে পার্থক্যকরণ ছাড়া এবং বিনা চিন্তা ফিকিরে নিজ প্রবৃত্তির আনুগত্য করিবে।)

হযরত হুযায়ফা (রাযিঃ) বলেনঃ অতঃপর আমি হযরত ওমর (রাযিঃ)—এর নিকট হাদীছ বর্ণনা করিলাম যে,

---

টীকা—১. "لله ابوك" (তোমার পিতা তো খুবই ভাল (মানুষ) ছিলেন।) ইহা এমন একটি কথা যাহা প্রশংসার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। আরবীগণের অভ্যাস ছিল যে, যখন কোন ব্যক্তির প্রশংসা করা উদ্দেশ্য হইত তখন তাহাকে আল্লাহ তা'আলার সহিত সম্বন্ধ করিয়া 'লিল্লাহে আবূকা' বলিত। আর পিতার সম্বন্ধ আল্লাহ তা'আলার সহিত করার দ্বারা পিতার বুযুর্গী বর্ণনা করা হয়। যেমন বলা হয় بيت الله (আল্লাহ তা'আলার ঘর), ناقة الله (আল্লাহর উষ্ট্রী) এই উভয় স্থানে ঘর এবং উষ্ট্রীকে আল্লাহ তা'আলার সহিত সম্বন্ধ করিয়া উহাদের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা হইয়াছে। তাহরীর গ্রন্থকার বলেনঃ যখন কোন সন্তান হইতে প্রশংসিত বস্তু পাওয়া যায় তখন তাহাকে বলা হয় لله ابوك حيث اتى بمثلك তোমার পিতা খুবই উত্তম লোক ছিলেন। তাই তাহার হইতে তোমার ন্যায় প্রতিভাবান সন্তান জন্মলাভ করিয়াছে।

(ফতহুল মুলহিম)

আপনি এবং সেই ফিতনার মধ্যবর্তী একটি রুদ্ধ দ্বার রহিয়াছে (যাহার কারণে ফিতনা ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিতেছে না)। সম্ভবতঃ অচিরেই উহা ভাঙ্গিয়া ফেলা হইবে। হযরত ওমর (রাযিঃ) বলিলেনঃ উহা কি ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইবে? তোমার পিতা না হউক।[১] তবে যদি উহাকে (না ভাঙ্গিয়া) খুলিয়া দেওয়া হইত তাহা হইলে সম্ভবতঃ পুনরায় বন্ধ করিয়া দেওয়ার আশা করা যাইত। (কেননা ভাঙ্গা বস্তু সাধারণতঃ গড়া হয় না, তাহাছাড়া রীতিনীতিরও বিপরীত)। আমি (হযরত হুযায়ফা (রাযিঃ) জবাবে) বলিলামঃ (খুলিয়া দেওয়া হইবে) না বরং ভাঙ্গিয়াই দেওয়া হইবে।

আর আমি হযরত ওমর (রাযিঃ)-এর নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছি যে, নিশ্চয় সেই (বন্ধ) দরজাটি হইতেছে একজন (বিশেষ) ব্যক্তি; যাহাকে (হয়ত) নিহত করা হইবে কিংবা তিনি স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করিবেন। ইহা কোন ভুল (তথা গল্প গুজব) নহে বরং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীছ। (যাহা সম্পূর্ণ সত্য)।

বর্ণনাকারী আবূ খালিদ (রহঃ) বলেনঃ অতঃপর আমি (আমার শায়খ) সা'দ (বিন তারিক)কে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, ইয়া আবা মালিক أسود مربادّ। কথাটির মর্ম কি? তিনি জবাবে বলিলেনঃ شدة البياض فى سواد কালো-এর মধ্যে শক্ত সাদা।[২] আবূ খালিদ বলেন, আমি (পুনরায়) সা'দকে জিজ্ঞাসা করিলাম الكوز مجخيًا। কথাটির মর্ম কি। তিনি জবাবে বলিলেন, অধঃমুখী তথা উল্টানো কলসী।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

ভাষাবিদগণ বলেন, আরবী ভাষায় 'ফিতনা' (الفتنة) শব্দটি বস্তু যাঁচাই ও পরীক্ষার অর্থে ব্যবহৃত হইত। অতঃপর প্রচলিত অর্থে উহা এমন প্রত্যেক বিষয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইতে থাকে যাহা মন্দকার্যবলীর সংবাদ বহন করে এবং মন্দের বাহ প্রকাশিত করে। পরোক্ষ ব্যাখ্যায় 'কুফর' ইত্যাদি মর্মও প্রকাশ করে। আবূ যায়েদ (রহঃ) বলেনঃ যখন কোন ব্যক্তি ফিতনায় লিপ্ত হয় এবং তাহার ভাল অবস্থা মন্দ অবস্থায় পরিবর্তন হইয়া যায় তখন বলা হয় فتن الرجل (লোকটি ফিতনায় পতিত হইল।)

আর কোন ব্যক্তি নিজ পরিবার, ধনসম্পদ ও সন্তানাদির মধ্যে ফিতনায় পতিত হওয়ার মর্ম হইতেছে যে, তাহাদের মহব্বত প্রবল হওয়া এবং তাহাদের মহব্বতে লিপ্ত হইয়া নেক কার্যাবলী হইতে অমনোযোগী হইয়া

টীকা-১. " لا ابا لك " "তোমার পিতা না হউক।" ইহা আরবীগণের একটি প্রচলিত বাক্য যাহা দ্বারা কাহাকেও কোন কর্মের প্রস্তুতির প্রতি উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য ব্যবহার করিয়া থাকেন। অর্থাৎ তোমার কোন রক্ষাকারী নাই। হ্যাঁ, যদি তোমার পিতা জীবিত থাকিতেন তাহা হইলে বিপদের মধ্যে তিনিও তোমার অংশীদার হইতেন। ফলে তোমাকে অধিক কষ্টভোগ করিতে হইত না। এখন তো তুমি একাকী, কাজেই তুমি চেষ্টা কর এবং নিজেকে রক্ষার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণকর।

টীকা-২. شدة البياض فى سواد কালো মিশ্রিত শক্ত শুভ্রতা। কাযী আয়্যায (রহঃ) বলেন, আমাদের কতক বিশেষজ্ঞ শায়খ বলিয়াছেনঃ হযরত সা'দ (রহঃ) কর্তৃক হাদীছ শরীফের বাক্য اسود مرباد-এর অর্থ شدة البياض فى سواد বর্ণনায় পঠন কিংবা লিখনে ভুল হইয়াছে। বস্তুতঃ شدة এর স্থলে شبه শব্দ হওয়া সহীহ অর্থাৎ شبه البياض فى سواد শুভ্রতা মিশ্রিত ঘন কালো। কেননা যেই কালো-এর মধ্যে শুভ্রতা প্রবল উহাকে ربدة বলা হয় না বরং بلق বলা হয় যদি শরীরে হয়। আর যদি চক্ষুর মধ্যে হয় তবে حور বলা হয়। আর ربدة হইতেছে সেই ঈষৎ শুভ্রতা যাহা কাল-এর সহিত মিশ্রিত যেমন উটপাখীর রঙ হইয়া থাকে। এই কারণেই উটপাখীকে ربدة বলে। কাজেই شبه البياض হওয়াই সহীহ। (এই হিসাবেই হাদীছ শরীফের বাংলা অনুবাদ করা হইয়াছে)। আবূ উবায়দা (রহঃ), আবূ আমর (রহঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, ربدة উক্ত রঙ যাহা কালো ও মাটির রঙের মধ্যবর্তী হয়। ইবন দারীদ (রহঃ) বলেনঃ যেই কালোত্বের মধ্যে অন্ধকার মিলিত হয় তাহাকে ربدة বলে।

(নবভী, ফতহুল মুলহিম)

যাওয়া এবং আল্লাহ তা'আলার আহকামকে ভুলিয়া যাওয়া এবং উহা পালন না করা। যেমন আল্লাহ তা'আলা এই সম্পর্কে ইরশাদ করেনঃ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ

অর্থাৎ "তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো কেবল পরীক্ষা স্বরূপ।" (সূরা তাগাবুন-১১৫) (অর্থাৎ ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মানুষের পরীক্ষা নেন যে, এই সকলের মহব্বতে জড়িত হইয়া সে আল্লাহ তা'আলার বিধানাবলীকে উপেক্ষা করে, না মহব্বতকে যথাসীমায় রাখিয়া স্বীয় কর্তব্য পালনে সচেষ্ট হয়।)

অথবা সন্তান-সন্ততির ফিতনা ইহা যে, তাহাদের হকসমূহ আদায়ে অতিরিক্ত কিংবা ঘাটতি করা, তাহাদেরকে আদব-কায়দা, সদুপদেশ ও সুশিক্ষা না দিয়া লাগামহীন ছাড়িয়া দেওয়া। কেননা সে হইতেছে তাহাদের রক্ষক (কর্তা ও দর্শক)। আর প্রত্যেক রক্ষক তাহার অধীনস্তদের হকসমূহ আদায় সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার বিশ্লেষণমূলক জিজ্ঞাসিত হইবে। অনুরূপ প্রতিবেশীদের হকসমূহ আদায়ের ব্যাপারে অসতর্কতা অবলম্বন করাও ফিতনা। আর এই সকল যাবতীয় ফিতনাসমূহের দাবী হইতেছে, হিসাব ও আল্লাহ তা'আলার নিকট জবাবদিহী। কাজেই এই সকল ফিতনা গুনাহ, তবে উহা নেক কার্যাবলী দ্বারা কাফ্ফারা তথা ক্ষতিপূরণ হইয়া যাওয়ার আশা করা যায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ

অর্থাৎ "নিঃসন্দেহে সৎ কার্যাবলী মন্দ কার্যাবলীকে মুছিয়া ফেলে।" (সূরা হুদ-১১৪)

হযরত ওমর (রাযিঃ) উপস্থিত সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ)-এর কাছে এই সকল সাধারণ ফিতনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা উদ্দেশ্য নহে বরং তাহার উদ্দেশ্য হইতেছে যে, সেই এক বিশেষ ফিতনা যাহা খুবই জঘন্য ও মারাত্মক এবং ভবিষ্যতে উম্মতে মুসলিমার মধ্যে পতিত হইবে। এই কারণেই হযরত ওমর (রাযিঃ) বলিলেনঃ ফিতনা বলিতে তোমরা যাহা ধারণা করিয়াছ সেই ফিতনার বিষয়ে আমার জিজ্ঞাসা নহে বরং আমার জিজ্ঞাস্য বিষয় হইতেছে সেই বৃহৎ ফিতনা সম্পর্কে যাহা সমুদ্র-তরঙ্গের ন্যায় ধাবিত হইয়া আসিবে।

হাফিয ইবন হাজার (রহঃ) বলেনঃ হযরত ওমর (রাযিঃ)-এর এই কথাটি দলীল যে, ব্যাপক শব্দ ব্যবহার করিয়া বিশেষ অর্থ মর্ম নেওয়া জায়েয আছে। হযরত ওমর (রাযিঃ)-এর কথা الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ (যাহা সমুদ্র-তরঙ্গের ন্যায় ধাবিত হইয়া আসিবে।)-এর মর্ম হইতেছে যে, চাঞ্চল্য অবস্থা যাহা বায়ু প্রবাহে সমুদ্র উত্তেজনার মুহূর্তে চাঞ্চল্যতা বিরাজমান থাকে। এই কথা দ্বারা রূপকভাবে মানুষের মধ্যে পরস্পর প্রচণ্ড ঝগড়া-কলহ ও অত্যধিক বাদানুবাদে লিপ্ত হইবার বিষয়টি বুঝানো হইয়াছে যাহার ফলশ্রুতিতে পরস্পর ভর্ৎসনা-গালাগালি ও যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হইতে থাকিবে। হযরত আলী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত যে, তিনি বলেনঃ আল্লাহ তা'আলা এই উম্মতের জন্য পাঁচটি ফিতনা নির্মাণ করিয়া রাখিয়াছেন। চারটি ফিতনার কথা উল্লেখ করিবার পর তিনি বলেনঃ একটি ফিতনা হইতেছে যাহা সমুদ্র-তরঙ্গের ন্যায় ধাবিত হইয়া আসিবে। তখন মানুষ চতুষ্পদ জন্তু-জানোয়ারের ন্যায় সকাল করিবে অর্থাৎ মানুষের মধ্যে জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেক-বিবেচনা বলিতে কিছুই থাকিবে না। হযরত আবূ মূসা আশ-আরী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেনঃ সেই যুগে অধিকাংশ মানুষের আকল লোপ পাইয়া যাইবে।

সুতরাং তোমাদের মধ্যে কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট সেই বৃহৎ ফিতনা যাহা সমুদ্র-তরঙ্গের ন্যায় আসিবে উহার আলোচনা শুনিয়াছ? তখন হযরত হুযায়ফা (রাযিঃ) ব্যতীত উপস্থিত সকল সাহাবাগণই নীরব রহিলেন। কারণ হযরত হুযায়ফা (রাযিঃ) ছাড়া উপস্থিত অন্য কাহারো নিকট এই রিওয়ায়ত সংরক্ষিত ছিল না। হযরত হুযায়ফা (রাযিঃ) আরয করিলেনঃ সেই বৃহৎ ফিতনা সম্পর্কে আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শ্রবণ করিয়াছি। তাহার হিফ্য শক্তির উপর হযরত ওমর (রাযিঃ) ধন্যবাদ জানাইয়া বলিলেনঃ শাবাস, বাপের বেটা, তোমার পিতা তো খুবই মহান ছিলেন যে, তাহার হইতে তোমার ন্যায় সুযোগ্য সন্তান জন্ম লাভ করিয়াছে।

হযরত হুযায়ফা (রাযিঃ) বলেনঃ আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودًا عودًا "মাদুর বুননের ন্যায় একের পর এক ফিতনা মানুষের অন্তরসমূহে আসিতে থাকিবে।" শারেহ নবভী (রহঃ) বলেন, كالحصير عودًا عودًا বাক্যের عودًا عودًا শব্দদ্বয় তিনভাবে পঠিত। (এক) عُودًا عُودًا অর্থাৎ ع বর্ণে পেশ এবং শেষে د বর্ণ। (দুই) عَودًا عَودًا অর্থাৎ ع বর্ণে যবর এবং শেষে د বর্ণ। (তিন) عَوذًا عَوذًا অর্থাৎ ع বর্ণে যবর এবং শেষে ذ বর্ণ। তাহরীর গ্রন্থকার কেবল প্রথম পঠন পদ্ধতি বর্ণনা করিয়াছেন। আর কাযী আয়্যায (রহঃ) উল্লিখিত তিনটি পঠন পদ্ধতি বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু প্রথম পঠন পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছেন এবং তিনি বলেন, আমাদের শায়খ আবুল হুসায়ন বিন সিরাজ দ্বিতীয় পঠন পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছেন। যাহা হউক, তিন পঠন পদ্ধতিতে তিন প্রকার অর্থ প্রকাশ করে। তবে সকল পদ্ধতির পঠনে হাদীছ শরীফের মর্মার্থ কাছাকাছি রহিয়াছে।

প্রথম পঠন পদ্ধতির অর্থ হইতেছে যে, ফিতনা (মানুষের) অন্তরসমূহে একটির পর একটি আসিতে থাকিবে যেমন চাটাই বা মাদুরের বেত বা খেজুর পাতা একটির পর একটি লাগানো হয় অর্থাৎ চাটাই বুননকারী যেমন প্রথম একটি বেত লয় এবং উহা বুননের পর দ্বিতীয় বেত বুনে, অনুরূপ উক্ত ফিতনাও একটির পর একটি পরম্পরা হইবে যে, প্রথমে একটি ফিতনা অন্তরে জমিয়া যাইবে, অতঃপর দ্বিতীয়টি---।

কাযী আয়্যায (রহঃ) বলেনঃ আমার মতে হাদীছ শরীফের মর্মার্থ ইহাই এবং বাক পদ্ধতি ও উপমা ইহার উপরই প্রমাণ বহন করে। (হাদীছ শরীফের বাংলা অনুবাদ এই পঠন পদ্ধতির ভিত্তিতেই করা হইয়াছে।)

দ্বিতীয় পঠন পদ্ধতির অর্থ হইতেছে যে, ফিতনা মানুষের অন্তরসমূহের এক দিকে আসিয়া সংযুক্ত হইয়া যাইবে যেমন মাদুর (বা চাটাই) নিদ্রিত ব্যক্তির এক বাহুর সংলগ্ন হয় এবং সংলগ্নতার স্থানে চাটাইয়ের চিহ্ন পড়িয়া যায়। কাজেই عَودًا عَودًا বাক্যের অর্থ হইবে, বার বার উক্ত ফিতনাই আসিয়া সংযুক্ত হইতে থাকিবে।

তৃতীয় পঠন পদ্ধতির অর্থ হইতেছে যে, এই শব্দদ্বয় দ্বারা আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় প্রার্থনা করা হইয়াছে। (যেমন বলা হয় غفرًا غفرًا অর্থাৎ غفرانك) অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নিকট উক্ত ফিতনা হইতে আশ্রয় চাহিতেছি এবং আমাদিগকে ক্ষমা করুন। হাদীছ শরীফের মর্ম হইবে, ফিতনা মানুষের অন্তরসমূহে মাদুর বুননের ন্যায় সংযুক্ত হইতে থাকিবে। আল্লাহ তা'আলার আশ্রয়, আল্লাহ তা'আলার আশ্রয়। অর্থাৎ আল্লাহ আমাদিগকে রক্ষা করুন, আমাদিগকে ক্ষমা করুন।

فاى قلب اشربها (কাজেই যেই অন্তর উক্ত ফিতনায় লিপ্ত হইবে---) বাক্যে اشرب শব্দটি مفعول এর বচন। যেমন বলা হয় اشرب فى قلبه حبه (তাহার অন্তরে উহার প্রীতি পান করানো হইয়াছে)। হাদীছ শরীফের অর্থ হইবে, অতঃপর যেই অন্তর ফিতনা পান করিবে তথা অন্তরের সহিত ফিতনা একত্রিত হইয়া যাইবে এবং পুর্ণাঙ্গরূপে প্রবেশ করিবে ও স্থায়ী হইবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ -

অর্থাৎ "আর কুফরের কারণে তাহাদের অন্তরসমূহে গোবৎস প্রীতি পান করানো হইয়াছিল।" -(সূরা বাকারা-৯৩) আর اشراب হইতেছে যে, একটি রঙ অপর রঙের সহিত এমনভাবে মিলিত হওয়া যেন এক রঙ অপর রঙকে পান করিয়া ফেলিয়া অন্য এক রঙ ধারণ করিয়াছে। সুতরাং হাদীছ শরীফের অর্থ হইবে, যেই অন্তরে ফিতনার মহব্বত প্রবেশ করিবে এবং উহার প্রভাব বিস্তার করিবে যেমন রঙ কাপড়ের মধ্যে প্রবেশ করে। (মিরকাত) কাজেই যেই অন্তরের মধ্যে সেই বৃহৎ ফিতনা আশ্রয় নিবে (অর্থাৎ স্থান করিয়া নিবে এবং প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইবে) তবে সেই অন্তরে একটি কালো দাগ সৃষ্টি করিয়া দিবে। পক্ষান্তরে যেই অন্তর উহাকে প্রত্যাখ্যান করিবে (এবং কুরআন মজীদ ও হাদীছে রসূলের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিবে, ফিতনা সেই অন্তরের ধারে কাছেও

আসিতে পারিবে না। ফলে দাগহীন) সেই অন্তরে একটি শুভ্রোজ্জল নূরানী চিহ্ন পড়িবে। এমনকি এইরূপভাবে কালো এবং সাদা চিহ্ন পড়িতে পড়িতে (মানুষের) অন্তর দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া যাইবে। একটি তো খাটি সাদা শ্বেত পাথরের ন্যায়। শ্বেত পাথরে যেমন কোন মালিন্য স্পর্শ করিতে পারে না তাহা সর্বদা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকে অনুরূপ এই অন্তরও ফিতনাসমূহের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ পাক সাফ থাকিবে।

ইবন আবী শায়বা (রহঃ) অন্য সূত্রে রিওয়ায়ত করেনঃ

عن حذيفة قال لا تضرك الفتنة ما عرفت دينك إنما الفتنة ما اشتبه عليك الحق والباطل ـ

অর্থাৎ "হযরত হুযায়ফা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত যে, তিনি বলেনঃ তোমার দ্বীনকে তুমি যথার্থভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছ। ফলে ফিতনা তোমার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। বস্তুতঃ হক ও বাতিলের মধ্যে সংমিশ্রণই হইতেছে তোমার জন্য ফিতনা।

আর দ্বিতীয় প্রকার অন্তর হইতেছে ঈষৎ শুভ্রতা মিশ্রিত ঘন কালো রঙ, উল্টানো কলসীর ন্যায় যাহা কোন ভাল বস্তুকে ভাল বুঝিবে না, আর না মন্দকে মন্দ বুঝিবে। বরং নিজ প্রবৃত্তির অভিলাষের অধীনে হইবে। বিচার-বিবেক ব্যতীত মন যাহা চাহিবে তাহাই করিবে।

কাযী আয়্যায (রহঃ) বলেনঃ আমার নিকট ইবন সিরাজ (রহঃ) বলিয়াছেনঃ كالكوز مجخيا ـ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গুণের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে যে, সে অন্তরের দিক দিয়া উল্টানো হইবে। উল্টানো কলসীতে যেমন পানি বা অন্য কোন তরল পদার্থ থাকে না অনুরূপ তাহার অন্তরও উল্টানো, ফলে উহাতে কল্যাণ, উন্নতি, পূণ্য ও হিকমত ইত্যাদির যোগ্যতা থাকিবে না। তাই ইহার ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে যে, সে অন্তর ভালকে ভাল বুঝিবে না, আর না মন্দকে মন্দ বুঝিবে। কাজেই كالكوز مجخيا বাক্যটি اسود مربادًا এর উপমা নহে। তাহার অভিমত অনুযায়ী হাদীছ শরীফের অর্থ হইবে "আর অপর অন্তরটি শুভ্রতা মিশ্রিত অত্যন্ত কালো কিংবা উল্টানো কলসীর ন্যায় হইবে---।"

কাযী আয়্যায (রহঃ) বলেনঃ যে অন্তরে ভাল কথা স্থির না থাকে উহাকে উপমা দেওয়া হইয়াছে উল্টানো কলসীর সহিত যাহাতে পানি স্থির হয় না।

তাহরীর গ্রন্থকার বলেনঃ হাদীছ শরীফের মর্মার্থ হইতেছে যে, যখন মানুষ স্বীয় প্রবৃত্তির আনুগত্য করে এবং গুনাহের কর্মে লিপ্ত হয় তখন প্রতিটি গুনাহের দ্বারা তাহার অন্তরের মধ্যে অন্ধকার নামিয়া আসিতে থাকে। অতঃপর সে ফিতনাসমূহে জড়িত হয় এবং ইসলামী নূর তাহার অন্তর হইতে বিদায় হইয়া যায়। ফলে তাহার অন্তর উল্টানো কলসীর ন্যায় উল্টাইয়া যায় অর্থাৎ কলসীকে উল্টা করিয়া দিলে উহাতে যাহা কিছু রাখিবে সকল কিছুই বাহির হইয়া যাইবে। অতঃপর উহাতে কোন বস্তুরই স্থান হয় না। তেমনই তাহার অন্তর হইতেও ইসলামী নূর বাহির হইয়া যাইবে, পুনরায় আর আসিবে না।

অতঃপর হযরত হুযায়ফা (রাযিঃ), হযরত ওমর (রাযিঃ)-এর নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যে, নিশ্চয় আপনি এবং উক্ত ফিতনার মধ্যবর্তী একটি দরজা বিদ্যমান রহিয়াছে যাহা এখন বন্ধ। এই রুদ্ধ দ্বারটিই ফিতনাসমূহকে প্রতিহত করিয়া রাখিয়াছে। অবশ্য অচিরেই উহাকে ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইবে। আর এই হাদীছ শরীফ শুনিয়া নিন যে, সেই বন্ধ দরজাটি হইতেছে একজন বিশেষ ব্যক্তির অস্তিত্ব। তাঁহার জীবদ্দশায় উক্ত ফিতনার কোন অংশই প্রকাশ হইতে পারিবে না। তিনি ইসলামের মধ্যে ফিতনা আসিবার পথে প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। অতঃপর তিনি যখন নিহত হইবেন কিংবা স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করিবেন তবে যেন উক্ত দরজা ভাঙ্গিয়া গেল। ফলে ফিতনা প্রতিবন্ধকহীনভাবে চতুর্দিক হইতে তড়িৎ গতিতে সমুদ্র-তরঙ্গের ন্যায় আসিতে থাকিবে এবং সকল লোক উহার ঢেউয়ের সংঘাতে পতিত হইবে।

অন্য হাদীছ শরীফে বর্ণিত হইয়াছে যে, উক্ত বিশেষ ব্যক্তি হইলেন হযরত ওমর (রাযিঃ) যিনি নিহত (শহীদ

হইবেন)। আর আলোচ্য হাদীছ শরীফে হযরত হুযায়ফা (রাযিঃ) সন্দেহ প্রকাশপূর্বক বলিয়াছেন যে, সেই ব্যক্তি নিহত হইবেন কিংবা স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করিবেন। উত্তর এই যে, সম্ভবতঃ হযরত হুযায়ফা (রাযিঃ) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে এইরূপ সন্দেহসহ শুনিয়াছেন। আর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্দেহসহ ইরশাদ করিবার উদ্দেশ্য হইতেছে যে, হযরত ওমর (রাযিঃ) শহীদ হইবার বিষয়টি হযরত হুযায়ফা (রাযিঃ) ও অন্যান্য সাহাবাগণের নিকট লুক্কায়িত রাখা। অথবা হযরত হুযায়ফা (রাযিঃ) সন্দেহ ছাড়াই শুনিয়াছেন এবং তিনি জানিতেন যে, হযরত ওমর (রাযিঃ) শহীদ হইবেন। কিন্তু তাঁহার সামনা-সামনি নিহত (শহীদ) হইবার কথা বর্ণনা করাকে তিনি অপছন্দ করিয়াছেন। কেননা হযরত ওমর (রাযিঃ) দৃঢ়ভাবে জানিতেন যে, তিনিই সেই ফিতনার জন্য রুদ্ধ দ্বার। যেমন সহীহ হাদীছ শরীফে স্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে যে, "হযরত ওমর (রাযিঃ) নিশ্চিতভাবে জ্ঞাত ছিলেন যে, তিনিই ফিতনার জন্য বন্ধ দরজা, যেমন তিনি নিশ্চিত জানিতেন অদ্যকার রাত্রি আগামী দিনের পূর্বে।" অধিকন্তু হযরত হুযায়ফা (রাযিঃ) হযরত ওমর (রাযিঃ)-এর শাহাদাতের বিষয় নিশ্চিত করিয়া না বলা সত্ত্বেও হাদীছ বর্ণনার আসল উদ্দেশ্য হাসিল হইয়া গিয়াছে।

হযরত হুযায়ফা (রাযিঃ) হাদীছ বর্ণনা সমাপনান্তে বর্ণিত হাদীছ শরীফসমূহের যথার্থতা প্রতিপাদনে বলিয়াছেনঃ حديث ليس بالاغاليط - (ইহা কোন গল্প নহে বরং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীছ)। ইমাম তীবী (রহঃ) উপরোক্ত বাক্যের মর্মার্থ নির্ণয়ে বলেনঃ যে সকল হাদীছ আমি বর্ণনা করিয়াছি উহা অস্পষ্ট এবং অযথার্থ রিওয়ায়তসমূহের ন্যায় সন্দেহজনক নহে যে উহার মধ্যে বিভিন্ন সম্ভাবনা বাহির করা সম্ভব হইবে। বরং ইহা সম্পূর্ণ স্পষ্ট ও প্রমাণিত। শারেহ নববী (রহঃ) বলেনঃ حديث ليس بالاغاليط বাক্যের মর্ম হইতেছে যে, আমি সহীহ ও প্রমাণিত হাদীছ বর্ণনা করিয়াছি। আর যাহা কিছু বর্ণনা করিয়াছি উহাতে না পূর্ববর্তী আহলে কিতাবগণের কিতাব হইতে গৃহীত, আর না যুক্তিবাদীদের গবেষণা হইতে, বরং ইহা সর্বশেষ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শ্রুত হাদীছ।

সারকথা, ফিতনা এবং ইসলামের মধ্যবর্তী প্রতিবন্ধক হইতেছেন হযরত ওমর (রাযিঃ)। তিনিই দরজা। কাজেই যতদিন হযরত ওমর (রাযিঃ) জীবিত থাকিবেন ততদিন ইসলামের মধ্যে ফিতনা প্রবেশ করিবার রাস্তা পাইবে না। অতঃপর তিনি যখন ইন্তেকাল করিবেন তখন ফিতনা রাস্তা পাইয়া যাইবে এবং প্রবেশ করিবে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেইরূপ ইরশাদ করিয়া গিয়াছেন সেইরূপ ঘটিয়াছে এবং ঘটিয়া যাইতেছে।

হাফিয ইবন হাজার (রহঃ) বলেন যে, হযরত হুযায়ফা (রাযিঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়তের মুয়াফিক হযরত আবূ যার (রাযিঃ) বর্ণিত সেই হাদীছ, যাহা ইমাম তিবরানী (রহঃ) নির্ভরযোগ্য সনদে রিওয়ায়ত করিয়াছেন যে, হযরত আবূ যার (রাযিঃ) যখন হযরত ওমর (রাযিঃ)-এর সহিত সাক্ষাত করিলেন, তখন হযরত ওমর (রাযিঃ) হযরত আবূ যার (রাযিঃ)-এর হাত খুব মজবুতভাবে ধরিলেন। অতঃপর হযরত আবূ যার (রাযিঃ) হযরত ওমর (রাযিঃ)কে বলিলেনঃ আমার হাত ছাড়িয়া দিন, হে ফিতনার তালা। তিবরানী গ্রন্থে আরও বর্ণিত আছে-

ان اباذر قال لا تصيبكم فتنة مادام فيكم واشار الى عمر -

অর্থাৎ হযরত আবূ যার (রাযিঃ) বলিলেনঃ লোকগণ। তোমরা ঐ সময় পর্যন্ত ফিতনায় আক্রান্ত হইবে না যতক্ষণ তিনি তোমাদের মধ্যে থাকিবেন এবং হযরত ওমর (রাযিঃ)-এর দিকে ইঙ্গিত করিলেন।

বায্যার গ্রন্থে আছে যে, হযরত কুদামা বিন মাযউন (রাযিঃ) নিজ ভাই হযরত ওছমান (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন। হযরত ওছমান (রাযিঃ) হযরত ওমর (রাযিঃ)কে বলিলেনঃ يا غلق الفتنة - (ওহে ফিতনার রুদ্ধ দ্বার।) হযরত ওমর (রাযিঃ) তাহার নিকট এই কথাটির ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করিলেন। জবাবে হযরত ওছমান (রাযিঃ) বলিলেনঃ একদা আপনি রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন, আর আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার দিকে

ইঙ্গিত করিয়া ইরশাদ করিলেনঃ এই যে লোক ফিতনার জন্য রুদ্ধ দ্বার। যতদিন এই ব্যক্তি জীবিত থাকিবে ততদিন তোমাদের এবং ফিতনার মধ্যবর্তী শক্তভাব রুদ্ধ দ্বার দ্বারা বাধাযুক্ত থাকিবে। (নবভী, ফতহুল মুলহিম)

বলাবাহুল্য হযরত ওমর (রাযিঃ)–এর শাহাদাতের মাধ্যমে দরজা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং ফিতনাসমূহ বাধাহীনভাবে পতিত হইয়া যাইতেছে। ইতিহাস প্রমাণ করে যে, হযরত ওমর (রাযিঃ)–এর শাহাদাতের পর হযরত ওছমান (রাযিঃ)–এর শাহাদাত, জঙ্গে জমল, জঙ্গে সিফ্‌ফীন, খারিজীদের হত্যাকাণ্ড, হযরত আলী (রাযিঃ)–এর শাহাদাত, কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা, হযরত ইমাম হুসেন (রাযিঃ)–এর শাহাদাত, ইত্যাদি হাজার হাজার খারাবী ও ফিতনা আজও মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে বিরাজমান রহিয়াছে যাহা বিস্তারিত লিখার প্রয়োজন রাখে না। এই সকল ফিতনাসমূহ আলোচ্য হাদীছ শরীফেরই বাস্তবতা। হে করুণাময়! আপনি আমাদের মুসলিম জাতিকে এই সকল ফিতনা হইতে পবিত্র করুন। আমাদের প্রতি দয়া করুন এবং ক্ষমা করিয়া দিন।

٢٧٦ **وحدثني** ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ نَا مَرْوَانُ الْفَزَارِيُّ قَالَ نَا أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ رِبْعِيٍّ قَالَ لَمَّا قَدِمَ حُذَيْفَةُ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ جَلَسَ فَحَدَّثَنَا فَقَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَمْسِ لَمَّا جَلَسْتُ إِلَيْهِ سَأَلَ أَصْحَابَهُ أَيُّكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفِتَنِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي خَالِدٍ وَلَمْ يَذْكُرْ تَفْسِيرَ أَبِي مَالِكٍ لِقَوْلِهِ مُرْبَادًّا مُجَخِّيًا -

হাদীছ–২৭৬ঃ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন আবী ওমর (রহঃ)। তিনি–হযরত রিবঈ (রহঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেনঃ যখন হযরত হুযায়ফা (রাযিঃ) আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রাযিঃ)–এর নিকট হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া আসিয়া আমাদের নিকট বসিলেন এবং হাদীছ বর্ণনা করিতেছিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেনঃ গতকাল আমি যখন আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রাযিঃ)–এর কাছে বসা ছিলাম, তখন তিনি তাঁহার সঙ্গীদেরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, তোমাদের মধ্যে কাহার ফিতনা সম্পর্কিত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর হাদীছ স্মরণ আছে? অতঃপর রাবী আবূ খালিদ সূত্রে বর্ণিত উপরোল্লেখিত হাদীছ শরীফের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন। কিন্তু তিনি (এই হাদীছের মধ্যে) আবূ মালিক (রহঃ)–এর مربادًّا এবং مجخيًا এর তাফসীর তথা ব্যাখ্যা উল্লেখ করেন নাই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

১। امير المؤمنين امس বাক্যে امس। (গতকাল) দ্বারা মর্ম অতীত কাল। কথাবার্তা বলিবার দিনের পূর্বের দিন এবং গতকল্য মর্ম নহে। কেননা রাবীর উদ্দেশ্য ইহা যে, হযরত হুযায়ফা (রাযিঃ) মদীনা মুনাওয়ারায় গমন করিয়া আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রাযিঃ)–এর সহিত সাক্ষাত করিবার পর যখন কুফায় প্রত্যাবর্তন করেন তখন তিনি এই হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। (ফতহুল মুলহিম)

٢٧٧ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَعُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ مَنْ يُحَدِّثُنَا أَوْ قَالَ أَيُّكُمْ يُحَدِّثُنَا وَفِيهِمْ حُذَيْفَةُ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفِتْنَةِ قَالَ حُذَيْفَةُ أَنَا وَسَاقَ الْحَدِيثَ كَنَحْوِ حَدِيثِ أَبِي مَالِكٍ عَنْ رِبْعِيٍّ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ قَالَ حُذَيْفَةُ حَدَّثْتُهُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالأَغَالِيطِ وَقَالَ يَعْنِي أَنَّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

হাদীছ–২৭৭ঃ(ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না, আমর বিন আলী, ও উক্‌বা বিন মুকরাম আল–আম্মী (রহঃ)। তাহারা--রিবঈ বিন হিবাশ (রহঃ) হইতে, তিনি হযরত হুযায়ফা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, একদা হযরত ওমর (রাযিঃ) (সাহাবায়ে কিরামকে উদ্দেশ্য করিয়া) বলিলেনঃ আমাদের মধ্যে কে হাদীছ বর্ণনা করিবে অথবা তিনি বলিলেনঃ তোমাদের মধ্যে কে আমাদের নিকট ফিতনা সম্পর্কিত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর হাদীছ বর্ণনা করিবে? আর উপস্থিত সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে হযরত হুযায়ফা (রাযিঃ)ও ছিলেন। হযরত হুযায়ফা (রাযিঃ) জবাবে বলিলেন, আমি, (ফিতনাসমূহ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর হাদীছ বর্ণনা করিব)। অতঃপর রিবঈ (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত আবূ মালিক (রহঃ)–এর রিওয়ায়তের অনুরূপ বর্ণনা করেন। আর রাবী এই হাদীছে ইহাও উল্লেখ করেন যে, হযরত হুযায়ফা (রাযিঃ) বলিয়াছেনঃ আমি হযরত ওমর (রাযিঃ)–এর কাছে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছি যাহা কোন বানোয়াট কথার অন্তর্ভুক্ত নহে বরং উহা সঠিকরূপে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শুনিয়াছিলাম।

তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত

চতুর্থ খণ্ডে কিতাবুল ঈমান-এর অবশিষ্ট